প্রেমময় দাম্পত্য জীবন

নিয়ম, কৌশল, পরামর্শ

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

উসতাজ ড. হাসসান শামসি পাশা সিরিয়ার একজন বিখ্যাত দায়ি। বিরল মেধা ও বহু প্রতিভার অধিকারী এই লেখক পেশায় একজন ডাক্তার। জন্মগ্রহণ করেছেন সিরিয়ার হিমস শহরে ১৯৫১ সালে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা জন্মস্থান হিমস শহরেই শেষ করেন। তারপর তিনি হালব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে অনার্স শেষ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারনাল মেডিসিন বিষয়ে মাস্টার্স করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'কার্ডিওমায়োপ্যাথি।' এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্রিটেনে যান। ব্রিটেন থেকে ফিরে তিনি সৌদি আরবের জিদ্দায় কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় তিনি পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। আরবের বিখ্যাত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। হৃদরোগ, স্বাস্থ্যবিধি, নববি চিকিৎসা, ইতিহাস, সাহিত্য, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। কলমের দক্ষ কারিগরিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন গঠনের মূল্যবান সব দিকনির্দেশনা। মুসলিম তরুণ ও তরুণীদের দ্বীনি তারবিয়াহর প্রতি তিনি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মনের মাধুরি মিশিয়ে তিনি লিখে গেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। তার লেখার ভাঁজে ভাঁজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দ্বীনি ভাবধারা ও আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়াস। তার লেখা বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- كيف تربي أبناءك في هذا الزمان
- أسعد نفسك وأسعد الآخرين
- همسة في أذن شاب
- همسة في أذن فتاة
- همسة في أذن زوجين

উসতাজ ড. পাশা এখনো তার দায়িসুলভ লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

সূচিপত্র

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের; যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'

সুরা আর-রুম, ৩০ : ২১

রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ

'নিশ্চয় ইবলিস পানির ওপরে তার আসন পেতে (লোকদের ফিতনায় নিপতিত করতে) তার সাঙ্গোপাঙ্গদের পাঠায়। এসব সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সে, যে যত বড় ফিতনা ঘটাতে পারে।

তাদের একজন এসে বলে, "আমি এ এ কাজ করেছি।"

ইবলিস বলে, "তুমি কিছুই করতে পারনি।"

অন্যজন এসে বলে, "অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি; এমনকি আমি তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিভেদ ঘটিয়েছি।"

ইবলিস তখন তাকে নিকটবর্তী করে নিয়ে বলে, "হ্যাঁ, তুমিই (সেরা কাজ করেছ)!"'

সহিহু মুসলিম : ২৮১৩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অবতরণিকা

কেন এ বইটি?

মুসলিম পরিবারে আঘাত করা সমস্যার পরিমাণটা যখন তুমি ধরতে পারবে...

মুসলিম সংসারে মারাত্মক ফাটল ধরিয়ে দেওয়ার বিষয়টা যখন তুমি আন্দাজ করতে পারবে...

কত স্বামী-স্ত্রী যে ঝগড়ায় পড়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে দিচ্ছে, যখন তুমি তা জানতে পারবে...

কত ঘর ধ্বংস হয়েছে, কত পরিবার বিভক্ত হয়েছে এসব দাম্পত্য সমস্যার কারণে যখন তুমি তা জানতে পারবে...

যখন তুমি জানতে পারবে যে, তালাকের পরিমাণ সর্বোচ্চ ভয়ংকর পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে... কোনো কোনো আরব রাষ্ট্রে তালাকের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০%...

যখন তুমি জানতে পারবে যে, তালাকের কারণে সন্তানসন্ততির ওপর যে কতটা বিরূপ প্রভাব পড়ে...

তখন তুমি এ বইয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

দাম্পত্য জীবন নিয়ে কত গল্পই না আমরা শুনি! কত ঘটনাই তো পত্রিকায় পড়ি! যার মধ্যে কিছু গল্প পড়ে আমাদের ঠোঁটে হাসি খেলে যায়। আবার কিছু গল্প অশ্রু ঝরাতে বাধ্য করে। আবার কিছু গল্প শোনার সামান্য সময় পরই ভুলে যাই। অন্যদিকে কিছু গল্প মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে, ক্ষণে ক্ষণে নীরবে তা স্মরণও করি।

কিছু গল্প আমাদের মনে প্রশ্ন রেখে যায়, আবার কিছু গল্প শিখিয়ে যায় বহু কিছু। এভাবেই হামেশা পরিবার ও সমাজের বিভিন্ন চিত্র আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ফেলে।...

- দাম্পত্য সুখ অকল্পনীয় অলভ্য কিছু নয়। আবার বাজারে প্রাপ্য খেলনার মতো সহজলভ্যও নয়। এমনও নয় যে, ডাক্তারের দেওয়া কিছু ওষুধ সেবন করলেই এ সুখ নিশ্চিত হয়ে যাবে।

দাম্পত্য সুখ একটা শিল্প, একটা আর্ট। এ শাস্ত্র স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই শিখতে হবে, মানতে হবে। বিষয়টা এমন নয় যে, দাম্পত্য সুখ কেবল যেকোনো একজনের কাছে বাঁধা থাকে। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সুষম অংশীদারত্বের অনিবার্য ফল দাম্পত্য সুখ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির বড় ভারটা স্ত্রীর ওপর বর্তায়! কারণ স্ত্রী কখনো কখনো বলে, 'কেন আমি, সে কেন নয়? কেন সবকিছু স্ত্রীর ওপর দিয়েই যাবে?!'

কারণ স্ত্রীই পরিবারে সুখ-শান্তির আবহ বইয়ে দিতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম ও সুযোগ প্রাপ্ত। কারণ নারীই আবেগ ও স্নেহের একটা বড় অংশ বহন করে চলে। কারণ নারীকে ধৈর্য ও সহনশীলতার মতো অনুপম গুণ দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রী সহজেই স্বামীর মন জয় করতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামীর পছন্দ-অপছন্দ, তার সাথে কী করলে কী হয় তা জেনে নেয়, তাহলে তাকে খুশি করা তার জন্য তেমন কঠিন কাজ নয়।

একজন স্বামীর মন অনুগত প্রেমময়ী স্ত্রী জয় করতে পারে। তাকে প্রেম ও কোমলতায় মোহিত করতে পারে। একজন বুদ্ধিমান স্ত্রী সহজেই এটা করতে পারে। তাই বলছি, সুখী দাম্পত্যের চাবি কিন্তু নারী তোমার হাতেই!

যে স্ত্রী স্বামীর মনে আশা জাগাতে পারে, পরিবারের কিছু কাজ, সন্তান প্রতিপালনের কিছু সমস্যা বহন করতে পারে, স্বামীর চিন্তা-উদ্বিগ্নতায় অংশ নিতে পারে, স্বামীর মন জয় করতে সচেষ্ট থাকে, এমন স্ত্রীই আসলে দাম্পত্য সুখ নামক শাস্ত্রকে আয়ত্ত করতে পেরেছে।

- মনে রাখবে, স্বামীর প্রতি তোমার আনুগত্য আসলে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য থেকে উৎসারিত, স্বামীকে খুশি করার প্রচেষ্টা আসলে আল্লাহকে খুশি করারই একটা প্রচেষ্টা। কারণ স্বামীর আনুগত্য ও খুশি করার চেষ্টা মানে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা।

আর এর মাধ্যমে তুমি নিজের বহু গুনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারো। আখিরাতে আল্লাহর কাছ থেকে বহু পুরস্কার পাওয়ার আশা করতে পারো। তা ছাড়া দুনিয়াতেও এর সুফল পাচ্ছ। সব সময় খারাপ কিছুকে ভালো কিছু দিয়ে প্রতিহত করবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

'মন্দকে প্রতিহত করো উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো।'[১]

যদি তোমার কারও সাথে শত্রুতা থাকে, তাহলে এভাবে সে বন্ধু হয়ে ওঠে। তাহলে যার সাথে তোমার ভালোবাসা ও প্রেম রয়েছে, তার সাথে এ মূলনীতি অবলম্বনে তো অবশ্যই সুখী দাম্পত্য জীবন আসবে।

- আর তুমি স্বামী হয়ে যদি একটি সুন্দর সুখী সংসার গড়তে চাও, তাহলে তোমাকে অবশ্যই স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে, তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ চাইবে, তোমার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকেও অংশীদার করবে। স্ত্রীর পাশে বসো, তার কথা শুনো, তোমার কাছে তার চিন্তা ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে দাও। তার আনন্দের কথা, তার ভয়ের কথা যেন অনায়াসেই তোমাকে সে বলতে পারে। তার সাথে কৌতুক করো, তাকে হাসাও, মজা করো। তাকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নাও। তার প্রাপ্য যথাযথ সম্মান তাকে দাও। তাকে তুচ্ছ কোরো না। যদি তার অধিকারের কিছুতে ভুল হয়ে যায়, তবে তার কাছে মাফ চেয়ে নাও। তার অভিমতের সম্মান করো। সে যেভাবে তোমাকে ভালোবাসে, তুমিও তাকে সেভাবে ভালোবাসো।

- যে সংসারে মতভিন্নতা হয় না, সেটা সুখী সংসার নয়। বরং যে সংসারে স্বামী-স্ত্রী তাদের মধ্যকার ভালোবাসাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে মতভিন্নতা করতে জানে, সে সংসারই হচ্ছে সুখী সংসার। এভাবে চলতে পারলে সুখী সংসার গড়ে উঠবে।

---

১. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪।

তুমি দয়ার্দ্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়াটা আসল সফলতা নয়; বরং তোমার স্ত্রী যখন তোমাকেই তার হৃদয় বানিয়ে নেবে, তখনই আসলে তুমি সফল।

তোমার একটা সুন্দর শব্দই কয়েক শীত তাকে উষ্ণতায় জড়িয়ে রাখবে।

পরস্পরকে ভালোবাসে এমন স্বামী-স্ত্রী কিছু না বলেও হাজারো কথা বলে ফেলে কেবল চোখে চোখ রেখে।

- কেউ কেউ মনে করে যে, ভালোবাসা হচ্ছে একটা আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড। অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির মতো এটাকেও আমরা পশ্চিম থেকে আমদানি করেছি!

না। আসলে এমন ধারণা একেবারেই অমূলক। কারণ আমরা ভালোবাসার আর্ট শিখেছি প্রিয় নবিজি ﷺ-এর কাছে। নবিজি ﷺ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়িশা ﵂-এর সাথে এমনভাবে আচরণ করেছেন যেন তিনি তাঁর বান্ধবী। ইমাম মুসলিমের বর্ণনা, 'নবিজির এক পারসিক প্রতিবেশী ভালো স্যুপ রান্না করতে পারত। একদিন এ প্রতিবেশী রাসুল ﷺ-এর জন্যও রান্না করে তাঁকে দাওয়াত করতে আসলো। রাসুল ﷺ বললেন, "আর ও? (অর্থাৎ আয়িশাও আসতে পারবে?)"

প্রতিবেশী বলল, "না।"

রাসুল ﷺ বললেন, "তাহলে আমিও আসছি না।"

এরপর আবার সে প্রতিবেশী দাওয়াত দিল। রাসুল ﷺ বললেন, "আর ও?"

প্রতিবেশী বলল, "না।"

রাসুল ﷺ বললেন, "তাহলে আমিও আসছি না।"

এরপর আবার সে প্রতিবেশী দাওয়াত দিল। রাসুল ﷺ বললেন, "আর ও?"

প্রতিবেশী তৃতীয়বারে বলল, "হ্যাঁ।"

এরপর তাঁরা দুজন সে প্রতিবেশীর বাড়িতে দাওয়াতে এলেন।'[২]

দেখো, পারসিক লোকটা যখন দাওয়াত দিতে এল, তখন নবিজি ﷺ শর্ত জুড়ে দিলেন যে, সাথে তাঁর স্ত্রীকেও দাওয়াত দিতে হবে। দেখো, কতটা ভালোবাসা হলে একজন একজনকে ছাড়া না খাওয়ার ওপর শক্ত থাকতে পারে! যদিও দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল স্বামীকে; কিন্তু তিনি শর্ত জুড়ে দিলেন তার স্ত্রীকেও দাওয়াত দিতে হবে তাঁর সাথে!

---

২. সহিহু মুসলিম : ২০৩৭।

দাওয়াতকারীর মনে কষ্ট দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কেবল স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যাওয়া। স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ মূল্যায়নের কারণেই তিনি এমনটা করেছিলেন।

- দাম্পত্য জীবন কেবল কিছু দায়িত্ব-কর্তব্যের নাম নয়। বরং এখানে আছে ভালোবাসার অনুভূতি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

'আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না।'[৩]

কেবল দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় হয় এমন সংসারে না প্রাণ থাকে, আর না কোনো স্বাদ থাকে।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুখের সংসার ব্যর্থ সংসারে পরিবর্তিত হয়ে যায়, যদি স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মনের ভেতর তার সঙ্গী/সঙ্গিনীর কিছু ত্রুটি ক্ষমা না করে মনের ভেতর গেঁথে রেখে দেয়।

- মানসিক চাপের সময় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের পাশে থাকা আবশ্যক। অসুস্থ হওয়া থেকে ঋণের সময় বা দারিদ্র্যের সময়... কিংবা কাজের কোনো সমস্যা বা ব্যবসায় কোনো জটিলতা এলে। তাদের একজন অপরজনের পাশে দাঁড়াবে, তাকে সাহস জোগাবে, তাকে শক্তি দেবে, তার মানসিক চাপ হালকা করবে, তার অবস্থা পর্যবেক্ষণে রাখবে।

- স্বামী-স্ত্রী যখন নবদম্পতি, তখন সে প্রথম দিন থেকেই তাদের উভয়ের মধ্যে সামান্য পার্থক্য বিরাজমান, এটার কারণ হচ্ছে নারী-পুরুষের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়।...

যেহেতু তারা উভয়ে পরস্পর ওয়াদা করেছে যে, তারা উভয়ে একসাথে জান্নাতে যাবে, তাই স্বামী তার স্ত্রীকে আল্লাহর দেওয়া বিধিমতে গ্রহণ করেছে, এখন সে স্ত্রীকে অনেক বেশি ভালোবাসে।

একদিন স্বামী একটা সুঘ্রাণময় গোলাপ নিয়ে এল। স্ত্রী উল্লসিত হয়ে গোলাপটা নিল। আনন্দে ভরে গেল তার মন। গোলাপটা নিয়ে সে বারবার শুঁকতে লাগল। স্বামীর প্রতি চূড়ান্ত সন্তুষ্টি এল তার মনে।

---

৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৭।

এরপর স্বামী বলল, 'আমি দেখছি, তুমি অনেক বেশি ঘ্রাণ নিচ্ছ?!'

স্ত্রী বলল, 'হ্যাঁ... এটা আমার জীবনের পাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান উপহার।'

স্বামী বলল, 'তাহলে গোলাপটা তোমার মুখে পুরে দিই, তুমি এটা খেয়ে দেখো!'

স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কীভাবে সেটা মুখে দেবো? এটার স্বাদ তো তেতো হবে!'

স্বামী মুচকি হেসে তার হাত ধরল। তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'প্রিয়তমা, আমাদের জীবনটাও গোলাপের মতো। যদি আমরা রাগ ও ঝগড়া থেকে দূরে থেকে জীবন উপভোগ করি, তবে জীবন খুবই সুন্দর হবে, যেমনটা তুমি করছিলে, গোলাপের ঘ্রাণ উপভোগ করছিলে। কিন্তু যদি আমরা রাগ ও ঝগড়ায় লিপ্ত হই, তাহলে আমরা যেন গোলাপের স্বাদ তেতো জেনেও গোলাপ মুখে পুরে খেতে লাগলাম!'

স্ত্রী বলল, 'তাহলে আমরা কেবল গোলাপের ঘ্রাণ নেবো, এটা খাব না!'

- বাড়িতে কথায় ও আচরণে সবার আদর্শ হও। রাসুল ﷺ বলেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।'[৪]

তোমার স্ত্রী এমন চরিত্রের হওয়ার আশা করতে পারো না তুমি, যে রকম ভালো চরিত্র খোদ তোমারই নেই। তাই অন্যরা তোমার মূল্যায়ন করার আগেই নিজেকে মূল্যায়ন করে নিজেকে শুধরে নাও।

একটা ঘটনা। এক লোক মানুষদের উপদেশ দিচ্ছিল, 'পরস্পরকে ক্ষমা করা আমাদের কর্তব্য। আমরা কী করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারি; অথচ আমরা নিজেরাই পরস্পরকে ক্ষমা করতে পারছি না!'

বক্তৃতা শেষ হলো। লোকটা উপস্থিত জনতার মাঝ থেকে তার স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এল। আসার পথে স্ত্রী বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলা হয়নি। আমি এতদিন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলাম। কিন্তু আজ আপনার কথা শুনে মনে সাহস এসেছে এ ব্যাপারে কথা বলার।'

---

৪. সহিহ্ ইবনি হিব্বান : ৪৪৯১।

স্বামী : কী সেটা? বলো প্রিয়া!

স্ত্রী : আমি আপনার স্বর্ণের ঘড়িটা বিক্রি করে আমার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনেছি।

স্বামী হঠাৎ করে গাড়ি থামিয়ে দিল। বলল : কী বললে?!

স্ত্রী : হ্যাঁ। আমার কিছু টাকাপয়সার প্রয়োজন ছিল। আর আপনি তখন আমার খেয়াল রাখছিলেন না। তাই এটা করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না।

এটা শুনে স্বামী কষে একটা চড় বসিয়ে দিল স্ত্রীর গালে! বলল, 'চোর! তোমার কোন চাওয়াটা আমি পূরণ করিনি?!'

এত জোরে চড় মারার পরও স্ত্রী হেসে বলল, 'আমি আসলে আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম যে, আপনি একটু আগে যেভাবে ক্ষমার উপদেশ দিলেন, সেটা নিজে মানেন কি না! শান্ত হোন, আপনার ঘড়ি আপনার হাতেই আছে এখনো!'

যে জিনিসটা তুমি নিজেই নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারনি, সেটা অন্যদের কাছেও প্রত্যাশা কোরো না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ - كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা তোমরা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে অতিশয় অসন্তোষজনক।'[৫]

- কখনো তোমার স্ত্রীকে ছেড়ে যাবে না। কেননা, জীবনসফরে সে তোমার সঙ্গী। সুখে-দুঃখে সব সময় সে তোমার পাশে ছিল। তোমাকে সে নিজের জীবন-যৌবন সব দিয়ে দিয়েছে। তাহলে কী করে তুমি তাকে ভুলে যেতে পারো?!

তুমি যদি তাকে ছেড়ে চলে যাও, তবে তার প্রভাব তার ওপর ও সন্তানদের ওপর কতটা বিরূপ হবে, সেটা ভেবে দেখেছ?!

এক বাবা তার ছোট্ট ছেলেকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন উপহারটি তুমি কিনতে চাও?'

ছেলে বলল, 'আমি অন্য একজন বাবা কিনতে চাই।'

---

৫. সুরা আস-সফ, ৬১ : ২-৩।

তার বাবা আশ্চর্য হয়ে গেল তার এ কমবয়সি ছেলের কথায়। কারণ জানতে চাইল ছেলের কাছে। সে উত্তর দিল, 'আপনি আমার মায়ের বদলে আরেকজন নারী নিয়ে এসেছেন, আমিও তেমনই আমার জন্য আরেকজন বাবা নিয়ে আসতে চাই।'

বাবা তার ছেলের কথার তাৎক্ষণিক জবাব দিতে পারল না। চিন্তাভাবনার পর বলল, 'কিন্তু বাবারা তো খেলনার মতো নয় যে, যখনই চাইবে তখনই পালটে নিতে পারবে! নতুন বাবা তোমাকে আমার মতো ভালোবাসবে না।'

ছেলে তখন উত্তর দিল, আর সে উত্তরটাই অনেক বড় শিক্ষা রেখে যায়, 'আমার মাও তো কোনো খেলনা নয় যে, যখন মন চাইল না, তখন তাকে ছুড়ে ফেলে দিলে আর নতুন কোনো নারীর সঙ্গ গ্রহণ করলে। সে তো তোমাকে আমার মায়ের মতো ভালোবাসবে না।

বাবা, যখন আমার ছোট বোন জন্ম নিল, সে সময়ের কথা মনে আছে? তখন তুমি খুবই সন্তুষ্ট ছিলে। মনে পড়ে, তখন মা কী বলেছিল? তিনি বলেছিলেন, "আজ আমার তিনটা শিশু।"

আমি তখন মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "আমরা তো দুজনই। তৃতীয় জন কে?"

মা বলল, "তোমার বাবা।"

আমরা মাদরাসায় শিখেছি যে, মায়েরা কখনো তার শিশুদের ছেড়ে চলে যায় না, তাদের জীবন অনেক কিছুতে জর্জরিত হলেও।

বাবা, তুমি যেভাবে তাকে ছেড়ে চলে গেলে সে কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেয়নি!

বাবা, আমার এমন মায়ের পরিবর্তন করা কি উচিত হবে?!'

এবার তার বাবা বলল, 'আল্লাহর শুকরিয়া, আল্লাহ আমাকে তোমার মতো একজন সন্তান দিয়েছেন তোমার মায়ের মতো নারীর কাছ থেকে!'

- অন্যদিকে কিছু কিছু নারী আছে, কথায় কথায় রাগ করে, বিরক্তি দেখায়। স্বামীর আচরণে ধৈর্য না ধরে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে তালাক চেয়ে বসে। এমন কিছু কোরো না তুমি। বরং সব সময় পর্যবেক্ষণ করে পদক্ষেপ নাও। তোমার স্বামীর ভালো আচরণের কথা স্মরণ করো। আমি মনে করি, তোমার স্বামীর মধ্যে কিছু না কিছু ভালো গুণ তো আছেই, তার কিছু না কিছু ভালো কাজ ও আচরণ তো আছেই। তাই কেবল একটা ত্রুটির কারণে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে ঘৃণা করা উচিত নয়। এমন কত স্বামী আছে যে, যারা তাদের স্ত্রীর প্রতি তোমার স্বামীর চাইতেও বেশি

কঠোর, এমনকি কেউ কেউ তো জুলুমও করে বসে, আরও বেশি কঠোরতা করে বসে! তার স্ত্রীও তো স্বামীর ভালো কাজ ও আচরণের কথা স্মরণ করে ধৈর্য ধরে সংসার করছে। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

'আল্লাহ সে নারীর দিকে তাকাবেন না, যে তার স্বামীর মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।'[৬]

তাই খারাপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে চিন্তা করে নাও যে, তুমি কি তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে? তাকে ছাড়া জীবন তোমার কাছে ভালো লাগবে? তুমি কি সত্যিই তাকে ছেড়ে চলে গিয়ে তালাক চাইবে?!

- এমন বহু কোর্স আছে যেখানে দাম্পত্য জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব কোর্সের বেশিরভাগই ফ্রি। সুখের সংসার গড়ার শিক্ষা নেওয়া যায় এ কোর্সগুলো থেকে। এমন বহু কদর্য ভুল সম্পর্কে জানা যায়, যেসব ভুল কিছু দম্পতি করে থাকে। যেসব ভুল দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায় দম্পতির অজান্তেই। তাই আমি মনে করি, দাম্পত্য জীবন নিয়ে লিখিত এমন বই না পড়া বা এমন একটা কোর্স না করা উচিত হবে না।

- এ বইতে কোথাও দেখা যাবে আমি স্ত্রীর প্রতি কঠোর হচ্ছি, কোথাও দেখা যাবে স্বামীর প্রতি কঠোর হচ্ছি। কিন্তু এসব আসলে আমি মুসলিমদের সংসার ঠিক রাখার জন্যই করেছি। যেন মুসলিম দম্পতিদের সংসার সুখময় হয়, সে জন্যই এমনটা করতে হয়েছে আমাকে। কারণ যখন ঘর ঠিক হয়ে যাবে, তখন পুরো উম্মাহ ঠিক হয়ে যাবে।

- এখানে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী দিতে চাই যে, এ বইয়ের কোনো পাঠকই যেন বইতে লেখা প্রতিটি তথ্যকণিকাকে হুবহু আরোপ করতে না যায়। কেননা, প্রত্যেক সংসারেরই কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। প্রত্যেক দাম্পত্য জীবনই অন্যটার চাইতে কিছুটা আলাদা হতে পারে। পাঠকের উচিত হবে না, যেকোনো কিছুতে এ বইয়ের কথা ব্যবহার করে আক্রমণে চলে যাওয়া। অথবা এ বই পড়ে নিজেকে সঙ্গীর শিক্ষক/শিক্ষিকার আসনে বসিয়ে দেওয়া উচিত হবে না। আমরা যদি পরস্পরের সাথে হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে আচরণ করি সেটাই সর্বোত্তম হবে।

---

৬. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৭৭১, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৯০৮৬, সহিহুত তারগিব : ১৯৪৪।

- আল্লাহর রহমতে এ বইটির আগে অস্তিত্বে এসেছে আমার বই ৩৬৫ রাতের পাঠ (سهرة عائلية في رياض الجنة) ও (عندما يحلو المساء)। এরপর এসেছে আরও ৩৬৫ রাতের পাঠ (قلوب تهوى العطاء)। এরপর এসেছে এ বইটি।

পূর্বোক্ত বইগুলোতে প্রতি রাতের জন্য একটা করে বিষয়ের অবতারণা ও সে বিষয়ে দুই পৃষ্ঠার মতো আলোচনা করেছি।

যদি হায়াত বাকি থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ সুখী পরিবার গড়তে এক হাজার রাতের পাঠ নিয়ে হাজির হবো।

- হে আল্লাহ, প্রত্যেকের সংসারে বরকত দিন, তাদের মধ্যে বরকত দিন, তাদের জন্য বরকত দিন, তাদেরকে কল্যাণের মাঝে একত্রিত করুন। এ উম্মাহর সংসারগুলোতে ভালোবাসা, প্রশান্তি ও স্নেহে ভরপুর করে দিন। বর্তমানে এটার প্রতি আমরা বড়ই মুখাপেক্ষী।

- এ বইয়ের যা কিছু সঠিক, তা একমাত্র আল্লাহরই অনুগ্রহ। আর যা কিছু ভুল, তা শয়তানের প্ররোচনায় আমার দ্বারা সংঘটিত।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি এ বইয়ের মাধ্যমে সবাইকে উপকৃত করুন, সবার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে দিন, কাছে আসার সম্পর্কগুলোকে কবুল করে নিন, তিনি তো সকলেরই দুআ শুনেন এবং কবুল করেন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

হাসান শামসি পাশা

১৫ রজব ১৪৩৫ হিজরি

১৪ মে ২০১৪ ইসায়ি

জিদ্দা।

কুরআনের সাথে কিছুক্ষণ (১)

• যেন তোমরা প্রশান্তিতে থাকতে পারো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের; যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'[৭]

স্ত্রী তার স্বামীর কাছে প্রশান্তি পায়। স্বামী তার স্ত্রীর কাছে প্রশান্তি পায়। এ মজবুত সম্পর্কের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে আরেকটি আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

'তারা তোমাদের আচ্ছাদন এবং তোমরা তাদের আচ্ছাদন।'[৮]

নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের প্রশান্তির স্থান হওয়ার জন্য। পুরুষ এখানে এসে আরাম ও প্রশান্তি খুঁজে পাবে। নারীকে সেবিকা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি, যাকে যখন তখন মারধর করবে পুরুষ, নারীর ওপর জোরজবরদস্তি করবে।

---

৭. সুরা আর-রুম, ৩০ : ২১।

৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৮৭।

নারীর এমন স্বামীর প্রয়োজন, যে স্বামী তাকে রক্ষা করবে। পুরুষের এমন স্ত্রী প্রয়োজন, যে স্ত্রীর কাছে সে প্রশান্তি খুঁজে পাবে।

মানুষ স্বাভাবিকভাবে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিপরীত দুই জাতির মধ্যে বন্ধনের দিকটায় তারা ব্যস্ত থাকে। কিন্তু যে আল্লাহ তাদের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে ভুলে যায়! যে আল্লাহ তাদের এ সম্পর্ককে হৃদয়ের সুখ, জীবনের স্থিরতা, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রশান্তিময় করেছেন, তাঁকে ভুলে বসে থাকে তারা!

• ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করো

আল্লাহ তাআলা বলেন :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যে প্রকারে ইচ্ছে গমন করো এবং নিজেদের জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো যে, তোমাদেরকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেই হবে। আর বিশ্বাসীদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও।'[৯]

শারাবি ﷺ বলেন, 'وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ অর্থাৎ নিজের জন্য এমন জিনিস অগ্রে পাঠাও, যেটা তোমাকে সুখে রাখবে। সে কাজটা করো, যেটার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহর রাসুল ﷺ আমাদের শিখিয়েছেন। যখন তুমি এ নিয়ামতের কাছে আসো, স্ত্রীর নিকটবর্তী হও, তখন অবশ্যই বিসমিল্লাহ বলবে, এ দুআ পড়বে :

بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

"আল্লাহর নামে শুরু করছি; হে আল্লাহ, আপনি আমাদের শয়তান থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের জন্য যে সন্তান রেখেছেন, তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করুন।"[১০]

---

৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২৩।
১০. সহিহুল বুখারি : ১৪১, সহিহু মুসলিম : ১৪৩৪।

যখন কোনো মুসলিম তার স্ত্রীর কাছে আসে এবং একান্তে মিলিত হয়, তখন যেন সেখানে শয়তানের কোনো কিছু করার সুযোগ না থাকে। কারণ যখন তুমি বীজ বপন করছ, তখন তুমি উৎপন্নকারী তথা আল্লাহর নাম স্মরণ করছ, আর যখন তুমি উৎপন্নকারী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর স্মরণ করলে তখন মূলত তুমি তোমার সন্তানের জন্য চিরস্থায়ী রক্ষাকবচ ঠিক করে দিল। অন্যথা যে সন্তানের পিতা আল্লাহর স্মরণ করেনি, সে সন্তান শয়তানের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

(وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ) অর্থাৎ তোমাদের জন্য এমন কিছু বন্দোবস্ত করো, যা তোমাদের জীবনকে আরও দীর্ঘ করে দেবে, তোমাদের আমলনামায় পুণ্য কাজের বিস্তার করবে। যখন তুমি ইসলামের নির্দেশনা মোতাবিক স্ত্রীর সাথে একান্তে মিলিত হলে, আল্লাহর নাম নিলে, শয়তান থেকে রবের আশ্রয় চাইলে—তোমার সন্তানটা নেক সন্তান হবে। এ সন্তান তোমার জন্য দুআ করবে। সে তার সন্তানদের শেখাবে, তোমার জন্য দুআ করতে। এভাবে তোমার সন্তান ও সন্তানের সন্তানরা তোমার জন্য দুআ করবে। এভাবে একটা ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে যাবে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তোমার আমলনামায় নেকি যুক্ত হতে থাকবে।'[১১]

• তোমরা পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

'কেমন করেই বা তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অন্যের কাছে এসেছ এবং তারা তোমাদের নিকট হতে (বিবাহ বন্ধনের) সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।'[১২]

কুরআনে أفضى (কাছে আসা)-কে ব্যাপক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এ কাছে আসা কেবল শারীরিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং শারীরিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে আবেগ-অনুভূতিও সম্পৃক্ত। প্রতিটি ভালোবাসার মুহূর্ত মানেই কাছে আসা। প্রেমের দৃষ্টিতে তাকানো মানেই কাছে আসা। প্রতিটি স্পর্শ কাছে আসা। সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া কাছে আসা।

---

১১. তাফসিরুশ শারাবি।

১২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ২১।

কুরআনের সাথে কিছুক্ষণ (২)

● আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'আর স্ত্রীদের ওপর তাদের স্বামীদের যেরূপ অধিকার আছে, স্ত্রীদেরও তাদের স্বামীদের ওপর তদনুরূপ ন্যায়সংগত অধিকার আছে।'[১৩]

কুরআন-হাদিসের অনেক জায়গায় স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারকে বেশ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এমনকি রাসুল ﷺ এটাও বলেছেন যে :

لَا آمُرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا يَسْجُدُ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

'কেউ কাউকে (গাইরুল্লাহকে) সিজদা করার আদেশ আমি দিই না। যদি কোনো মানুষকে সিজদা করার আদেশ দিতাম, তবে নারীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করতে আদেশ করতাম।'[১৪]

এমনকি নবিজি ﷺ উৎসাহিত করেছেন যে, কোনো নারী তার স্বামীর দ্বারা জুলুমের শিকার হলেও সে যেন ধৈর্য ধরে, স্বামীকে সন্তুষ্ট করে এবং স্বামীর অন্তরকে শান্ত করে তারপর যেন সে ঘুমের স্বাদ নেয়!

একজন নেক নারীর এমন ত্যাগ অনর্থক যাবে না কখনো। তার এ কষ্টের বিনিময়ে ওয়াদা করা হয়েছে যে, সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবে, জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারবে জান্নাতে।

---

১৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২৮।

১৪. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১২০০৩।

রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

'যদি কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমাদানের রোজা রাখে, লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, স্বামীর আনুগত্য করে, (কিয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে, জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি তাতে প্রবেশ করো।'[১৫]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْوَلُودَ الْوَدُودُ الَّتِي إِذَا ظَلَمَتْ هِيَ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى

'আমি কি তোমাদের জান্নাতি নারীদের সম্পর্কে জানাব না? অধিক সন্তানপ্রসবকারিণী প্রেমময়ী নারী, যে কোনো ত্রুটি করে ফেললে বা নিপীড়নের শিকার হলে স্বামীর কাছে এসে বলে, "এই আমার হাত তোমার হাতে, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমার দুচোখে ঘুম আসবে না।"'[১৬]

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ আমাদের কাছে তাঁর সংসারের গল্প শুনিয়েছেন এভাবে : 'যে দুই রাত রাসুল ﷺ আমার সাথে কাটিয়েছেন তখনকার কথা। বিছানায় আসার সময় তিনি চাদর রাখলেন। এরপর জুতো খুলে পায়ের দিকটায় রাখলেন। পরনের কাপড়ের একাংশ বিছিয়ে শুয়ে গেলেন। এরপর যখন তিনি মনে করলেন যে, আমি ঘুমিয়ে গেছি, তখন তিনি আস্তে করে চাদরটা নিয়ে জুতো পরে দরজা খুলে বেরোলেন এবং আস্তে করে দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

তাঁর বেরোনোর পর আমি ওড়না পরে পোশাকে আবৃত হয়ে বেরোলাম। তাঁর পেছন পেছন গেলাম। অবশেষে দেখলাম, তিনি বাকি-কবরস্থানে এসেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘক্ষণ। এরপর তিন বার হাত তুলে দুআ করলেন।

---

১৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৬১, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৪১৬৩, সহিহুল জামি : ৬৬০।
১৬. আল-মুজামুল আওসাত : ৫৬৪৮।

এরপর যখন তিনি ফিরতি পথ ধরলেন, আমিও দ্রুত গতিতে ফিরতি পথে এগোলাম। তিনি একটু দ্রুত হাঁটা শুরু করলে আমিও দ্রুত হাঁটা শুরু করলাম। এরপর আরও জোরে হাঁটতে লাগলে আমিও জোরে হাঁটতে লাগলাম। তাঁর আগে এসে ঘরে প্রবেশ করে শুয়ে গেলাম। ঠিক তখনই তিনি ঘরে এসে পড়লেন। বললেন, "কী হলো? আয়িশ, তুমি হাঁপাচ্ছ যে!"

আমি বললাম, "না, কিছু না।"

তিনি বললেন, "তুমি আমাকে বলবে, অন্যথা মহান আল্লাহ তো আমাকে জানাবেনই।"

আমি বললাম, "আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতি আমার বাবা-মা কুরবান হোক!" এরপর আমি তাঁকে সব খুলে বললাম।

এরপর তিনি বললেন, "তাহলে আমার সামনে যে কালো ছায়ার আকৃতিকে দেখেছিলাম, সে তুমি ছিলে?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ।"

এরপর তিনি আমাদের বুকের ওপর চাপড় মারলেন, ব্যথা পেলাম আমি।

এরপর বললেন, "তুমি কি ধারণা করেছ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমার প্রতি অন্যায় করবেন?""[১৭]

রাসুল ﷺ এ কাজের কারণে তাঁর স্ত্রীকে তিরস্কার করেননি। বরং তাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি তার প্রতি কোনো রকম অন্যায় করেননি। রাসুল ﷺ তার অন্তরকে শান্ত করার জন্য তার নামটা ছোট্ট করে ডেকেছেন 'আয়িশ'। এমনভাবে কথা বলেছেন, যে কথা ছিল মায়া ও ভালোবাসায় পূর্ণ।

---

১৭. সহিহু মুসলিম : ৯৭৪।

ভালোবাসায় ভরা রাসুলের ঘর (১)

নবিজি ﷺ স্ত্রীদের সাথে এমন আচরণ করতেন, যে আচরণে উম্মুল মুমিনিনদের হৃদয় জয় করে নিতেন। এ আচরণকে এককথায় মনোচিকিৎসকের আচরণগত চিকিৎসার মতো বলা যায়। স্ত্রীদের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল সর্বোচ্চ নরম ও সর্বোত্তম সঙ্গীর আচরণ। বিস্তারিত বলছি :

• নিজ হাতে স্ত্রীদের খাইয়ে দিতেন

হ্যাঁ... আশ্চর্য হচ্ছ নাকি! তুমি স্বামী হয়ে কখনো স্ত্রীকে এভাবে আদর করেছ?! নিজ হাতে খাইয়ে দিয়েছ! রাসুল ﷺ ঠিকই করেছেন। এমনকি এ কাজের ফজিলতও বলেছেন। একবার সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ্রাঃ-কে দেখতে এলেন তাঁর বাড়িতে। সাদ ্রাঃ অসুস্থ ছিলেন। প্রিয় নবিজি তাঁকে দেখতে এলেন। তখন তিনি বললেন :

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

'স্ত্রীর জন্য তুমি যা-ই খরচ করো না কেন, সেটার জন্য তুমি প্রতিদান পাবে; এমনকি (ভালোবেসে) স্ত্রীর মুখে লোকমা তুলে দেওয়ার কারণেও তুমি সাওয়াব পাবে।'[১৮]

স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে খাইয়ে দিতে পারে। বাহ্যত একজন আরেকজনের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। কিন্তু আসলে এভাবে দুজন দুজনকে ভালোবাসার চাদরে ঢেকে নিচ্ছে। এখানে খাবারের লোকমা নয়; বরং আবেগ-অনুভূতি-ভালোবাসার বিনিময় হচ্ছে। এটাই সুন্দর সুখের সংসারের বৈশিষ্ট্য, এটাই স্বভাবের নম্রতা, এটাই কাছে আসা!

---

১৮. সহিহুল বুখারি : ৬৭৩৩।

• একই পানপাত্রে স্ত্রীর সাথে পানি খেতেন

স্ত্রী যে পানপাত্র থেকে পানি খেতেন, তিনিও সেটা দিয়েই পানি খেতেন?... হ্যাঁ...

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ-এর কথা শোনো, দাম্পত্য জীবনের শিক্ষাটা এখান থেকে নাও। তিনি বলেন : 'হায়িজ অবস্থায়ও আমি পানি পান করে পানপাত্র নবিজি ﷺ-কে দিতাম। আমি যেখানটাতে মুখ রেখে পানি খেয়েছিলাম, তিনিও ঠিক সেখানে মুখ রেখে পানি খেতেন। হায়িজ অবস্থায়ও আমি গোশতের টুকরো থেকে যেখানে মুখ রেখে খেয়েছিলাম, এরপর তাঁকে দেওয়ার পর তিনি ঠিক সেখানে মুখ রাখতেন।'[১৯]

আসলে ভালোবাসার কারিগর নবিজি ﷺ। এ কথা অস্বীকার করার জো নেই। কত সুন্দর করে স্ত্রীর সাথে ভালোবাসা ও প্রেমের প্রাসাদ গড়ে তুলেছেন তিনি! অথচ তোমরা! তোমরা যারা স্ত্রীদের মাসিকের সময় তাদের দিকে ফিরেও তাকাও না, তোমরাই কি না নিজেদেরকে নবির অনুসারী বলে দাবি করো!

এক স্ত্রী বলছিল, 'এ সময়টা আসলে কখনো আমার স্বামী আমার দিকে এক পলকের জন্যও দৃষ্টিপাত করে না।... এমনকি গাড়িতে চড়তে গেলে আমাকে সামনের সিটে তার সাথে বসতে দেয় না, পেছনের সিটে বসতে হয় আমাকে।... আমি এক রুমে ঘুমাই, সে ঘুমায় অন্য রুমে!'

আহ! অথচ আয়িশা ﷺ বলেন, 'আমি তখন হায়িজা। রাসুল ﷺ আমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন।'[২০]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'হায়িজ অবস্থায় আমি রাসুল ﷺ-এর চুল আঁচড়ে দিতাম।'[২১]

উম্মে সালামা ﷺ বলেন, 'একদিনের কথা। আমি ও নবিজি ﷺ একই চাদরের নিচে শোয়া ছিলাম। হঠাৎ করে আমার হায়িজ শুরু হলে আমি চাদর থেকে বেরিয়ে হায়িজের সময়ের পোশাক পরে নিলাম। তিনি বললেন, "তোমার কি হায়িজ শুরু হয়েছে?" আমি বললাম, "হ্যাঁ।" এরপর তিনি আমাকে ডেকে সে চাদরে নিয়ে নিলেন।'

উম্মে সালামা ﷺ বলেন, নবিজি ﷺ রোজা অবস্থায় তাঁকে চুমু খেতেন। তিনি আরও বলেন, 'আমি ও নবিজি ﷺ একই পাত্র থেকে ফরজ গোসল করতাম।'[২২]

---

১৯. সহিহু মুসলিম : ৩০০।

২০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৬৩৪।

২১. সহিহুল বুখারি : ২৯৫।

২২. সহিহুল বুখারি : ৩২২।

ভালোবাসায় ভরা রাসুলের ঘর (২)

• রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু খেতেন তিনি

নবিজি ﷺ রোজা অবস্থায় তাঁর স্ত্রীদের চুমু খেতেন। আয়িশা ﵂ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে চুমু খেতেন। তখন আমিও রোজা, তিনিও রোজা অবস্থায়।'[২৩]

এক নারী উম্মে সালামা ﵂-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার স্বামী রোজা অবস্থায় আমাকে চুমু খায়, তিনিও রোজা, আমিও রোজা, এ সম্পর্কে আপনি কী বলেন?' উম্মে সালামা ﵂ বললেন, 'রাসুল ﷺ রোজা অবস্থায় আমাকে চুমু খেতেন, তখন তিনিও রোজাদার, আমিও রোজাদার।'[২৪]

• নবিজি ﷺ সকালে ও বিকালে পরিবারের কাজে সময় দিতেন

চিন্তা করে দেখো... মুসলিম উম্মাহর রাষ্ট্রপতি-সেনাপতি বহু ব্যস্ততার মাঝে স্ত্রীদের সময় দিতেন। সামান্য সময়ও নয়। তিনি তো পুরো সকাল ও বিকাল পরিবারের কাজে সময় দিতেন।

আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'রাসুল ﷺ বাড়িতে কী করতেন?' তিনি বললেন, 'তিনি বাড়ির কাজ করতেন। যখন নামাজের সময় হতো, নামাজের দিকে বেরিয়ে যেতেন।'[২৫]

আরেকবার আয়িশা ﵂-এর কাছে জানতে চাওয়া হলো, 'রাসুল ﷺ বাড়িতে কী করতেন?' তিনি বললেন, 'তিনি নিজের কাপড় মেরামত করতেন, জুতো মেরামত করতেন প্রভৃতি কাজ করতেন।'[২৬]

---

২৩. সুনানু আবি দাউদ : ২৩৮৪।
২৪. ইরওয়াউল গলিল : ৪/৮৩; আলবানি ﵀ বলেন, এ হাদিসের সনদ জাইয়িদ।
২৫. সহিহুল বুখারি : ৬৭৬।
২৬. মুসনাদু আহমাদ : ২৬০৪৮, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৪৬।

ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করতে তোমার বাধছে কেন?! ঘরের কাজ করা মানে এ নয় যে, তুমি অনুচিত কিছু করছ। বরং উলটো তোমাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আরও গাঢ় হবে। বিশেষ করে যদি স্ত্রীর ওপর কাজের চাপ অনেক বেশি থাকে, তাহলে তো অবশ্যই তাকে সাহায্য করা উচিত তোমার। নাহলে, ভালোবাসা হবে কী করে!

এটা ঠিক যে, ঘরের কাজ তোমার কর্তব্য নয়। কিন্তু স্ত্রীর সাহায্যে এক-দুইটা কাজ করলে সে বুঝবে যে, তুমি তার কদর করো, তার কষ্টে তুমিও কষ্ট পাও।

কোনো কোনো সময় তাকে একটু আরাম করতে বলো, বিশেষ করে যখন সে ক্লান্ত থাকে। তাকে বলো, এগুলো তোমার করতে হবে না, আমি আছি না, এই যে কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, একটু বসো, আরাম করো, আমি দেখছি।

• স্ত্রীকে তিনি সফরে নিয়ে যেতেন

'রাসুল ﷺ কোনো সফরে বের হওয়ার সময় স্ত্রীদের মধ্যে লটারি করতেন। যার নাম আসত, তাকে নিয়ে সফরে বের হতেন। এ ছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একদিন এক রাত নির্দিষ্ট করে দিতেন।'[২৭]

• স্ত্রীর খুশির জন্য ধৈর্য ধরতেন

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'আবু বকর رضي الله عنه তাঁর ঘরে এসে দেখেন, দুই বালিকা দফ বাজাচ্ছে আর এ দিকে নবিজি ﷺ কাপড় দিয়ে চেহারা ঢেকে রেখেছেন। আবু বকর رضي الله عنه দুই বালিকাকে তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিলেন। নবিজি ﷺ তখন চেহারা থেকে কাপড় সরিয়ে বললেন, "আবু বকর, আজ যে ইদের দিন।"'[২৮]

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'মসজিদে কিছু হাবশি বালক খেলছিল। রাসুল ﷺ আমার সামনে আড়াল হয়ে সে খেলা দেখার সুযোগ করে দিচ্ছিলেন। উমর رضي الله عنه তাদের ধমক দিয়ে থামতে বললেন। তখন নবিজি ﷺ বললেন, "তাদের ছেড়ে দাও। আরফাদার সন্তানরা, খেলা চালিয়ে যাও।"'[২৯]

---

২৭. সহিহুল বুখারি : ২৫৯৩।
২৮. সহিহুল বুখারি : ৩৫২৯
২৯. সহিহুল বুখারি : ৯৮৮।

ভালোবাসায় ভরা রাসুলের ঘর (৩)

• ভালোবাসার অনুপম উদাহরণ রাসুল ﷺ

আয়িশা ؓ বলেন, 'খাদিজার বোন হালা বিনতে খুয়াইলিদ এলেন। রাসুলের কাছে অনুমতি চাইলেন। খাদিজার কণ্ঠস্বরের সাথে মিল ছিল তার কণ্ঠের। রাসুল ﷺ তখনই বলে উঠলেন, "আল্লাহ! হালা এসেছে।"

আমার রাগ হলো। বলে ফেললাম, "দাঁত পড়ে যাওয়া এক কুরাইশ বৃদ্ধার কথা আপনি এখনো স্মরণ করছেন! কত আগেই তো তার মৃত্যু হলো! আল্লাহ তার বদলে আপনাকে আরও উত্তম কিছু দিয়েছেন।"[৩০]... রাসুল ﷺ তাঁর স্ত্রী খাদিজা ؓ-এর প্রতি ভালোবাসা থেকে হালা বিনতে খুয়াইলিদ ؓ-কে বেশ সম্মান করলেন।

আয়িশা ؓ আরও বলেন, 'যখন ছাগল জবাই করা হতো, রাসুল ﷺ বলতেন, "এর কিছুটা খাদিজার বান্ধবীদের পাঠাও।" একদিন আমি রাগ করে বলে ফেললাম, "সারাক্ষণ কেবল খাদিজা, খাদিজা!" তখন রাসুল ﷺ বললেন, "আমার হৃদয়ে খাদিজার ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।"'[৩১]

আয়িশা ؓ রাসুল ﷺ-এর হৃদয়ে এমন স্থান অর্জন করেছেন, যেখান পর্যন্ত অন্য কোনো স্ত্রী পৌঁছাতে পারেননি। একদিনের কথা। নবিজি ﷺ যখন আয়িশা ؓ-এর সাথে বিছানায় তখন তাঁর কাছ থেকে এ বলে অনুমতি চাইলেন, 'আয়িশা, আমাকে ছাড়ো, আমি আমার রবের ইবাদত করব।' তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি চাই আপনি আমার সাথে থাকুন। কিন্তু আপনাকে যেটা আনন্দ দেয়, সেটাকেও আমি ভালোবাসি।' এরপর তিনি উঠে গেলেন। পবিত্র হয়ে নামাজে দাঁড়ালেন।[৩২]

---

৩০. সহিহুল বুখারি : ৩৮২১।

৩১. সহিহ মুসলিম : ২৪৩৫।

৩২. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৬২০, সহিহুত তারগিব : ১৪৬৮।

• স্ত্রীর অনুভূতি ও মেজাজ বুঝে ফেলতেন তিনি

রাসুল ﷺ আয়িশাকে বলেন, (إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى) 'কখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাকো আর কখন নারাজ হও, আমি কিন্তু ঠিকই বুঝি?' আয়িশা রা. বললেন, 'কীভাবে?' রাসুল ﷺ বললেন, (أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى، قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ) 'যখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাকো, তখন বলো, "মুহাম্মাদের রবের শপথ।" আর যখন তুমি আমার প্রতি নারাজ থাকো, তখন বলো, "ইবরাহিমের রবের শপথ।"' এরপর আয়িশা রা. বলেন, 'হ্যাঁ, ঠিক, হে আল্লাহর রাসুল, আমি কেবল আপনার নামটা নিই না; কিন্তু আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা তো সব সময়ই রয়েছে।'[৩৩]

উম্মুল মুমিনিন সাফিয়্যা রা.। তাঁর কাছে খবর গেল যে, উম্মুল মুমিনিন হাফসা রা. তাঁকে 'ইহুদির মেয়ে' বলেছেন। এ থেকে মনে কষ্ট পেয়ে তিনি কাঁদছিলেন। রাসুল ﷺ এসে তাঁকে কাঁদতে দেখে কারণ জানতে চাইলেন, 'কাঁদছ কেন?' তিনি বললেন, 'হাফসা আমাকে "ইহুদির মেয়ে" বলেছে।' রাসুল ﷺ বললেন, 'আহা, তুমি তো একজন নবির বংশের কন্যা, তোমার ঊর্ধ্বতন পিতা নবি, তোমার চাচা নবি, আর তুমি একজন নবির স্ত্রী, তাহলে সে তোমার সাথে পেরে ওঠে কী করে?!' এদিকে নবিজি ﷺ হাফসা রা.-এর উদ্দেশে বললেন, 'হাফসা, আল্লাহকে ভয় করো।'[৩৪]

• স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন তিনি

উম্মে জার'-এর দীর্ঘ হাদিসে আয়িশা রা.-এর উদ্দেশে রাসুল ﷺ বলেন, 'আয়িশা, আবু জার'-এর সাথে উম্মে জার'-এর যেমন ভালোবাসা, আমার ও তোমার মধ্যেও তেমন ভালোবাসা। কিন্তু আবু জার' তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল, আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেবো না কখনো।'[৩৫]

এরপর আয়িশা রা. বলেন, 'আপনার প্রতি আমার বাবা-মা কুরবান হোক। আবু জার'-এর সাথে উম্মে জার'-এর যেমন সম্পর্ক ছিল, আপনি আমার কাছে তার চাইতেও উত্তম।'

---

৩৩. সহিহুল বুখারি : ৫২২৮।

৩৪. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৪।

৩৫. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ২৭০, সহিহুল জামি : ১৪১।

ভালোবাসায় ভরা রাসুলের ঘর (৪)

• স্ত্রীর জন্য আতর মাখতেন তিনি

আয়িশা ﵂ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর চুলের সিঁথিতে ব্যবহৃত সুঘ্রাণ এখনো আমার চোখে ভাসছে।'[৩৬]

• স্ত্রীর সাথে খেলাধুলা করতেন, প্রতিযোগিতা করতেন

আয়িশা ﵂ বলেন, এক সফরে তিনি রাসুল ﷺ-এর সাথে ছিলেন। তখন তিনি কিশোরী। তিনি বলেন, 'তখনও আমার ওজন ততটা ভারী হয়নি। সফরে আমরা চলছিলাম। একসময় তিনি তাঁর সাহাবিদের বললেন, "তোমরা এগিয়ে যাও।" তাঁরা এগিয়ে গেলেন। এরপর আমাকে বললেন, "আসো, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি।" আমি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতা করলাম। দ্রুত পায়ে দৌড়ে তাঁর আগে চলে গেলাম।

এরপর সময় গড়াল। আমার শরীর ভারী হলো। একদিন তাঁর সাথে সফরে বের হলাম। তিনি সাহাবিদের বললেন, "তোমরা এগিয়ে যাও।" তাঁরা এগিয়ে গেলে আমাকে বললেন, "এসো, দৌড় প্রতিযোগিতা করি।" আমি আগের প্রতিযোগিতার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। এদিকে আমার ওজন বেড়ে গেছে।" আমি বললাম, "এ অবস্থায় কী করে দৌড় প্রতিযোগিতা করব হে আল্লাহর রাসুল?" রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি অবশ্যই করবে।" এরপর আমি দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম তাঁর সাথে। এবার তিনি আমাকে হারিয়ে দিয়ে হাসতে লাগলেন এবং বললেন, (هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ) "এটা ওই হারের বদলা।"'[৩৭]

---

৩৬. সহিহ মুসলিম : ১১৯০।

৩৭. আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৮৮৯৬, আস-সিলসিলাতুস সহিহা : ১/২৫৪।

• স্ত্রীর রাগ ও ভালোবাসার যথোচিত কদর করতেন তিনি

উম্মে সালামা ﷺ বলেন, 'একদিন তিনি রাসুল ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের জন্য প্লেটে করে খাবার পাঠালেন। তখন আয়িশা ﷺ একটা পাথর নিয়ে প্লেট ভেঙে ফেললেন। নবিজি ﷺ প্লেটের টুকরো জমা করে নিলেন এবং দুবার বললেন, (كُلُوا غَارَتْ أُمُّكُمْ) "তোমরা খাও, তোমাদের মায়ের আত্মাভিমানে লেগেছে।"' এরপর রাসুল ﷺ আয়িশা ﷺ-এর প্লেট নিয়ে উম্মে সালামাকে দিলেন আর উম্মে সালামার ভাঙা প্লেটটা আয়িশাকে দিলেন।[৩৮]

আরেকবার আয়িশা ﷺ নবিজি ﷺ-কে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি ছাড়া আপনার সব স্ত্রীর উপনাম আছে।' তখন রাসুল ﷺ বললেন, 'তোমার পুত্র আব্দুল্লাহর নামে তুমি উপনাম গ্রহণ করো। (অর্থাৎ আব্দুল্লাহ বিন জুবাইরের নামে।) আজ থেকে তোমার উপনাম হচ্ছে, উম্মে আব্দুল্লাহ।' মৃত্যু পর্যন্ত তাঁকে উম্মে আব্দুল্লাহ বলা হতো। তিনি কখনো সন্তান জন্ম দেননি।[৩৯]

• ঘরে সুখের বন্যা বইয়ে দিতেন তিনি

আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত নামাজ পড়ে আমাকে জাগ্রত দেখলে আমার সাথে কথা বলতেন, নয়তো নামাজের ইকামাত পর্যন্ত শুয়ে পড়তেন।'[৪০]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর জন্য আমি খাজিরা রান্না করে নিয়ে এলাম। সাওদা তখন আমাদের সাথে। নবিজি ﷺ আমার ও তাঁর মাঝে বসে আছেন। সাওদাকে বললাম, "খাও।" সে খেতে চাইল না। আমি বললাম, "তুমি অবশ্যই খাবে, নাহলে তোমার মুখে সবটা মেখে দেবো।" আমার কথা শোনার পরও সে না খাওয়ার জেদ ধরে থাকল। আমি খাজিরা কিছুটা হাতে নিয়ে তাঁর মুখে মেখে দিলাম। এ দেখে নবিজি ﷺ হেসে দিলেন।

---

৩৮. সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৫৬।
৩৯. মুসনাদু আহমাদ : ২৫১৮১।
৪০. সহিহুল বুখারি : ১১৬৭, ১১৬৮; সহিহ মুসলিম : ৭৪৩।

এরপর নবিজি ﷺ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "তুমিও তাঁর মুখে মেখে দাও।" নবিজির কথা মোতাবিক সে আমার মুখে খাজিরা মেখে দিল। নবিজি ﷺ আবারও হেসে উঠলেন।

তখন উমর ﷺ এসে বলে উঠলেন, "হে আল্লাহর বান্দা, হে আল্লাহর বান্দা।" নবিজি ﷺ মনে করলেন, উমর ﷺ ঘরে আসতে যাচ্ছে। তাই তিনি আমাদের দুজনকে বললেন, "তোমরা উঠে যাও, নিজেদের মুখ ধুয়ে নাও।"' আয়িশা ﷺ বলেন, 'উমরের প্রতি রাসুল ﷺ-এর সমীহ দেখে আমি আজও উমরকে সমীহ করি।'[৪১]

৪১. আস-সুনানুল কুবরা লিন-নাসায়ি : ৮৮৬৮, মুজামু ইবনি আসাকির : ৬৫।

রাসুলের সাহাবিদের ঘরে ভালোবাসার পরশ

- আবু বকর সিদ্দিক ﷺ। মৃত্যুবিছানায় শায়িত আছেন। অসিয়ত করলেন যে, মৃত্যুর পর তাঁর শেষ গোসল দেবে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?' আবু বকর ﷺ উত্তর দিলেন, 'কারণ, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়।' সত্যি সত্যি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের সে সময়টাতে আবু বকর জানতেন যে, তাঁর স্ত্রী রোজাদার। স্বামীর মৃত্যুর দিন স্ত্রীর জন্য রোজা কষ্টকর হয়ে যাবে ভেবে আবু বকর স্নেহপরায়ণ হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর স্ত্রীর মনে পড়ল একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা হয়নি। তাঁর স্বামী আবু বকর কসম করে তাকে রোজা ভাঙতে বলেছিলেন। এটা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী তার মৃত স্বামীর ওয়াদা পূরণ করতে ছুটে গেলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরও যে স্ত্রী এভাবে তার স্বামীর আনুগত্য করে, সে স্ত্রী স্বামীর জীবিত অবস্থায় স্বামীর প্রতি কেমন অনুগত ছিল!

জীবিত ও মৃত স্বামীর অনুগত থাকা ও তার কথা মানাই বাঞ্ছনীয়, যতক্ষণ স্বামীর আদেশ শরিয়তের সীমার ভেতরে থাকে।

- উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'আমার স্ত্রী আমার ভুল ধরে জোরে কথা বলে উঠল। তার সংশোধনীয় এ মনোভাবকে অপছন্দ করলাম আমি। কিন্তু সে বলল, "কেন এ সংশোধনকে আপনি পছন্দ করছেন না? নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীরাও তাঁকে এমন কথা বলেন, তিনি তো রাগ হন না।"'

- আলি ﷺ তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ﷺ-এর কাছে এলেন। দেখলেন, ফাতিমা আরাক গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করছেন। তখন তিনি এ সুন্দর পঙ্‌ক্তিদুটো বললেন :

حظيت يا عود الأراكِ بثغرها *** أما خفت يا عود الأراك أراكا

لو كنت من أهل القتال قتلتك *** ما فاز مني يا سِواكُ سِواكا.

'আরাক গাছের ডাল, তুমি তাঁর মুখের স্পর্শ পেয়েছ, আরাক গাছের ডাল, তুমি কি শঙ্কিত নয় যে, আমি তোমাকে দেখে ফেলব?

যদি তুমি হত্যার যোগ্য হতে, তবে তোমাকে আমি হত্যা করতাম, তুমি ছাড়া আমার আর কোনো বিরাগভাজন আমার হাত থেকে বাঁচতে পারেনি।'

আলি কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু রাসুল ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা ؓ-এর সাথে তাঁর সম্পর্ককে এভাবে চিত্রিত করেছেন :

وبنت محمد سكني وزوجي *** منوط لحمها بدمي ولحمي

وسبطا أحمد ولداي منها *** فأيكم له سهم كسهمي

'মুহাম্মাদ-তনয়া ছিল আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার স্ত্রী, তাঁর অস্তিত্ব যেন আমার অস্তিত্বে মিশে এক হয়ে গেছে।

আহমাদের দুই পৌত্র আমার দুই সন্তান তাঁর মাধ্যমে এসেছে, তাঁর সাথে আমার মতো তোমাদের আর কার সম্পর্ক আছে?'

- আবু বকর ؓ-এর ছেলে আব্দুল্লাহ ؓ। তার স্ত্রী ছিলেন আতিকা। স্ত্রী তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার কাজ থেকে বিমুখ করবে এ ভয়ে স্ত্রীকে তালাক দিলেন। সে সময় স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থেকে তিনি এমন কিছু বলেছেন, যা আমাদের হতচকিত করে দিতে পারে। আবু বকর ؓ তাঁর ছেলের অবস্থা দেখে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে অমনোযোগী দেখে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ দিলেন। স্ত্রীকে তালাক দিতে আদেশ করলেন তাকে জীবনমুখী একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য।

তালাক দেওয়ার পর আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর ؓ বলেন :

أعاتك قلبي كل يوم وليلة *** إليك بما تخفي النفوس معلق

لها خلق جزل ورأي ومنصب *** وخلق سوى في الحياء ومصدق

فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها *** ولا مثلها في غير جرم تطلق

'আমার হৃদয় প্রতিদিন তোমাকে ফিরে পেতে চায়, তোমার প্রতি হৃদয়ের এ টান যে দুর্দমনীয়।

তার চরিত্র অনুপম, কথাবার্তায় সে যথোপযুক্ত। লজ্জা ও চরিত্রের সে যেন অনুপম উদাহরণ।

আমার মতো কেউ তার মতো কাউকে তালাক দেবে এটা উচিত মনে করি না আমি, তার মতো কাউকে বিনা কারণে তালাক দেওয়া উচিতও নয়।'

ছেলের এমন করুণ পঙ্ক্তি আবৃত্তি আবু বকর ﷺ-এর কানে গেল। তাঁর অন্তর নরম হলো। তিনি ছেলেকে রজাআত করতে বললেন। আব্দুল্লাহ তা-ই করলেন। আবু বকর ﷺ বুঝতে পারলেন, তাঁর ছেলের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ভালোবাসা ছেলেকে এগিয়ে নেবে, জীবনবিমুখ করবে না তাকে।

আতিকা ফিরে এলেন তার প্রিয় স্বামীর কাছে। এদিকে আব্দুল্লাহ আনন্দে আটখানা হয়ে প্রেয়সীর প্রত্যাবর্তনে একটা গোলাম আজাদ করে দিলেন সাথে সাথে।

- ভালোবাসার অনেক গল্প আছে। তন্মধ্যে নাইলা বিনতে ফারাফসাহর গল্প অন্যতম। তিনি ছিলেন আমিরুল মুমিনিন উসমান বিন আফফান ﷺ-এর স্ত্রী। উসমান ﷺ-এর বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ হয়, তখন নাইলা স্বামীর জন্য নিজেকে নিবেদিত করে দিলেন। বিদ্রোহীরা যখন উসমান ﷺ-কে হত্যা করতে উদ্যত হলো, তখন বিদ্রোহীদের তলোয়ার ঠেকাতে নাইলা শেষ সম্বল হিসেবে নিজের হাত ব্যবহার করেন। তার হাতের আঙুলগুলো তাদের তলোয়ারে কেটে যায়।

  কথিত আছে, মুআবিয়া ﷺ তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। নাইলা ﷺ তার কাপড়ের আঁচল কেটে মুআবিয়া ﷺ-এর কাছে পাঠান। এ দ্বারা স্বামীর প্রতি তার সর্বোচ্চ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করেন। আর তিনি প্রিয় স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের জীবনে অন্য কাউকে জায়গা দিতে পারবেন না বলে এমনটা করেছিলেন।

কে আছ এমন নিয়ত করবে?

কে আছ এমন, যে তার দাম্পত্য জীবনে এমন নিয়ত করবে, যে নিয়ত সুখ বয়ে আনবে, কল্যাণের মাধ্যম হবে? নিয়ত যেকোনো কিছুর মূল ও আসল। মানুষের নিয়তের কারণে মানুষের মর্যাদা। যার নিয়ত যত উন্নত, তার আমল তত বেশি মর্যাদাময়। নিয়তের পরিশুদ্ধিতে একটা সাধারণ কাজও ইবাদতে পরিণত হয়। এবং আল্লাহর কাছে সে কাজের প্রতিদানও পাওয়া যায়।

তাই তোমরা দুজন স্বামী-স্ত্রী নিজেদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে নাও, নিয়তকে সঠিক করে নাও। তোমাদের সংসার যেন নিম্নলিখিত নিয়ত অনুসারে হয় :

- নবিজি ﷺ-এর আদেশে সাড়া দেওয়া। নবিজি ﷺ উম্মাহর যুবকদের উদ্দেশে বলেছেন :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'হে যুবকেরা, তোমাদের মধ্যে যে বিয়ের সক্ষমতা রাখে, সে যেন বিয়ে করে নেয়। কারণ বিয়ে দৃষ্টিকে সংযত রাখা ও লজ্জাস্থানের হিফাজতে অধিক কার্যকর। কিন্তু যে সক্ষম নয়, সে যেন রোজা রাখে, এটাই তার নিষ্কলুষতার মাধ্যম হবে।'[৪২]

- তাই বিয়ের মাধ্যমে নিজের লজ্জাস্থানের হিফাজত, নজরের হিফাজত ও নিজেকে পরিশুদ্ধ রাখার নিয়ত রাখো, এ নিয়তের বদৌলতেই স্বামী-স্ত্রী সর্বদা ইবাদতের ওপর থাকবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত হবে। রাসুল ﷺ বলেন :

৪২. সহিহুল বুখারি : ৫০৬৬, সহিহু মুসলিম : ১৪০০।

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَوْنُهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

'তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করা আল্লাহ নিজের ওপর অবধারিত করে নিয়েছেন। এক. মুকাতাব গোলাম, যে অর্থের বিনিময়ে তার আজাদের জন্য মনিবের সাথে চুক্তি করেছে এবং সে অর্থ আদায় করতে চায়। দুই. চারিত্রিক নিষ্কলুষতার জন্য যে বিয়ে করতে চায়। তিন. আল্লাহর রাহের মুজাহিদ।'[৪৩]

আর আল্লাহর চাইতে অধিক ওয়াদা রক্ষাকারী আর কে আছে? !...

- স্বামী-স্ত্রী নিয়ত করো যে, আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধান অনুসারে একটি মুসলিম পরিবার প্রতিষ্ঠা করবে।

- নিয়ত করো যে, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী সন্তান হবে তোমাদের। নিয়ত করো যে, সন্তানদের ইসলামি তারবিয়তে গড়ে তুলবে। নিয়ত করো যে, আল্লাহ যেন সন্তানদের দ্বীনের পতাকাবাহী বানিয়ে দেন, দ্বীনের সাহায্য ও প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত করেন; যেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের সন্তানদের বড় বড় আলিম, বড় বড় মুজাহিদ বানিয়ে দেন।

- স্ত্রী ও পরিবারের জন্য খরচ করার সময় সাওয়াবের প্রত্যাশা করো। কারণ রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

'মানুষ স্বীয় পরিবারের জন্য সাওয়াবের আশায় যখন খরচ করে, তখন সেটা তার জন্য সদাকা হয়ে যায়।'[৪৪]

- ইবাদতের ক্ষেত্রে পরস্পর সহযোগিতা করার নিয়ত করো।

- কিয়ামুল লাইলের ক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগী হও। দেখো, নবিজি ﷺ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উদ্দেশে বলেছেন :

---

৪৩. সুনানুন নাসায়ি : ৩২১৮।
৪৪. সহিহুল বুখারি : ৫৫।

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

'আল্লাহ এমন লোকের ওপর দয়া করুন, যে রাতের বেলা উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করে, এরপর তার স্ত্রীকে জাগিয়ে তোলে, এরপর স্ত্রী তাহাজ্জুদ আদায় করে। যদি স্ত্রী উঠতে না চায়, তবে স্ত্রীর মুখের ওপর পানির ছিটে দেয়। আর আল্লাহ এমন নারীর ওপর দয়া করুন, যে রাতের বেলা উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করে, এরপর তার স্বামীকে জাগিয়ে তোলে, এরপর স্বামী তাহাজ্জুদ আদায় করে। যদি স্বামী উঠতে না চায়, তবে স্বামীর মুখের ওপর পানির ছিটে দেয়।'[৪৫]

রাতের বেলা উঠে যে দম্পতি তাহাজ্জুদ আদায় করে, তাদের জন্য শুভকামনা। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেসব মানুষের সাথে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন, যারা আল্লাহর অধিক স্মরণ করেন। রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

'যখন কেউ তার পরিবারকে রাতের বেলা জাগিয়ে তোলে এবং দুজনে নামাজ পড়ে অথবা একত্রে দুই রাকআত নামাজ পড়ে, তাদেরকে আল্লাহর স্মরণকারী নরনারীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দেওয়া হয়।'[৪৬]

- একইভাবে সদাকা করার ক্ষেত্রেও পরস্পরের সহযোগী হও। আয়িশা ؓ বলেন, নবিজি ﷺ বলেছেন :

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ

৪৫. সুনানুন নাসায়ি : ১৬১০।
৪৬. সুনানু আবি দাউদ : ১৩০৯।

'যখন কোনো নারী তার স্বামীর ঘর (সম্পদ) থেকে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া খরচ করে, সে খরচ করার কারণে তার সাওয়াব হয় এবং উপার্জনের কারণে তার স্বামীরও সাওয়াব হয়। একইভাবে খাজাঞ্চিরও সাওয়াব হয়। কারও সাওয়াব অপরের সাওয়াব কমিয়ে দেবে না।'[৪৭]

যখন স্বামী-স্ত্রী তাদের অন্তরকে এসব নিয়তের মাধ্যমে সুসংহত করে, তখন তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতের ও সাওয়াবের মুহূর্ত হয়ে যায়।...

কত হাজারো প্রতিদানের ভাগিদার তারা হয় তার কোনো ইয়ত্তা আছে?!

৪৭. সহিহুল বুখারি : ১৪২৫।

একটা ইরেজার দরকার

• এক যুবকের নতুন বিয়ে হলো। ছেলেকে সম্ভাষণ জানাতে তার বাবা এল তার বাড়িতে। বাবা বলল, 'একটা কাগজ, পেন্সিল ও ইরেজার নিয়ে এসো।'

ছেলে : কেন?

বাবা : এনে দাও। এতটুকুই যথেষ্ট। যা জানা দরকার, তা দেখতে পাবে তুমি নিজেই।

ছেলে ঘরে কাগজ ও পেন্সিল তো পেল; কিন্তু ইরেজার পেল না। অনেক খোঁজার পরও না পেয়ে বাবাকে বলল। বাবা বলল, 'তাহলে যাও এখনি দোকান থেকে নিয়ে এসো।'

যথারীতি ছেলে ঘর ছেড়ে দোকানে গেল ইরেজার কিনতে। এরপর ফিরে এসে বাবার পাশে বসল বাবা কী করেন সেটা দেখতে।

বাবা বলল, 'এই নাও, কিছু একটা লেখো।'

ছেলে একটা বাক্য লিখল।

বাবা : এটা মুছে ফেলো।

ছেলে মুছে ফেলল।

বাবা আবার বলল, 'লেখো।'

ছেলে : বাবা, আসলে তুমি কী চাও?!

বাবা বলল, 'লেখো।'

ছেলে আবার লিখল।

বাবা বলল, 'মুছে ফেলো।'

ছেলে মুছে ফেলল।

বাবা আবার বলল, 'লেখো।'

এবার ছেলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। সে বলে উঠল, 'আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি এ রকম করছেন কেন?'

বাবা বলল, 'লেখো।'

ছেলে লিখল।

বাবা বলল, 'এবার মোছো।'

ছেলে মুছে ফেলল।

বাবা এবার ছেলের দিকে তাকিয়ে কাঁধের ওপর হাত রেখে চাপ দিয়ে বলল, 'বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর এমন একটা ইরেজার দরকার। বুঝেছ?!'

যদি স্বামীর কাছে স্ত্রীর ভুল মনের পৃষ্ঠা থেকে মুছে দেওয়ার মতো ইরেজার না থাকে, আর যদি স্ত্রীর কাছে স্বামীর ভুল মনের পৃষ্ঠা থেকে মুছে দেওয়ার মতো ইরেজার না থাকে—তাহলে বিয়ের কদিন পরই দাম্পত্য জীবনের কাগজ কালো দাগে ভরে যাবে!

তাই তোমরা স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ভুলকে মনের ভেতর রেখাপাত করতে দেবে না, একে অন্যের ভুলের পিছু ছুটবে না; বরং মাফ করাই যেন হয় তোমাদের স্বভাব। রাসুল ﷺ-এর সে হাদিসের কথা খেয়াল করো, যেখানে তিনি বলেছেন :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

'মুমিনদের মাঝে সে-ই পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী, তাদের মাঝে যার চরিত্র সর্বাধিক উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে নিজের স্ত্রীর কাছে উত্তম।'[৪৮]

---

৪৮. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬২।

- কত সুন্দর সে দাম্পত্য, যেখানে দোষ-ত্রুটি মনে রাখা হয় না। কত চমৎকার সে যুগল, যারা একে অপরের হাতে হাত রেখে চোখে চোখ রেখে বলে, 'ওসব নিয়ে ভেবো না। ওসব কবেই ভুলে গেছি।' এ যুগল কত সুখী, তারা দুজন মনের ভেতর রাগ নয়, ক্ষোভ নয়; বরং ভালোবাসা বয়ে চলে। তাদের মধ্যে বড় কোনো সমস্যা আঘাত করার সুযোগই থাকছে না। রাগ-ক্ষোভের স্থলে তারা যে ভালোবাসায় বয়ে চলে, সে ভালোবাসার আদলেই তারা গড়ে তুলেছে সুখের সংসার।

- উসমান বিন জায়িদা বলেন, 'আমি ইমাম আহমাদকে বললাম, "সুখ পেতে ১০টি কাজ করতে হয়, ১০টির মধ্যে ৯টিই হচ্ছে পরস্পরের দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চলা।" ইমাম আহমাদ ﵀ বললেন, "সুখ পেতে ১০টি কাজ করতে হয়, ১০টির মধ্যে ১০টিই হচ্ছে দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে চলা।"'
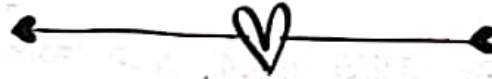
সুন্দর কথা সদাকা

● আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'আর তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'[৪৯]

সদ্ভাবে জীবনযাপনের অন্যতম অংশ হচ্ছে 'মিষ্টি কথা বলা'। মিষ্টি কথা নারীর মনের দরজা খুলে দেবে আপনার জন্য। দুটো মিষ্টি কথা তার পুরো দিনের পিপাসা মেটাতে যথেষ্ট। কিন্তু দুঃখজনক হচ্ছে, আমাদের অনেকে বড়ই নীরস। না সুন্দর কথা বলে, না মিষ্টি হাসি হাসতে পারে।

কিন্তু যখন তুমি সুন্দর কথা বলতে পারবে, তখন আসলে তুমি অনেক বড় একটা গুপ্তধনের চাবি হাত করে নিলে। তোমার কথায় অন্যরাও তুষ্ট হবে। তোমার কথায় মহান আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন।

তাই তোমার বলা প্রতিটি কথাই যেন সুমিষ্ট হয়। আর এ সুমিষ্টতার প্রথম ফল কিন্তু তুমিই ভোগ করবে। আল্লাহ বলেন :

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

'তুমি কি দেখো না, কীভাবে আল্লাহ দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন? উৎকৃষ্ট বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট গাছের ন্যায়, যার মূল সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত আর

---

৪৯. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৯।

শাখাপ্রশাখা আকাশপানে বিস্তৃত। তার প্রতিপালকের হুকুমে তা সব সময় ফল দান করে। মানুষদের জন্য আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন; যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।'[৫০]

নবিজি ﷺ আয়িশা ؓ-এর নাম ছোট করে বলতেন। এভাবে মূলত তিনি আয়িশা ؓ-এর মনকে তুষ্ট করতে চাইতেন। তাঁকে ছোট্ট করে ডাকতেন, 'আয়িশ!'

আবার আয়িশা ؓ-কে উপনামে ডেকেছিলেন 'উম্মু আব্দুল্লাহ' বলে।

ঠিক এভাবে স্ত্রীর মন জয় করতে খুব বেশি কষ্ট বা পরিশ্রমের দরকার পড়ে না; বরং মনকে আনন্দিত করে এমন ছোটখাটো দুটো কথাই যথেষ্ট হয়।

- বিয়ের প্রথম দিন থেকে তোমার সঙ্গীর সাথে মিষ্টি সুরে কথা বলো, সুন্দর সুন্দর কথা বলো। এ অভ্যাস বা এ চরিত্র জীবনভর সংসারকে সুখময় করে রাখবে। কারণ হাদিসে আছে, (الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ) 'সুন্দর কথা একটি সদাকা।'[৫১]
- হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় মুচকি হাসা মুখে সঙ্গীর সাথে দেখা করা সদাকা।

রাসুল ﷺ বলেন :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

'তোমার ভাইয়ের সাথে মুচকি হাসিও তোমার জন্য সদাকা।'[৫২]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ

'কোনো নেক কাজকে ছোট মনে করো না; যদিও সেটা হয় তোমার ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল মুখে দেখা করার মতো (সহজ) কোনো কাজ।'[৫৩]

---

৫০. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ২৪-২৫।
৫১. সহিহুল বুখারি : ৮/১১, মুসনাদু আহমাদ : ৮১৮৩।
৫২. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৫৬।
৫৩. সহিহ মুসলিম : ২৬২৬।

• সালাম দিলে কত নেকি! রাসুল ﷺ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

'হে লোক সকল, তোমরা সালামের প্রসার করো, আহার করাও, রাতে যখন মানুষ ঘুমে থাকে তখন নামাজ আদায় করো, এভাবে শান্তিতে জান্নাতে প্রবেশ করো।'[৫৪]

• স্ত্রীর সাথে করমর্দন করলে অনেক গুনাহ মাফ হয়। রাসুল ﷺ বলেন :

'কোনো মুমিন যখন তার কোনো ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে, তখন তাদের দুজনের গুনাহ এমনভাবে ঝরে যায়, যেভাবে গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়ে।'[৫৫]

• তোমরা স্বামী-স্ত্রী কি চোখের ভাষা, গলার স্বর, চেহারার অভিব্যক্তি পড়তে পারো?!

আহ! এগুলো অন্তরের ওপর অনেক প্রভাব ফেলে। একেবারে জাদুর মতো।

এক লোক তার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করল। স্ত্রী রাগ হলো। কিন্তু রাগ চেপে রাখল সে। বাপের বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাগ গোছাতে লাগল। কিন্তু স্বামীকে বুঝতে দিল না যে, কেন সে ব্যাগ গোছগাছ করছে।

স্বামী ব্যাপারটা বুঝতে পারল। পরক্ষণে সে মুখে সুন্দর হাসি টেনে একটা সুন্দর কথা বলে স্ত্রীর মন তুষ্ট করল। এরপর জানতে চাইল, 'কাপড় নিয়ে কী করছ তুমি?'

স্ত্রী বলল, 'কিছু না! গরমের কাপড় ঢুকিয়ে রাখছি, আর শীতের কাপড় বের করছি!'

কত সহজে বিষয়টা মিটমাট হয়ে গেল!

একটা সুন্দর কথা স্ত্রীর মন জয় করতে পারে।

একটা মুচকি হাসি স্ত্রীর মন জয়ের জন্য যথেষ্ট।

---

৫৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৩৩৪।

৫৫. মুসনাদুল বাজ্জার : ৮৩৩৫, সহিহুত তারগিব : ২৭২১।

সম্মানজনক আচরণ

- আগে মানুষ বলত, 'নারীর সুন্দর আচরণ তার কথায় বোঝা যায়। আর পুরুষের ব্যক্তিত্ব বোঝা যায় কথার ধরন থেকে।'

কত সুন্দর নারী তার সৌন্দর্যের সব অর্থ নষ্ট করে দিয়েছে নিজের কর্কশভাষী জিহ্বা দিয়ে, স্বামীর সাথে অসংলগ্ন আচরণ দিয়ে!

কত সুঠাম দেহী পুরুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দিয়েছে স্ত্রীর সাথে বিরূপ আচরণ দিয়ে!

যদি তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের আচরণ সুন্দর ও সুশ্রী হয়, তাহলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা বাড়তে বাধ্য। তোমাদের জীবন সুখী হওয়ার আয়োজন হয়ে গেছে। তাই সব সময় সুন্দর আচরণের মাধ্যমে জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করো।

ছোট ছোট কথায় একে অন্যকে সম্মান দিয়ে আচরণ করো। যেমন কিছু ছোট কিন্তু প্রভাবকর কথা হচ্ছে : 'প্লিজ', 'যদি সম্ভব হয়', 'মর্জি হোক' ইত্যাদি। এসব শব্দ কেবল মুখস্থ থাকলেই হয় না, এগুলো ব্যবহার করার কায়দাও জানতে হয়।

কোনো কোনো স্বামী স্ত্রীকে ডাকে 'ওই', 'এই মহিলা'! আবার কখনো রাগ হলে বলে বসে 'আমার সামনে আসবে না', 'দূর হও'!

এসব কথায় সম্মান কোথায়!? ভদ্রতা কোথায়!?

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আদব ও সম্মান উঠে গেলে তাদের সংসারে শান্তির আশা করা বোকামি। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আদব ও সম্মান উঠে গেলে তাদের কঠোর কথাবার্তা মোটেই আশ্চর্য হওয়ার নয়। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বলা, বেখাপ্পা কথা বলা, কাদা ছোড়াছুড়ি করা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এমনকি কখনো কখনো বেখাপ্পা কথা তো পরিবারের অন্যদের সামনে ও বন্ধুবান্ধবদের সামনেও উগরে দেয় তারা।

যখন স্বামীর ভদ্রতা উবে যায়, স্ত্রীর প্রতি সম্মান বিদায় নেয়, তখন যেন তার বাড়িতে মাইন পোতা থাকে, যেকোনো সময় যেকোনো পদক্ষেপে সে মাইন বিস্ফোরিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা!

একইভাবে যখন স্ত্রীর ভদ্রতা ও স্বামীর প্রতি সম্মান বিদায় হয়, তখন সে স্ত্রী নিকৃষ্ট স্ত্রীতে পরিণত হয়, তার জবান লম্বা হয়ে যায়, স্বর উঁচু হয়ে যায়, ভাষা কটু হয়ে যায়।

তখন সুখের সংসার দুর্দশাময় হয়ে ওঠে।

তাই হে স্বামী-স্ত্রী, তোমরা সব সময় আদব, সম্মান ও ভদ্রতা বজায় রেখে চলো।

উভয়ে উভয়ের সাথে যথোচিত সুন্দর আচরণ করলে আল্লাহর রহমতে তোমাদের ঘর হবে সুখের সংসার।

• দুজন দুজনের আত্মীয়দের সম্মান করবে

তোমাদের সংসারে যেন চিড় ধরার কোনো অবকাশ সৃষ্টি না হয়, সে জন্য তোমাদের পরস্পরের আত্মীয়দের প্রতি সুন্দর আচরণ করবে। অনেক পারিবারিক ঝামেলা সুখের সংসারের গলা টিপে ধরতে পারে। তন্মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীর আত্মীয়দের বা স্ত্রী তার স্বামীর আত্মীয়দের সম্মান না করা, সমাদর না করা।

তাদের সংসারজীবনের প্রথম দিকটা খেয়াল করা যাক। তখন স্বামী-স্ত্রী দুজনে দুজনের আত্মীয়দের ভালো চোখে দেখত, তাদের সমাদর করত। কিন্তু কিছু সময় যেতে না যেতে পরস্পরের আত্মীয়দের উভয়ের দৃষ্টি বদলে গেল! এখন স্ত্রী তার স্বামীর আত্মীয়দের বদনাম করে, স্বামী তার স্ত্রীর আত্মীয়দের বদনাম করে বলে যে, তার পরিবার ও আত্মীয়দের আচরণ ভালো না, এই সেই।

পরস্পরের আত্মীয়দের প্রতি এমন খারাপ মনোভাব তাদের উভয়ের মধ্যে বছরের পর বছর যে ঝগড়ার বীজ বপন করে, তা আর বলার বাকি রাখে না!

এভাবে যদি চলতে থাকে, তবে একসময় তাদের সম্পর্ক বিচ্ছেদেও পরিণত হতে পারে!

তাই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই দুজনের পরিবার ও আত্মীয়দের সাথে ভালো আচরণ প্রকাশ করবে, নিজেদের মধ্যকার ভদ্রতার সীমারেখা ভুলে যাবে না।

মনে রাখবে পরিবারের অন্যদের ভুলের জন্য তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। তাই তারা ভুল করলেও তাদের সেসব ভুলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না; বরং তাদের সঠিকতার পথে ডাকো, নিজের সর্বোচ্চ দিয়ে উদার ও মহানুভব হওয়ার চেষ্টা করো।

সুন্দর ও যথোচিত আচরণে জীবনকে রাঙিয়ে তোলো। সুন্দর সুখের সংসারকে নিজের হাতে ধ্বংস করে দিয়ো না যেন!

স্ত্রীর সম্মানের প্রতি লক্ষ রেখো

- স্ত্রীর সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখো, কারণ—

প্রথমত, সে একজন মানুষ। আর প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তাআলা সম্মান দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত, সে তোমার নির্বাচিত স্ত্রী, যাকে তুমি নিজেই পৃথিবীর অন্যসব নারী থেকে বেছে নিয়েছ।

তৃতীয়ত, সে তোমার ছেলেমেয়েদের মা।

চতুর্থত, তোমার গোপন কথা ও তোমার বিশেষ বিষয়াদির সংরক্ষক।

পঞ্চমত, তোমার প্রশান্তির জায়গা সে।

- ড. আনওয়ার ওয়ারদাহ বলেন, 'আমার বাবা শাইখ আব্দুল গনি ওয়ারদাহ ﵀ একদিন কিছু লোকের সাথে একটি মজলিশে বসা ছিলেন। তখন মজলিশে কথা উঠল বিয়ে ও নারী বিষয়ে। একজন বলল, "নারী হচ্ছে জুতোর মতো। একজন পুরুষ যতক্ষণ না তার মনমতো জুতো পাচ্ছে, ততক্ষণ সে জুতো পালটে পালটে দেখতে পারে।"

তখন উপস্থিত সবাই আমার বাবার দিকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে। তারা বলল, "আবু আনওয়ার, এ বিষয়ে আপনি কী বলেন?"

তিনি বললেন, "এ ভাই যেটা বলেছে, সেটা সম্পূর্ণ সঠিক। একজন নারী জুতোর মতো সে লোকের জন্য, যে নিজেকে পা মনে করে। আর একজন নারী মুকুটের মতো সে লোকের জন্য, যে নিজেকে মাথার মতো মূল্যবান মনে করে। তাই তোমরা কাউকে দোষ দিয়ো না। আগে দেখো সে লোক নিজেকে কী মনে করে!"

দুঃখজনক হচ্ছে, এখনো কিছু কিছু মানুষ নারীদেরকে জাহিলিয়াতের নিকৃষ্ট আয়নায় দেখে। এমনকি তারা এত নিচে পৌঁছে গেছে যে, নারীকে নিকৃষ্ট মনে করে, বাজারের সস্তা পণ্য মনে করে।

এমনকি কোনো মজলিশে যখন মুখে স্ত্রীর নাম আনতে হয়, তখন এও জুড়ে দেয় যে, “আল্লাহ অমুকের মাকে সুমতি দিন”, “আল্লাহ তাকে বুদ্ধি দিন।” যেন তার স্ত্রী খুবই নিম্ন স্তরের, তাই স্ত্রীকে উন্নত করার জন্য সে আল্লাহর কাছে দুআ করছে!

যখন কাউকে বলা হয়, তোমার ছেলের মায়ের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করে দেখো। এ কথা শুনতেই সে এমনভাবে চিৎকার করে উঠে, যেন কেউ তাকে বড় হাতুড়ি দিয়ে জোরে একটা বাড়ি মেরেছে। সে বলে, পুরুষরা কখনো নারীর সাথে পরামর্শ করে না!

এভাবে সে পুরুষ তার স্ত্রী থেকে পরামর্শ নেয় না; যদিও পুরুষ জানে যে, তার স্ত্রী অনেক নারীর চেয়েও বেশ বুদ্ধিমতী।’”

উমর ফারুক ﷺ বলেন, ‘আল্লাহর কসম, জাহিলিয়াতের যুগে আমরা নারীদের মূল্যায়ন করতাম না। এরপর যখন আল্লাহ তাদের ব্যাপারে আয়াত নাজিল করলেন এবং তাদেরকে তাদের প্রাপ্য দিলেন, তখন থেকে আমরা তাদের মূল্যায়ন করা শিখেছি।’

- স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করো। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করা তার মনুষত্ব ও জ্ঞানকে সম্মান করার শামিল।

প্রিয় নবি মুহাম্মাদ ﷺ যখন হেরা গুহা থেকে ফিরে এলেন, তখন স্বীয় স্ত্রী খাদিজা ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করলেন। এরপর খাদিজা ﷺ তাঁকে ওয়ারাকা বিন নাওফালের কাছে নিয়ে যান।... প্রিয় নবিজি ﷺ জাইনাব বিনতে জাহশের সাথে পরামর্শ করেছেন ইফকের ঘটনা নিয়ে। তাঁকে আয়িশা ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। জাইনাব ﷺ কল্যাণকর কথাই বলেছেন।... হুদাইবিয়ার সময় উম্মে সালামা ﷺ-এর সাথে পরামর্শ করেছেন। যখন সাহাবিগণ নিজেদের কুরবানির পশু জবাই করতে অস্বীকৃতির ভাব দেখাচ্ছিলেন, তখন উম্মে সালামা ﷺ পরামর্শ দিলেন, ‘আপনি যান এবং কারও সাথে কোনো কথা না বলেই নিজের কুরবানির পশু জবাই করে দিন, এরপর মাথা মুণ্ডন করে নিন।’ রাসুল ﷺ পরামর্শমতো তা-ই করলেন। এরপর সাহাবিগণ এটি দেখে তাঁরাও সবাই পশু জবাই করে মাথা মুণ্ডন করে নিলেন।

হাসান বসরি ﵀ বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর জন্য উম্মে সালামা ﵂-এর সাথে পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল না। এ পরামর্শ নেওয়ার মুখাপেক্ষী ছিলেন না তিনি। কিন্তু রাসুল ﷺ উম্মতকে এ শিক্ষা দিতে চাইলেন যে, তাঁর উম্মতের কেউ যেন নিজের স্ত্রী ও নিকটাত্মীয় নারীদের সাথে পরামর্শ করতে লজ্জা না পায়।'

উমর বিন খাত্তাব ﵁ তাঁর মেয়ের সাথে পরামর্শ করেছেন। ঘটনা হচ্ছে, উমর ﵁ তাঁর অভ্যাসমতো রাতের বেলা মুসলিম জনসাধারণের অবস্থা অবলোকন করতে বের হলেন। তিনি শুনলেন এক নারী কবিতা বলছে :

تطاول هذا الليل وأسود جانبه *** وأرقني أن لا حبيب ألاعبه

'এ ঘন কালো রাত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে, প্রিয়তমের প্রেমহীনতা আমার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।'

এরপর উমর ﵁ তাঁর মেয়ে হাফসা ﵂-এর কাছে এলেন। বললেন, 'একজন নারী তার স্বামী ছাড়া কত দিন থাকতে পারে?' হাফসা ﵂ বললেন, 'ছয় মাস বা চার মাসের মতো।' উমর ﵁ বললেন, 'তাহলে এখন থেকে এরচেয়ে বেশি সময় কাউকে যুদ্ধে রাখা হবে না।'[৫৬]

৫৬. বাইহাকি : ৯/২৯।

স্বামীর জন্য সাজো

• আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ সৌন্দর্য ভালোবাসে। পুরুষকে এ স্বভাবে তৈরি করেছেন যে, পুরুষ নারীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ স্বভাব থেকেই নারী-পুরুষ পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করে। এমনকি আল্লাহ তাআলা বিবাহের বিধান দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি উৎসাহও দিয়েছেন। রাসুল ﷺ একদিন উমর ﷺ-কে বলেন :

> أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ
>
> 'আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেবো না যে, একজন পুরুষের সবচেয়ে মূল্যবান সঞ্চয় কী? তা হচ্ছে উত্তম নারী। যখন পুরুষ তার স্ত্রীর দিকে তাকায়, তখন সে তাকে আনন্দিত করে, যখন স্বামী স্ত্রীকে আদেশ করে স্ত্রী তার আনুগত্য করে, যখন সে বাড়ির বাইরে থাকে—তখন স্ত্রী তার সবকিছু সংরক্ষণ করে।'[৫৭]

একজন নারীর তার স্বামীর প্রতি আনুগত্যের পর স্বামীর জন্য সবচেয়ে আনন্দের হচ্ছে, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সুখানুভূতি হওয়া। এর জন্য স্ত্রীকে অবশ্যই স্বামীর জন্য সাজতে হবে। স্বামীর হৃদয়ের দরজা খোলার একটা মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে স্ত্রীর সাজসজ্জা করা।... কিন্তু অনেক নারী সাজসজ্জা করে না, এরপর স্বামী যখন তার প্রতি বিরাগ হয়, তখন সে স্বামীর দূরে থাকার অভিযোগ করে এবং বলে যে, তার স্বামী তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, তার দিকে স্বামীর যেন এতটুকুও আগ্রহ নেই, তার স্বামী বাড়িতে তার সাথে ও সন্তানদের সাথে যেন একটুও সময় কাটাতে চায় না।

---

৫৭. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৬৪, আল-জামিউস সগির : ১৭৭৪; সুয়ুতি ﷺ বলেন, এ হাদিসটি সহিহ।

এসবের পেছনে অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে, স্বামী তার স্ত্রীর এলোমেলো পোশাকে, অগোছালো ভাব দেখে বিরক্ত হয়ে গেছে। যখন স্বামী দেখে তার বাড়িতে থাকা না থাকা স্ত্রীর ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া করে না যে, স্ত্রী তার জন্য একটু তৈরি হয়ে নেবে, তখন সে স্বামী এমনিই বিরক্ত হয়ে যায়, আর বাড়ির বাইরে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, স্ত্রীর থেকে দূরে থাকতেই যেন সে স্বস্তি পায়।

- একজন তো আমাকে স্পষ্ট মনের কথা খুলে বলেছে, 'আমি যখন ঘরে আসি, দেখি সে টেলিফোনের সাথে বা মোবাইলের সাথে লেপটে আছে, তখন তার এমন বিমুখতা দেখে আমার ভীষণ রাগ হয়।... কিন্তু যখন ঘরে এসে দেখি, সে আমার জন্য একটু হলেও সেজে বা খানিকটা সুগন্ধি মেখে অপেক্ষা করছে, তখন একটা আনন্দ অনুভূতি মন ছুঁয়ে যায়।'

অথচ এ একটু কিছু করার জন্য বেশি কষ্ট করতে হয় না। স্রেফ আয়নার সামনে কিছুক্ষণ সময় দিলেই হয়। কিন্তু এ একটু কিছু করলেই স্বামীর সাথে প্রেম-ভালোবাসা গাঢ় হয়।

- আশ্চর্য কথা হচ্ছে, এমন অনেক নারী আছে, যারা স্বামীর জন্য খুব সামান্য সাজে, খুব কমই আতর মাখে। কিন্তু যখনই কোনো বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হয়, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আয়নার সামনে বসে বসে সাজে। সাজগোজ শেষে তার স্বামী তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়! আর স্বামী এটাও জানে যে, এতসব সাজগোজ তার জন্য নয়, এসবের কিঞ্চিৎ পরিমাণই সে পায়।'[৫৮]

এ রকম নারী তার নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, যখন আমার স্বামী এ সাজে আমাকে দেখবে, তখন সে কী মনে করবে? আমি তো তার জন্য সাজিনি, সেজেছি অন্যদের জন্য?!

এরপর নিজেকে এ প্রশ্নটাও করবে, যদি আমি সাজগোজ আমার স্বামীর জন্য করি, তাহলে সে কতটা আনন্দিত হতে পারে?!

তোমার স্বামী তোমাকে যে হারটা উপহার দিয়েছে, সেটা তোমার গলায় পরো। কারণ তোমাকে দেওয়া উপহার তুমি পরছ, এটা স্বামীকে আনন্দ দেবে। তুমি তোমার বান্ধবীদের সাথে বা আত্মীয়াদের সাথে দেখা করার সময় যেমন সাজো, অন্তত সেভাবে হলেও স্বামীর জন্য সাজো।

---

৫৮. বাকিয়্যাতুল কুহলি, লেখক : ফায়সাল বিন সাউদ হালিবি, মাজাল্লাতুল উসরা, সংখ্যা : ১২২।

- সালাফের নারীগণও সৌন্দর্য ও তার উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন জ্ঞানীদের কাছে। একদিন বাকরা বিনতে কাব এলেন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂-এর কাছে। জানতে চাইলেন মেহেদি ব্যবহার সম্পর্কে। আয়িশা ﵂ বললেন, 'মেহেদি গাছ একটি ভালো গাছ এবং তার পানি পবিত্র।' এরপর তিনি জানতে চাইলেন, 'মুখের অবাঞ্ছিত চুল ওঠানো যাবে?' আয়িশা ﵂ বললেন, 'যদি তোমার স্বামী থাকে এবং এগুলো উঠিয়ে তুমি তোমার মুখকে স্বামীর জন্য আরও বেশি সুশ্রী করতে পারলে তা-ই করো।'[৫৯]

- নবিজি ﷺ নারীদের সাজগোজ করতে উৎসাহ দিতেন। এক নারী পর্দার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে একটি চিঠি এগিয়ে দিলেন রাসুল ﷺ-এর দিকে। রাসুল ﷺ তার হাত দেখে বললেন, (مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ، أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟) 'আমি বুঝতে পারছি না, এটা কি পুরুষের হাত, না মহিলার হাত?' সে নারী বললেন, 'মহিলার হাত।' রাসুল ﷺ বললেন, (لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ) 'যদি তুমি নারী হতে, তাহলে অবশ্যই (মেহেদির দ্বারা) তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে।'[৬০]

৫৯. ইবনু সাদ কৃত আত-তাবাকাতুল কুবরা, ইবনুল জাওজি এ হাদিসটি আহকামুন নিসা (পৃষ্ঠা : ৯৪)-তে এনেছেন।
৬০. সুনানু আবি দাউদ : ৪১৬৬, সুনানুন নাসায়ি : ৫০৮৯।

দূরত্ব মুছে দাও

- স্বামীর কাছে থাকাই যথেষ্ট নয়। স্বামীর সাথেও থাকতে হবে। এ কথার মানে কী? অনেক সময় আমাদের শরীর এক স্থানে থাকলেও মন বহু দূরে পড়ে থাকে। স্বামীর সাথে যেন এ দূরত্ব তৈরি না হয়; বরং স্বামীই যেন সব সময় মনের সবচেয়ে কাছের মানুষ হয়।

স্বামীর কাছে থাকার মানে হচ্ছে, তার সাথে খাওয়া, পান করা, ভরণপোষণ চলতে থাকা।...

কিন্তু স্বামীর সাথে থাকার মানে হচ্ছে স্ত্রী তার স্বামীর জীবনের সঙ্গী হবে, বাহ্যিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই একসঙ্গে থাকবে।...

স্বামীর আনন্দের সঙ্গী হবে, একইভাবে দুঃখেও তার সঙ্গী হবে। প্রতিটি সমস্যার সমাধানে একত্রে দাঁড়াবে। প্রতিটি কষ্টের মুহূর্তে স্বামীর সাথে সহ্য করবে।...

একজন পুরুষের জন্য এতটুকু সুখই যথেষ্ট, যে সুখটা কঠিন সময়ে তার স্ত্রী ভালোবাসা ও সাহস জুগিয়ে তাকে দিতে পারে। স্ত্রীর কাছে এসে স্বামী কাঠিন্যের কথা ভুলে যাবে এবং ভালোবাসায় মন ভরাবে।...

তাই সব সময় তোমার স্বামীর পাশে থাকো, স্বামীর অনুভূতি ভাগ করে নাও। ফিলিংসের আদানপ্রদান করো।...

একই সময়ে স্বামীর জন্য একজন নিবেদিত বান্ধবী হয়ে যাও, তার স্ত্রী হও, তার প্রিয়তমা হও।

বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করো। তার মনোযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো। সেভাবে কাজ করো।

এভাবে একজন পুরুষ অনুভব করবে যে, তার স্ত্রী ভালোবাসা ও প্রেমের অফুরন্ত সয়লাব নিয়ে এসেছে। আর স্ত্রীর কাছে সব সময় সে সুখই খুঁজে পাবে। স্ত্রীর কাছে কখনো তাকে বিরক্ত হতে হবে না।

- এক লোক একজন বিজ্ঞ মানুষকে প্রশ্ন করল, 'কীভাবে জানব যে, আমার স্ত্রী সত্যিই আমার সাথে আছে?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'যখন তোমার স্ত্রীর মাঝে ১০টি গুণ পাবে, তখন নিশ্চিত থাকো যে, তোমার স্ত্রী তোমাকে মন উজাড় করে ভালোবাসবে।

১. যখন সে তোমার সন্তুষ্টিজনক কাজ করে, তোমার অসন্তুষ্টির কাজ থেকে দূরে থাকে।

২. যখন তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়, তখন সে রাগে না।

৩. তোমার অনুপস্থিতি যখন তাকে কষ্ট দেয়, আর তোমার উপস্থিতি তাকে আনন্দ দেয়।

৪. তোমার চিন্তা যখন তার ওপরও প্রভাব ফেলে, তুমি রাগলে তোমার রাগের কারণে চিন্তিত হয় সে।

৫. তোমার কাছ থেকে উপহার পেলে সে খুশি হয়; যদিও উপহারটা ছোট বা তুচ্ছই হোক না কেন।

৬. তোমার কম বেতন তাকে দুঃখী করে না। তুমি যে পেশাতেই থাকো না কেন তোমার পেশার কারণে সে লজ্জাবোধ করে না।

৭. তোমার চিন্তাভাবনার বিষয়াদিতে সে তোমার সাথে অংশ নেয়, তুমি যখন সে কাঙ্ক্ষিত কাজে সফল হও, তখন সে আনন্দিত হয়।

৮. যখন তুমি কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিকল্পনা করো, তখন সে তোমাকে উত্তম পরামর্শ দেয়।

৯. যখন কথা বলার মতো কোনো বিষয় না থাকে, তখন সে নিজেই একটা বাহানা তৈরি করে তোমার সাথে কথা বলার জন্য।

১০. সব সময় তোমাকে খুশি করে এমন কাজ করতে আগ্রহী থাকে।'

- এখন তুমি নিজেকে প্রশ্ন করো। তুমি কি শুধু তোমার স্বামীর কাছে থাকো, না তার সাথেও থাকো? ওপরে বর্ণিত গুণসমূহ একজন সফল স্ত্রীর গুণাবলি। যে স্ত্রী তার স্বামীর সাথে গড়ে তোলে সুখের সংসার।

যে নারী তার স্বামীর সাথে দূরত্ব করে রাখে, কেমন যেন সে নারী থাকে এক দেশে আর তার স্বামী থাকে অন্য দেশে। দুজনের মধ্যে বাহ্যিক কোনো দূরত্ব নেই মনে হলেও তাদের মধ্যে থাকে যোজন যোজন দূরত্ব। তাই এটা নিশ্চিত করো যে, তুমি 'দাম্পত্য শাস্ত্র' ঠিক ঠিক রপ্ত করতে পেরেছ। তাহলে তুমি দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

এক স্ত্রী বলেন, 'যখন আমি বুঝলাম যে, আমার স্বামীর সুখ ও আনন্দই আমার জন্য সে-ই আলো, যে আলো থেকে আমি জীবনের সফলতা পাব। বুঝতে পেরে আমি হঠাৎ থমকে গেলাম। এ বিষয়ে আরও জানার চেষ্টা করলাম। অবশেষে পেলাম যে, আমি যে অবস্থায় আছি, সেটা না; বরং আমার অবস্থানের বিপরীতেই রয়েছে সে পরম আরাধ্য আলো, সে আলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায়, সে আলো ত্যাগ-তিতিক্ষায়, ভালোবাসায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার মাঝে।'

কিছু উষ্ণ মুহূর্ত

- স্ত্রী স্বামীকে কৌতুকের ছলে বলল, 'আমার চাইতে সুন্দরী কেউ আছে নাকি?'

স্বামী চুপ কিছুক্ষণ। এরপর বলল, 'জানি না।'

স্ত্রী : আমার চাইতে ভালো কোনো মেয়ে আছে কি?

স্বামী : তাও জানি না।

স্ত্রী : আমার চাইতে প্রেমময়ী কেউ?

স্বামী : আমি তো বললামই জানি না।

স্ত্রী : কেন জানেন না?

স্বামী : জানি না এ কারণে যে, তোমাকে রেখে আমি পৃথিবীর আর কোনো নারীর দিকে তাকাই না, তাহলে জানবটা কী করে?!

আমি কী করে জানব যে, তোমার চাইতে সুন্দরী কেউ আছে কি না? আমি তো আমার চোখে সবচেয়ে সুন্দরী তোমাকেই পেয়েছি। আমি কী করে জানব যে, তোমার চাইতে উত্তম কেউ আছে কি না? আমি তো আমার হৃদয়ে কেবল তোমাকেই দেখেছি। আমি কী করে জানব যে, তোমার চাইতে প্রেমময়ী কেউ আছে কি না? আমি তো কেবল এটা জানি যে, তুমিই আমার হৃদয় চুরি করে নিয়ে গেছ, প্রিয়তমা! আমি কী করে তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে দেখব, তোমার ভালোবাসাই তো আমাকে অন্ধ করে রেখেছে!

- এক লোক তার স্ত্রীর বেশ ছড়িয়ে প্রশংসা করত। একবার স্ত্রী বলে উঠল, 'আসলে আপনি আমার প্রশংসা বেশি করে ফেলেন। আমাদের প্রতিবেশীরা তো আমাকে একজন সাধারণ নারীই বলে।'

স্বামী উত্তর করল, 'কারণ তাদের দেখার চোখ নেই, আমি তোমাকে যে চোখে দেখি, তাদের সে ভালোবাসার চোখ কী আছে?!'

- স্ত্রীর জন্য সারপ্রাইজের আয়োজন করতে পারো। স্ত্রীর জন্য তৈরিকৃত সে সারপ্রাইজ তাকে তোমার ভালোবাসার গভীরতা বুঝিয়ে দেবে।

একদিন স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করো যে, চলো আমরা তোমার কোনো আত্মীয়/বান্ধবীর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

স্ত্রীকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে যাও, আর তার প্রিয় কোনো জায়গায় নিয়ে যাও।

তাকে বলো যে, তুমি সব সময় তাকে ভালোবাসো, আর এভাবে ভালোবেসে যাবে। আর কখনো তাকে ছাড়া তুমি থাকতে পারবে না।

যখন বাড়ি আসো, তখন হাসিমুখে তাকে সালাম দাও। এরপর সাথে সাথে তার প্রতি তোমার টান বোঝায় এমন কোনো কথা বলো।...

সব সময় স্ত্রীর সাথে মুচকি হাসির সাথে থাকো। দেখো কীভাবে জাদুর মতো এ মুচকি হাসি তোমার স্ত্রীর মনে রেখাপাত করে।

যখন তোমার স্বামী তোমাকে 'না' বলে। তখন তাকে বলো, 'অবশ্যই।' এরপর বলো, 'আপনার মুখের "না" শব্দটাও আমার কাছে বড় মিষ্টি লাগে।' তখন দেখবে, তোমার স্বামী তোমার কাছে ধরা দিচ্ছে, কারণ তুমি তার সাথে কোনো খারাপ আচরণ করোনি; বরং তার মন জয় করার মতো একটা কথা বলেছ।

- রাসুল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন, তুমিও তোমার স্ত্রীর প্রতি তেমন আচরণ করো। হাসিমুখো হও। স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝে ফেলতে হবে সে কী চায়। তার চাওয়া পূরণ করে ভালোবাসার কাজের কাজি হও।

রাসুল ﷺ এমনই করেছেন। একদিন কিছু হাবশি ছেলেরা বর্শা-বল্লম নিয়ে মসজিদে খেলছিল। আয়িশা رضي الله عنها বলেন, '... সেদিন ছিল ইদের দিন। কিছু হাবশি ছেলে বর্শা ও ঢাল নিয়ে খেলছিল। আমার আগ্রহ বুঝতে পেরে রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি কি দেখতে চাও?" আমি বললাম, "জি।" রাসুল ﷺ আমাকে তাঁর পিঠের আড়ালে নিয়ে দাঁড়ালেন। আমার গাল ছিল তাঁর গালের কাছে। তিনি বললেন, "বনু আরফাদা, চালিয়ে যাও।" তিনি একটুও বিরক্তি দেখাননি। বরং আমার যখন মন ভরে গেল, তখন তিনি বললেন, "আরও দেখবে, না দেখা হয়েছে?" আমি বললাম, "জি, দেখা শেষ হয়েছে।" তিনি বললেন, "তাহলে এবার ঘরের ভেতরে যাওয়া যাক।"'[৬১]

---

৬১. সহিহুল বুখারি : ৯৫০, সহিহু মুসলিম : ৮৯২।

পুরুষরা কী চায়?

- একজন পুরুষের মনের ভেতর অনেক চাওয়া থাকতে পারে। তবে এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, একজন পুরুষ চায়, যেন তার স্ত্রী সুন্দর মনের অধিকারিণী হয়। তার স্ত্রী যেন সব সময় নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং সুন্দর মনের আচরণ করে। তাই একটি সুন্দর মনের অধিকারী হও, নিজের নফসকে এটার ওপর প্রশিক্ষিত করো।

- একজন পুরুষ চায়, তার স্ত্রী স্বাভাবিক আচরণ করুক এবং সাধারণভাবে চিন্তা করুক। কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে কৃত্রিমতা দেখাক, এটা কেউ চায় না। যেভাবে চললে মনে হবে তার সাথে তার এ জীবন খোলা বইয়ের মতো—সেভাবে চলবে। দুজন দুজনার সাথে স্পষ্ট সবকিছু শেয়ার করবে।

- একজন পুরুষ চায়, তার স্ত্রী বীরঙ্গনা হোক—হতোদ্যম না হোক। যে স্ত্রী তাকে বলবে, 'মানুষের সাথে আপনার সুন্দর আচরণ আপনাকে অনেক বড় মর্যাদার আসনে আসীন করবে ইনশাআল্লাহ।'

- পুরুষ যত্নবান স্ত্রী পছন্দ করে—যে স্ত্রী তাকে বলবে, 'আজ তোমার জন্য আমি করতে পারি এমন কিছু আছে কি?'

- একজন পুরুষ জীবনমুখী ও বাস্তবতামুখী স্ত্রী পছন্দ করে। যে স্ত্রী তার জীবনের, তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী হবে, সে স্ত্রীকেই পছন্দ করে একজন পুরুষ। যে স্ত্রী তার চিন্তা ও পরিকল্পনায় স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেয়, সে স্ত্রীকে পছন্দ করে একজন পুরুষ। কেউ চায় না যে, তার স্ত্রী দূর থেকে দর্শকের মতো দেখতে থাকুক; বরং সবাই চায় স্ত্রী তার জীবনের মধ্যমণি হয়ে উঠবে, তার ওপর দিয়ে যাওয়া প্রতিটি মুহূর্তে স্ত্রীর সঙ্গ পাবে। একজন পুরুষ এমন স্ত্রী চায়, যে তার জীবনের প্রতিটি স্মৃতিতে বিরাজমান থাকবে।

- একজন পুরুষ একজন আত্মবিশ্বাসী স্ত্রী পছন্দ করে। এমনকি যদি বিরক্ত হওয়ার ভান করে, তবুও তখন আত্মবিশ্বাসের সাথেই করে।

- একজন পুরুষ চায় তার স্ত্রী তাকে নিয়ে গৌরব করুক। তাই স্ত্রীর কাছে এ কথা শুনতে পছন্দ করে যে, 'আমি গর্বিত। কারণ তুমি আমার স্বামী।' প্রত্যেক পুরুষই তার স্ত্রীর প্রশংসার মাধ্যমে শক্তি পায়, এরপর অটোমেটিক নিজেই স্ত্রীর প্রশংসা করে।

- একজন পুরুষ অনুগতা স্ত্রী পছন্দ করে, যে স্ত্রী তার প্রয়োজনে সাড়া দেবে, সন্তুষ্টচিত্তে তার খেয়াল রাখবে। স্ত্রীর যত্নআত্তির মাধ্যমে তাদের মধ্যকার দাম্পত্য সম্পর্ক আরও বেশি মজবুত হবে। ভালোবাসা আরও গভীর হবে। তাই স্ত্রী সব সময় এ নীতির ওপর আমল করে যাবে যে,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

'যে (মুমিন) নারীই তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৬২]

- একজন স্বামী হাস্যোজ্জ্বল স্ত্রী পছন্দ করে। হাসি মুখের উজ্জ্বল চেহারার স্ত্রী কার না ভালো লাগে! কাজের মধ্যে স্বামী কত ধরনের কষ্ট করেছে! এরপর বাড়ি এসেছে সে চাঁদ মুখখানা দেখার জন্য, যে মুখ হাসিতে উজ্জ্বল থাকে তার জন্য, যে মুখের হাসিতে ভালোবাসা ফুটে ওঠে। কিন্তু যদি এ মুখকে মনমরা ও বিবর্ণ দেখতে পায়, তখন স্বামীর কী অবস্থা হয়?!

- একজন পুরুষ শান্তশিষ্ট স্ত্রী পছন্দ করে। যার কণ্ঠস্বর হবে শান্ত ও মোলায়েম। উচ্চস্বরে আওয়াজ করা নারী ঘরের ভেতর বিরক্তির কারণ হয়ে ওঠে। এমন নারী থেকে শিখে সন্তানরাও বড়দের সাথে বেয়াদবি করতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

- একজন স্বামী বেশি বেশি বাড়ির বাইরে বের হওয়া স্ত্রীকে পছন্দ করে না, যার মন ঘরের চাইতে বাইরের সাথে বেশি লেগে থাকে। তাই দিনে একবার বাজারে বা বাইরে কোথাও না গেলে যেন তার শান্তি নেই! সে নিজেকে বাড়িতে বন্দী মনে করে আর বাড়ির বাইরে বের হওয়ার জন্য অজুহাত খুঁজতে ত্রুটি করে না।

---

৬২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৪, সুনানুত তিরমিজি : ১১৬১; হাদিসটি হাসান গরিব।

- যে স্ত্রী স্বামীর কাছে বেশি বেশি আবদার করে, এমন স্ত্রীকে কোনো পুরুষ পছন্দ করে না। যেমন : দিনশেষে স্বামী ঘরে ফিরে আসে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে, তখন স্ত্রী অযাচিতভাবে বলে বসল, 'ঘরের কিছু সামান এনে দাও।' এ স্বামী বাজার করে আনল। এরপর স্ত্রীর আবার মনে পড়ল ঘরে তো ওটা নেই। আবার স্বামীকে বলে বাজারে যেতে। এভাবে ২-৩ বার বাজারে পাঠাতে চায় স্বামীকে। এমন স্ত্রী পুরুষদের পছন্দ নয়।

- একজন পুরুষ এমন স্ত্রী পছন্দ করে না, যার চোখ খোলে দুপুরের সময়। এর আগে তার হুঁশ হয় না। সে বাড়িতে আসে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য; কিন্তু খাবার প্রস্তুত পায় না, কারণ স্ত্রীর তো চোখ খুলতেই প্রায় দুপুর হয়ে গেছে। অথচ তার স্বামী এমন জীবনে অভ্যস্ত, যে জীবনে তার মা বাড়িতে সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে, এরপর অন্য সবাইকে তিনি ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলেন, সবার জন্য নাস্তা তৈরি করেন, ছোটদের পোশাক পরিয়ে দিয়ে পড়ালেখার উদ্দেশ্যে পাঠান; এমন স্বামী কখনো এমন স্ত্রী পছন্দ করবে না, যে স্ত্রী দুপুর পর্যন্ত ঘুমোতে অভ্যস্ত।

- একজন পুরুষ এমন স্ত্রী পছন্দ করে না, যে স্ত্রী পুরো দিন অলস বসে থাকে আর দিনশেষে স্বামী ঘরে ফেরার পর ঘরদোর ঝাড়ু দেয়, পরিষ্কার ও স্প্রে প্রভৃতি করে।

সবার ভালো চাও

• এক স্বামী তার স্ত্রীকে সাথে করে নিয়ে গেল মার্কেটে। উদ্দেশ্য, কিছু উপহার কিনবে। স্ত্রীকে সে বলল, 'মায়ের জন্য এমন একটা উপহার নাও, যেটা পেলে মা তোমার পছন্দের তারিফ করতে থাকবে।'

স্ত্রীর মনের ভেতর তখন দ্বেষ উথলে উঠল। সে মার্কেটের সবচেয়ে অচল জিনিসটি তুলে নিল! তার দাম দেওয়া হলো। দোকানিকে বলে গিফট র‍্যাপিং করা হলো।...

সন্ধ্যেবেলার কথা। স্বামী ঘরে ফিরে এল। সে উপহার এখনো কাউকে দেওয়া হয়নি। এরপর স্ত্রীকে অবাক করে দিয়ে উপহারটা তাকেই দিল। তাকে বলল, 'আমি চাইছিলাম, তুমি নিজের উপহারটা নিজেই কিনো; যাতে তোমার কাছে উপহারটা সবচেয়ে পছন্দনীয় হয়।'

এ কাণ্ড দেখে স্ত্রী বেশ হতাশ হয়ে গেল। যদি সে আরেকজনের জন্য সে জিনিসটা পছন্দ করত, যেটা সে নিজের জন্য সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে, তাহলে আজকে সে সর্বোত্তম উপহারটাই পেত।...

• তোমরা অকৃতজ্ঞ হোয়ো না

এক লোক সারা জীবনে স্ত্রীকে সব দিয়েছে। স্ত্রী যেমন চেয়েছে তেমন করেছে। কিন্তু একবার সে ভুলে একটু কমতি করে ফেলেছে। সাথে সাথে স্ত্রী বলে উঠল, 'আমি কখনো তোমার কাছে ভালো কিছু পাইনি!'

এ ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন, (إِيَّاكُنَّ وَكُفْرَ الْمُنَعَّمِينَ) 'তোমরা নারীরা অকৃতজ্ঞতা থেকে দূরে থাকবে।' তখন সাহাবায়ে কিরাম বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, অকৃতজ্ঞতা কেমন?' রাসুল ﷺ জবাব দিলেন, (لَعَلَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ أَيْمَتُهَا بَيْنَ أَبَوَيْهَا، وَتَعْنُسَ فَيَرْزُقَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا، وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا، وَوَلَدًا فَتَغْضَبَ الْغَضْبَةَ

(فَتَقُولُ: مَا رَأَيْتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ: مَرَّةً خَيْرًا قَطُّ) 'সম্ভবত তোমাদের কোনো নারী দীর্ঘ দিন বাবার বাড়িতে অবিবাহিত থাকে। এরপর আল্লাহ তাকে একটা স্বামী দান করলেন, অতঃপর তার থেকে সম্পদ ও সন্তান দান করলেন, এতদসত্ত্বেও (স্বামীর প্রতি) সে রাগান্বিত হয়ে বলে, "আমি কখনো তোমার কাছে ভালো কিছু দেখিনি (এটাই হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা)।"'[৬৩]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. قَالُوا: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ» قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

'আর আমি জাহান্নাম দেখলাম। এর মতো ভয়াবহ কিছু দেখিনি কখনো। আমি দেখেছি, জাহান্নামিদের অধিকাংশই নারী।' সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, হে আল্লাহর রাসুল?' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে?' বলা হলো, 'তারা কি আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা করেছে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'তারা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েছে, স্বামীর অনুগ্রহ অস্বীকার করেছে। যদি তুমি কোনো নারীর প্রতি যুগের পর যুগ ভালো আচরণ করে যাও, এরপর তোমার থেকে একটা কমতি দেখলেই সে বলে ওঠে, "আমি কখনো তোমার থেকে ভালো কিছু দেখিনি।"'[৬৪]

• খোঁটা দিয়ো না

কিছু নারী আছে এমন যে, স্বামীর ও পরিবারের যত্নআত্তি করে, যতটুকু করার সামর্থ্য রাখে ততটুকু করে, এরপর স্বামীকে খোঁটা দিয়ে বসে, জীবনে যত কিছু করেছে সব কাসুন্দি স্বামীর সামনে খুলে বসে, এভাবে স্বামীকে কষ্ট দেয়।

আল্লাহ তাআলা এমন খোঁটা দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ

---

৬৩. মুসনাদু আহমাদ : ২৭৫৬১।
৬৪. সহিহুল বুখারি : ৫১৯৭।

'হে ইমানদারগণ, তোমরা খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ করো না।'[৬৫]

হাদিসে এসেছে, নবিজি ﷺ বলেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ

'তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না : ১. যে দান করে খোঁটা দেয়। ২. মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রয়কারী। ৩. কাপড়ে হেঁচড়ে চলা ব্যক্তি।'[৬৬]

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, 'সৎকাজ তিনভাবে পূর্ণতা পায় : ১. সময়মতো করতে হবে, ২. নিজের কাজ নিজের কাছে ছোট ও কম মনে হতে হবে, ৩. তা গোপন রাখতে হবে। যখন সে দ্রুত সময়মতো করে ফেলল, তখন তা উপকারী হলো। যখন সে নিজের কাজকে নিজে ছোট মনে করল, তখন মূলত কাজটা তার সাওয়াব ও মর্যাদার মাধ্যম হবে। যখন সে কাজটাকে গোপন রাখল, তখন সে কাজটাকে পূর্ণতা দিল।'

কেবল দুই সময়ে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা যায়। ইবনে হাজম رحمه الله বলেন, 'দুই সময়ে এমন কিছু করা যায়, যা করা অন্য সময়ে নিন্দনীয় মনে হয়। এক. ভর্ৎসনার সময়। দুই. জবাবদিহির সময়। এই দুই সময়ে অনুগ্রহ ও সাহায্য করার কথা উল্লেখ করা যায়, অন্যথা অন্য সময়ে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা মারাত্মক নিন্দনীয়।'

তাই বলা যায়, যখন স্বামীকে ভর্ৎসনার ছলে স্মরণ করিয়ে দেওয়া বা কৈফিয়ত দেওয়া জরুরি হয়ে উঠবে, তখন স্ত্রী তার অনুগ্রহের কথা তুলে ধরতে পারে, তবে এটা যেন কোনোমতেই খোঁটা বা স্বামীকে ছোট করে বলা না হয়; বরং স্ত্রী স্বামীকে এতটুকু মনে করিয়ে দেবে যে, বাড়িতে আপনার যেমন অবদান আছে, তেমনই আমারও অবদান আছে। এ কাজটা সুন্দর আচরণ ও সুন্দর উপায়ে করতে হবে।[৬৭]

---

৬৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৬৪।
৬৬. সহিহু মুসলিম : ১০৬।
৬৭. ড. আওফা আল-আসসাফ কৃত আখতাউন তুহাদ্দিদুস সাআদাতাজ জাওজিয়্যা, ঈষৎ পরিমার্জিত।

অনেক পুরুষের চেয়ে অনেক নারী শ্রেষ্ঠ (১)

• নারীর অভিযোগের স্বরূপ

যখন কোনো নারী কোনো সমস্যার অভিযোগ করে, তখন মূলত সে সমস্যাটা নিয়ে কথা বলতে চায়, সে চায় যে, যার কাছে বলছে, সে কি ঠিকমতো তাকে সান্ত্বনা দিতে পারছে কি না। নারীর স্বভাবই এমন যে, নারী তার সমস্যা অন্যের কাছে তুলে ধরতে পছন্দ করে, এভাবে মূলত সে সমস্যার মধ্যেও আরামবোধ করে।...

যখন কোনো পুরুষকে নারী তার সমস্যা ও অসুবিধার কথা শোনায়, তখন সে পুরুষ মনে করতে পারে যে, তার স্ত্রী তার কাছে সমাধান চাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, তার স্ত্রী চাচ্ছে যে, স্বামী যেন তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনে, বোঝে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। ব্যস এটুকুই...

অন্যদিকে কোনো পুরুষ সাধারণত তার সমস্যা নিয়ে কথা বলে না। কিন্তু যখন সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে, তখনই মূলত সে সমস্যার কথা প্রকাশ করে।...

একজন পুরুষ মনে করে, স্ত্রীর সমস্যাদির সমাধান বাতলে দিয়ে একজন অভিজ্ঞ নেতার মতো সে স্ত্রীর অনুভূতি পালটে দেবে, এ উদ্দেশ্যে সে স্ত্রীর সামনে সমস্যার সমাধানও তুলে ধরে বেশ বুক চেতিয়ে।

কিন্তু যখন দেখে স্ত্রী তো তার পরামর্শ নিচ্ছেই না, উলটো ফিরিয়ে দিচ্ছে, তখন সে মনে করে যে, সে তার স্ত্রীর কাছে বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। এরপর সে স্ত্রীর কথায় গুরুত্ব দেওয়া বন্ধ করে দেয়। আর স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়ার কাজেও ঘাটতি-কমতি দেখা দেয়।

এরপর দেখে স্ত্রীকে দাম দেওয়াই আসলে তার ভুল হয়েছে, তখন সে স্ত্রীকে আরও বেশি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। একসময় সে স্ত্রীকে গুরুত্ব দেওয়া একদমই ভুলে যায়।

এখন আসা যাক আসল কথায়। এ ব্যাপারে করণীয় হচ্ছে :

প্রথম পদক্ষেপ : স্ত্রীর সমস্যা শুনেই মন্তব্য আর পরামর্শের থলি নিয়ে একের পর এক ছুড়ে দেওয়া চলবে না।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ : সন্তর্পণে সান্ত্বনা দিতে হবে তাকে। যেন সে এটাও না বুঝে যে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয় পদক্ষেপ : সমস্যার সমাধান শুরু করার জন্য সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করতে হবে।...

স্বামীর কাছে স্ত্রীর সর্বপ্রথম অভিযোগ হচ্ছে, 'তুমি ঠিকমতো আমার কথা শুনছ না।'

যখন স্বামী স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়, তখন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীর এ কাজের যথার্থ মূল্যায়ন করা।

নারীরা মনে করে যে, তার শোনার গুণকে স্ত্রী কতটা মূল্যায়ন করে, সেটা স্ত্রী মুখে না বললেও স্বামী বুঝতে পারে; কিন্তু স্ত্রীর মৌখিক গুণকীর্তন ছাড়া একজন পুরুষ এ বিষয়টা বুঝতে পারে না!

• পুরুষের অভিযোগের স্বরূপ

স্ত্রী যেহেতু তার স্বামীকে ভালোবাসে, তাই নিজেকে সে স্বামীর ব্যাপারে দায়িত্বশীল মনে করে বসে।... স্বামীর কাজকে সুন্দরতর করতে সাহায্য করার চেষ্টা করে।... কিন্তু স্বামী তখন উলটো অভিযোগ করে যে, তার স্ত্রী তার কাজ বিগড়ে দিচ্ছে।...

কিন্তু স্ত্রী মনে করে, আসলে সে তো স্বামীর ভুল শুধরে দিচ্ছে, তার ভালোটাই চাচ্ছে। কারণ সে তো নিজেকে 'স্বামীর উন্নতির জন্য দায়িত্বশীল' মনে করে। এ কারণেই তো সে না চাইতেই স্বামীকে ভালো ভালো উপদেশ দিচ্ছে!...

কিন্তু স্ত্রীর তো অজানাই থেকে যাচ্ছে যে, স্বামীর জন্য সে কতটা সমস্যাময় আর অপ্রেমময় হয়ে উঠছে।... এ জন্য স্বামী তার দেওয়া পরামর্শগুলোকে উপেক্ষা করতে থাকে।...

তখন স্ত্রী মনে করে বসে যে, স্বামী তাকে দাম দিচ্ছে না, তার প্রতি আস্থা রাখতে পারছে না।...

তাই স্ত্রী হিসেবে তোমার করণীয় হচ্ছে, নসিহত না দিয়ে সহিষ্ণুতার পথে চলো, কোনো রকম পরামর্শ বা সমালোচনার দরকার নেই। যখন তোমার কাছে স্বামী পরামর্শ চাইবে, ঠিক তখন তোমার কাছে যেটা ভালো মনে হয়, সেটার পরামর্শ দেবে। তখন তোমার স্বামী কেবল তোমার গুণগ্রাহীই হবে না; বরং সে তোমার প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হবে, আরও বেশি রেস্পন্সিভ হবে।...

অনেক সমস্যার নিচে দেবে থাকা পুরুষ যেকোনো একটা সমস্যার দিকে ফোকাস করে আর অন্যসব ভুলে যায়। কিন্তু নারী একসাথে সব সমস্যার দিকে ঝুঁকে থাকে। একসাথে সব সমস্যায় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়। একজন তার সমস্যাগুলোর কথা বলতে গিয়ে একটার পর একটা ইসমে তাফদিল বা সুপারলেটিভ ডিগ্রি ব্যবহার করতে থাকে। এ ক্ষেত্রে সমস্যার রূপায়ণে তার জুড়ি মেলা ভার।... কিন্তু সব সমস্যার স্বরূপ ও তথ্য বোঝাতে গিয়ে পুরুষ সাধারণ ভাষা ব্যবহার করে শুধু।[৬৮]

৬৮. জন গ্রে কৃত মেন আর ফ্রম মার্‌স, ওউমেন আর ফ্রম ভেনাস (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

অনেক পুরুষের চেয়ে অনেক নারী শ্রেষ্ঠ (২)

• ভাষার ভিন্নতা

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাংলাভাষী। কিন্তু তারপরও দুজনের ভাষা ও দুজনের কথার মাঝে বিস্তর ফারাক থাকে। কারণ?

যখন স্ত্রী বলে, 'আমি কখনো আপনার সাথে বাইরে যাই না।' এ কথার অর্থ হচ্ছে, 'আমি আপনার সাথে বাইরে বেড়াতে যেতে চাই—যখন আপনার সাথে কিছু সময় কাটালে আমার কাছে ভালো লাগবে।' কিন্তু স্বামী এ কথার অনুবাদ করে স্ত্রী তাকে বলেছে যে, 'আপনি আপনার কর্তব্য ঠিকমতো পালন করছেন না', 'আপনি আমার খেয়াল রাখেন না', 'আমি আপনাকে নিয়ে হতাশ', 'আপনি মোটেই রোমান্টিক না'।...

যখন কোনো স্ত্রী কিছু অভিযোগ-অনুযোগ করে, তখন এটা জরুরি নয় যে, সে তার স্বামীর নিন্দা করছে; বরং এটা তার আবদার জানানোর ভাষাও হতে পারে।...

স্ত্রীর ভাষা বোঝা কঠিন। তবে অসম্ভব নয়। সবাই নিজ নিজ পারস্পেকটিভ থেকে বুঝে নিতে হবে আসলে কোন কথার অর্থ কী!

• পুরুষ যখন নির্জনতায়

যখন কোনো পুরুষ সমস্যা বা চিন্তার সম্মুখীন হয়, তখন সে নিজেকে সংকুচিত করে নেয়। তার সমস্যা নিয়ে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করে না; বরং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, নির্জনতা পছন্দ করে।

যখন সে কথা বলতে চায় না, তখন তার স্ত্রী ধারণা করে যে, স্বামী তাকে অবহেলা করছে, তাকে দাম দিচ্ছে না। কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে, সমস্যায় পড়লে পুরুষ

আত্মকেন্দ্রিক কিছুটা সময় কাটায়, আর নারী ছড়িয়ে পড়ে সবাইকে বলতে থাকে। তাই স্ত্রীর করণীয় হচ্ছে, এমন সময়ে স্বামী যদি একাকী চিন্তায় মগ্ন থাকে, তাহলে রাগ না করে ধৈর্য ধরা। কারণ এটা তার স্বামীর চিন্তাভাবনার স্তর। যখন এ স্তর শেষ হবে, তখন স্বামী নিজেই তার কাছে এসে তাকে সবটা খুলে বলবে। তখন তারা দুজনে মিলে শেষ সিদ্ধান্ত নেবে।

অন্যদিকে নারীর চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, সে উচ্চস্বরে কথা বলতে বলতে চিন্তা করবে।... কিন্তু পুরুষের নির্জন নীরবতার ভুল ব্যাখ্যা করে বসে তারা।... তারা অনেক মন্দ চিন্তা করা শুরু করে। পুরুষ যখন আত্মকেন্দ্রিক থাকে, তখন নারী তাকে বলতে পারে, 'যখন আপনি কথা বলতে চাইবেন, তখন আমরা দুজনে বসে কিছুটা সময় কথা বলব। তখন আমাকে বলবেন তো?'

পুরুষ নিজে চিন্তাভাবনা করার পর তখন পরামর্শ বা সাহায্য চাইবে, যখন সে নির্ধারণ করে নেবে যে, সে নিজে কোনটা করার সামর্থ্য রাখে। যখন সে অনেকের কাছে সাহায্য চায় বা সময়ের আগে সাহায্য চায়, তখন সে দেখবে, সে আসলে পরামর্শ ও সাহায্য চাইতে চাইতেই তার শক্তি ও অনুভূতি শেষ হয়ে গেছে। তখন সে দেখবে, সে অলস হয়ে গেছে অথবা করতে পারার আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বসেছে।

একজন পুরুষ এমনও চাপের ভেতর থাকে, যখন অন্য কারও কথা শোনার মতো পরিস্থিতি তার থাকে না। তখন সে আস্তে করে এ কথা বলতে পারে যে, 'এখন কথা বলার উপযুক্ত সময় নয়। আমরা পরে কথা বলব, কেমন!'

তার এমন কথা বলার ধরনকে স্ত্রী স্বাগত জানাবে। অন্যথা যখন স্বামী কথা বলতে প্রস্তুত থাকবে না, আর স্ত্রী তাকে বারবার জোর করবে, তখন স্বামী মেজাজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এমন কথা বলে ফেলতে পারে, যার জন্য পরে তাকে লজ্জিত হতে হবে।...

একজন পুরুষ অপছন্দ করে যে, কেউ তার প্রতি দয়া দেখাক। কিন্তু একজন নারী মনে করে স্বামী তার প্রতি সহমর্মিতা দেখানো তার অধিকার ও তাকে গুরুত্ব দেওয়ার শামিল। একজন স্ত্রী চায় যে, তার চিন্তায় স্বামীও চিন্তিত হবে এবং সহানুভূতি দেখাবে। পুরুষ চায় চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার সময় কিছুটা একাকী থাকতে। আর স্ত্রী চায় স্বামী তাকে বোঝার চেষ্টা করুক।...

• স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একটা ভুল ধারণা করে বসে থাকে যে, তাদের দুজনের স্বভাব ও প্রয়োজন সমান। এ ভুল ধারণার কারণে তাদের মাঝে অসন্তোষ ও সমস্যা তৈরি হয়।...

কিন্তু যখন নারী-পুরুষ উভয়ে উভয়কে সম্মান করতে পারবে, পরস্পরের স্বভাবের ভিন্নতা গ্রহণ করতে পারবে, তখনই আসলে ভালোবাসার ফুল কলি থেকে ফুটবে।[৬৯]

আবার স্বামী-স্ত্রী দুজনই দুদিকে অতিরঞ্জন করে। পুরুষেরা বাস্তবতা ও তথ্যাদির ওপর ভর করে অতিরঞ্জন করে ফেলে। আর নারীরা আবেগ ও অনুভূতির ওপর ভর করে অতিরঞ্জন করে ফেলে।[৭০]

৬৯. জন গ্রে কৃত মেন আর ফ্রম মার্স, ওউমেন আর ফ্রম ভেনাস (ঈষৎ পরিমার্জিত)।
৭০. এ্যালেন ব্রাবেজ কৃত হোয়াই ম্যান লাই এন্ড ওউমেন ক্রাই (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

স্বামীর সাথে আচরণ করব কীভাবে?

- স্বামীর লালিতপালিত হওয়ার পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝতে হবে। স্বামী কোন পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, তা জানতে হবে। কারণ তার প্রতিপালন তার আচার-আচরণে, কথায়-কাজে, তোমার সাথে ও মানুষের সাথে তার সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

- এমন কোনো চ্যাক লিস্ট বানিয়ে নিয়ো না, যার মাধ্যমে তুমি তোমার স্বামীকে বিচার-বিবেচনা করবে। এটা বরং তোমাকে তার প্রতি অসন্তোষে ফেলে দেবে। কারণ তুমি দুনিয়ার সব ভালো ভালো গুণ দিয়ে তোমার চ্যাক লিস্ট তৈরি করলে। আর একজন মানুষের মাঝে একটা না একটা দিক থেকে কমতি থাকেই। তুমি তোমার মনের সে চ্যাক লিস্ট দিয়ে তাকে বিবেচনা করলে ভুলই করবে।

- তার মাঝে কমতি থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি নারাজ তো হবেই না; বরং সন্তুষ্ট থাকো সব সময়। কারণ কোনো পুরুষই পূর্ণাঙ্গ নয়। আর নিশ্চিত থাকো যে, তোমার স্বামীর মধ্যে কোনো দিকে কমতি থাকলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া-আখিরাতে অন্য দিক দিয়ে তাকে পুষিয়ে দেবেন।

- খেয়াল রাখতে হবে যেন কখনো স্বামীর ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত না হয় তোমার পক্ষ থেকে। সব সময় তার ব্যক্তিত্বের যথাযথ সম্মান ও সমাদর করবে। তার মাঝে থাকা গুণাবলির প্রশংসা করো। যেমন : তার শক্তিমত্তা, বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, দায়িত্বজ্ঞান, পবিত্রতা, একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি।

- তোমার সংস্কৃতির প্রতি মনোযোগী থাকো। কারণ সংস্কৃতি চর্চাকারী নারীর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু সংস্কৃতি চর্চায় দুর্বল নারীর স্বামীকে নীরব থাকতে হয়। কারণ স্বামী তার সাথে কথা বলার মতো প্রসঙ্গ খুঁজে পায় না। কেননা নিজের কথা ফুরিয়ে গেলে তখন স্ত্রীর বিষয়ে কিছু না বলতে পেরে তাকে চুপ হয়ে থাকতে

হয়। এভাবে একসময় স্ত্রী দেখে যে, তার স্বামীই আসলে তার সাথে সবচেয়ে কম কথা বলে।...

- 'সন্দেহের খেলা' খেলবে না। অনেক নারী এটাকে রূপায়ণ করে যখন সে মনে করে যে, তার স্বামী তাকে উপেক্ষা করছে। এমন নারী তার স্বামীর সন্দেহ বাড়িয়ে দেয় আশপাশের পুরুষদের বিষয়ে কিছু সন্দেহজনক কথা বলে। এ খেলা খুবই বিপজ্জনক। এ খেলা কত জনের ঘর পুড়িয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এ খেলার শেষ পরিণতি বিচ্ছেদ।...

- মনে রাখবে, তোমার স্বামী তোমাকে তার পাশে পাওয়ার জন্য অনেক ত্যাগ করেছে। তোমার সুখী জীবনের জন্য অনেক কষ্ট করে যাচ্ছে। তাই তাকে ভালোবাসতে কার্পণ্য করবে না কখনো।

- যে পুরুষ তোমার স্বামী হয়েছে, তার সাথে জীবনকে সাজিয়ে নাও সুন্দর করে। এটাই এখন তোমার দুনিয়া। এ সংসারই তোমার সব। এ ঘরেই তোমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।

- স্বামীর ছোটখাটো ভুল বা সমস্যার কথা কারও কাছেই বলবে না। এমনকি তোমার মা বা তোমার বোনের কাছেও না। কেননা, এতে তোমার স্বামীর একটা কদর্য রূপ তাদের মনে গেঁথে যাবে। আর তোমাদের দাম্পত্য জীবনের একটা খারাপ প্রতিচ্ছবি তাদের মনে তৈরি হতে থাকবে। তুমি একদিন বলে ভুলে গেলেও তাদের মন থেকে এসব মুছতে পারবে না।

- আবার তোমার পরিবারের ছোটখাটো সমস্যার কথাও স্বামীকে বলতে যাবে না। কেননা, এতে তার সামনে তোমার মর্যাদা কমে যাবে। কখনো হয়তো সে তোমাকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করবে।

  এক নারী বলেন, 'আমি একবার আমার স্বামীকে বললাম যে, "আমার মা কঠোর আচরণ করে আমার বাবার সাথে।" বিয়ের কয়েক বছর হঠাৎ আমার স্বামী আমাকে এ বিষয়টা নিয়ে লজ্জায় ফেলতে লাগল। আমাকে বলতে লাগল, "তোমার স্বভাব তোমার মায়ের মতো হয়েছে। তুমিও তোমার মায়ের মতোই পরিণতি বরণ করবে।"'

- অবমাননাকর কোনো জাজমেন্ট বা কথা বলবে না কখনো। যদি স্বামী কোনো ভুল করে, তাকে বলতে যাবে না যে, যদি তুমি এমন অহংকারী না হতে, তাহলে আমাদের এ সমস্যায় পড়তে হতো না।

- মনে রাখবে, তোমার স্বামী তোমার অনেক ত্রুটি সহ্য করে, তোমার অনেক কমতিতে সে ধৈর্যধারণ করে, এসবই করে সে তোমার প্রতি তার ভালোবাসা থেকে। তাই তার ভালোবাসার বদলে মন্দ নয়; বরং ভালো কিছু দাও তাকে, ভালোবাসো তাকে।

- তোমার পরিবারের সামনে তার প্রশংসা করো। তাকে একজন বীর হিসেবে উপস্থাপন করো। এটা তার জীবনে অনেক বড় প্রভাব ফেলবে।

- একজন বুদ্ধিমতী নারী স্বামীর ক্ষমতার মধ্যে নাক গলায় না; বরং আল্লাহ যেভাবে পুরুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, স্বামীর সে কর্তৃত্ব ঠিক রাখে সে। সে ঠিকমতো জানে যে, সে পুরুষের গুণাবলি সম্পন্ন একজন পুরুষকে বিয়ে করেছে। এভাবে একজন নারী সুখী জীবন লাভ করে, সুখের সংসার গড়ে তোলে।

কিছু শব্দ ভালোবাসার

- তোমার স্ত্রীর জন্য দুআ করবে। তোমার করা দুআ সে যেন কিছুটা হলেও শোনে। নামাজশেষে এভাবে দুআ করতে পারো যে, 'আল্লাহ, আপনি আমার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, আর আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট।'

  তবে ভুলেও যেন কখনো তোমার স্ত্রী তোমাকে এ দুআ করতে না শুনে যে, 'আল্লাহ, আমার স্ত্রীর চরিত্র সংশোধন করে দিন। তার হঠকারিতা দূর করে দিন। তাকে সব সময় আমার অনুগত করে দিন।' অথবা 'আল্লাহ, আমাকে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করার তাওফিক দিন। আমার তো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল প্রায়!'

- যখন স্ত্রী অসুস্থ হবে, তখন তার মাথায় আলতো হাত বুলিয়ে দিয়ে তার জন্য দুআ করবে। ভুলেও বলবে না বা এমন ভাব দেখাবে না যে, 'অনেক হয়েছে রোগের ভান, এবার ওঠো।'

- যখন তোমার স্ত্রী তোমাকে জানাবে যে, তার মা অসুস্থ। তখন তাকে বলো, 'ঠিক আছে, তোমার মায়ের সাথে কিছু সময় কাটাও। এখন তোমার সেখানে থাকা প্রয়োজন। তোমার অনুপস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব আমার।'

  কেবল এ কটা শব্দ স্ত্রীর সাথে তোমার সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর করবে। দুজনের সম্পর্কের উদাসীনতা দূর হবে। সাবধান, কখনো বলবে না যে, 'তোমার বোনরা তো আছে। তারা দেখবে তোমার মাকে। বাড়িতে তোমার ছেলেমেয়ে আছে না?!'

- যখন স্ত্রী তোমাকে বলে, 'তোমার ছেলেটাও তোমার মতো পড়তে ভালোবাসে।' তখন তাকে বলো না যে, 'আল্লাহ বাঁচালেন, সে তার মায়ের মতো হয়নি। তার মা তো জীবনে একটা বই ধরেছে কি না সন্দেহ!' বরং বলো, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তার ও তার মা-বাবার জ্ঞানে প্রবৃদ্ধি দান করুন।'

- স্ত্রী যখন খাবার এনে সামনে রাখে, তখন তাকে বলো, 'তোমার হাতের রান্না অসাধারণ। ভালো ভালো রেস্টুরেন্টের খাবার খেয়েও এত তৃপ্তি পাই না।' এ সামান্য কথা তাকে আনন্দিত করবে।

তোমার সন্তানদের শেখাও কীভাবে তারা তাদের ভবিষ্যৎ-স্ত্রীদের প্রশংসা করবে। ধরো, একবার খাবারে নুন কম হলো, তখন ভুলেও বলো না যে, 'কবে তুমি ঠিকমতো রাঁধতে শিখবে?!'

- যখন স্ত্রী তোমাকে বলে যে, 'একটা ফিউজ উড়ে গেছে বা সকেট নষ্ট হয়ে গেছে।' তখন তাকে বলবে না যে, 'তোমাকে বলেছিলাম না ঠিকমতো দেখেশুনে এগুলো ব্যবহার করবে?!' এভাবে না বলে, তাকে বলো যে, 'যা হওয়ার হলো, এ সকেটের জীবন এ পর্যন্তই ছিল।' এ সামান্য সুন্দর কথা সবার অন্তরে শান্তির ঠান্ডা অনুভূতি এনে দেবে।

- তোমার স্ত্রী যখন তার কোনো বান্ধবীর কথা শুনার পর চিন্তিত হয়ে তোমার কাছে আসে, তখন তাকে বলো যে, 'চিন্তা করো না। এগুলো সে এমনিই বলেছে। তার কথা থেকে ভালোটা বেছে নাও।' এভাবে সুন্দর করে বলো। তাকে বলো না যে, 'তোমরা নারীরা, শুধু ঝগড়া করতে জানো।'

- যখন চাকরি বা ব্যবসার জরুরি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ো তুমি, তখন স্ত্রীকে এ বলে আশ্বস্ত করো যে, তুমি আবার তার কাছে ফিরে যাবে আর যথেষ্ট সময় দিয়ে পুষিয়ে দেবে। কারণ হয়তো তোমার হঠাৎ সময় কম দেওয়াকে সে বিরূপভাবে নেবে, উদাসীনতা ভাববে। এভাবে বলবে না যে, 'তুমি দেখছ না আমি ব্যস্ত! এখন কীভাবে তুমি এটা-ওটা বলছ আমাকে?!' অথবা 'তুমি সব সময় আমাকে বিরক্ত করো। বিয়ের এত বছর পার হলো, এখনো তুমি বুঝলে না আমাকে!'

- তোমাদের সন্তান যখন পড়ালেখায় অলসতা দেখায়, তখন সন্তানকে এটা বলবে না যে, 'তুমি কখনো জীবনে সফল হবে না। তুমি তো তোমার বাবার মতো অলস আর ব্যর্থ।'

- যখন তোমার স্বামী তোমাকে এমন গল্প শোনায়, যা তুমি আগে শুনেছ; তবুও তুমি পুরোটা শুনবে, ঠিকঠাকমতো রিয়েক্ট করবে, এটা বলবে না যে, 'এ গল্প আগে আমি শুনেছি।'

এতক্ষণ বলা কথাগুলো সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু এ সামান্য কথাই অনেক কষ্টের উপশম হবে, অনেক আনন্দের মাধ্যম হবে।

স্ত্রীর ভালোবাসা পাওয়ার উপায়

• স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক ধারণকারী সবচেয়ে চমৎকার শব্দ হচ্ছে, 'ভালোবাসা'। যদি মানুষের মাঝে ভালোবাসা সব সময় সঠিক হারে বিরাজ করত, তাহলে এত আইনকানুনের দরকার ছিল না!

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, কীভাবে তুমি তোমার প্রেয়সীর মনে ভালোবাসার পারদ আরও বাড়াতে পারো?... কীভাবে এটা সম্ভব করবে যে, ভালোবাসা শব্দের পুরো সত্যতা তোমার স্ত্রীর মধ্যে যেন প্রতিফলিত হয়; সে যেন সবার চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসে?

প্রথমত, আল্লাহর কাছে দুআ করবে, যেন তিনি তোমার স্ত্রীর মনে তোমার ভালোবাসা ঢেলে দেন।...

আয়িশা ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ-এর আর কোনো স্ত্রীকে এতটা ঈর্ষা করতাম না, যতটা করতাম খাদিজাকে। আমি তাঁর দেখা পাইনি। যখনই আমাদের ঘরে ছাগল জবাই হতো, তখনই রাসুল ﷺ বলতেন, "এর একটা অংশ খাদিজার বান্ধবীদের কাছে পাঠাও।" একদিন তো আমি রেগে বলেই ফেললাম, "সারাক্ষণ শুধু খাদিজা, খাদিজা?" তিনি তখন বললেন, "আমার হৃদয়ে খাদিজার ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে।"'[৭১]

ভালোবাসা যেন একটা নিয়ামত। যা আকাশ থেকে অবতরণ করে। এবং মানুষের মাঝে বণ্টিত হয়। তাই ভালোবাসা দুআ করে করে চাইতে হয়। চেষ্টা করে করে অর্জন করতে হয়।

---

৭১. সহিহ মুসলিম : ২৪৩৫।

- তাই বেশি বেশি সৃষ্টিকর্তার কাছে দুআ করো; যেন তিনি তোমাদের দুজনের মাঝে ভালোবাসাকে স্থায়ী করে দেন।

- প্রিয়তমার ভালোবাসা পেতে হলে বড় বড় কিছু করা জরুরি নয়; বরং মনে রাখবে, সব সময় ছোট ছোট কিছু করার চেষ্টা করা তার মনের ভেতর বেশ ভালো প্রভাব ফেলবে।

- ক্ষণে ক্ষণে তাকে ভালোবাসার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়ে যাও। তার দিন যেন শুরু হয় তোমার ভালোবাসাভরা কথার দুটো শব্দ দিয়ে। কাজের উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তাকে একটা চুমু খাও। মনে রাখবে, রোজা অবস্থায়ও চুমু দেওয়া যায়, যদি তোমার সংযম ধরে রাখার ব্যাপারে নিশ্চিত হও। আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ রোজা রাখা অবস্থায় আমাকে চুমু দিতেন।'[৭২]

- কর্মস্থলে পৌঁছে তাকে একটা কল করো। তার প্রতি তোমার আবেগের জায়গাটা কথায় বুঝিয়ে দাও।

- মনে রাখবে, তোমার ফেরার সময় থেকে দেরি হলে সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ে। এদিকে তুমি অযথা দেরি করছ, ওদিকে সে চিন্তায় দগ্ধ হতে থাকে। তাই দেরি করতে হলেও তাকে আগে থেকে জানিয়ে রাখো।

- ঘরে সবকিছুর আগে তাকে একটু সময় দেবে। একটা ছোট্ট কথা বলো এবং তার কাছে কিছুক্ষণ থাকো। এটা তাকে প্রশান্তি দেবে।

- মনে রাখবে, তোমাকে কল্যাণকামী প্রেমিক স্বামী হতে হবে, বিচারক ও জবাবদিহিকারী নয়। তোমার প্রতি তার আনুগত্য শরিয়ত নির্ধারিত সীমানা মোতাবিক হবে। তারচেয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

- তাকে তোমার জীবনের মধ্যমণি করো। তোমার চারপাশের সম্পর্কগুলো ও তোমার সারা দিনের সময়কে ঠিকঠাক গুছিয়ে নাও। এ ক্ষেত্রে তার কথা ভুলে যাবে না। কিছু সময় তার সাথেও কাটাও।

- তার প্রতি তোমার দায়িত্ববোধ জাগ্রত থাকা ও তার প্রতি তোমার রক্ষণশীলতা বুঝতে দাও। এটাই তার চোখে তোমাকে একজন প্রকৃত পুরুষ বানাবে। একজন

---

৭২. সহিহ্ মুসলিম : ১১০৬।

নারী সব সময় এ অনুভূতি মনে রাখে যে, কে তার রক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছে এবং কে তার প্রতি যত্নশীল থাকছে।

- অবশ্যই পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ থাকতে হবে তোমাদের। যখন একজন পুরুষ তার সন্তানদের সামনে তার স্ত্রীকে যথোচিত সম্মান করে, তখন সে স্ত্রী আনন্দিত থাকে। তার প্রতি তোমার সম্মান দেখানো তাকে তোমার ঋণী বানিয়ে দেয়। বিনিময়ে সেও সম্মান দেখাতে ত্রুটি করে না।

- একটা উপহার নিয়ে এসে স্ত্রীকে চমকে দাও। সেটা হয়তো কোনো উপলক্ষে হবে অথবা উপলক্ষ ছাড়া এমনিই হবে। উপহার মানুষের মনে রেখাপাত করে। বিশেষ করে যদি উপহারটি অধিক ব্যবহার্য হয়, তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। যেমন : হাতঘড়ি বা আংটি বা মোবাইল। কেননা যেটা যত বেশি ব্যবহার হবে, সেটা তত বেশি তাকে তোমার কথা মনে করিয়ে দেবে। আর তোমাদের দিনগুলো মধুময় হবে।

সুখী দাম্পত্য জীবন

- বাস্তব জীবনযাপন করো। নাটক-সিনেমায় দেখানো রঙিন তামাশার ধোঁকায় থেকো না। সেটা বাস্তবতা থেকে বহু ক্রোশ দূরে। সেসব কৃত্রিম। নির্মাণশৈলীর বর্ণাঢ্য আয়োজনে তৈরি হয় এসব। তাই বাস্তবতা মেনে নাও। বাস্তবমুখী হও। নিজের স্ত্রীই তোমার জন্য সেরা। মনে রাখবে, তোমার মনমতো সবকিছু থাকবে এমন স্ত্রী তুমি পাবে না কখনো।

তোমার স্ত্রী চায়, তুমি তার দিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে নয়—বরং ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাও। সে এমন স্বামী চায়, যে স্বামী তার ব্যক্তিত্ব, তার আশার মূল্যায়ন করবে। তাকে সম্মান দেবে। তাকে ভালোবেসে আপন করে রাখবে। যে জানবে, পৃথিবীতে সকল নারীর মধ্যে তার স্ত্রীর মতো নারী একজনই আছে আর তার কোনো দ্বিতীয় প্রতিলিপি নেই। যে স্বামী তাকে আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা করবে না, অথবা তার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয়তাকে ম্লান করে দেবে না।

এ ভুলটাই অধিকাংশ পুরুষ করে। বিয়ে করার পর মনে করে তার স্ত্রীকে সর্বদিক থেকে বদলে নেওয়ার অধিকার তার আছে। এ জন্য সে যেমন ইচ্ছে পরিবর্তনের দাবি করে বসে। মানবিকতার যেন কোনো বালাই থাকে না তার কাছে। কেমন যেন সে কাট কিউব নিয়ে খেলছে। আর যেমন ইচ্ছে প্রাসাদ গড়ছে—আবার ভাঙছে আবার গড়ছে!

অনেক পুরুষ বিয়ের পরপরই এমন নীতি অবলম্বন করে। স্ত্রীকে একেবারে ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করার কাজ শুরু করে দেয়। সে যেন বুঝতে পারে না যে, একজন অনুগতা স্ত্রী আর ইচ্ছেমতো সাজিয়ে তৈরি করা একটা রোবটের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

- তোমাদের দাম্পত্য জীবন শরিয়ত নির্ধারিত মূল ভিত্তিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। যেমনটা মহান আল্লাহ বলেছেন কুরআন মাজিদে যে, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বে পুরুষ :

  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

  'পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের এককে অন্যের ওপর মর্যাদা প্রদান করেছেন, আর এ জন্য যে, পুরুষেরা স্বীয় ধন-সম্পদ হতে ব্যয় করে।'[৭৩]

  তবে এ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব আদায় হতে হবে রুক্ষতাহীন ও বাড়াবাড়িমুক্ত।

- দুজন নিজ নিজ অধিকারের প্রতি যেমন যত্নবান থাকবে, তেমনই নিজ নিজ দায়িত্বের প্রতিও যত্নবান থাকবে। কেউই যেন দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে কেবল অধিকার নিয়েই পড়ে না থাকে।

- কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার দুয়ার খোলা রাখবে সব সময়। আদানপ্রদানের দুয়ার খোলা রাখবে সব সময়।...

  একটা ঘটনা শোনো। দুই বন্ধুর কাছে মালটা ফল ছিল একটা। দুজনেই এ মালটা চাইছিল। তাই দুজনের মধ্যে ভাগ হলো এটা দুই ভাগে। বন্ধুত্বের খাতিরে কেউ বেশি চাইল না।

  দুজনের কেউই মালটা তার নিজের পছন্দমতো উপভোগ করতে পারল না। একজন চাইছিল মালটার খোসা ছাড়িয়ে তা দিয়ে জ্যাম তৈরি করবে। আর অন্যজন চাইছিল খোসা ছাড়িয়ে স্রেফ জুস খাবে। দুজনে কিন্তু দুজনের ইচ্ছে পূরণ করতে পারত। কিন্তু একজন আরেকজনকে নিজের মনের কথা খুলে বলেনি বলে তাদের ইচ্ছেও পূরণ হয়নি। তাই সব সময় কথা বলে নিজের অবস্থান জানিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

- উত্তেজিত না হয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করো দুজনে। সব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রেই উভয় পক্ষকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে একটু সরে আসতে হতে পারে। তাই সমাধানের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবে।

---

৭৩. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।

- মনে রাখবে, দাম্পত্য জীবনের সফলতার জন্য প্রয়োজন একে অপরকে বোঝা, একে অপরের ত্রুটি ক্ষমা করা, ভুলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে মাফ করে দেওয়া। আমিত্ববোধ, হঠকারিতা ও ভুল মনে ধরে রাখার মতো মানসিকতা থেকে ওপরে ওঠা।

- কখনো সরাসরি স্বামীর সমালোচনা করবে না। অপেক্ষা করো। সঠিক সময়ে সঠিক কথা বলো। তখন দেখবে, স্বামীর আত্মবিশ্বাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, বিবিধ পরিস্থিতি পরিচালনার সক্ষমতার প্রতি তোমার আস্থা বুঝতে পারছে সে। কখনো কখনো স্বামীর বোধোদয়ের জন্য একটু ইশারার প্রয়োজন হতে পারে, যেমন : 'বেচারা, আমার এক বান্ধবীর স্বামী তার জন্য গত এক বছর ধরে কোনো উপহার কিনছে না!'

- সন্তানদের সামনে স্বামীর সমালোচনা করবে না। এমন অনুপযোগী শব্দও ব্যবহার করবে না, যেগুলো পরে সন্তানরা আওড়ে বেড়াতে পারে। যেমন : 'আসছে ভাঁড়', 'আসছে বোকার হদ্দ'।

স্ত্রীর যথাযথ সম্মান করো

- সব সময় সতর্ক থাকো; যেন স্ত্রীর প্রতি কোনো অবাঞ্ছিত আচরণ না হয়ে যায়। নারীকে পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে স্ত্রী তোমার পাশে থাকে আর তুমি তার প্রতি আকৃষ্ট হও। আর যেন সে তোমার হৃদয়ের কাছে থাকে।

  নারী কত সম্মানিত কখনো চিন্তা করে দেখেছ?

  যখন সে শিশু, তখন সে তার বাবার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিল।

  যৌবনে এসে তোমার দ্বীন পূর্ণ করল।

  এরপর মা হলো, তার দুপায়ের তলে সন্তানের জান্নাত হলো।

- একবার এক পুরুষের সাথে মনোচিকিৎসকের কথা হচ্ছিল :

  চিকিৎসক : তোমার পেশা?

  লোকটি : আমি একজন ব্যাংকার।

  - তোমার স্ত্রী কী করে?
  - কিছু না। গৃহিণী সে।
  - সকালে সন্তানদের জন্য নাস্তা তৈরি করে কে?
  - আমার স্ত্রী। তার তো আলাদা কোনো কাজ নেই।
  - তোমার স্ত্রী কখন ঘুম থেকে ওঠে?
  - সকাল ৫টায়। নাস্তা তৈরি করার আগে তাকে থালাবাসন পরিষ্কার করতে হয়।
  - ছেলেমেয়েদের স্কুলে দিয়ে আসে কে?
  - আমার স্ত্রী। কারণ সে তো চাকরি করে না।

- ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার পর কী করে সে?

- বাজারে যায়। এরপর দুপুরের খাবার তৈরি করে। পোশাক-আশাক ধোয়। তার তো কোনো চাকরি নেই। তাই সে এসব করে।

- সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার পর তুমি কী করো?

- পুরো দিনের ক্লান্তি ঘুচাতে একটু বিশ্রাম করি।

- তখন তোমার স্ত্রী কী করে?

- রাতের খাবার তৈরি করে আমার ও সন্তানদের জন্য। এরপর থালাবাসন ধোয়। ঘরদোর পরিষ্কার করে। ছেলেমেয়েদের ঘুমানোর জন্য তৈরি করে।

প্রতিবার 'স্ত্রী কী করে' এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে লোকটা বলতে থাকে, তার তো চাকরি করতে হয় না, তার তো অন্য কোনো কাজ নেই। সে তো কেবলই গৃহিণী। এটা কেমন মানসিকতা?!

তোমার স্ত্রী গৃহিণী, এর অর্থ এ নয় যে, সে কোনো কাজ করে না; বরং তার কাজটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সে একটা জাতি তৈরি করছে। একজন গৃহিণীর কাজ মোটেই সহজ বা অনায়াস নয়। তাই তোমার স্ত্রীর অবদান কখনো ছোট করে দেখবে না।

গাধাকে তালাক দিয়ে তারপর আমার কাছে এসো

• এক নব দম্পতির বাসরঘরের কথা। বর কিছুক্ষণ সময় চেয়ে নিল। বলল, 'একটু আসছি।' কনে মনে করল, তার জন্য উপহার আনতে গেছে বুঝি!

কিছু সময় বাইরে কাটিয়ে লোকটা ফিরে এল। তার হাতে পশুখাদ্যের প্রভাব দেখল সে। জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?!'

মুখে হাসির রেখা টেনে বর বলল, 'আহ... আমার গাধার কথা মনে পড়ল। আজ তার কিছুই খাওয়া হয়নি, তাই তাকে খাবার ও পানি দিয়ে এলাম।'

বেচারির মুখে প্রত্যুত্তর আসি আসি করেও কিছু বলল না সে। কোনোমতে কথা গেলে চুপ করে থাকল।

পরদিন সকালের কথা। এ যুবক তার নতুন বউকে হন্তদন্ত হয়ে জাগাল। বলল, 'গাধা... আমার প্রিয় গাধা... সকালের আলো এই ফুটল বলে। যাও, তাকে খাবার দিয়ে এসো।'

নব দম্পতির সংসারের মাসখানেক কাটল। তার জামাইয়ের গত এক মাসের একমাত্র চিন্তা ছিল, 'তুমি কি গাধাকে খেতে দিয়েছ?' 'গাধা তোমার সাথে কেমন আচরণ করে?' 'তুমি কি তার কথা বুঝতে পারছ?!'

বেচারির তখন মনে হতে লাগল, আমি মনে হচ্ছে কোনো পুরুষকে বিয়ে করিনি, একটা গাধাকে বিয়ে করেছি!

রাগে-ক্ষোভে ব্যাগ গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেল সে। বলে গেল, 'অতি সত্বর তালাক দিতে হবে।'

এদিকে ব্যাপারটায় মুরব্বিরা এগিয়ে এলেন। ছেলেকে বোঝালেন, তোমার বউয়ের যত্ন নাও। গাধার চাইতে তোমার বউয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত বেশি। আর

গাধার কথা ভুলে যাও। বেচে দাও ওটা।

এবার লোকটা কথা দিল, গাধার কথা ভুলে যাবে আর স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ঠিক করে নেবে।

ঝামেলা চুকে গেল। দিনক্ষণ নির্ধারিত হলো। এ দিনে এ সময়ে তার স্বামী আসবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে কয়েক ঘণ্টা পরে গেল লোকটা। স্ত্রী কারণ জানতে চাইল।

সে দুঃখের সাথে মাথা হেলিয়ে উত্তর দিল, 'ট্রেনের কারণে দেরি হয়ে গেল। যদি আমার গাধায় চড়ে আসতাম, তাহলে আরও আগে আসতে পারতাম।'

স্ত্রী তো হতভম্ব। বলল, 'যে ট্রেনে এসেছ, সে ট্রেনে উঠে এখনই দূর হও।'[৭৪]

- যদিও গল্পের মধ্যে 'গাধা'র কথা এসেছে। কিন্তু বিভিন্ন জনের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস গাধার ভূমিকা পালন করে। যেমন : মোবাইল, কম্পিউটার, গাড়ি, মোটর সাইকেল প্রভৃতি।

স্ত্রীর অসুস্থতা বা রোগের চাইতে মোবাইলে চার্জ না থাকা বেশি সমস্যার মনে করে এমন লোকেরা।

আমার পরিচিত এক ব্যবসায়ীর ঘটনা। অনেক বড় ব্যবসায়ী লোকটা। পেঁয়াজের কারবার। তো যখনই বিয়ে করার জন্য পাত্রী দেখতে যেত সে, তখন পাত্রীর সাথে পেঁয়াজের প্রকারভেদ ও দরদাম নিয়ে কথা বলতে শুরু করত। আর পাত্রী সুযোগ পেলে তার কাছ থেকে দৌড়ে পালাত।

দশটার বেশি মেয়ে দেখা হলো তার জন্য। কিন্তু কারও সাথেই কথা অত দূর এগোল না। আর লোকটা 'একজন পেঁয়াজপ্রিয় স্ত্রী' না পেয়েই ইহধাম ত্যাগ করেছে।

---

৭৪. মুনির বিন ফারহান আস-সালিহ কৃত হিনা ইয়াকুনু ফিল বাইতি হিমার।

চোখে চোখ রেখে

• বুদ্ধিমতী নারী

একজন পুরুষ সব সময় এমন স্ত্রী চায়, যে বুদ্ধিমতী হবে। যে তার চোখে চোখ রেখে তার মন পড়তে পারবে, বলার আগেই তার আবেগ-অনুভূতি ধরতে পারবে, ঠোঁট না নড়লেও তার কথা বুঝতে পারবে।

حديث الروح للارواح يسرى *** وتدركه القلوب بلا عناء

'আত্মার সাথে আত্মার কথা চলে সব সময়। না বলা শত কথা মন বুঝে যায় অনায়াসে।'

একজন পুরুষ কখন আনন্দিত থাকে, কখন চিন্তিত থাকে, অথবা কী পছন্দ করে, কী অপছন্দ করে, এ সবই কেবল তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে দিতে পারে এমন স্ত্রী চায় একজন পুরুষ।

আল্লাহ তাআলা উম্মুল মুমিনিন আয়িশার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। রাসুল ﷺ না বললেও তাঁর আগ্রহ ও মনের কথা আয়িশা ﷺ এমনিই বুঝে যেতেন।

কবি বলেন :

إن العيون لتبدي في نواظرها *** ما في القلوب من البغضاء والإحن

'চোখের ভাষা বুঝতে পারে সে, যে দেখতে জানে। হিংসা-বিদ্বেষ কী আছে অন্তরে, তা চোখেই ধরা পড়ে।'

ভেবে দেখো, এক স্বামী তার পছন্দ-অপছন্দের কথা চোখে ফুটিয়ে তুলল; কিন্তু

দেখল, তার স্ত্রী বোকার মতো আচরণ করছে, তার পছন্দ-অপছন্দ একটুও বুঝতে পারছে না। তার আবেগ-অনুভূতি ধরতেও পারছে না।

কখনো স্বামী ঘরে এল আনন্দিত মন নিয়ে। কিন্তু ঘরে আসার পর স্ত্রীর আচরণ তার আনন্দকে মাটি করে দিল।

অথবা কখনো সে চিন্তিত মনে ঘরে এল। এদিকে তার স্ত্রী হাসি-তামাশা করছে! তার স্ত্রী না তার উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে, না তার মন বুঝতে পারছে।

যে স্ত্রী তার স্বামীকে বুঝতে পারে, নীরবতা ও সরবতা উভয় সময় সঠিকভাবে আনুগত্য করে যায়, সে স্ত্রী তার স্বামীর হৃদয়ে জায়গা করে নিতে পারে, তার জন্য স্বামীর মনে ভালোবাসা বেড়ে যায় অনায়াসে।

• নিজেকে প্রস্তুত করো

নিজেকে প্রস্তুত করো; যেন দাম্পত্য জীবনের শিল্প আয়ত্ত করতে পারো।

যেন সন্তান প্রতিপালন শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতে পারো, তার জন্য প্রতিপালন-বিষয়ক কিছু বই পড়ো।

নিজের ব্যক্তিত্বকে উন্নত করতে, মজলিশে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে, নিজের মস্তিষ্ককে শিক্ষা, তথ্য ও জ্ঞানের দ্বারা সজ্জিত করো।

তুমি অনেক অবসর সময় পাও...

তাহলে নিজেকে আরও উন্নত করতে বাধা কোথায়! ধরো, তুমি আরবি ভাষা শিখলে। কম্পিউটার-ইন্টারনেট ব্যবহার শিখলে। এসব কিছু করলে কেবল তোমার অবসর সময়ই যে পার হবে, তা কিন্তু নয়। বরং সাথে সাথে তোমার জ্ঞানের আওতাও বাড়বে। তোমাকে তোমার সন্তানদের আরও নিকটবর্তী করে দেবে। তাদেরকে আরও ভালো করে বুঝতে পারবে।

কিন্তু এসব অবসরের কাজে ডুবে গিয়ে নিজের আসল ও মূল দায়িত্বের কথা ভুলে বসো না যেন।

একজন বুদ্ধিমতী নারী তার স্বামীর জীবনে অনেক দিক থেকে ভূমিকা রাখতে পারে।

স্বামীর জীবনে বিভিন্ন দিক থেকে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারে।

একজন নারীর অনেক রূপ থাকে, তাকে প্রত্যেক রূপে সঠিকভাবে তার ভূমিকা আদায় করতে হয়।

কখনো সে সন্তান প্রতিপালনকারিণী মা।

কখনো সে স্বামীর পুরুষত্ব জাগ্রতকারী স্ত্রী।

কখনো সে তার স্বামীর চিন্তা ও পরিকল্পনায় অংশ নেওয়া বান্ধবী।

কখনো সে তার বাবার মনে আনন্দ এনে দেওয়া কন্যা।...

একজন স্ত্রী যখন এসব দিক থেকে নিজেকে যথেষ্ট প্রস্তুত করতে পারে, তখন সে তার স্বামীর সব সময়ের কাঙ্ক্ষিত হয়ে যায়।

কিন্তু যখন স্ত্রী কেবল কিছু দিকে সীমাবদ্ধ থেকে যায়, কেবল বাড়ির কাজ ও রান্নার কাজেই ব্যস্ত থাকে, তাহলে সে তার স্বামীর আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হতে দূরে সরে যায়, স্বামীর আগ্রহ তাকে ঘিরে তৈরি হয় না।...

ঘরের কথা ঘরে থাকুক

• দাম্পত্য গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকুক

একবার এক ঘরে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলো। ঝগড়ার মধ্যেই স্ত্রী কাঁদতে শুরু করে।...

এদিকে দরজায় কড়া নাড়ল কেউ।... স্ত্রীর পরিবার তাকে দেখতে এসেছিল। স্ত্রী তাদের সামনে এল। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

সে উত্তর দিল, 'তোমাদের কথা ভীষণ মনে পড়ছিল। তাই কাঁদতে কাঁদতে ভাবছিলাম যদি তোমাদের সাক্ষাৎ পেতাম।'

স্বামী তার স্ত্রীর এমন জবাব শুনে আশ্চর্য। তার চোখে স্ত্রীর সম্মান আরও বেড়ে গেল। সংসারের গোপনীয়তা অন্যদের কাছে ফাঁস না করার কারণে স্ত্রীর মর্যাদা তার কাছে আরও বেড়ে গেল।

তাই সব সময় স্বামীর গোপনীয়তা অক্ষুণ্ন রাখবে। নিজেদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ হবে, তা মন থেকে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করবে।... ভুলেও অন্য কারও কাছে এসব কথা বলবে না; চাই সে যত নিকটের বান্ধবী বা নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন। এমনকি তোমার মায়ের কাছেও সংসারের গোপনীয়তা ভাঙবে না।

কিন্তু কিছু নারী তার প্রতিবেশীর ঘরে গিয়ে বা টেলিফোনে বান্ধবীর সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে থাকে। বলতে থাকে, তার জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে আছে, সে তার সংসারের অবস্থার কারণে কতটা অসন্তোষে আছে ইত্যাদি। এভাবে নিজের ঘরের কথা হাজার জনের কাছে বলে বেড়ায়।

তার স্বামী তাকে সারাক্ষণ মোবাইলে ঘ্যানঘ্যান করতে দেখে বিরক্ত হয়। তার বিরক্তির পারদ তখন বেশ চড়ে যায় যখন দেখে, স্ত্রী তাদের ঘরের সব বিষয় সমাধান ও পরামর্শের জন্য প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের সংসদে তুলে ধরেছে!

এমনই এক স্বামীর কথা : 'আমি যে কাজই করি না কেন আমার স্ত্রী সেসব ছড়িয়ে বেড়াবে। তার বোনেরা, তার মা, তার বান্ধবীরা, এমনকি আমাদের প্রতিবেশীরাও আমার সব কথা জানবে; চাই সে কথা আমার কাজসংশ্লিষ্ট হোক বা আমার ঘরের একান্ত কোনো বিষয় হোক। প্রত্যেকেই আমার জীবনের গোপনীয়তার সবটা জানে আমার স্ত্রীর বদৌলতে।...

এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীকে নসিহত করার চেষ্টা করেছি অনেক বার। কিন্তু আমার কথা কানে তুললে তো! তার সাথে আমার সংসারজীবন হুমকির মুখে, নিরাপত্তাহীন হয়ে গেছে।... এমনকি বিছানার গোপনীয়তাও তার বান্ধবীদের কাছে বলে বেড়ায় সে!...'

• কেন দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা ভঙ্গ হয়?

- কারণ পরিবারের সংকট-সমস্যায় স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন ধৈর্য ধরতে পারে না। যে কারণে সে তা অন্যের কাছে বলে দেয়। হয়তো সমাধান খোঁজার জন্য অথবা অন্যের কাছে বলে গোপন করার কিছুটা কষ্ট লাঘবের জন্য।

- বেশি বেশি কথা বলার অভ্যাস থাকলে এমন হয়। কথা বলতে বলতে যখন কথার ঝুলি ফুরিয়ে যায়, তখন পরিবারের গোপনীয়তা ভঙ্গ হতে থাকে একে একে।

- অহংকার মানুষকে বড়াই করে কথা বলতে বাধ্য করে। এ জন্য সে বলতে থাকে, সে এটার মালিক, ওটা তার কাছে নেই। এভাবে পরিবারের কথা অন্যদের সামনে তুলে ধরে।

• দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা অন্যদের বলার অর্থ সংসারে আগুন জ্বেলে দেওয়া। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বালানো।

সে নারী বুদ্ধিমতী, যে তার স্বামীর গোপনীয়তা অন্যদের কাছে বলে না; বরং অন্যদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বামীর সাথে একত্রে বসে সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়।

একজন স্বামী এমন স্ত্রীকেই পছন্দ করবে, যে স্ত্রী তার গোপনীয়তা সুরক্ষিত রাখবে, অন্যের কাছে বলে দেবে না, কারও কাছে একটা শব্দও ফাঁস করবে না।

কবি জারির তার স্ত্রীর নিষ্কলুষতা ও তার গোপনীয়তা রক্ষার গুণের প্রশংসায় বিলাপে বলেন :

كانت إذا هجر الحليل فراشها *** خزن الحديث وعفت الأسرار

‘যখন তার স্বামী ঘর ছেড়ে যেত, তখন সব কথা সংরক্ষিত থাকত, সব গোপনীয়তা সুরক্ষিত থাকত।’

যে গোপনীয়তা ভঙ্গ করে, তাকে বিজ্ঞজনেরা নির্বোধ ও অসহিষ্ণু বলেছেন। যেমন কবি বলেন :

إِذا المَرءُ أَفشى سِرَّهُ بِلِسانِهِ
وَلامَ عَليهِ غَيرَهُ فَهُوَ أَحمَقُ
إِذا ضاقَ صَدرُ المَرءِ عَن سِرِّ نَفسِهِ
فَصَدرُ الَّذي يُستَودَعُ السِرَّ أَضيَقُ

‘যে নিজের গোপনীয়তা নিজের জবানেই ভঙ্গ করে, আবার এ জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ করে, সে নির্বোধ ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন নিজের গোপনীয়তায় কারও বুক সংকীর্ণ হয়ে যায়, সে তখন এমন লোকের কাছে গিয়ে বলে, যে গোপনীয়তা রক্ষায় তার চেয়ে দুর্বল।’

কিছু গোপন কথা কখনোই বলা যায় না

যে স্বামী বা স্ত্রী দাম্পত্য জীবনের বিশেষ গোপনীয়তা ভঙ্গ করে, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের প্রতি কঠোর শাস্তির সতর্কবার্তা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থান হবে সে লোকের, যে তার স্ত্রীর কাছে এবং তার স্ত্রী তার নিকটবর্তী হয়, এরপর সে এ গোপনীয় কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়।'[৭৫]

রাসুল ﷺ বলেন :

عَسَى رَجُلٌ يُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ، أَوْ عَسَى امْرَأَةٌ تُحَدِّثُ بِمَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا... قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مِثْلَ شَيْطَانٍ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي ظَهْرِ الطَّرِيقِ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

'হয়তো কোনো পুরুষ তার ও তার স্ত্রীর মাঝে ঘটিত গোপনীয় বিষয় অন্যের কাছে বলতে পারে, অথবা হয়তো কোনো নারী তার ও তার স্বামীর মাঝে ঘটিত গোপনীয় বিষয় অন্যের কাছে বলতে পারে। এমন কিছু তোমরা কোরো না। কেননা, যে এমন করে, সে হচ্ছে ওই শয়তানের মতো, যে আরেক শয়তানের সাথে রাস্তায় দেখা করে তাকে জড়িয়ে ধরে আর মানুষ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।'[৭৬]

---

৭৫. সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭।

৭৬. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ৪১৪, সহিহুল জামি : ৪০০৮।

গোপনীয় বিষয়াদি গোপন থাকাই কাম্য। এমনকি গোপন রাখা অবশ্যকর্তব্য। তবে বিশেষ কিছু অবস্থায় অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা অন্যকে বলা যেতে পারে। যেমন : ফতোয়া জানতে চাওয়ার জন্য মুফতির কাছে বলা, চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে বলা। তবে এসব কিছুতেও নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে।

সাধারণত স্বামীর সব গোপনীয়তা সংরক্ষিত রাখা কর্তব্য। বিশেষ করে অন্তরঙ্গ সময়ের কথা তো অবশ্য গোপনীয়। এটাই একজন উত্তম স্ত্রীর পরিচয় ও তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

'সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী, তারা আনুগত্য করে, আল্লাহর সংরক্ষিত প্রচ্ছন্ন বিষয় সংরক্ষণ করে।'[৭৭]

শাইখ মুহাম্মাদ রশিদ রেজা বলেন, 'এ আয়াতের নির্দেশের ভেতর এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একান্ত মুহূর্তের বিষয়াদি অবশ্য গোপনীয়। বিশেষ করে জৈবিক চাহিদাসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তো অবশ্য অবশ্য গোপনীয়। একজন মানুষের সম্মান রক্ষার ব্যাপারটা কেন জরুরি হবে না?!'

আশা করি এ আয়াতের মর্মকথা সেসব নারীর কাছেও পৌঁছাবে এবং তারা এ থেকে শিখবে, যারা দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা ছড়িয়ে দেওয়াকে শৈল্পিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যারা দাম্পত্য জীবনের কোনো গোপনীয়তাকেই গোপন না রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট।

• দাম্পত্য আচরণ

আব্দুল্লাহ বিন আবু কাইস বলেন, 'আমি আয়িশা ﵂-এর কাছে জানতে চাইলাম, "রাসুল ﷺ গোসল ফরজ থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি কি ঘুমানোর আগে গোসল করতেন, না ঘুমিয়ে তারপর গোসল করতেন?" আয়িশা ﵂ বলেন, "দুটোই করতেন তিনি। কখনো গোসল সেরে ঘুমাতেন। আবার কখনো গোসল না করে শুধু অজু করে ঘুমাতেন।" আমি বললাম, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি এ বিষয়ে প্রশস্ততা দিয়েছেন।"'[৭৮]

---

৭৭. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।
৭৮. সহিহ মুসলিম : ৩০৭।

লক্ষ করো, এ হাদিসে প্রশ্ন ও উত্তর দুটোই প্রয়োজন মোতাবিক হয়েছিল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশ্ন করা হয়নি। আর উম্মুল মুমিন আয়িশা ﵂-ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলেননি।

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল, "একজন মানুষ স্ত্রীর সাথে অন্তরঙ্গ সময় কাটাল, তখন ক্লান্তির কারণে কিছু বের হয়নি, তাহলে কি তখন তাদের গোসল করতে হবে?" আয়িশা ﵂ তখন কাছেই বসা ছিলেন। রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, (إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ، أَنَا وَهَذِهِ، ثُمَّ نَغْتَسِلُ) "আমাদেরও এমন হয়, আমি আর সে, এরপর আমরা গোসল করি।"'[৭৯]

যদি কোনো প্রশ্নকারী বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে না চায়, তাহলে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করার সময় পরোক্ষভাবে প্রশ্ন করতে পারে। যেমনটা করেছেন আলি ﵁। তিনি বলেন, 'আমার খুব বেশি মজি বের হতো। নবিজি ﷺ-কে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে লজ্জা হচ্ছিল আমার। কারণ তাঁর মেয়ে আমার স্ত্রী। তাই আমি মিকদাদ বিন আসওয়াদকে বললাম জিজ্ঞেস করতে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। রাসুল ﷺ উত্তর দিলেন, (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) "এমতাবস্থায় সে তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নেবে এবং অজু করে নেবে।"'[৮০]

ইসলাম প্রতিটি বিষয়ে কত সুন্দর ব্যবস্থাপনা দিয়েছে!

৭৯. সহিহ মুসলিম : ৩৫০।
৮০. সহিহ মুসলিম : ৩০৩।

স্ত্রী এসব করবে না

তোমার স্বামীর স্বভাব বোঝার চেষ্টা করো। তার মানসিকতা ভালো করে বুঝে নাও। যাতে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তোমাদের দুজনের জীবন স্থির ও শান্তিমুখর হয়। তোমরা যেন সুখ ও সমৃদ্ধি উপভোগ করতে পারো। তাই...

- তাকে নিজের সাথে তুলনা কোরো না। কেননা, সে তোমার থেকে ভিন্ন।
- তার একান্ত নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটিয়ো না। কেননা, কখনো কখনো সে একাকী থাকতে পছন্দ করে। যখন সে কোনো সমস্যার সমাধান করছে, তখন এমন একাকী থাকতে পছন্দ করে সে।
- তাকে উত্তেজিত করে দেয় এমন কিছু কোরো না। কেননা, স্বভাবের দিক থেকে তার স্বভাব তীক্ষ্ণ। তার মেজাজ গরম। খুব দ্রুত তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে।
- এটা আশা কোরো না যে, সব সময় সে তোমার চাওয়ার সবকিছু করতে পারবে। কারণ সে তোমার মতো চিন্তা করে না। সে পুরুষের মতো চিন্তা করে।
- নিজের রীতি-পদ্ধতি অথবা নিজের চিন্তাভাবনা তার ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরো না। কেননা, পীড়াপীড়িতে তার রাগ চড়ে যেতে পারে।
- বেশি বেশি কথা বলে তার ওপর চাপ সৃষ্টি কোরো না। কেননা, পুরুষেরা বাচাল নারী পছন্দ করে না।
- সে তোমার থেকে 'দুঃখিত' 'স্যরি' এসব শব্দ বলে মাফ চাইবে, সে আশা কোরো না। কেননা, কিছু পুরুষ এভাবে মাফ চাওয়া মোটেই পছন্দ করে না। যদি সে মাফ চাওয়ার ইচ্ছে করে, তবে মাফ চাওয়ার সরাসরি পদ্ধতি বাদ দিয়ে ভিন্ন কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

- তার কাছে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই এমনটা বুঝতে দিয়ো না। তাহলে এ নিষ্প্রয়োজনীয়তা একদিন তাকে দূরে সরিয়ে দেবে; ফলে তুমি তার থেকে কিছু পাবে না বা তার তত্ত্বাবধান হারিয়ে ফেলবে।

- যে কথায় সে অসন্তুষ্ট হতে পারে, সে কথা শুনিয়ো না তাকে। কেননা, এটা তাকে কষ্ট দেবে।

- সে তোমার জন্য ও সন্তানদের জন্য যেটা করে, সেটাকে ছোটো করে দেখো না। অন্যথা একসময় তার এ চেষ্টাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

- তার পরিবার ও বন্ধুদের সামনে তার সমালোচনা কোরো না। অন্যথা সে মনে করবে তুমি তার থেকে প্রতিশোধ নিচ্ছ। ফলে তুমিও তার থেকে নিস্তার পাবে না।

- ঘর থেকে বেরোনোর সময় বেশি কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। কেননা, সে তখন তার কাজ বিনা বাধায় শেষ করতে চাইবে।

- দাম্পত্য মেলামেশার সময় তাকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ো না। অগত্যা সে হয়তো এ সুখ অন্য কোথাও তালাশ করবে।

- তোমাদের জীবনের গোপন কথা বাইরে বলে বেড়িয়ো না। কেননা, রাসুল ﷺ এমন করতে নিষেধ করেছেন। আর পুরুষ স্বভাবত গোপনতাপ্রিয় হয়ে থাকে।

- তার কাছে বেশি বেশি চাওয়া থেকে বিরত থাকো। কারণ পুরুষ একজন স্বল্পে তুষ্ট নারী পছন্দ করে। রাসুল ﷺ বলেন, (...وَكُنْ قَنِعًا، تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ...) '...স্বল্পে তুষ্ট হও, তাহলে সবচেয়ে কৃতজ্ঞ মানুষ হতে পারবে।...'[৮১]

- এটা বোঝানোর চেষ্টা কোরো না যে, তুমি তার চেয়ে উত্তম। অন্যথা তার ভালোবাসা ও সম্মান হারিয়ে ফেলবে তুমি।

- তার প্রতি ভালোবাসা ও প্রেম কমিয়ে দিয়ো না। কেননা, তোমার ভালোবাসায় সে সন্তুষ্ট হয়।

---

৮১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪২১৭, সহিহুল জামি : ৪৫৮০।

- সব সময় স্বামীই আগ বেড়ে কথা বলতে হবে এমন মনোভাব রেখো না। কেননা, সর্বদা স্বামীর পক্ষে শুরু করা সম্ভব নাও হতে পারে। কখনো সে চাইতে পারে, যেন তুমি এগিয়ে আসো।

- গুরুত্ব বিবেচনায় সন্তানদের আগে স্বামীকে রাখবে। কারণ সে পছন্দ করে যতক্ষণ সে বাড়িতে থাকে, ততক্ষণ যেন সে সবার গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দু থাকে।

- স্বামীর ওপর স্বর উঁচু কোরো না। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বর্তমানে কিছু নারী যখন স্বামীর সাথে কথা বলে, তখন কর্কশ ভাষায় গলার স্বর উঁচু করে কথা বলে। কিন্তু যখন বাইরের কেউ আসে, তখন নরম ভাষায় কথা বলে, যার সামনে যাওয়া আদৌ তার জন্য জায়িজ নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

'তোমরা পরপুরুষের সঙ্গে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না; যাতে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, সে প্রলুব্ধ হয়।'[৮২]

৮২. সুরা আল-আহজাব, ৩৩ : ৩২।

স্বামী এসব করবে না

- মনে কোরো না যে, তোমার আচরণ যেমন তোমার স্ত্রীর আচরণও তেমন হবে। কেননা, দুজনের স্বভাব দুরকমের। এ জন্য সে ভিন্ন। তোমার মতো নয়।

- তাকে ভালোবাসা, সোহাগ ও নিরাপত্তা দিয়ে আপন করে নাও। কারণ স্বভাবগত দিক থেকে সে এসবের প্রতি মুখিয়ে থাকে।

- তার শত অভিযোগ থাকতে পারে। তোমার কাছে সব বলবে। এসব অভিযোগ-অনুযোগ নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া যেন তোমার কাছে না পায়। কারণ তোমার কাছে সবগুলোর সমাধান চাইছে এমন নয়; বরং সে শুধু কথাগুলো বলে তোমার কাছে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা চাচ্ছে, তোমার সাথে ভাগাভাগি করতে চাইছে মনের কথা।

- তাকে উপহার দিতে কার্পণ্য কোরো না। সময় করে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কারণ সে কৃপণ স্বামী পছন্দ করে না।

- সে যদি যথার্থরূপে বাবার বাড়ি যেতে চায়, তাহলে বাধা দিয়ো না, বিরক্ত হোয়ো না। কেননা, নারীর মন লেগে থাকে তার পরিবারের সাথে।

- তাকে নিয়ে তোমার গাইরত দেখাতে ভুলে যেয়ো না। কেননা, তাকে নিয়ে গাইরত দেখানো তার নারীত্বকে তুষ্ট করবে।

- তার দোষ স্পষ্ট করে তুলে ধরবে না। কেননা, সে সমালোচনা পছন্দ করে না।

- কোনোভাবেই তার সাথে খিয়ানত করবে না। কেননা, তোমার শত-হাজারো রকম দয়া-দাক্ষিণ্যের পরেও একটা খিয়ানত সহ্য করা তার জন্য অধিক কঠিন।

- তাকে নিয়ে বা তার আবেগ-অনুভূতি নিয়ে ঠাট্টা করবে না। কেননা, সে এমন নরম স্বভাবের যে, কটাক্ষ তার সহ্যসীমার ঊর্ধ্বে।

- তোমার কাছে কিছু চাইলে সেটা ভুলে যাবে না। অন্যথা তার মনে হতে পারে, তুমি তাকে যথেষ্ট মূল্য দিচ্ছ না।

- তাকে অপমান করবে না। করলে সে তোমার থেকে দূরে সরে যাবে। অথচ সে সব সময় এমন একজনকে আশ্রয় করে থাকতে চায়, যার ওপর সে নির্ভর করতে পারে। তোমার থেকে দূরে সরে গেলে নির্ভর করার মতো তার কেউ থাকবে না।

- তোমার পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা করবে না।

- তার পরামর্শকে গুরুত্বহীন ভেবো না। তোমাদের সামনে আসা বাধাবিপত্তিতে সে পরামর্শ দেবে। যদি তার পরামর্শের গুরুত্ব না দাও, তাহলে সে মনে করবে, তুমি তাকে যথার্থ মূল্যায়ন করছ না।

- এটা আশা কোরো না যে, সে সব সমস্যার সমাধান মস্তিষ্ক দিয়ে যুক্তির বিচারে করবে। সব সময় এমন আশা রাখবে না। কেননা, আবেগ ব্যবহারের দিকেই তার ঝোঁক বেশি থাকবে।

- ঘরের বিবিধ বিষয়ে দখল দেবে না। এসব ব্যাপারে স্ত্রীর ওপর ভরসা রাখো। তার প্রতি তোমার ভরসা তাকে ঘরের রানি হিসেবে ভূষিত করে। এটা তার কাছে খুব ভালো লাগবে।

- তার পোশাক-আশাকের, তার সৌন্দর্যের, তার রান্নার তারিফ করতে ভুলবে না। বাড়ির কাজ গুছিয়ে রাখার প্রশংসা করবে। এটা তার নারীত্বকে তুষ্ট করবে।

- ভুলে যাবে না যে, নারীকে কিছু কঠিন সময় পার করতে হয়। যেমন : রজস্রাব, গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান। এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই তার অনুভূতি ও মানসিকতার দিকে খেয়াল রাখবে।

- তার বৈশিষ্ট্যগত স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করবে না। বিশেষ করে সামাজিক সম্পর্কের দিকগুলো। কেননা, স্বভাবত নারী এমন হয়ে থাকে। তার বোনরা থাকা সত্ত্বেও বান্ধবীদের সাথে মেলামেশা করা, কথা বলাও পছন্দ করে সে।

- স্ত্রীর সাথে ইবাদতের কাজে অংশগ্রহণে অলসতা করবে না। কেননা, এটা তোমাদের মাঝে ভালোবাসার নতুন পথ উন্মোচন করে দেবে।

হাসান বিন সালিহ তার কন্যাকে বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর কন্যা গেল স্বামীর

বাড়িতে। রাতের মধ্যভাগে নতুন জামাইয়ের ঘরে তার স্ত্রী জেগে উঠল। বলল, 'উঠে পড়ো, উঠে পড়ো। নামাজের সময় হলো যে।'

স্বামী বলল, 'ফজর হয়ে গেছে?'

স্ত্রী বলল, 'তুমি কি ফরজ নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজই পড়ো না?'

স্বামী বলল, 'হ্যাঁ।'

হাসান-তনয়া বাবার বাড়িতে ফিরে এল। বাবা কারণ জানতে চাইলেন। মেয়ে বলল, 'আপনি আমাকে এমন ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, যারা ফরজ নামাজ ছাড়া আর কোনো নামাজই পড়ে না!'

প্রবাদে আছে, উত্তম স্ত্রী এমন ধনভান্ডারের মতো, যা কখনো শেষ হয়ে যায় না, এমন ধনাঢ্যতার মতো, যা কখনো চলে যায় না।

আর খারাপ স্ত্রী এমন দারিদ্র্যের মতো, যা শেষ হয় না; এমন একাকিত্বের মতো, যা সুখ দেয় না; এমন দুর্ভাগ্যের মতো, যা চলে যায় না।

উমর ﷺ বলেন, 'বান্দাকে ইমানের পর নেককার স্ত্রীর চাইতে উত্তম কোনো নিয়ামত দেওয়া হয়নি। তাই এমন নারী যার স্ত্রী, তাকে অভিনন্দন জানাই।...'

সর্বোত্তম স্ত্রী হও

- যদি তুমি সর্বোত্তম স্ত্রী হতে চাও, তাহলে প্রথমে আল্লাহর অনুগত হও। স্বামীর আচরণে ধৈর্য ধরতে শেখো।

  সৎ হও।... রাগের সময় সহিষ্ণু হও।... অল্পে তুষ্ট হও।...

  যখন স্বামী দূরে কোথাও যায়, তখন নিজেকে ও তার সম্পদকে রক্ষা করবে।

  যখন সে তোমার কাছে থাকে, তখন নিজের জবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

- মনে রেখো, স্বামীর কানে সবচেয়ে ভারী শব্দ হচ্ছে, 'এনো' 'আমাকে দাও'!...

  তুমি কখনো বললে, 'তোমাকে এটা আনতেই হবে, আমি যা চাই, তার সবই তোমাকে আনতে হবে!'

  এমন বলা মোটেই সমীচীন নয়। বরং তোমার চাওয়া সঠিক সময় দেখে প্রকাশ করবে।... সুন্দর করে তুলে ধরবে।...

- স্বামীর ওপর রাগ দেখাতে যেয়ো না। নতুবা তোমার জীবন তছনছ হয়ে যাবে।

  যদি এগুলো করতে পারো, তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী হতে পারবে।...[৮৩]

- এক নারী বলেন, 'আমার স্বামীর সাথে আমার একটা নিয়ম ঠিক করা আছে। সব সময় সেটা মেনে চলি আমি। নিয়মটা হচ্ছে, স্বামীকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে অপচয় করি না। তার ভালোবাসার ওপর বেশি দখলপ্রবণও হই না।...

  ভালোবাসা ও রাগ-গোস্বার অপচয় অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের পরিবর্তে ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়।

---

৮৩. আবু আব্দুল্লাহ জাহাবি কৃত কুনি আফদালা জাওজাহ।

তাই সব সময় খেয়াল রাখি, আমার স্বামী যেন কখনো আমার ভালোবাসার আধিক্যে হাঁসফাঁস না করে ওঠে।... আর আমি তার আশপাশে এমন ঝড়ো আবেগের কিছুই করি না, যেটাকে অনেক নারী মনে করে দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য। অথচ ভালোবাসা ও রাগ দুটোই যথার্থরূপে করতে হবে।'

অনেক নারী আছে, যখন স্বামীকে ভালোবাসে, তখন ভালোবাসার ঢল বইয়ে দেয়। যাকে বলে ভালোবাসার বিড়ম্বনা। এটা তাকে একসময় 'নিন্দিত আধিপত্যপ্রবণতা' পর্যন্ত নিয়ে যায়। এরপর সময়ের আবর্তনে সে নারী সব অশেষ ভালোবাসা ভুলে যায়। আর স্বামীকে ঘৃণা করতে থাকে।

এ জন্য আমাদেরকে সব সময় রাসুল ﷺ-এর এ হাদিসটি মনে রাখতে হবে :

أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

'বন্ধুত্বের ভালোবাসায় সীমাতিক্রম কোরো না; হতে পারে একদিন সে তোমার শত্রু হয়ে যাবে। আর তোমার শত্রুর প্রতি হিংসায় সীমাতিক্রম কোরো না; হতে পারে একদিন সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।'[৮৪]

- একজন প্রেমময়ী স্ত্রী তার স্বামীর সেবা করে আনন্দ পায়, স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দেয় এবং প্রস্তুত থাকে। স্বামীর জীবনকে সহজ ও আনন্দময় করতে আগ্রহী থাকে। এবং স্বামী রাগ করবে এমন জিনিস থেকে বিরত থাকে।

একবার উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন নারী সর্বশ্রেষ্ঠ?'

তিনি উত্তর দিলেন, 'যে নারীর কথা দোষমুক্ত।' অর্থাৎ যে গালি দেয় না, লানত দেয় না, নিজের জিহ্বা দিয়ে স্বামী ও প্রতিবেশীদের ওপর আঘাত করে না।

'যে নারী পুরুষের ফাঁদ থেকে দূরে থাকে।' অর্থাৎ লম্পটদের বিবিধ ফাঁদ ও ধোঁকা থেকে যে নারী নিজেকে মুক্ত রাখে।

'যার মন পবিত্র থাকে এবং শুধু স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে।' অর্থাৎ তার চিন্তাজগৎ স্বামীকে ঘিরে তৈরি হয়। স্বামীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। স্বামীর জন্য সাজে। 'এবং পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকে।'[৮৫]

---

৮৪. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৯৭, সহিহুল জামি : ১৭৮।
৮৫. মুহাদারাতুল উদাবা গ্রন্থের লেখক এটি সনদহীন উল্লেখ করেছেন (১/৪১০)।

- জনৈক নারী বলেন, 'একবার স্বামী তাকে শক্তভাবে বলল যে, "খাবার খেতে আমার বন্ধুদের সাথে যাব। তোমার কিছু লাগবে?"'

স্ত্রী বলল, 'ভালো, যাও। তবে জলদি ফিরে এসো। কারণ কিছুক্ষণ পর বিদ্যুৎ চলে যাবে।'

স্বামী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কে বলল বিদ্যুৎ চলে যাবে?'

স্ত্রী উত্তর দিল, 'তুমি যখন ঘর থেকে বের হও, তখন সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়, তুমি ফিরে এলে ঘর আলোকময় হয়ে ওঠে।'

স্বামী মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল। মন থেকে দুজনেই ফেরার জন্য আগ্রহে অধীর হয়ে থাকল।

বাড়ি যেন হয় মরুদ্যান

তোমার ঘর মরুদ্যান। তুমি হলে ফুল। তোমার স্বামী যেন এ ফুলের সুবাস তখন থেকে পায়, যখন সে ঘরে প্রবেশ করে। তাই...

- ঘরের পরিবেশ স্বামীর সময় অনুযায়ী ঠিক করে নাও। যখন সে বাড়িতে, তখন বাড়ির সব কাজ করে নিজেকে তার থেকে দূরে রেখো না।

- কখনো কখনো রাতের বেলায় উৎসবে যেমন আয়োজন করো, তেমন আয়োজন করো। এ জন্য সুন্দর দিন-ক্ষণ বেছে নাও।

- স্বামী ঘরে আসার সাথে সাথে তার সামনে অভিযোগ ও নালিশের ভান্ডার নিয়ে বসবে না; চাই সেসব বিষয় যতই জটিল হোক।... এসব অভিযোগ-নালিশের জন্য সঠিক সময় বেছে নাও—তাহলে তখন তার কাছে সমর্থন ও সহানুভূতি পাবে।...

- সব সময় নিজের নারীত্বের প্রতি লক্ষ রেখো। নারীত্ব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করো। তবে এখানেও যেন অতিরিক্ত কিংবা কৃত্রিম কিছু না হয়।

- সুন্দর পরিষ্কার পোশাক পরো। এমন যেন না হয় যে, তুমি কেবল বেড়াতে যাওয়ার সময়ই ভালো পোশাক পরো আর কখনো স্বামীর জন্য সুন্দর পোশাক পরে তৈরি হও না।

- ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দাও। যেমন : গায়ের ঘ্রাণ ইত্যাদি। যাতে করে তোমার গায়ে স্বামী অপছন্দনীয় গন্ধ না পায়।

- স্বামীর পোশাক-আশাকের প্রতি নজর দাও। এমনকি যদি এ বিষয়ে তাকে অমনোযোগীও দেখো, তবুও তুমিই নিজ থেকে এ বিষয়টার প্রতি লক্ষ রাখবে। নিঃসন্দেহে সে তোমার এ কাজের কদর করবে।

- সব সময় নতুনত্বের প্রতি খেয়াল রাখবে। যে রুটিনে তোমাদের দাম্পত্য জীবনে খানিকটা বিরক্তি ধরেছে, সে রুটিনে কিছু রদবদল করো, তাহলে ওই দিনগুলো নতুনের মতো লাগবে।... ঘরের কিছু কাজে পরিবর্তন আনো, ঘরের সাজে রদবদল করো, তাহলে দেখবে নতুনের মতো লাগছে।

- কখনো মনে কোরো না, স্বামীকে ভালোবাসতে বাসতে বুড়িয়ে গেছ তুমি। কারণ যতই বয়স বাড়ুক না কেন, হৃদয়ের যৌবন হারিয়ে যায় না। সন্তানদের নিয়ে ও তাদের বিষয়ে স্বামীকে চিন্তায় না ডুবিয়ে কিছুটা সময় তার সাথে কৌতুক করো, হাসির কথা বলো।... আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করো।

- স্বামীর কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা খুলে বলো। কিছু নারী নিজের প্রয়োজনের কথা স্বামীর কাছে বলা নিজের ব্যক্তিত্বের দুর্বলতার প্রকাশ বলে মনে করে। এটা ভুল। তাই সময়ে সময়ে নিজের প্রয়োজনের কথা স্বামীকে অবশ্যই বলবে।

- স্বামীর বন্ধুবান্ধবদের যথেষ্ট সম্মান করো। তারা যদি ঘন ঘন আসেও, তবুও বিরক্তি দেখাবে না। অথবা কখনো যদি হঠাৎ এসে পড়ে, তবুও অসন্তুষ্টি দেখাবে না। বরং তাদের আপ্যায়ন করো সুন্দর করে এবং তাদের যথার্থ সমাদর করো।

- সন্তানদেরকে সুখ-শান্তির জীবনের ওপর বড় করে তোলো।... আল্লাহর রহমতের অধীনে একজন সন্তুষ্ট বাবার ছায়াতলে ও একজন মমতাময়ী মায়ের আশ্রয়ে।...

- তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনে আল্লাহ ও তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক সুদৃঢ় করে নাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে দেবেন।... পাপ ও গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে কত হাজারো সুখী পরিবার ছিন্ন-ভিন্ন হলো, তার কোনো ইয়ত্তা নেই! এমনও বহু দেখা গেছে গুনাহের কারণে সুখের জীবন তিক্ততায় পর্যবসিত হয়েছে!

ইবরাহিম বিন আদহাম ﵀ বলতেন, 'আমি যখন আল্লাহর অবাধ্য হই, তখন তার প্রভাব আমার বাহন ও আমার স্ত্রীর মাঝে দেখতে পাই।'

- যখন স্বামী-স্ত্রী দুজন আল্লাহর নৈকট্যভাজন হবে, আল্লাহর কাছে বিনয়ী হবে, কাকুতি-মিনতি করে দুআ করবে, তখন তাদের দাম্পত্য জীবন দীর্ঘ হবে, একে অপরের সাথে সুখে থাকবে, আল্লাহ তাদের দুআয় সাড়া দেবেন।

স্ত্রী যখন কুরআন পড়ায় ডুবে আছে, তাদাব্বুর করে পড়ছে, তার চেহারায় আয়াতের প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে... তখন স্বামী তার কাছাকাছি হলো। আস্তে করে তার

পাশে বসল। হঠাৎ স্ত্রী খেয়াল করল স্বামী পাশে বসে আছে। কুরআন পড়া থামিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'হ্যাঁ, প্রিয়, বলো, কিছু চাই নাকি?'

স্বামী আনন্দ ও গর্বভরা চোখে স্ত্রীকে একবার দেখে নিল। বলল, 'হ্যাঁ, প্রিয়তমা, চাই। আমি চাই, তুমি আমি জান্নাতে একসাথে থাকব।... কথা দাও আমায়।'

এ হালাল প্রেমের গল্পের মিষ্টতা কত প্রগাঢ়, তা কেবল অনুভবকারীই জানবে। যার শুরু দুনিয়াতে আর চলতে থাকে রব্বুল আলামিনের জান্নাতেও!

তুমি স্বামীর হৃদয়ে আসন চাও?

- প্রথমে স্বামীর মানসিকতা সম্পর্কে জানতে হবে। তার শখ, তার ঝোঁক। সে কী পছন্দ করে, কী অপছন্দ করে। এসবের জ্ঞান থাকতে হবে। নিরন্তর সহাবস্থানে হয়তো কিছু জিনিস তোমার কাছে স্পষ্ট হবে না। তাই নিজের মস্তিষ্ক কাজে লাগাতে হবে। তোমার দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এবং সবশেষে কিছু উপসংহারে আসতে হবে। এরপর এসব তথ্য-উপাত্তকে ভালোবাসার ছাঁচে ফেলে শেষ ফল বয়ে আনবে।

- স্বামীর সাথে ভালোবাসার কথা বলো। যে কথা পানির মতো অনায়াসে বয়ে যাবে। যদি কোনো বিষয়ে তোমার কিছু বলার থাকে, তাহলে এভাবে বলো না যে, 'আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এমন।' বরং বলো, 'আমি পরামর্শ দেবো', অথবা 'যদি এমন করতে, তাহলে কেমন হতো?', অথবা 'ভালো হতো যদি এমন করা যেত।' কারণ স্বামী চাইবে না তুমি তার ওপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দাও; যদিও তোমার সিদ্ধান্ত সঠিকও হয়, তবুও তার মাঝে সংকোচ কাজ করবে। ফল হিতে বিপরীত হতে পারে।

- লক্ষ করো, কিছু কথা বলার সময় স্বামী পাশ কেটে যাচ্ছে। সেসব কথা তোমার কাছে আদতে স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু সে পাশ কেটে যাচ্ছে। আবার কখনো স্পষ্টভাবে তোমাকে বলছে এসব বোলো না। এ ক্ষেত্রে তুমি সেসব বলা থেকে বিরত থেকো। যাতে তোমার জন্য তার অন্তরে ও মন-মগজে সুন্দর একটা প্রতিচ্ছবি থাকে। যে প্রতিচ্ছবির কারণেই তোমাকে অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম মনে হবে তার কাছে।

- বেশি প্রশ্ন কোরো না। বিশেষ করে ঘর থেকে বেরোনোর সময় তো নয়ই। কারণ সেটা স্বামীকে বিব্রত করবে। তাকে দুটো অবস্থার মাঝে নিয়ে যাবে। হয় সে রাগ করবে আর মনে করবে তুমি সব সময় দখলদারিত্ব দেখাচ্ছ। অথবা সে একটা শিশু, যাকে সব সময় তত্ত্বাবধানে ও প্রশ্নের ওপর রাখা হয়, তার প্রতিটি পদক্ষেপ খেয়াল রাখা হয়!

- এমন সময় খোঁজো, যখন তোমার কথা ও ভাবাবেগ তুলে ধরতে পারবে তার কাছে।... যখন সে ঘরে ফিরছে, তখন এমন কথা বোলো না, যেটাতে সে বিরক্ত হয়। আর তোমার স্বামীকে পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেও বোলো না যে, সে তোমার আদালতের আসামীদের ধরে ধরে এনে তাদের বিচার করবে অথবা মারধর করবে।...

পুরুষ যখন ঘরে ফিরে, তখন একটু হলেও তার ভেতরে কাজের চিন্তা ও কষ্ট লেগে থাকে। তাই তখনই 'অভিযোগের ভান্ডার' নিয়ে বসে যেয়ো না। অথবা যখন সে কোনো দ্বীনি প্রোগ্রাম দেখছে বা অপেক্ষা করছে, তখন এসব বোলো না। তখন এসব বলে তোমার কোনো কাজ উদ্ধার হবে না। বরং এসবে হীতে বিপরীত হতে পারে। তাই আলোচনার জন্য আলোচনা করার গুণ অর্জন করো এবং সঠিক সময় বেছে নাও।

- স্বামীর মন জয় করার একটা কৌশল হচ্ছে, তুমি জানো না এমন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। যদিও সে এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নাও হয়, তবুও তার কথা বলার সময় মনোযোগ দিয়ে শোনো, তাকে বুঝাও যে, তুমি তার থেকে সে বিষয়ে জানছ এবং শিখছ।... তাহলে তার মন জয় করার একটি ধাপে এগিয়ে গেলে।

- বুদ্ধিমতী স্ত্রী হচ্ছে সে, যে তার স্বামীকে অবিবাহিত জীবনের সুখ এনে দেয়। এভাবে যে, তাকে কখনো কখনো তার বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া বা বন্ধুদের বাড়িতে বেড়িয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। একসময় দেখা যায়, স্বামীর মন ভরে যায় আর স্বামী ধীরে ধীরে অবিবাহিত জীবনের সুখ থেকে বিবাহিত জীবনের সুখ বেশি উপভোগ করতে শুরু করে।

- পুরুষ তোমার মাতৃত্বকে ভালোবাসে, তুমিও তার পিতৃত্বকে কদর করো। স্নেহ, প্রেম-ভালোবাসায় তাকে আগলে নাও। কখনো দেখা যাবে সে ক্লান্ত, উদ্বিগ্ন। তখন তার উদ্বিগ্নতায় তুমিও আচ্ছন্ন হও, তোমার চেহারায় চিন্তার রেখা দেখে সে যে প্রেম পরশ অনুভব করবে, সেটাই তাকে উদ্বিগ্নতা থেকে বের করে আনবে। তাই সব সময় সুন্দর আচরণে সচেষ্ট হও।

- ছোট ছোট বিষয়কেও গুরুত্ব দাও। কারণ ছোটখাটো এসব বিষয় ভালোবাসার ঢল বইয়ে দিতে পারে। তার জন্য এমন স্ত্রী হও, যে স্ত্রীকে নিয়ে সে সমস্ত পৃথিবী থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে অনায়াসে।

নারীর মতো নারী হও

- একজন উত্তম নারী হও তোমার কল্যাণময় অন্তর, তোমার নিষ্কলুষতা ও তোমার পর্দা করার মাধ্যমে।

  একজন উত্তম নারী হও সুন্দর আচরণ, উত্তম চরিত্র, লজ্জার ভূষণ ও যথার্থ চলাফেরার মাধ্যমে।

  তোমার শান্তশিষ্টতা, তোমার স্বর নিচু করার মাধ্যমে একজন উত্তম নারী হও।

  নিজের যথার্থ হিফাজত করে একজন উত্তম নারী হও।

  একজন উত্তম নারী হও; সে পুতুল হোয়ো না, যাকে নিয়ে সবাই খেলা করে।

  সব শেষে একজন নারীর মতো নারী হও, তাহলে পৃথিবীর সব উত্তম পুরুষ তোমাকে আকাঙ্ক্ষা করবে!

- অবশ্যকরণীয় একটি কাজ হচ্ছে, কখনো স্বামীর সামনে লাজুকতার বাইরে আসবে না।...

  যেন তোমার লাজুকতা তোমার চেহারায়, তোমার দুচোখে, তোমার কাজে-কর্মে ফুটে ওঠে।

  কখনো তার মুখের দিকে সেভাবে তাকাও, যেভাবে প্রথম দেখায় তাকিয়েছিলে। এ তাকানোর অনেক বড় প্রভাব পড়বে তোমার স্বামীর ওপর।

  লাজুকতা থাকবে তোমার কথায়, তোমার দৃষ্টিতে, তোমার হাঁটার মধ্যে, তোমার চলার মধ্যে।...

  আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ

'তখন নারীদ্বয়ের একজন তার কাছে সলজ্জ পদে আসলো।'[৮৬]

স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এখানে তাদের একজনের চলার ধরন উল্লেখ করছেন।... যেন এ নারী তার অত্যধিক লজ্জার কারণে পায়ের ওপর ভর করে হাঁটছে না; বরং লজ্জার ওপর ভর করে হাঁটছে।

একজন সচ্চরিত্র যুবতি যখন কোনো পুরুষের সামনে দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তখন সে সলজ্জ পদে হেঁটে যায়। না তাতে কৃত্রিমতা থাকে, আর না থাকে পর্দাহীনতার লেশ, না থাকে দোষ, না থাকে কলুষতা।

এ নারী তার পিতার কথা পৌঁছে দিতে এসেছেন। কথার লাজুকতা খেয়াল করো। কম শব্দে; কিন্তু উদ্দেশ্য পূরণ হয় এমন কথা বললেন। কুরআন সেটা উল্লেখ করছে :

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

'আমার পিতা আপনাকে আমন্ত্রণ করেছেন, আমাদের পশুগুলিকে পানি পান করানোর পারিশ্রমিক আপনাকে দেওয়ার জন্য।'[৮৭]

এখানে লাজুকতার সাথে সাথে আরেকটি দিকও উঠে এসেছে। সেটা হচ্ছে, কথার স্পষ্টতা। কথায় স্তব্ধতা নেই, নেই আটকে যাওয়া।

একজন সচ্চরিত্র যুবতি স্বভাবতই কোনো পুরুষের সাথে দেখা করে কথা বলতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু নিজের নিষ্কলুষতা ও অটলতা থাকতে পারার আত্মবিশ্বাসে কথায় জড়িয়ে যায় না; বরং সে স্পষ্ট ভাষায় কাঙ্ক্ষিত কথা বলে, প্রয়োজনের বেশি কিছু বলে না।

নারীকে লজ্জা দিয়ে সৃষ্টি করার অর্থ এ নয় যে, নারী অবলা। সত্য বলা, ইলম অন্বেষণ করা, সৎ কাজের আদেশ করা, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার ক্ষেত্রে তার কোনো বাধা নেই। এগুলো তার দায়িত্ব ও কর্তব্যও বটে।

উম্মে সুলাইম আনসারি ﵂-কে লজ্জা বাধা দেয়নি সত্য কথা বলতে। তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ তাআলার কাছে সত্য বলতে

---

৮৬. সুরা আল-কসাস, ২৮ : ২৫।

৮৭. সুরা আল-কসাস, ২৮ : ২৫।

বাধা দেয় এমন লজ্জার গ্রহণযোগ্যতা নেই। যখন নারীর স্বপ্নদোষ হয়, তখন কি সে গোসল করতে হবে?' রাসুল ﷺ-কেও লজ্জা সত্য বলতে বাধা দেয়নি। তিনি বললেন, (نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ) 'হ্যাঁ, যখন সে পানি দেখে।'[৮৮]

উমর ﷺ একবার খুতবায় মোহর বেশি হওয়ার ব্যাপারে কথা বললেন। তখন এক নারী উঠে বললেন, 'আল্লাহ আমাদের যেটা দিয়েছেন, আপনি সেটা নিষেধ করছেন, উমর? আল্লাহ কি বলেননি যে,

وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা করো এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধনসম্পদ প্রদান করে থাকো, তাহলে তোমরা তন্মধ্য হতে কিছুই ফিরিয়ে নেবে না।'[৮৯]

আল্লাহ-প্রদত্ত নারীর অধিকার রক্ষার্থে প্রতিবাদ করতে তাকে লাজুকতা বাধা দেয়নি। বরং সত্য বলতে যে লজ্জা বাধা দেয়, সেটা শরয়ি লজ্জার কাতারে পড়ে না। আর উমর ﷺ-ও মিথ্যে লজ্জার বশবর্তী হয়ে তার কথাকে প্রতিহত করেননি। বরং আল্লাহর বিধানের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। ওজর পেশ করে বলেছেন, 'সব মানুষ তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী, উমর। এক নারী ঠিক বলেছে, উমরই ভুল বলেছে।'

নিজের সৌন্দর্য, সম্পদ, উচ্চ বংশ প্রভৃতি নিয়ে অহংকার কোরো না। কেননা, এসব কিছুই তোমার কৃতিত্ব নয়; বরং সবই আল্লাহর দান।

আর নিজের বড়াই নিজে না করে, মানুষকে তোমার প্রশংসা করতে দাও। মানুষই তোমার প্রশংসা করবে, তোমাকে মিছে হয়রান হতে হবে না। অন্যথা বড়াই দেখাতে গেলে মানুষ তোমার ব্যাপারে বলবে, 'অমুক মেয়ে বড্ড অহংকারী, খুব দেমাগি!'

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'কারও মনে যদি অহংকার থাকে, তবে সেটা শুধু এ কারণে যে, তার মধ্যে হীনতা আছে।'

---

৮৮. সহিহুল বুখারি : ২৮২।
৮৯. সুরা আন-নিসা, ৪ : ২০।

স্বামীর মন জয় করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি

- স্বামীর মন জয় করার দরজা পেটের পথ ধরে চলে গিয়ে হৃদয়ে মিশেছে।

এমনটাই আমরা শিখেছি উমামা বিনতে হারিস থেকে। স্বামীর ঘরের উদ্দেশে মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় বললেন, 'শোনো, তার ঘুমের সময়, খাবারের সময় ঠিকঠাক যত্ন নেবে। কারণ অনবরত পেটে খিদে থাকলে আগুন জ্বলে যেন। আর অসময়ে ঘুম থেকে জাগালে তার রাগের কারণ হবে।'

একজন স্ত্রী তার স্বামীর খাবার খাওয়ার সময়ের বিশেষ যত্ন নেয়, যতটা সহজলভ্য হয় ততটুকুর ভেতরে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরিতে সিদ্ধহস্ত হয়—সে স্ত্রী তার স্বামীর ভালোবাসা অর্জন করে, তার সম্মান অর্জন করে, এমনকি এ স্বামী তার স্ত্রীর রান্নার প্রশংসা করতে থাকে তার আত্মীয়-স্বজনদের কাছে, অফিসের কলিগদের কাছে।...

তবে এর অর্থ এ নয় যে, স্ত্রী ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাবার তৈরির পেছনেই লাগিয়ে দেবে। নতুন নতুন ডিশ রাঁধার মধ্যে ব্যস্ত থাকবে। বরং স্বামীর পছন্দসই খাবার রাঁধবে, তবে খেয়াল রাখবে, রান্নার কাজে পুরো সময় যেন চলে না যায়, আর অন্যান্য কাজেও যেন যথেষ্ট সময় দেওয়া হয়।

স্বামী যখন কাজ থেকে ফিরে আসে, তখন ক্ষুধায় তার পেট জ্বলে। তখন যদি সে খাবার প্রস্তুত পায়, ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়, চারদিকে সুবাসে ভরা থাকে, তার সাথে খাবে বলে তার রানির মতো স্ত্রীকে অপেক্ষারত দেখে, তখন সে পরিবারে আল্লাহ তাআলা বরকত দেন, সুখ দেন, সমৃদ্ধি দেন। সে পরিবারে ইমানের আবহাওয়া তৈরি হয়।

কিন্তু কখনো দেখা যায় স্ত্রী ক্লান্ত থাকে অথবা রুগ্‌ণ শিশুকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে আবার কখনো কোনো জরুরি অবস্থার কারণে রান্নায় দেরি হয়ে যায়।

জীবনে প্রথমবারের মতো স্বামীর সামনে দেরিতে খাবার আনল। কতক্ষণ? মাত্র আধ ঘন্টা দেরি হয়েছে। কিন্তু এটা স্বামীর রাগের পারদ অনেক ওপরে চড়িয়ে দিয়েছে। এমনকি সন্তানদের সামনেই স্ত্রীকে বকে দিল। আবার আশপাশের মানুষদের কাছেও বদনাম করে বেড়াবে সে।

অন্যদিকে একজন ভালো স্বামী এসব অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখবে। তার স্ত্রীর সমস্যায় হাত বাড়াবে। সাহায্য করবে। তার ওপর রাগান্বিত হবে না। যথাসময়ে খাবার অনুপস্থিত হলেও তার ওপর রাগ দেখাবে না। বরং সে-ই স্ত্রীর কাজে হাত বাড়িয়ে খাবারের প্রস্তুতি সারবে। রান্না-শেষে স্ত্রীকে বলবে, 'তোমার নিয়ে যাওয়া লাগবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি। তুমি খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।' এরপর খাবার এনে পরিবেশন করবে।

খাতুন, এত সুন্দর কথা শুনে বেশি খুশি হোয়ো না। কেননা, সব স্বামী তো এত ভালো হয় না। কিছু স্বামী খুবই রাগী হয়। তারা না কোনো বিষয়ে দেরি সহ্য করে, না কোনো ক্ষেত্রে কমতি পছন্দ করে।

স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক কেবল খাবার নিয়েই নয়। স্বামীর আরও অধিকার রয়েছে। সে সবের প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর সুন্দর সম্পর্ক একটা শিল্প, এটাতে মজা রয়েছে, নতুনত্ব রয়েছে, রয়েছে সমৃদ্ধি।...

- একবার স্বামী-স্ত্রী গেল চিড়িয়াখানায়। তারা দেখল, বানর তার স্ত্রী বানরের সাথে খেলছে। বেশ মজে আছে।

  এ দেখে স্ত্রী বলল, 'ওহ, ভালোবাসার চমৎকার গল্প!'

  দেখতে দেখতে তারা দুজন সিংহের খাঁচার সামনে এল। সিংহ তার সিংহী থেকে কিছুটা দূরে বসে আছে চুপ করে।

  এ দেখে স্ত্রী বলল, 'আহা, ভালোবাসার একটা দুঃখজনক গল্প।'

  এবার স্বামী বলল, 'তোমার হাতের এ বোতলটা সিংহীর দিকে ছুড়ে মারো আর দেখো সিংহ কী করে।'

  যেমন কথা তেমন কাজ। স্ত্রী ছুড়ে দিল সিংহীর দিকে লক্ষ্য করে। সিংহ সাথে সাথে গর্জে উঠল তার সিংহীর প্রতিরক্ষায়।

এরপর তারা বানরের খাঁচার সামনে এল। স্ত্রী বানরের দিকে বোতল ছুড়ে মারল। বোতল আসতে দেখে পুরুষ বানর তার স্ত্রী বানরকে রেখে ছুটে পালাল; যাতে বোতল এসে তার গায়ে না লাগে।

এবার স্বামী বলল, 'মানুষ তোমার সামনে নিজেকে কেমন প্রকাশ করে সেটার ধোঁকায় পড়ো না। কারণ কিছু মানুষ ভেতরে এক রকম হয়, আর বাইরে প্রতারণার পোশাক পরে থাকে।

আবার কিছু মানুষ তাদের আবেগ-অনুভূতি সংরক্ষণে রাখে তাদের অন্তরের ভেতরে। সঠিক সময়ে সেসব প্রকাশ পায়।'

ভালোবাসা তেমন জীবনের জন্য পানি যেমন

- পানির অপর নাম জীবন। তেমনই ভালোবাসার ওপর নাম দাম্পত্য জীবন। ভালোবাসা দ্বারা দাম্পত্য জীবন পরিশুদ্ধ হয় এবং ভুলসমূহ ক্ষমা করা হয়।

শাইখ আলি তানতাবি ﷺ বলেন, 'ভালোবাসায় দোষ নেই। প্রেমিকদের বিরুদ্ধে কিছু বলারও সুযোগ নেই। কিন্তু সেসব প্রেমিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে হয়, যারা দ্বীনের বিধান লঙ্ঘন করে ভালোবাসতে চায়। অথবা নিজের চরিত্রকে নষ্ট করে। কিংবা নিজের পুরুষত্বকে ধ্বংস করে। অথবা দুনিয়ার কয়েক মুহূর্তের উপভোগের বিনিময়ে জাহান্নামের হাজার বছরের আজাব ক্রয় করে।...'

- একটি দম্পতির মধ্যকার সবচেয়ে পরিশুদ্ধ ভালোবাসা হয়ে থাকে বিয়ের পর।... স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি গুরুত্ব দেয়, সেখানে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। একে অপরের অবস্থা দেখে তদনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়, সেখানে ভালোবাসা প্রকাশ পায়। একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, সেখানে ভালোবাসা প্রকাশ পায়।

ভালোবাসা সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি, ঝগড়া-ঝগড়াহীন সময়, সব সময় বিরাজমান থাকে। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের মাঝে ভালোবাসা ও প্রেমের ছোঁয়া দেখবে তুমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে।

কোনো দিন দেখা গেল, স্বামীর মুখ কালো হয়ে আছে। তখন স্ত্রীর একটা সমর্থক মুচকি হাসি স্বামীকে সাহস জোগাবে, তার মুখেও হাসি ফুটাবে।

কোনো রাত কঠিন যাচ্ছে। এ কাঠিন্য কেটে যাবে স্ত্রীর কয়েক ফোঁটা ভালোবাসার বদৌলতে।...

আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি পানপাত্র থেকে পানি পান করে রাসুল ﷺ-কে দিতাম। তিনি পানপাত্র ঘুরিয়ে ঠিক সেখান থেকে পান করতেন, যেখান থেকে আমি পান করেছিলাম। রাসুলের সাথে সফরে যেতাম, ঘুরতে যেতাম। তাঁর সাথে

প্রতিযোগিতা করতাম। তিনি আমার সাথে কৌতুক করতেন। আমাকে হাসাতেন। আমরা দুজন হাসতাম।'

রাসুল ﷺ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বলেন :

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

'তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও। কারণ, নারীগণ পাঁজরের হাড় দিয়ে সৃষ্ট হয়েছে। আর পাঁজরের সবচেয়ে ওপরের হাড়টাই বেশি বাঁকা। যদি তুমি ওটাকে সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি যেমন আছে তেমন রেখে দাও, তাহলে সেটা সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। তাই তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও।'[৯০]

- স্ত্রীর জন্য তোমাকে আকাশ হতে হবে। আকাশের মতো তাকে আগলে রাখবে। তার জন্য তোমাকে কল্যাণের বীজ রোপিত জমিন হতে হবে। যেখান থেকে সে ফসল তুলবে।

তোমার কাছে তার একটাই চাওয়া। তুমি তাকে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসবে। একনিষ্ঠ হয়ে তাকে ভালোবাসবে।...

তোমার কাছে সে চায়, তুমি তার আবেগ-অনুভূতির খেয়াল রাখবে।...

তাহলে এসব করার পর তুমি একজন স্ত্রী পাবে, তার মাঝে পাবে একজন বান্ধবী, পাবে সফরের সঙ্গী, পাবে জীবনের অর্ধাঙ্গিনী।...

যদি মানুষ এক হাতে দুনিয়ার সব সৌন্দর্য, আরেক হাতে তোমাকে রাখে, তাহলে সে তোমাকেই প্রাধান্য দেবে, সব মানুষের বিপরীতে তোমাকেই গ্রহণ করে নেবে।...

এমনটা কখনো চিন্তা করেছ? যদি—আল্লাহ না করুন—তোমার স্ত্রীর অসুখ হয়। সে হাসপাতালে ভর্তি থাকল। তুমি বাড়িতে সন্তানদের নিয়ে একা। সন্তানদের

---

৯০. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮।

সামাল দিচ্ছ। তুমি কি তাদের কোলাহলে ধৈর্য ধরতে পারবে? তাদের ঝগড়া সামাল দিতে পারবে?[৯১]

সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার, রাতের খাবার এসব ঠিক সময়ে উপস্থিত করতে পারবে তো?! ঘরদোর ঠিকঠাক পরিষ্কার রাখতে পারবে তো?! বাচ্চাদের পোশাক-আশাক ঠিকমতো ধুতে পারবে তো?!

তাদের কীভাবে গোসল করাবে?! ছোট বাচ্চা থাকলে তার পায়খানা-প্রস্রাব কীভাবে পরিষ্কার করবে?!

সকালবেলায় কী করবে?! তাদের কীভাবে পোশাক পরিয়ে মাদরাসা-স্কুলে পাঠাবে?!

তুমি যে কষ্ট ভোগ করবে, সেটা দেখে অন্যদের মনে তোমার প্রতি করুণা আসবে।

এখন বুঝে নাও, সংসার সামলে একজন নারী কতটা কষ্ট স্বীকার করে! এ জন্য প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা করো যে, আল্লাহ সুস্থতা ও নিরাপত্তার নিয়ামত দিয়েছেন তোমাদের, এরপর শুকরিয়া আদায় করো যে, আল্লাহ তোমাকে একজন নেককার স্ত্রী দিয়েছেন।

৯১. ড. সালমান বিন ইয়াহইয়া মালিকি কৃত আইয়ুহাল আজওয়াজ... রিফকান বিল কওয়ারির (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

এক স্ত্রীর গল্প

• স্বামী কাজ থেকে ফিরল। ঘরের সামনে যেটা দেখল, তাতেই সে বিস্মিত। তার তিন সন্তান ঘরের সামনে খেলছে। এখনো তারা তাদের ঘুমের পোশাকে। সকাল থেকে এখনো পোশাক পালটায়নি।

ঘরের প্রধান দরজা খোলা। আঙিনায় খাবারের প্যাকেট ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাটির ওপর র‍্যাপিং পেপার পড়ে আছে।

তিন সন্তানকে ঘরে এনে দরজা আটকে দিল সে। ঘরের ভেতর এসে দেখল, সবকিছু এলোমেলো!

টেবিল ল্যাম্প ভেঙে গেছে।... টেলিভিশনের সাউন্ড বেশ বাড়িয়ে দেওয়া।...

খেলনাগুলো এদিক সেদিক ছড়িয়ে আছে।... কাপড়-চোপড় এলোমেলো এখানে সেখানে পড়ে আছে।...

রান্নাঘরের বেসিনে বিভিন্ন খাবার পড়ে আছে।... সকালের নাশতার অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে খাবার টেবিলে। একটার ওপর একট প্লেট ময়লা পড়ে আছে।...

ফ্রিজের দরজা খোলা!

এসব দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারল না সে। তার নিশ্বাস বাড়ছে। মনের ভেতর প্রশ্ন দাগ কেটে গেছে, কী হয়েছে?! জোর কদমে এগিয়ে গেল। খেলনাগুলো পাশ কাটিয়ে কাপড়ের স্তূপ পার করে এগিয়ে গেল তার স্ত্রীর খোঁজে?! তার কি কিছু হয়েছে?!

কিছুই সে ভাবতে পারছিল না, মনে মনে খারাপ কিছুর আশঙ্কা করছে।...

হঠাৎ দেখল, বাথরুমের দরজার সামনে পানি দেখা যাচ্ছে।... ভেতরে চোখ দৌড়িয়ে দেখল, বাথরুমের তোয়ালেগুলো ভেজা। কিছু তোয়ালে বাথরুমের মেজেতে পড়ে আছে।...

এবার সে আরও দ্রুত বেডরুমের দিকে এগিয়ে গেল।... এবার তার চক্ষু চড়কগাছ। তার স্ত্রী খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে উপন্যাস পড়ছে!

স্বামী এসেছে টের পেয়ে স্ত্রী তার দিকে তাকাল। মুচকি হাসি দিয়ে জানতে চাইল, আজকে দিন কেমন কাটল?

এদিকে স্বামী বড় বড় চোখ করে বলল, 'আজকে কী হয়েছে, তোমার খবর আছে? ঘরের এ কী বিচ্ছিরি অবস্থা!'

স্ত্রী আরেকবার মুচকি হাসল। বলল, 'তুমি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় এসে আমাকে অপমান করে বলো যে, "সারা দিন কী কাজটা করো তুমি? কোনো একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেখাও, যেটা তুমি করেছ?" এমনটা নয় কি, প্রিয় স্বামী?'

সে বলল, 'হ্যাঁ।'

স্ত্রী বলল, 'ভালো... এখন দেখছ, আমি কাজ না করলে কী হয়? আজকে আমি সারা দিন কিছুই করিনি।'

- মনে কোরো না যে, তুমি একাই কাজ করো। আর কেউ কিছুই করে না। বরং প্রত্যেকেই কাজ করে। তাই সবাইকে সবার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দাও। মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না। এমনটা দেখিয়ো না যে, তারা কিছুই করে না!

খেয়াল করে দেখো, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজে জীবনপণ পরিশ্রম করে; যাতে ঘরের ভেতরে-বাইরে উভয় দিক থেকে জীবনের ভারসাম্য থাকে। জীবন এটার নামই : দেওয়া ও নেওয়া, Give & Take.

- আলি ﵁ তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ﵂-এর ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

'সে তাঁর হাত দিয়ে জাঁতা পিষত, এতে তাঁর হাতে দাগ পড়ে যেত।...

মশকে করে পানি আনতে আনতে তাঁর ঘাড়ে দাগ পড়ে যেত।...

ঘর ঝাড়ু দেওয়ার সময় তাঁর কাপড়ে ধুলোবালি লেগে যেত।....

চুলায় আগুন জ্বালতে গিয়ে কাপড় ময়লা হয়ে যেত।...

এসব করতে গিয়ে তাঁর কষ্ট হতো।...'

এসব স্বামীই তো মহান, যারা নিজেদের স্ত্রীদের ভূমিকায় বিস্মৃত হয় না; বরং তাদের কদর করে, তাদের সম্মান করে।...

দাম্পত্য জীবনের ৫টি টিপস (১)

- স্ত্রী এমনভাবে আচরণ করে, যা কখনো কখনো স্বামীর বুঝে আসে না।...

এ জন্য সে কখনো নিরাশ হয়, আবার কখনো দ্বিধায় পড়ে যায়।...

কিন্তু যদি স্ত্রীর এমন আচরণের কারণ জানতে পারে, তাহলে তার নিরাশা কেটে যাবে।...

নারী তার সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত আচরণ করে। যেটা পুরুষ থেকে আলাদা।...

তাই দেখা যায়, একই সংসারে দুজন স্বামী-স্ত্রী কখনো তারা এমন মিল হয়ে যায় যে, মনে হয় তারা এক দেহ এক প্রাণ। আবার কখনো তাদের মধ্যে এমন অমিল হয় যে, মনে হয় দুজন দুই গ্রহের প্রাণী!

নারীর এমন ৫টি দিক আছে, যা জানলে একজন পুরুষ সঠিকভাবে স্ত্রীর সাথে চলতে পারবে। তাদের মধ্য থেকে সমস্যা দূর হয়ে যাবে, তাদের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা আসে, সেটা থাকবে না আর।

- এক. স্বামী কাজ থেকে ফেরামাত্রই স্ত্রী তার কাছে বাচ্চাদের দেখাশুনা, ঘরের কাজ করতে করতে ক্লান্ত হওয়ার কথা তুলে ধরে। আবার বলে ওয়াশরুমে ফ্লাশ কাজ করছে না বা গ্যাস শেষ হয়ে গেছে।...

এসব সম্পর্কে কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বরে মনে হয় যেন হতাশা ও নিন্দার মিশ্রণ রয়েছে।...

ফলে স্বামী মনে করে বসে যে, স্ত্রী তার কমতি ধরে ধরে বলছে। ফলে সে দুইটার একটা কাজ করে। হয় সে স্ত্রীকে বকাঝকা করতে শুরু করে আর নিজের পক্ষে যুক্তি দেয়। নতুবা সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় আর কাজগুলো তার কাঁধে ফেলে যায়। এদিকে স্ত্রী তো তার এমন আচরণে অবাক হয়ে যায়। সে তো কেবল এগুলো

ঠিকই করতে বলেছে। এর বেশি কিছু তো না। এরপর শুরু হয় সমস্যা, একে অপরকে দোষ দেয়, এই সেই...

এখানে মূল কথা হচ্ছে, তোমার স্ত্রী এখানে তোমাকে দোষ দিচ্ছে না, তোমার কমতি-খামতি বলছে না। বরং সে তার চিন্তার কথা তোমার সামনে তুলে ধরছে; যেন তুমি ব্যবস্থা নিতে পারো।...

এখানে স্বামীর করণীয় হচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্য চুপ থাকা। এরপর এসে স্ত্রীকে বাহুডোরে নিয়ে বলা, 'আমি জানি, প্রিয়তমা, তুমি কাজ করতে করতে ক্লান্ত। তোমার কাজের জন্যই তো এ ঘর টিকে আছে।' তখন দেখবে, স্ত্রী যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে, সে তোমাকে চমকে দিয়ে বলছে, 'চিন্তা কোরো না, প্রিয়, সবকিছুই তোমাকে দেখে সহজ হয়ে যায়। সব কষ্ট তোমাকে দেখে ঘুচে যায়।'

- দুই. কখনো স্বামী লক্ষ করে যে, তার প্রিয় স্ত্রী প্রথম প্রথম সে যা চাইত সবকিছু হাসিমুখে এনে দিত। সব সময় তার মুখে সুন্দর মিষ্টি হাসি লেগে থাকত। কিন্তু কিছু সময় পর সে খেয়াল করল, এখন সে আগের মতো তার যত্ন ঠিকই নিচ্ছে; কিন্তু তার মুখে সে মিষ্টি হাসি নেই। এখন মিষ্টি হাসির জায়গায় একটা গোমড়া মুখ দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। কেন? কী হয়েছে?...

স্পষ্ট খোলাখুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে, এমন কিছু তুচ্ছ কারণ বেরিয়ে এসেছে, যা আসলে স্বামীর কাছে আগে কিছুই মনে হয়নি!

বাস্তবতা হচ্ছে, প্রথমে স্ত্রী কোনো বিনিময় ছাড়াই এমনিই মিষ্টি হাসি দিয়ে তাকে বরণ করত। এরপর একটা সাধারণ হাসি। এরপর গোমড়া মুখ।...

কারণ তার সৃষ্টিই এভাবে। সে অটোমেটিক দিয়ে যায়। সে পুরুষের মতো নয়। পুরুষ মানুষ কেবল যেখানে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে বা যেখানে দায়িত্ববোধ আছে বলে মনে করে, সেখানেই কেবল তার চেষ্টা দেয়।...

নারীরা অটোমেটিক দিয়ে যায়। কিন্তু যখন দেখে তার এ কাজের মূল্য কেউ বুঝছে না, তখন সে কাজ করে যায়; কিন্তু তার ভেতরে একটা চাপা ক্ষোভ থাকে। এটাই তার গোমড়ামুখো হওয়ার কারণ।... এটা দেখে পুরুষ খোলাখুলি কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে মনে করে সে কি বাঁচাই না বাঁচল।...

কিন্তু এখানে তার স্পষ্ট খোলাখুলি আলোচনা করাই শ্রেয়।... তার দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীকে বাড়ির কাজে সাহায্য করা, স্ত্রীর কিছু ঘরের কাজে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। কখনো তাকে কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়ে আরাম করতে বলা, তার কিছু ভার নিজের কাঁধে নেওয়া।

- তিন. বিয়ের কদিন পর স্বামী খেয়াল করে, তার স্ত্রী কেমন যেন বদলে গেছে। চুপ হয়ে থাকে। অযথা চিন্তায় ডুবে থাকে। একাকী থাকতে পছন্দ করে।

কিছু কিছু মানুষ স্পষ্ট কথা বলার আশ্রয় নেয়। কিন্তু স্ত্রী তো চুপই থাকে। অথবা হঠাৎ করে স্বামীর মুখের ওপর বলে ওঠে, 'তুমি আমাকে ভালোবাসো না'।... তার এমন অকৃতজ্ঞতার কারণে স্বামী রাগে ফুঁসে ওঠে আর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় বাইরে!

এমন অবস্থায় মনে রাখবে, এমন কিছু স্বাভাবিক ও তার স্বভাবগত। এটা নারীর স্বভাবের আবেগীয় অংশ, যেটা প্রায় মাসে কিছু নারীর ওপর দিয়ে গিয়ে থাকে। কতক নারী ভালোবাসার ওপর মানিয়ে গেলেও তাদের ভেতর বর্জন বা প্রত্যাখ্যানের সুপ্ত ভয় কাজ করে।... সময়ে সময়ে সে আরও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।... গ্রহণ ও ভালোবাসার ঢেউ তাকে ওপরে নিয়ে যায়। আবার কখনো ভয় ও হতাশার ঢেউ তাকে তীরে আছড়ে ফেলে দেয়। এভাবে সে বিষণ্ন ও নির্জন হয়ে যায়।...

কতক স্ত্রী এসব ভয়ের কথা তার স্বামীকে স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা পায়। তাই চুপ থাকতেই পছন্দ করে সে। আর এ নীরবতা তার স্বামীকে চিন্তিত করে তোলে।

তাই এমন অবস্থায় স্বামীর দায়িত্ব তার স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা, তাকে পর্যাপ্ত ভালোবাসা দেওয়া; যাতে সে এ স্তর থেকে প্রশান্তির সাথে বেরিয়ে আসে।...

এ অবস্থাটা কোনো কোনো নারীর ক্ষেত্রে দুই দিন বা সাত দিনের মতো চলতে থাকে। তবে স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে, এ সময়ের বিষণ্নতাকে সুযোগ না দেওয়া। সুযোগ দিলে সে এটাকে ইচ্ছে করে আরও লম্বা করে ফেলবে।

- চার. যখন স্ত্রীর সাথে আলোচনা বা তর্ক হয়, তখন স্বামী মনে করে তার স্ত্রী তার দোষ ধরছে, যেন স্ত্রী তাকে জবাবদিহি করছে।.... কখনো বলছে, 'তুমি আমার সাথে আগের মতো কথা বলো না', 'কত বছর হয়ে গেল আমরা একসাথে বসি না', 'তুমি আমার মোটেই কেয়ার করো না।'

কিছু পুরুষ এটা জানে না যে, পুরুষেরা সাধারণত যেকোনো বিষয়ে তার মতামত সংক্ষিপ্তাকারে দিয়ে থাকে, অন্যদিকে নারীরা সাধারণত সংক্ষিপ্ত করার পরিবর্তে ব্যাপক বিশ্লেষণের দিকেই তাদের ঝোঁক থাকে। আর নারীরা ভুল বা মন্দ যা বলে, তা আসলে নিজের ইচ্ছেতে বলে না। ঝোঁকের কারণে এসে যায়।...

নারী জীবনের বিষয়াদিকে সংক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে দেখে, যার কারণে সে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত কিছু বলতে পারে না।... যেমন : কতক নারী যা বলার তা বলতে শুরু করে, বলতে শুরু করার পর চিন্তা করে।... অন্যদিকে পুরুষ কথা বলার আগে দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকে।...

নারীর এমন কথা বলার পদ্ধতি মেনে নাও। যদি তুমি যুক্তি দিয়ে তাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করো, তাহলে তখন সে বলবে, সে যা মুখে বলেছে আসলে তা ইচ্ছে করে বলেনি।...

- পাঁচ. নারীর রক্ষণাবেক্ষণ ও তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাকে বুঝতে দাও যে, তুমি তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছ; যদিও তা হয় কেবল কিছু ছোট প্রশ্ন করার মাধ্যমে। যেমন : 'তুমি কি নাস্তা করেছ?', 'তুমি কি ওষুধ খেয়েছ?', অসুস্থ থাকলে 'কেমন লাগছে এখন?' যখন সে বুঝবে যে, তুমি তার কেয়ার করছ, তার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছ, তখন সে তোমাকে আরও বেশি ভালোবাসবে।...

স্ত্রীর শখ নিয়ে ঠাট্টা করবে না। নিজেকে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য, অবসর কাটানোর জন্য প্রতিটি মানুষের আলাদা পদ্ধতি থাকে। কেউ পড়তে ভালোবাসে, কেউ অন্য কিছু করতে ভালোবাসে।

তবে অবশ্যই, স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তার পছন্দের জিনিস করে উপভোগ করতে চায়, যেমন : পড়া বা ব্যায়াম করা বা আঁকা কিংবা উপকারী কিছু শোনা ও দেখা। যদি এগুলো আল্লাহর হালালকৃত সীমানার ভেতর হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধে নেই। দুজনেই দুজনকে তার আপন অবস্থায় অবসর কাটাতে দেবে, যখন তাদের উভয়ের অবসর কাটানোর ধরন বা তাদের শখ ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আর যদি দুজনের শখ ও অবসর কাটানোর ধরন একইরকম হয়, তখন উভয়ে ততটুকু করবে, যতটুকু শরিয়তের সীমানার ভেতরে আর যতটুকু অপরজনের জন্য সীমাতিরিক্ত না হয়।

যা দূরে সরিয়ে দেয়

- স্ত্রীকে তার স্বামী থেকে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা দূরে সরিয়ে দেয়, সেটা হচ্ছে : তাচ্ছিল্য করা, গোঁড়ামি করা, স্বামীর প্রতি সন্দেহের বাতিক থাকা।

কখনো কখনো কতক পুরুষ জেদ ও ফন্দির আশ্রয় নেয়, যখন দেখে তার স্ত্রী তাকে এমনভাবে জেরা করছে, যা তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। কখনো সে স্ত্রীকে দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্য ইচ্ছে করে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে থাকে, তার সাথে স্ত্রীর কঠোর আচরণকে প্রতিরোধ করতে সে এমনটা করে।

কখনো সে রাতের বেলা বন্ধুদের সাথে কাটাতে যায়, অথবা দেরি করে ঘরে ফেরে; যাতে তাকে স্ত্রীর জবাবদিহি ও তাচ্ছিল্যের মুখে পড়তে না হয়।

একজনের মনে যখন অপরজনের প্রতি সামান্য সন্দেহ তৈরি হয়, তখন সে গুপ্তচরবৃত্তি করতে শুরু করে। তার মোবাইলে অচেনা কারও মতো করে মেসেজ পাঠায় বা ছদ্মনামে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে। এসবই কুরআনে হারাম করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَجَسَّسُوا

'তোমরা একে অন্যের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না।'[৯২]

এমন অযাচিত সন্দেহ কত ঘর উজাড় করেছে তার ইয়ত্তা নেই! কত হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে তার হিসেব নেই!

---

৯২. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ১২।

তাই...

- তোমার ঘরকে তার জন্য প্রশান্তিময় করে তোলো। এ কথাটা যথাযথ প্রতিফলিত করো।

- ভালোবাসার সাথে তার সঙ্গে আলোচনা করো। সন্দেহ বাতিক থেকে দূরে থাকো। কারণ এটা দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

- স্বামীকে বাধ্য কোরো না, তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে খুঁজতে। কারণ যেটা অন্য মেয়ের মধ্যে আছে, সেটা তোমার মধ্যেও আছে। তবে তোমাকে একটু বুদ্ধি খাটাতে হবে।

- তুমি তোমার স্বামীর সব খবর জানতে পারবে ধীরে ধীরে। যখন তুমি ভালোবেসে মিষ্টি হেসে মিষ্টি মিষ্টি কথায় তাকে আগলে রাখবে, তখন একে একে সব কথা সে বলে দেবে।

- যখন সে দীর্ঘ সময়ের জন্য বাড়ির বাইরে থাকবে, তখন তাকে বুঝাও যে, তুমি তার অনুপস্থিতিতে ভীত থাকো। তার বাইরে থাকার উপলক্ষ জানতে পারলে তোমার মন প্রশান্ত থাকে। তাকে বুঝতে দাও যে, তোমার জানার কারণ এটা নয় যে, তুমি তাকে সন্দেহ করছ।

- সময়ে সময়ে তাকে কল করো। তবে যেন একটা কল থেকে অন্যটার দূরত্ব থাকে। এমনভাবে কথা বলো যে, তাকে নিয়ে তুমি ভাবছ, তোমার মনের ভেতর তাকে নিয়ে আগ্রহ কতটা, আর তুমি তার ফিরে আসার প্রতি খুবই উৎসুক হয়ে আছ। এ জন্য নয় যে, সন্তানরা তোমাকে বিরক্ত করছে; তাই তাকে তুমি তাড়াতাড়ি আসতে বলছ। তাকে আসতে বলছ যেন সে এসে সন্তানদের চুপ করায়—এমনটা যেন না হয়।

- তার কাজে যাওয়ার সময় তুমি তাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও। শান্তভাবে মুচকি হেসে কিছু কথা বলে তাকে বিদায় দাও। যাতে গোটা দিন তোমাকে সে মনে রাখে। আর তোমার কাছে ফিরে আসার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

- সন্তানদের তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দাও। আর এরপরের সময়টা স্বামীর সাথে বসে চোখে চোখ রেখে কথা বলে কাটাও; যেন এ বসার মজা পেতে সে ফিরে আসার ইচ্ছে করে, যখন সে বাড়ি থেকে দূরে থাকে।

- যখন তুমি তাকে সুন্দরভাবে অভ্যর্থনা জানালে, সুন্দর আচরণে তাকে বরণ করে নিলে, সুন্দর করে তার খাবার ও পানীয়ের আয়োজন করলে, প্রয়োজনীয় সব করলে, সুন্দর পোশাকে তৈরি হয়ে মুচকি হাসির সাথে তার পাশে থাকলে, তাহলে তুমি সে সবকিছু পাবে, যার আশা তুমি তার কাছে করছ।...

অভিনব উপদেশ

- সদ্য উম্মে ইয়াসের বিয়ে হলো। তাকে হারিস বিন আমরের ঘরে দিয়ে আসা হবে। তার স্বামী কিন্দা রাজ্যের রাজা। বিদায়ের আগে তার মা উমামা বিনতে হারিস তাকে একান্তে কিছু কথা বললেন। সুখী দাম্পত্য জীবনের মূলমন্ত্র জানালেন তাকে। তার ওপর স্বামীর কী কী অধিকার তা বললেন। এসব উপদেশ এ নারীর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বহন করে, তার অভিজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। তিনি বলেন :

'মেয়ে আমার, কোনো মেয়ের বাবা-মায়ের সচ্ছলতার কারণে ও মেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের আগ্রহের কারণে যদি সে তার স্বামীর অমুখাপেক্ষী হতো, স্বামীর ঘরে না যাওয়া লাগত, তবে নিঃসন্দেহে তুমিই তাদের মধ্যে প্রথমে থাকতে। কিন্তু নারীর সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের সঙ্গে থাকার জন্য। আর পুরুষদের সৃষ্টি নারীদের সঙ্গে থাকার জন্য।

মেয়ে আমার, এত দিন এক প্রতিরক্ষায় ছিলে। এখন এখান থেকে অন্য প্রতিরক্ষায় যাওয়ার সময় হয়েছে। পাখি তার বাসা ছেড়ে অপরিচিত বাসায় যাওয়ার সময় হয়েছে। এমন সঙ্গীর কাছে যাওয়ার সময় হয়েছে, যে এতদিন অপরিচিত ছিল। সে তার রাজ্যে তোমার রাজা হবে। তুমি তার দাসীর মতো হয়ে যাও, সেও তোমার গোলাম হয়ে যাবে।... ১০টা জিনিস মনে রাখবে, এসব তোমার সহায় হবে :

১ম ও ২য় : অল্পে তুষ্ট হয়ে তার সঙ্গে থাকো এবং শ্রবণ-আনুগত্যের মাধ্যমে সহাবস্থান করো।

৩য় ও ৪র্থ : তার চোখের মধ্যমণি হয়ে থাকো এবং তার কাছে সবচেয়ে উত্তম সুঘ্রাণ হও। যেন তার চোখ তোমাকে কখনো কোনো অযাচিত কাজে না পায় এবং তোমার থেকে যেন সে কেবল সবচেয়ে উত্তম ঘ্রাণ পায়।

৫ম ও ৬ষ্ঠ : তার খাবারের সময়ের যত্ন নাও, তার ঘুমানোর সময়ে তাকে বিরক্ত করবে না। কেননা, খিদের জ্বালা মারাত্মক ও ঘুমের বিঘ্নতা ক্রোধাত্মক।

৭ম ও ৮ম : তার সম্পদ পাহারা দেবে এবং তার খাদিম-পরিবারের খবর রাখবে। এ দুটোর মূল ভিত্তি হচ্ছে, সম্পদের ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবস্থাপনা ও পরিবারের ক্ষেত্রে উত্তম পরিচালনা।

৯ম ও ১০ম : তার কোনো গোপনীয়তা ভঙ্গ করবে না এবং তার কোনো আদেশের অবাধ্যতা করবে না।

কেননা, যদি তুমি তার গোপনীয়তা ভঙ্গ করো, তাহলে তুমি তার কাছে বিশ্বাসঘাতক হলে। যদি তুমি তার আদেশের অবাধ্য হও, তবে তুমি তাকে ক্রোধান্বিত করলে। আর তার অবস্থার দিকে খেয়াল রাখবে। যদি সে চিন্তিত হয়, তবে তুমি তোমার আনন্দে খুশি প্রকাশ কোরো না, আর তার আনন্দের সময় তোমার নিজের হতাশায় হতাশাকে চেহারায় ফুটে উঠতে দিয়ো না।

কেননা, প্রথমটা ঘাটতি এবং দ্বিতীয়টা বিরক্তির কারণ।

তুমি যত বেশি তাকে সম্মান করবে, সেও তোমাকে তত বেশি মর্যাদা দেবে।...

তুমি যত বেশি তার সাথে মিল রাখবে, তত বেশি সময় সে তোমার সঙ্গে থাকবে।...

তুমি যখন তার সন্তুষ্টিকে নিজের সন্তুষ্টির ওপর প্রাধান্য দেবে, তখন তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য তথা তার ভালোবাসা পাবে।...

তোমার পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে তার পছন্দকে তোমার পছন্দের ওপর প্রাধান্য দাও।...

আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করুন। আমি তোমাকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম।'

- এ মা তার মেয়ের মনের সাথে স্বামীর ঘরের যোগাযোগ করে দিচ্ছেন। তার মন থেকে স্বামীর ঘরের দূরত্ব মিটিয়ে দিচ্ছেন। যেন সে ঘর তার ঘরের মতো হয়ে যায়। আর তার স্বামীর সাথে তার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাকে এসব সচ্চরিত গ্রহণ করতে বললেন এবং উপদেশমতো কাজ করতে বললেন।

এ মা তার মেয়ের স্বামীকে তার যথার্থ স্থান দিলেন। কারণ সে ঘরের সিংহ।...

আর সিংহের স্ত্রী চেষ্টা করবে প্রথমে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশের, এরপর নিজের স্বামীকে সন্তুষ্টি করতে চেষ্টা করবে সে। এখানে তার মা তাকে দাসীর মতো মান্যকারী হতে বলেছেন; অথচ মেয়েটি আদৌ দাসী নয়—সে তো একজন শক্তিশালী বুদ্ধিমতী মনিবা। সে স্বামীর আনুগত্য করবে গৌরবের সাথে, হীনতা বা নীচতার সাথে নয়।...

আর এর পরিবর্তে স্বামী তাকে সর্বোচ্চ ভালোবাসা ও আদর দেবে। গোলাম যেমন মনিবের প্রতি কথায় সায় দেয়, তেমনই স্বামীও তার স্ত্রীর প্রতি নরম হবে এবং শান্ত আচরণে স্ত্রীকে আগলে রাখবে।

আমার স্ত্রী[৯৩] (১)

আমার এক বন্ধু, যে কিনা চিন্তার স্থিরতা, জ্ঞানের পরিপক্বতায় পরিচিত, যে কিনা সংস্কৃতিবান ও সংস্কৃতি থেকে বের হওয়া বা তাতে কিছু প্রবেশ করার ভয়ে ভীত থাকত। এ বন্ধু একদিন বলল, 'তুমি তোমার স্ত্রী সম্পর্কে লিখবে? আর তাতে বলবে যে, আমার স্ত্রী নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমতী এবং সবচেয়ে উত্তম? কেউ কখনো তার স্ত্রী সম্পর্কে লিখেছে বলে তুমি শুনেছ? আরবরা স্ত্রী সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলতে ভয় করে। এমনকি জারির লজ্জার কারণে তার স্ত্রীর মৃত্যুর শোকগাথা করেনি, প্রকাশ্যে স্ত্রীর কবর জিয়ারতেও যায়নি।

তেমনই আমাদের বাপদাদাদের সময়েও দেখা গেছে। তাদের কেউই "আমার স্ত্রী" বলে তার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করতেন না; বরং বলতেন, "পরিবারের মানুষটি বা সন্তানদের মা।" এভাবে ইঙ্গিতবাচক শব্দে উল্লেখ করতেন। তুমি কি এসব ছেড়ে, মানুষের কাছে পছন্দনীয় ধরন ছেড়ে অপছন্দনীয় শব্দেই উল্লেখ করবে?!'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।

আমি লিখব আমার স্ত্রীকে নিয়ে। এতে দোষ কোথায়? সমস্যা কোথায়? লোকেরা তাদের প্রিয়তমার কথা লেখে, যে প্রিয়তমাকে সে হারাম উপায়ে কাছে পেয়েছে। আর আমি হালাল উপায়ে পাওয়া আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা লিখব না?! কত প্রেমিক তার প্রেমিকার কথা লিখে মানুষের কাছে গুনাহের জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে, তাহলে কেন আমি সত্য তুলে ধরে বিবাহকে মানুষের কাছে সুপ্রিয় করে তুলব না?

মানুষ প্রতিদিন বিয়ের ট্র্যাজেডি ও অনিষ্টতা নিয়ে কত শত প্রবন্ধ ও খবর পড়ছে, তাহলে তারা কেন বিয়ের নিয়ামত ও কল্যাণ নিয়ে লিখিত একটি প্রবন্ধ পড়বে না?!

আজ অবধি কোনো স্বামীকে বলতে শুনিনি যে, "আমি সুখে আছি।" যদিও সে বাস্তবে সুখী থাকেও, তবুও সে মুখে সেটা বলবে না। কেননা, মানুষ অকৃতজ্ঞ। এভাবেই তার

---

৯৩. শাইখ আলি তানতাবির প্রবন্ধ (ঈষৎ পরিমার্জিত)।

সৃষ্টি। মানুষ নিয়ামতের কদর তখন বুঝে, যখন নিয়ামত চলে যায়। কারণ সব সময় তার মনে আশা ভর করে থাকে। তাই সব সময় সে আরও বেশি আশা করে। কখনো সে তুষ্ট হয় না। তুষ্টতার স্বাদও তার অজানা থাকে। তাই স্বামীরা সব সময় স্ত্রীদের নিয়ে অভিযোগ করে। কখনো স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। যখন স্ত্রী মারা যায় এবং স্ত্রীর সাথে তার আশার রশি ছিঁড়ে যায়, তখন বুঝে তার কদর। তখন সে স্ত্রীর ভালো গুণগুলো স্মরণ করে, তার মর্যাদা স্বীকার করে। কিন্তু আমি এখনই আল্লাহর নিয়ামতের কথা বলছি এবং তাঁর করুণার কথা তুলে ধরছি, আমি আমার দাম্পত্য জীবনে সুখী ও সন্তুষ্ট।

আমার এ সুখের পেছনে কিছু উপায়-উপকরণ আমাকে সাহায্য করেছে। বিয়ের প্রতি আগ্রহী ও সুখসন্ধানীগণ সবাই এটা করতে সক্ষম। যে এখনো এসবের অভিজ্ঞতা পায়নি, সে এখান থেকে উপকৃত হবে; যে এখনো এ পথে হাঁটেনি, সে আমার কাছ থেকে পথটা চিনে নেবে :

- প্রথমত, আমি এমন কোনো পরিবারে বিয়ে করিনি, যাদের সম্পর্কে আমি জানতাম না আগে। আমি এমন মানুষদের সাথে নিজেকে জুড়ে দিইনি, যাদের সাথে আমার পূর্বপরিচয় ছিল না।... তাই এমন হয়নি যে, বিয়ের পর ধীরে ধীরে যা তাদের সম্পর্কে শুনেছি, তার বিপরীত হয়েছে। এমনও হয়নি যে, তাদের ওপরের সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়েছি, বিয়ের পরে তাদের ভেতরটা দেখে হতভম্ভ হয়েছি।

  বরং আমি আমার আত্মীয়দের ভেতরে বিয়ে করেছি। যাদের আমি চিনতাম-জানতাম। তারাও আমাকে চিনতেন-জানতেন। আমি তাদের বাড়িতে তাদের জীবনাচার সম্পর্কে জানতাম। তারাও আমার বাড়িতে আমার জীবনাচার সম্পর্কে জানতেন।

  কখনো দেখা যায়, লোকজন একজন মানুষ সম্পর্কে বলছে যে, লোকটা খুব মিশুক। দেখা গেল মজলিশে ভালো আচরণ তার। কিন্তু বাড়িতে সে একদমই বদমেজাজি! দেখা যায়, কেউ ওপরে নিজেকে ভালো দেখায়; কিন্তু মূলত সে কদর্য। কেউ নিজেকে দানশীল দেখায়; কিন্তু ঘরের ভেতর সে কৃপণ। মানুষ বাহ্যিকটা দেখে ধোঁকা খায়। এরপর ভেতরের তিক্ততা গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়।

  আমি এমন নারীকে বিয়ে করেছি, যার বাবা আমার মায়ের চাচাতো ভাই। তিনি হলেন, সিরিয়ান বিচারক শাইখ অধ্যাপক সালাহুদ্দিন। তার মা হলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সিরিয়ার প্রখ্যাত আলিম শাইখ বদরুদ্দিন হাসানি ﷺ-এর মেয়ে। আমার স্ত্রী দুদিক থেকেই উচ্চবংশীয়।

আমার স্ত্রী (২)

- দ্বিতীয়ত, আমি আমার স্ত্রীকে আমার সমস্তর থেকে বাছাই করেছি—তার বাবা আমার বাবার সাথে কোর্ট অব ক্যাসেশনে কর্মরত ছিলেন। তিনিও বিচারক। আমিও বিচারক। তার জীবনযাপন পদ্ধতি আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতির কাছাকাছি। দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টা শক্ত ভিত হিসেবে কাজ করে। এ জন্যই হানাফি ফকিহগণ বিয়ের ক্ষেত্রে কুফু (সামঞ্জস্যতা) মিলিয়ে নেওয়াকে অপরিহার্য মনে করেন।

- তৃতীয়ত, আমি তাকে বেছে নিয়েছি সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হিসেবে—সে পড়তে ও লিখতে পারত। যা তাকে অশিক্ষিতের কাতার থেকে বের করে আনে। এখন ১৩ বছর আমার সঙ্গে থাকার পর সে এমন শিক্ষিত হয়েছে যে, সে পড়ে বুঝতে পারছে, বিভিন্ন বই ও ম্যাগাজিন পড়ে মজা পাচ্ছে, অনায়াসে পড়তে পারছে এতটা পরিমাণে ও মাত্রায় যে, ওতটুকু পর্যন্ত অন্য উচ্চশিক্ষিত নারীরা পৌঁছতে পারেনি।

  আমি বলছি না যে, পুরুষরা উচ্চ শিক্ষিত নারীদের বিয়ে করবে না; বরং আমি দুঃখের সাথে এতটুকু জানাচ্ছি যে, এ শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা করুণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটা যুবতির মধ্যে ও তার স্বভাবের ভেতরে খারাপ কিছু ঢুকিয়ে দেয়। তার থেকে তার অনেক বৈশিষ্ট্য কেড়ে নেয়। তার হাতে অন্তঃসারশূন্য শিক্ষা ধরিয়ে দিয়ে যায়। যেটা তার জীবনে কোনো কাজে আসে না। না স্ত্রী হিসেবে কাজে আসে আর না মা হিসেবে কোনো উপকারে আসে! আর একজন নারী যতই উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন, তার সবচেয়ে বড় আশা হয়ে থাকে একজন সুখী স্ত্রী ও সার্থক মা হওয়া।

- চতুর্থত, আমি সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করব না—বিয়ে করার আগে আমি এ শর্তটাকে আবশ্যক করে নিয়েছিলাম। কারণ আমি জানি যে, সৌন্দর্য আজ আছে কাল নেই।

সৌন্দর্য দেখে বিয়ে করলে যখন সৌন্দর্য উবে যাবে, তখন তার সাথে তোমার অনুভূতিও ধীরে ধীরে উবে যাবে। তাই আমরা অনেক সময় দেখি, অনেক পুরুষ তার সুন্দরী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এমন কাউকে বিয়ে করছেন যে কিনা আগের জনের মতো ওতটা সুন্দরী নন। আর এ থেকেই ইবলিসের অবৈধ প্রণয়সংক্রান্ত কানুনে ফারাজদাকের সূত্র এসেছে, ফারাজদাক ছিল পাপাচারিতার শীর্ষগুরু, অন্য নারীর সাথে শোয়ার পর স্ত্রী যখন বাতি জ্বেলে দিয়ে হাতেনাতে ধরল, তখন সে বলেছিল :

ما أطيبك حراما وأبغضك حلالا

"তোমাকে যা খুশি করে, তা হারাম; তোমাকে যা রাগিয়ে তোলে, তা হালাল।"

- পঞ্চমত, স্ত্রীর পরিবারের সাথে আমার সম্পর্ক ততটুকুই ছিল যতটুকুর সীমানা রয়েছে—পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও সম্মান করার সম্পর্ক ছিল। পরস্পরকে আমরা দেখতে যেতাম, সাক্ষাৎ করতাম। তবে কখনো ওতটুকু গিয়ে সীমালঙ্ঘন করিনি, যতটুকু অন্য জামাতারা করে থাকে, আমি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দখল দিইনি, তাদের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিইনি।

আমরা স্বামী-স্ত্রীও কখনো সন্তুষ্ট থাকতাম, কখনো রাগ করে থাকতাম—যেমনটা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণত রাগ ও সন্তুষ্টির পালাবদল হয়ে থাকে। কিন্তু তার পরিবারের কেউই কখনোই আমাদের এ রাগ-সন্তুষ্টির ভেতরে নাক গলাতে আসেনি।

দাম্পত্য জীবনের কলহসংক্রান্ত ২০ হাজারেরও বেশি কেস আমি দেখেছি। এ বিষয়ে আমার বেশ অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে। এ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, যদি ঝগড়ায় লিপ্ত স্বামী-স্ত্রীকে তাদের হালে ছেড়ে দেওয়া হতো আর পরিবারের কেউ, সন্তানদের কেউ সেখানে নাক না গলাত, তাহলে তাদের মধ্যকার ঝগড়া এমনিতেই মিটে যেত। শান্তির সাথে এসব কেসের তিন-চতুর্থাংশ এমনিতেই সমাধান হয়ে যেত।

- ষষ্ঠত, আমরা নিজেদের প্রথম দিনগুলো খুব মধুর করে কাটাইনি—যেমনটা অধিকাংশ দম্পতি করে থাকে। বিয়ের প্রাথমিক দিনগুলো খুবই মধুর করে কাটায়, এরপর বাকি জীবন করলার মতো তেতো কাটে।

আমি প্রথম কিছু দিন তার সাথে আমার খারাপ দিকটাই দেখাই। যাতে সে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমাকে এভাবে গ্রহণ করে নেয় এবং এর ওপর ধৈর্যধারণ করে। এরপর আমি তাকে নিজের ভালো দিকটা দেখাই। তাই আমাদের দাম্পত্য জীবন যত পুরোনো হচ্ছে, ততই আমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সুখ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- সপ্তমত, সে কখনো কর্তৃপক্ষকে প্রবেশ করায়নি আমাদের দাম্পত্য কলহের মধ্যে—এটা আমি শর্ত করে দিয়েছি। কারণ দাম্পত্য বিরোধের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এ কর্তৃপক্ষ। একজন পুরুষ এমন কর্তৃপক্ষকে ব্যবহার করে নিজের প্রভাব দেখানোর জন্য। এতে স্ত্রীর মনে ভয় প্রবেশ করে।

- অষ্টমত, তার রাজ্যে তাকে রাজত্ব করতে দিয়েছি—আমি কখনো তার কর্তৃত্বের ভেতর দখল দিইনি। যেমন : ঘরের কাজ গুছিয়ে নেওয়া, সন্তানদের প্রতিপালন করা। আর সেও আমাকে আমার অংশ যথাযথভাবে দিয়েছে। যেমন : তত্ত্বাবধান করা ও নির্দেশনা দেওয়া।

আমার স্ত্রী (৩)

- নবমত, আমি তার কাছ থেকে কিছুই লুকাই না, সেও আমার কাছ থেকে কিছু লুকায় না। আমি তাকে মিথ্যা বলি না, সেও মিথ্যা বলে না। আমি তাকে আমার আর্থিক অবস্থা তুলে ধরি। আমি যেখানে যাই, সেখানে তাকে নিয়ে যাই অথবা নিয়ে যেতে না পারলে জানিয়ে দিই। আর সে যত জায়গায় যায় আমাকে জানিয়ে যায়। আমাদের সন্তানগুলোও সত্যবাদিতা ও স্পষ্টতায় অভ্যস্ত হয়েছে। আর মিথ্যাকে ঘৃণা ও নিন্দা করা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

আল্লাহর কসম, আল্লাহর কাছে যতটা দুআ করেছি যে, একজন একনিষ্ঠ, বুদ্ধিমতী ও পরিচালনার গুণসম্পন্ন স্ত্রী দিন, তার চেয়ে বেশিই তার মাঝে পেয়েছি। সে প্রাচ্যের সেসব নারীর একজন, যারা ঘরে বসবাস করে, নিজের জন্য নয় বরং স্বামী ও সন্তানদের জন্য জীবনযাপন করে। আমাদের খাওয়ানোর জন্য সে ক্ষুধার্ত থাকে। আমরা যেন ঠিকমতো ঘুমোতে পারি, সে জন্য সে নিদ্রাহীন থাকে। আমরা যেন আরাম করতে পারি, সে জন্য সে ক্লান্ত হয়। আমরা যেন ঠিক থাকি, সে জন্য সে নিজের শরীর ক্ষয় করে। ঘরের সবার আগে ঘুম থেকে ওঠে এবং সবার পরে ঘুমোতে যায়।

তার সারাটা দিন কাটে ঘর পরিষ্কারের কাজে, সেলাইয়ের কাজে, ঘরের বিভিন্ন কাজে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য আমার আরাম ও আমার সুখ-শান্তি। যখন আমি লিখতে বসি কিংবা ঘুমাতে যাই, তখন সে সন্তানদের চুপ করিয়ে রাখে, ঘর শান্ত রাখে, আমার থেকে সকল বিঘ্নতা দূরে রাখে।...

আমি যাকে পছন্দ করি, সেও তাকে পছন্দ করে। আমি যার সাথে শত্রুতা করি, সেও তার সাথে শত্রুতা করে। অন্য নারীরা যেখানে মানুষের সন্তুষ্টির জন্য মুখিয়ে থাকে, সেখানে তার সব আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু থাকে আমার সন্তুষ্টিকে ঘিরে। অন্য নারীদের আগ্রহ যেখানে সাজগোজ করা বা নতুন নতুন পোশাক পরা, সেখানে তার আগ্রহ হচ্ছে যেন ভাড়া ঘরের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র মালিকানার ঘর থাকে আমাদের।

সে আমার পরিবার ও আত্মীয়দের পছন্দ করে। পরিবারের সব ভালো আমার দিকে অবিরত স্থানান্তর করতে থাকে সে। যদি কারও সাথে আত্মীয়তা রক্ষায় আমার কমতি হয়, তখন সে আমাকে উৎসাহ দেয়। যদি কখনো কোনো আত্মীয়ের খোঁজ নিতে ভুলে যাই, সে আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

একদিন আমি আমার বোনের সাথে একটা বিষয়ে বিরোধ করতে যাচ্ছিলাম—যেমনটা সাধারণত মানুষের মাঝে হয়ে থাকে—কিন্তু সে আমাকে প্রবোধ দিয়ে বোঝাল, তখন আমি আমার বোনকে কেবল ভালোবাসা ও স্নেহে অভ্যর্থনা জানালাম। সেখানে আমাদের দুজনের দিক থেকে একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততা বিরাজমান ছিল।

এমন স্ত্রী নারীদের আদর্শ। যার পুরো দুনিয়াটা হচ্ছে তার স্বামী ও ঘরকে ঘিরে। এ রকম নারী থেকে কিছু যুবক বিমুখ থাকে। তারা ইউরোপে-আমেরিকায় যায় শিক্ষিত হতে। আসার সময় হাতে করে একটা কাগজ নিয়ে আসে আর বগলদাবা করে একটা নারী নিয়ে আসে। তারা যেসব নারীকে নিয়ে আসে, তারা অর্ধপৃথিবী বা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ঘুরে আসা নারী। এরপর তার ওতটুকু সৌন্দর্য, মর্যাদা, একনিষ্ঠতা থাকে, যতটকু থাকলে সে প্রাচ্য নারীর সেবিকা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

কিন্তু বর্তমান সময়ে রুচি নষ্ট হয়ে গেছে, যুবকদের মস্তিষ্কে বিকৃতি দেখা দিয়েছে, ছোট-বড়ের পরিমাপ নষ্ট হয়ে গেছে, অনুসরণ-অনুকরণের মানদণ্ড বিকৃত হয়ে গেছে। যুবকরা আমেরিকান মেয়ে বিয়ে করতে চায়। কেমন মেয়ে? যে মেয়ে সিনেমা হলের টিকেট কাউন্টারে বসে বা হোটেলের রিসিপশনে বসে!

আমাদের নারীরা পৃথিবীসেরা। স্বামীর প্রতি অধিক বিশ্বস্ত। সন্তানের প্রতি অধিক মমতাময়ী। মর্যাদায় উন্নত। মানুষ হিসেবে উন্নত ও পবিত্র। অধিক অনুগত। উপদেশ ও নির্দেশনা গ্রহণকারিণী।...

আমি এখানে আমার স্ত্রীর যে সত্য গুণগুলো তুলে ধরেছি, তা কেবল এ উদ্দেশ্যে উল্লেখ করেছি যে, একজন আরব মুসলিম নারীর স্বামী কীভাবে সুখের সংসার গড়ে তোলে। আশা করি আল্লাহ তাআলা আমার এ লেখার মাধ্যমে কোনো অবিবাহিত যুবকের অন্তরে অনুপ্রেরণা তৈরি করবেন। আল্লাহ আমাকে হিদায়াত দেওয়ার পর তাকেও আমার মাধ্যমে হিদায়াতের পথ দেখাবেন এ আশা করি।'

আমার স্বামী ফজর পড়ে না!

এক বোন বলেন, 'ফজরের সময় স্বামীকে ঘুমে বিভোর দেখে আমি কাঁদতাম। মুসলিমরা মসজিদে গিয়ে ইবাদত করছে আর আমার স্বামী বিছানায় পড়ে থাকত ঘুমিয়ে—এটা আমাকে বেশ কষ্ট দিত। কিন্তু আমি হাল ছাড়লাম না। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, এ কষ্টকর বাস্তবতা পালটাতে হবে। এ জন্য আমি তার পিছু ছাড়ব না; চাই এটা করতে যত কষ্ট ও সময়ই ব্যয় হোক না কেন।...

আমি জানি, নিজেকে পরিশুদ্ধ না করে অন্য কাউকে পরিশুদ্ধ করতে পারব না আমি।...

তাই আমি প্রথমে আল্লাহর কাছে ওয়াদা করলাম, এরপর আমার নিজের কাছে ওয়াদা করলাম যে, আমি ঠিকমতো ফজরের নামাজ আদায় করব।

আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করলাম আমার যাত্রা।... আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়লাম। তাঁর সামনে অনুনয় করে দুআ করতে থাকলাম। তাঁর কাছে সব সময় দুআ করতে লাগলাম।

যখনই ফজরের আজান হতো, আমার হাত এসে তার কপালে ঠেকত তাকে জাগানোর জন্য, ফজরের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু সে প্রতিবারই আমাকে প্রত্যাখ্যান করত। আমি যখনই তাকে জোর করতাম, সে অশ্লীল ভাষায় গাল দিত। আবার কখনো আমাকে মারত। কখনো বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত। আবার কখনো আমাকে রুমের বাইরে বের করে দরজা আটকে দিত।

তার অবস্থা নিয়ে অনেক ভাবলাম। আরও বেশি বেশি কাঁদতে লাগলাম। সে যতই আমার প্রতি রূঢ় হতো, আমি হতাশ হতাম না কখনোই। তার মন্দ আচরণের কারণে তার অধিকার আদায়ে ত্রুটি করতাম না।

যখনই সকাল সাতটা বেজে উঠত, যেটা তার ওঠার সময় ছিল, তখন সে জেগে উঠত আর আমাকে দেখত, আমি মুচকি হাসি দিয়ে তাকে বিভিন্ন জিনিস এগিয়ে দিচ্ছি, তার পোশাক-আশাক ঠিক করে দিচ্ছি, তার নাস্তা আনছি, প্রয়োজনীয় সব করছি। এরপর সুন্দরভাবে তার কল্যাণকামনা করে বিদায় দিচ্ছি কাজের উদ্দেশে। যেন কখনো তার সাথে কোনো সমস্যা হয়নি আমার। আর আমি তার কাছ থেকে কোনো রকম কষ্ট পাইনি।...

আমি জানি, তার মন জয় করতে হলে সুন্দর আচরণ করতে হবে, তার মন্দ আচরণকে সুন্দর আচরণ দিয়ে প্রতিহত করতে হবে। আর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, সে যেন আমাকে সুন্দর পোশাক ও সুন্দর অবয়বে পায় সব সময়, ঘরদোর যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়।

সুযোগ এলে তার কাছে ফরজের গুরুত্ব তুলে ধরতে চেষ্টা করতাম। তবে নামাজের কথা তখনই তুলতাম, যখন নামাজের সময় হতো আর সে নামাজ পড়তে অলসতা করত। নামাজের গুরুত্ব বিষয়ে কিছু অডিও ক্যাসেট শোনানোর চেষ্টা করলাম। আরও কিছু ক্যাসেট এনেছিলাম মৃত্যু ও অন্যান্য বিষয়ে।

আমি তার গাড়িতে তার আশপাশে ফতোয়ার বই ও কিছু ক্যাসেট রেখে দিতাম। কিন্তু কখনো এসব শুনতে বা বই পড়তে বলতাম না। এমনকি সে যেন এটা অনুভব না করে যে, আমি তাকে গুনাহগার হওয়ার তোহমত দিচ্ছি, সেদিকে খেয়াল রাখতাম। আর যেন এটাও অনুভব না করে যে, আমি বোঝাতে যাচ্ছি, আমি তার চেয়ে উত্তম। একজন পুরুষ মানুষ মহিলার কাছ থেকে সহজে উপদেশ নেয় না। আর মহিলার মাধ্যমে তার মাঝে কোনো প্রভাব পড়বে, সেটাও চায় না সে।

একজন নারীকে বুঝতে হবে, স্বামীকে উপদেশ দেওয়া আর দশজনকে উপদেশ দেওয়ার মতো নয়।...

স্বামীর অধিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তার সামনে স্বর উঁচু করে কথা বোলো না। তার অধিকারে কমতি কোরো না। বরং তুমি উপদেশ বা ভালো কথা বলার সময় সম্পূর্ণ আবেগ ও ভালোবাসা দিয়ে বলবে। সে যেন কিছুতেই মনে না করে যে, তুমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইছ, অথবা তাকে পাপী হিসেবে আখ্যা দিতে চাচ্ছ। গুনাহ সম্পর্কে পরোক্ষভাবে কথা বলবে। কোনো উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা বা আবেগময় গল্প প্রভৃতি বলবে।

পুরো এক বছর লাগল। এটা ছিল আমার স্বামীর সাথে আমার চেষ্টা ও পরিশ্রমের এক দীর্ঘ যাত্রা। কোনো দিন আমি তাকে জাগাতে ভুলিনি। তাকে জাগিয়ে যেতাম আর ধৈর্য ধরে থাকতাম।...

এখন, আলহামদুলিল্লাহ, আমার স্বামী ফজরের সময় আমার আগেই জেগে ওঠে।'[৯৪]

৯৪. শাইখ দিহমাশ রচিত 'কাইফা তু'সিরিনা আলা জাওজিক?' থেকে চয়িত (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

নতুন করে ভালোবাসো

- বয়সের অজুহাত দিয়ো না। কোনো বয়সেই ভালোবাসা শেষ হয়ে যায় না।

- ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ো না। কেননা, তোমার স্ত্রী তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তালিকায় ওপরের দিকের একজন মানুষ।

- সম্পদ কমের অজুহাত দিয়ো না। কেননা, ভালোবাসা সম্পদের কাছে মুখাপেক্ষী নয়।

- যখন বাড়ি থেকে বের হও, তখন মুচকি হেসে দুআ চেয়ে স্ত্রীকে বিদায় জানাও।

- যখন বাড়ি ফেরো, তখন স্ত্রীর কাছে হঠাৎ চলে এসো না, তোমার সাথে সাক্ষাতে আসার জন্য তাকে প্রস্তুতি নিতে দাও। তুমি চাইবে না কোনো অপ্রীতিকর অবস্থায় দেখতে। বিশেষ করে এটা খেয়াল রাখবে, যখন তুমি সফর থেকে ফিরে বাড়িতে আসো।

- ছোট্ট সুন্দর কথায় বা ছোট্ট কৌতুকের মাধ্যমে কথা শুরু করো।

- এমনকি শক্তিশালী ও কঠোর চরিত্র হিসেবে খ্যাত উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, 'একজন পুরুষ যদিও অন্য সবার মাঝে একজন পুরুষের মতো আচরণ করবে; কিন্তু তার উচিত তার স্ত্রীর কাছে শিশুর মতো হয়ে যাওয়া!'

এক বোন বলেন, 'আমাদের বিয়ের ১৮ বছর হলো। এ দীর্ঘ সময় ধরে তার সাথে আমার সংসার। এ দীর্ঘ কাল ধরে সে আমার হাতের রান্না খাচ্ছে। একদিন মানসিক চাপে ছিলাম কিছুটা। সেদিন জীবনের সবচেয়ে খারাপ রান্নাটা করেছিলাম। গোশত পুড়ে গেছে। সবজি ভেঙে ভেঙে গেছে। সালাদে নুন বেশি পড়ে গেছে।

খাবার এনে তার সামনে দিলাম। সে চুপ করে খেতে লাগল। কিছুই বলল না। একটা পুড়ে যাওয়া ও নুনে ভরা রাতের খাবার খাওয়ার পর মনে করেছিলাম, এই বুঝি দুনিয়াটা উলটে যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে তো এতক্ষণে টেবিল উলটে ফেলে দিত, রাগে ঘর মাথায় তুলে নিত।...

আমি যখন থালাবাসন ধুতে শুরু করলাম বেসিনে। সে এসে আমাকে পেছন থেকে বাহুডোরে জড়িয়ে ধরল। এরপর আমার কপালে একটা চুমু এঁকে দিল। আমি বললাম, "এ কী হলো?"

সে বলল, "আজকের রাতের রান্না আমাকে তোমার নববধূ থাকাকালীন রান্নার কথা মনে করিয়ে দিল! তাই সে সময়ের একটা স্মৃতি টেনে আনলাম।'"

এখানে স্বামী রাগ তো করেইনি, উলটো এ ঘটনাকে একটা সুন্দর ঘটনার সাথে সংযুক্ত করে দিল। স্ত্রীকে শাসানোর বদলে তাকে ভালোবাসা দিয়ে আগলে নিল। এ ঘটনার দিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে তাকাল। কখনো যদি এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা হয়ে যায়, তখন এভাবে একে অপরের পাশে থাকা উচিত।...

এবার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী স্বামীর একটা ঘটনা শুনাই। স্ত্রী একদিন বলল, 'জানালার কাঁচটা ঠিক করে দাও। আমার ভয় হচ্ছে প্রতিবেশী পুরুষরা আমাকে দেখবে।'

স্বামী বলল, 'যদি তাদের কেউ তোমাকে দেখে, তখন তারা নিজেরাই এ কাঁচ ঠিক করবে, তোমার এ পোড়ামুখ কেউ দেখতে চাইবে কেন!'

- তোমার স্ত্রী তোমার সাথে যেমন আচরণ করুক তুমি চাও, ঠিক তেমনই তুমিও তার প্রতি সদাচরণ করো।

- যখন দুজনের সম্পর্কে কিছুটা শুষ্কতা অনুভূত হবে, তখন এমন কিছু করার চেষ্টা করো, যা তোমাদের একঘেয়ে জীবনে কিছুটা সজীবতা এনে দেয়।... ছোট ছোট চিরকুটে ছোট ছোট কিছু শব্দ লিখে নিজের ভালোবাসা জানান দাও। সেসব ছোট চিরকুট একটা ফুলের তোড়ায় গুঁজে দিয়ে স্ত্রীর হাতের কাছে রাখো। তাকে সারপ্রাইজ দাও।...

• এক লোকের স্ত্রী কয়েক বছর কাটিয়ে দিয়েছে স্বামীর ঘরে। ঘরের কাজ ঠিকমতো আদায় করছে। সন্তানদের দেখাশুনা করছে ঠিকমতো। তার জীবনে একটা আশা ছিল, একদিন স্বামীর সাথে কোথাও ঘুরতে যাবে।...

একদিন হঠাৎ স্বামী বলে উঠল, 'প্রিয়তমা, আমরা কাল ঘুরতে যাব। একটু হাওয়া বদল করে আসব।'

পরদিন স্ত্রী তার স্বামীর পাশের সিটে বসে আছে। নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে কেঁদে দিল। বলল, 'হাওয়া বদল বেশ ভালো লাগছে! তারচেয়ে ভালো লাগছে তুমি আমি একসাথে আছি।'

কেন তুমি নিজেকে অবহেলা করছ?!

• কেন কিছু নারী নিজেকে অবহেলা করে? দেখা যায়, সে জীর্ণ কাপড় পরে। আর নিজের প্রতি একটুও ভ্রুক্ষেপ করে না। নিজের সৌন্দর্যের প্রতিও নজর দেয় না।

আমরা এখন নববি যুগের একটা ঘটনা আলোচনা করব। আয়িশা ﵂-এর ঘরে ঘটনাটি ঘটেছিল :

আবু মুসা আশআরি ﵁ বলেন, 'উসমান বিন মাজউনের স্ত্রী গেলেন নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে। তাঁরা দেখলেন, উসমানের স্ত্রীর অবস্থা বেশ জীর্ণ!

তাঁরা বললেন, "এ কী অবস্থা তোমার! কুরাইশদের মধ্যে তোমার স্বামীই তো সবচেয়ে ধনীদের একজন ছিল!"

তিনি বললেন, "আমাদের এখন সে অবস্থা নেই! আমার স্বামীর দিন কাটে রোজায়, আর রাত কাটে তাহাজ্জুদে!"

নবিজি ﷺ ঘরে এলেন। তাঁর স্ত্রীগণ বিষয়টা তুলে ধরলেন।

এরপর স্বয়ং নবিজি ﷺ তার স্বামীর সাথে দেখা করে বললেন, "উসমান, তুমি কি আমার মাঝে আদর্শ দেখো না?"

উসমান ﵁ বললেন, "আপনার জন্য আমার মা-বাবা উৎসর্গ হোক! কেন নয়, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল!"

নবিজি ﷺ বললেন :

أَمَّا أَنْتَ فَتَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صَلِّ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ

"তুমি সারা রাত তাহাজ্জুদে কাটাও, সারা দিন রোজায় কাটাও; অথচ তোমার স্ত্রীর অধিকার রয়েছে তোমার ওপর, তোমার শরীরের হক রয়েছে তোমার ওপর। তাই রাতের কিছু অংশ নামাজ পড়ো আর কিছু অংশ ঘুমাও। দিনে রোজাও রাখো, আবার কখনো কখনো রোজাহীনও থাকো।'"

আবু মুসা ﷺ বলেন, 'এরপর একদিন তার স্ত্রী এলেন নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীদের কাছে। তাঁরা দেখে বললেন, "বাহ!"

তিনি বললেন, "মানুষ যেমন চলে আমরাও তেমন বেশ আছি!"'[৯৫]

সিরাতের গ্রন্থাদিতে এসেছে, এ মহিলা সাহাবির নাম ছিল খাওলা বিনতে হাকিম সুলামি ﷺ। সৌন্দর্যে অনন্য। মনোরম সৌন্দর্যের অধিকারিণী তার স্বামীর জন্য; কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে তার সে সৌন্দর্য ও সাজগোজ ত্যাগ করেছিলেন তিনি।...

এ সাহাবিয়ার নিজের সৌন্দর্যের প্রতি এমন অনীহ-ভাব দেখে আয়িশা ﷺ এমনিই যেতে ছেড়ে দেননি। তিনি জানতেন, এ অনীহের একটা খারাপ প্রভাব পড়তে পারে তার পরিবারে।... এ কারণে তিনি চিন্তিত হলেন। এর সমাধান চাইলেন নবিজি ﷺ-এর কাছে।...

আর আমরা দেখি, নবিজি ﷺ-ও এ বিষয়টাকে এমনিই ছেড়ে দেননি। বরং এটাকে আমলে নিয়ে যথোচিত পদক্ষেপ নিলেন। উসমান বিন মাজউন ﷺ-কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তাঁকে সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর অবস্থাও ঠিক হয়ে গেল, তাঁর স্ত্রীর অবস্থাও ঠিক হয়ে গেল।

স্ত্রীর সুন্দর জীবনযাপনের পেছনের কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গুরুত্বারোপ। আর যেখানে স্বামী অবহেলা করে, সেখানে স্ত্রীও নিজের প্রতি অবহেলা করতে শুরু করে!

---

৯৫. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩১৬, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ৪/৩০৫; কয়েকটা সনদে এসেছে হাদিসটি, তন্মধ্যে তাবারানির সনদটি শক্তিশালী।

• যখন স্বামী সন্তান লালনপালনে স্ত্রীর গুরুত্বারোপের প্রশংসা করে, তখন স্ত্রী সন্তানদের লালনপালনে আরও বেশি আগ্রহ হয়, তাদের আরও সুন্দর তারবিয়তে গড়ে তোলে। এমনকি বহু উপকারী পদ্ধতিও গ্রহণ করে এবং তাতে দক্ষ হয়ে ওঠে।

যখন বাড়ির কাজে ও খাবার রান্নার প্রশংসা করে স্বামী, তখন স্ত্রী আরও বেশি যত্ন নিয়ে ও গুরুত্ব দিয়ে এসব কাজ করে।

আল্লাহ-প্রদত্ত তাওফিকে যখন সন্তানরা ভালো যোগ্যতা অর্জন করে আর এ অর্জনকে যখন স্ত্রীর কর্তৃক সন্তানদের পড়ালেখা করা ও উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার প্রশংসা করা হয়, তখন নিঃসন্দেহে স্ত্রী আরও বেশি অগ্রগামী হয়ে এ কাজে মনোযোগ দেয়।

যখন স্ত্রীর কমনীয়তার প্রশংসা করে স্বামী, তখন স্ত্রী এ বিষয়ে আরও বেশি যত্নবান হয়।

নারী প্রশংসা পছন্দ করে। বিশেষ করে যদি প্রশংসা তার স্বামী করে, তাহলে তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়।

কিছু নারীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, কেন নিজেদের প্রতি অবহেলা করো? কেন বাড়িঘর ও সন্তানদের যত্ন নাও না ঠিকমতো?...

তারা জবাব দিয়েছিল; কারণ তারা স্বামীদের থেকে সমর্থন পায় না। এখানে আর্থিক সমর্থন বা সক্ষমতার কথা আসছে না; বরং স্বামীর পক্ষ থেকে একটু প্রশংসা, একটু উৎসাহ পাওয়ার কথা বলা হচ্ছে।...

এতদিন যেসব স্বামী প্রশংসা করতে ও উৎসাহ দিতে কৃপণতা করত, এখন থেকে কি তারা এ বিষয়ে সতর্ক হবে? নারীদের যথোপযুক্ত সমর্থন দেবে?

ভর্ৎসনা কোরো না

ভুলে যেয়ো না, তোমার স্ত্রী তোমার সেবা করে, প্রয়োজনে সব সময় সাড়া দেয়, তোমার সন্তানদের খেয়াল রাখে, তাদের তারবিয়ত করে। এমনকি তোমার মা-বাবা ও ছোট বোনদেরও দেখাশুনা করে।

তোমাকে সে সীমাহীন দিয়ে যায়, এরপর কোনো সময় সামান্য ভুল করলেই তুমি চটে যাও তার ওপর! তাকে তিরস্কার করো, ভর্ৎসনা করো। যদি কখনো সে তোমার হক ঠিকমতো আদায় করতে না পারে, তাহলে তাকে নিন্দা কোরো না। ভর্ৎসনার বাক্সপ্যাটরা নিয়ে বসে যেয়ো না যেন। তাকে আঘাত করে কিছু বোলো না। তার ভুল ধরার জন্য ওত পেতে থেকো না।

تَأَنَّ وَلَا تَعجَل بِلَومِكَ صاحِباً

لَعَلَّ لَهُ عُذراً وَأَنتَ تَلومُ

'ধৈর্য ধরো, নিজের সঙ্গীকে তাড়াহুড়ো করে নিন্দায় ভাসিয়ে দিয়ো না, হয়তো তারও ওজর আছে; অথচ তুমি তা না জেনেও নিন্দা করছ!'

ভুল করার পেছনে তার কী ওজর আছে তা খুঁজে দেখো। নারীদের হরমোনের পরিবর্তনের কারণে কিছু ঘটে থাকতে পারে। হতে পারে এ কারণে অন্যদের সাথে আচরণে খানিকটা পরিবর্তন দেখা যাবে।...

নারীদের এ দুর্বলতা রয়েছে বলেই তো নবিজি ﷺ বিদায় হজের দিন পুরুষদেরকে নারীদের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন। নারী ইচ্ছায় ও যোগ্যতায় যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যতই সে উচ্চ ডিগ্রি হাসিল করুক না কেন, সবকিছুর পর তার একজন প্রেমময় স্বামীর প্রয়োজন থাকবেই, ভালোবাসার কথা, প্রেমের কথা শোনার প্রয়োজন তার থাকবেই।

রাসুল ﷺ-এর জীবনীতে দেখো। তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর কিছু কিছু কথার পিঠে কথা বলতেন। তিনি ঘরে কাজ করতেন। কখনো খাবারের দোষ ধরতেন না।

কিছু পুরুষ নিজের জন্য সুখ তালাশ করে। অথচ কখনো স্ত্রীর সুখের প্রতি দৃষ্টি দেয় না। স্ত্রীর কষ্ট-পরিশ্রমকে মূল্যায়ন করে না। সে কেবল মনে করে নেওয়ার মধ্যেই সুখ, দেওয়ার মধ্যে কোনো সুখ নেই! অথচ আদানপ্রদানেই অনাবিল সুখ বইতে পারে।

নিজের দিকে তাকাও আগে। হয়তো তোমার মধ্যেই ঘাটতি আছে। তোমার সে ঘাটতির কারণে তোমাকে নিন্দা করবে তো দূরের কথা, তোমার স্ত্রী তোমার পক্ষ হয়ে অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে।

স্ত্রীর সাথে তেমন আচরণ কোরো না, যেমন সাধারণত একজন পুরুষের সাথে করো তুমি। বরং তার সাথে একজন নারীর জন্য প্রযোজ্য হয় এমন পদ্ধতিতে আচরণ করো। রাসুল ﷺ বলেন : (رُوَيْدَكَ بِالْقَوَارِيرِ) '(আনজাশা) তুমি উটটিকে কাঁচসদৃশ সওয়ারিদের নিয়ে ধীরে চালাও।'[৯৬] (অর্থাৎ নারীরা কোমল। আর কোমল বস্তুকে সতর্কতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হয়।)

পুরো দোষ তাকে দিয়ো না। যদি সন্তানের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার ত্রুটি হয়, তাহলে পুরো দোষ তার নয়। সে যেমন এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তেমনই তুমিও এ দায়িত্বের বিরাট একটা অংশ বহনকারী।...

যদি তার কোনো ত্রুটি দেখো, তবে সুন্দর করে তাকে বলো। শান্ত হয়ে আলোচনা করো। তীব্র নিন্দা থেকে দূরে থাকো।

পিঁপড়াকে দেখো। ছোট্ট একটা কীট। তার কী এমন শক্তি আছে! আর তার মস্তিষ্কের ক্ষমতাই-বা কতটুকু! কিন্তু তবুও তার শৃঙ্খলা, সহিষ্ণুতা, মস্তিষ্কের ব্যবহার দেখে তুমি অবাক হবেই! এমনই এক পিঁপড়ার কথা এসেছে কুরআনে :

حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُوا مَسَٰكِنَكُمْ
لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَٰنُ وَجُنُودُهُۥ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

---

৯৬. সহিহুল বুখারি : ৬১৬১।

'যখন তারা পিপীলিকার উপত্যকায় আসলো, তখন একটি পিপীলিকা বলল, "ওহে পিঁপড়ার দল, তোমাদের বাসস্থানে ঢুকে পড়ো; যাতে সুলাইমান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী তাদের অজান্তে তোমাদের পদপিষ্ট করে না ফেলে।"'[৯৭]

পিঁপড়া বলল 'অজান্তে'। নিজেদের প্রাণ যাওয়ার বিপরীতে সে মানুষের পক্ষে একটি ওজর বের করল। কারণ তার তো আকার ছোট। মানুষ যখন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, তখন মানুষরা তো তাদের দেখতে পাবে না।...

এখন অনেক মুসলিম আছে, তার অপর ভাইয়ের অজান্তে করা ভুলকেও সহজে যেতে দেয় না! তার পক্ষে ওজর থাকতে পারে—এটা যেন মানতেই পারে না!

তাহলে যেখানে একজন মুসলিমের পক্ষে ওজর দেখা দরকার, সেখানে নিজের জীবনসঙ্গিনীর পক্ষে ওজর দেখা তো আরও বেশি উত্তম ও নেক কাজ হবে অবশ্যই!

৯৭. সুরা আন-নামল, ২৭ : ১৮।

বৃদ্ধার কাছে ভালোবাসার গল্প

এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধা। স্বামী তাকে বেশ ভালোবাসে। এমনকি এখনো ভালোবেসে রোমান্সের কবিতা লেখে এবং গেয়ে শোনায়। তার সাথে কথোপকথন :

- আপনাদের দাম্পত্য জীবন সুখময় হওয়ার পেছনে রহস্য কী? আপনার সৌন্দর্য? না আপনি ভালো খাবার রাঁধতে পারেন? না আপনি অনেক সন্তান দিয়েছেন আপনার স্বামীকে? না অন্য কোনো কারণ?

- দাম্পত্য জীবনের সুখ আল্লাহর তাওফিকের পরে মহিলার হাতে থাকে।... একজন মহিলা একটা ঘরকে জান্নাত ও তার প্রশস্ত ছায়ায় রাখতে পারে। অথবা জাহান্নামের আগুনে পুড়িয়ে দিতে পারে!

  সম্পদ সুখের চাবিকাঠি নয়। অনেক ধনী মহিলা দেখো কেমন হতভাগা।..

  সন্তান সুখের মূল নয়। অনেক মহিলা দশ জন সন্তান জন্ম দেওয়ার পরও তার স্বামী তাকে মূল্য দেয় না।

  ভালো রান্না করাও নয়। কেননা, এমন বহু দক্ষ রাঁধুনি তার স্বামীর খারাপ আচরণের অভিযোগ করে।

- তাহলে আপনাদের সুখের সংসারের রহস্য কী?

- বলছি, শোনো। যখন আমার স্বামী ঠিক-বেঠিক কোনো কারণে রেগে যায়, তখন আমি পরিপূর্ণ সম্মানের সাথে চুপ হয়ে শুনে যাই তার কথা। তবে সাবধান, চুপ থাকা অবস্থায় ভুলেও কটাক্ষের চোখ নিয়ে তার দিকে তাকাবে না। তুমি যতই কটাক্ষ দৃষ্টি আড়াল করার চেষ্টা করো, পুরুষ তা বোঝার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান।

- আপনি সে সময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেই পারেন।

- না, সাবধান। এমনটা করতে যেয়ো না। তাহলে সে মনে করবে, তুমি তার কাছ থেকে পালিয়ে যাচ্ছ। তার কথা শুনতে চাচ্ছ না। তুমি কেবল চুপ হয়ে সেখানে বসে থাকবে। সে যা বলে তাকে সমর্থন দিয়ে যাবে। এভাবে শান্ত হওয়া পর্যন্ত করবে।... যখন সে বলা শেষ করে, তখন রুম থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের কাজগুলো শেষ করি, সন্তানদের দেখাশুনায় মন দিই।

আর ওদিকে সে একা থাকে। আমার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিল, সেটা তাকে ক্লান্ত করে দেয়।

- আপনি কি এড়িয়ে চলার মতো কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন? যেমন কিছু দিন বা সপ্তাহখানেকের জন্য তার সাথে কথা বললেন না?

- না, এটাও করা যাবে না। এ পদ্ধতিটা দুইধারী তলোয়ারের মতো। যখন তুমি তোমার স্বামীর সাথে সপ্তাহখানেক কথা বলা বন্ধ করলে, তখন দেখা যাবে শুরুতে তার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে। কিন্তু যতই দিন গড়াবে, তোমাদের আবার ঝগড়া হলো আর তুমি তাকে এভাবে এড়িয়ে চললে, তখন দেখবে তুমি এক সপ্তাহ তাকে এড়িয়ে গেলে সে তোমাকে দুই সপ্তাহ এড়িয়ে যাচ্ছে। এমন কিছুতে তাকে অভ্যস্ত করবে না।

বরং তাকে এমনভাবে অভ্যস্ত করো যে, তুমিই তার সে বাতাস, যেটা থেকে সে নিশ্বাস নেয়; তুমিই তার পানি, যা পান করে সে বেঁচে থাকে; তোমার থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না সে। তাই তুমি মৃদু বাতাসের মতো হয়ে যাও— তবে প্রচণ্ড বাতাস হোয়ো না।

- এরপর আপনি কী করেন?

- তার রাগ হওয়া ও আমার রুম থেকে বেরিয়ে আসার ঘণ্টাদুয়েক পর বা আরও কিছুটা সময় পরে আমি এক গ্লাস জুস তৈরি করে বা এক কাপ কফি বানিয়ে তার সামনে যাই। তাকে বলি, 'এই নাও, এটা খাও।' কারণ অবশ্যই তার এটার দরকার হতোই। আমি নিজ থেকে এনে দিলাম।

তখন সে আমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি আমার ওপর রাগ?'

আমি বলি, 'না!'

তখন সে আমার সাথে কঠোর কথা বলার জন্য 'স্যরি' বলে। আমাকে সুন্দর সুন্দর কথা শোনায়।

- আপনি কি তার 'স্যরি' কবুল করেন?

- হ্যাঁ, অবশ্যই। নিজের প্রতি বিশ্বাস আছে আমার। আর আমি বোকাও নই। তুমি কি চাও, আমি তার রাগের সময়ের কথা বিশ্বাস করি আর শান্ত থাকার সময়ে বলা কথাকে মিথ্যা বলে ধরি?!

আমি তাকে সাথে সাথে মাফ করে দিই। কারণ এতক্ষণে সব ঝাড়িঝুড়ি ভুলে গেছি আমি। আর আমি উপকারী কথা শোনার গুরুত্ব বুঝি।

এভাবে সুখী সংসারের মূল রহস্য হচ্ছে, স্ত্রীর বুদ্ধি ও জবানের সুন্দর ব্যবহার।...
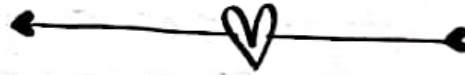
একটু সবর করো

- তোমরা দুজন সবর শেখো, সবর করো। কারণ সবর হচ্ছে আশার আলো।...

তোমাদের দুজনের স্বভাব দুরকম, সবর করো।

এ যুগে সন্তানদের প্রতিপালনে কষ্ট করতে হয়, সবর করো।

আত্মীয়দের থেকে কষ্টদায়ক কিছু দেখেছ, সবর করো।

রোগ ও বিপদে সবর করো।

আর্থিক সমস্যা, সবর করো।

ইবরাহিম ﷺ আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে পরীক্ষিত হয়েছেন, নিজের কলিজার টুকরো সন্তানকে জবাই করার পরীক্ষায় পরীক্ষিত হয়েছেন!

কাঁদতে কাঁদতে চিন্তায় ইয়াকুব ﷺ-এর দুচোখ সাদা হয়ে গেছে!

মুসা ﷺ-কে ফিরআওন ও তার দুষ্টচক্র কত কষ্ট দিল!

মুহাম্মাদ ﷺ অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে কত কষ্ট পেয়েছেন!

আর সর্বশেষ সুসংবাদ সবরকারীদের জন্যই। এটা তো নিশ্চয় জানো।

আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের বিশেষ তালিকাভুক্ত করেছেন এবং তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ প্রদান করুন।'[৯৮]

সবর হচ্ছে মুক্তির চাবি। যেখানে সবর আছে, সেখানে মুক্তি আসবেই।

তোমাদের দুজনের সমস্যা আকাশ-জমিনের মালিকের কাছে তুলে ধরো। তাঁর কাছেই সকল মুক্তির আধার।

তোমাদের স্বামী-স্ত্রীদের ওপর যখন সমস্যা আপতিত হয়, সে সময়ের করণীয় কী, এ ব্যাপারে এই আয়াত থেকে শিক্ষা নাও :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ, ধৈর্য অবলম্বন করো, দৃঢ়তা প্রদর্শন করো, নিজেদের প্রতিরক্ষাকল্পে পারস্পরিক বন্ধন মজবুত করো এবং আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[৯৯]

প্রিয় নবিজি ﷺ-এর হাদিস স্মরণ করো :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ، لَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي مَالِهِ، أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ تَعَالَى

'আল্লাহ যখন কোনো বান্দার তাকদিরে একটা মর্যাদা লিখে রাখেন আর সে পর্যন্ত ওই বান্দা নিজ আমলের গুণে পৌঁছাতে না পারে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে তার শরীর বা সম্পদ বা সন্তানের কোনো পরীক্ষায় ফেলেন। এরপর সে সবর করতে করতে উক্ত মর্যাদা অর্জন করে, যেটা আল্লাহ তার তাকদিরে লিখে রেখেছেন।'[১০০]

পরীক্ষায় পতিত মুমিনের জন্য সুসংবাদ...

স্বাগতম সবরকারীদের...

---

৯৮. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১৫৫।
৯৯. সুরা আল-বাকারা, ৩ : ২০০।
১০০. সুনানু আবি দাউদ : ৩০৯০; হাদিস সহিহ।

• এক স্বামীর গল্প। তার স্ত্রী পাঁচ বছর ধরে শয্যাশায়ী। নড়তে-চড়তে পারে না। শরীরের কোনো অংশই নাড়াতে পারে না। কেবল মাথাটা কিছুটা নড়ে আর দুচোখ।...

রোগে রোগে ক্ষয়ে যাওয়া শরীর। রোগ যেন তাকে শেষ করে দিয়েছে। যদি তুমি তাকে দেখতে, মনে করতে সে বুঝি শেষ প্রহর গুনছে। এ অবস্থাতেই সে পাঁচ বছর ধরে পড়ে আছে। অসুস্থতা তার কাঁদার শক্তিও কেড়ে নিয়েছে। এমনকি বলার শক্তিও কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নিয়েছে তার শোনার শক্তিও।...

তার স্বামী বলেন, 'আমিই তার সেবা-শুশ্রূষা করি। তাকে গোসল করাই। পরিষ্কার করি। অন্য কেউ এসব কাজ করে দিক, তা আমি চাই না মোটেই। নিজেই করতে চাই আমার স্ত্রীর সেবা। ২৫ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি। আমাদের কোনো সন্তান নেই। পাঁচ বছর আগে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই, আলহামদুলিল্লাহ।...'

তোমাদের আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলি, এ মহিলার ওপর দিয়ে কী যাচ্ছে বলে তোমরা মনে করো? তার দুই চোখ দেখে, মস্তিষ্ক চিন্তা করে। সে দেখে সুস্থ মানুষেরা কীভাবে চলাফেরা করছে। কিন্তু সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। শরীরকে একটু নাড়া দেবে, সে শক্তি নেই তার মাঝে।

তার এমন খারাপ ভাগ্য নিয়ে শয়তান কি তাকে ওয়াসওয়াসা দেবে না? এটাই প্রকৃতপক্ষে তিক্ত জীবন নয়?!

এতদসত্ত্বেও তুমি তাকে দেখলে মনে করবে, সে রবের প্রতি সন্তুষ্ট। তার চোখে তুমি সন্তুষ্টির আলামত দেখবে, আল্লাহর ফায়সালা মেনে নেওয়ার আলামত দেখবে, এ অবস্থায় ধৈর্যধারণের আলামত দেখবে।... এরপর তার চোখে খেলা করে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা, তার প্রতি স্বামীর একনিষ্ঠ সেবা।... দাম্পত্য জীবনে স্বামীর সাথে তার সুন্দর সহাবস্থানের কথা স্বামী ভুলে যায়নি, অসুস্থ হওয়ার আগে স্বামীকে কীভাবে সুখ দিয়ে গেছে সেটার কথা স্বামী এখনো মনে রেখেছে।...

স্ত্রীর অনুভূতি

- তোমার স্ত্রীকে তোমার সাথে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কার্যক্রমে অংশ নিতে দাও, তার অভিমত বলতে দাও। বিশেষ করে সন্তানদের সামনে। তার অভিমতের মূল্যায়ন করো। বিশেষ করে অন্যান্য মানুষের সামনে।

- যখন ঘরে ফিরতে দেরি হবে, তখন তাকে ফোন করে বলো যে, একটা জরুরি কাজে আটকে গেছি।... যখন বাড়ি থেকে বের হবে, তখন তাকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার কোনো কিছু সে আনতে চায় নাকি।

- অফিস থেকে সম্ভব হলে ফোন করে তার সাথে যোগাযোগ করো। তার অবস্থা, সন্তানদের অবস্থা জানতে চাও। বিশেষ করে যদি কোনো সন্তান অসুস্থ থাকে। তোমার এ খবর নেওয়া তাকে স্বস্তি দেবে, তাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে, তোমার ঘরের বাইরে থাকাটা ব্যস্ততার কারণে হচ্ছে, তার প্রতি তোমার অবহেলার কারণে নয়।

- যখন সে তার মতামত প্রকাশ করে, তখন ধৈর্য ধরে শোনো। অনীহা দেখিয়ো না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ো না। যদি তার অভিমতের বিপরীতে কিছু বলে তার অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে ফেলো, তাহলে পরক্ষণে বলো—দুঃখিত, এমনটা বলা ঠিক হয়নি।

- স্ত্রীকে আত্মবিশ্বাসী হতে দাও। তাকে নিজের ছায়ায় চলাফেরা করা অনুসারী বানিয়ো না। বরং তাকে সাহাস জোগাও; যাতে সে ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়, স্বতন্ত্র চিন্তার অধিকারী হয়, স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার যোগ্যতা তার থাকে।

- সব কাজে তার সাথে পরামর্শ চাও। তার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো। যখন দেখবে সে সঠিক পরামর্শ দিচ্ছে, তখন সেটা গ্রহণ করো। আর তাকে সেটা

জানিয়ে দাও। আর যদি তার অভিমতের বিপরীতে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, তাহলে তাকে কোমলতার সাথে তোমার অভিমতের ওপর নিয়ে আসো।

- যখন তোমার স্ত্রী প্রশংসাযোগ্য কোনো কাজ করে, তখন তার প্রশংসা করো। রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

'যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও আদায় করে না।'[১০১]

- স্ত্রীকে নিয়ে তোমার আশা যেন এটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে যে, 'স্ত্রী শুধু ঘরের পরিচালক হয়েই থাকবে।' তোমার গোসলের পানি করে দেবে, জামা ইস্তিরি করে দেবে, ঘরদোর পরিষ্কার রাখবে, খাবার রান্না করবে এমনটা যেন না হয়। তার পারিবারিক ভূমিকা আদায়ের সাথে সাথে তোমার সহায়তায় তাকে তার সামাজিক ভূমিকাও আদায় করতে দাও। অনেকে বলে, প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারীর হাত থাকে। কিন্তু আমি বলি, প্রত্যেক সফল নারীর পেছনে একজন পুরুষের হাত থাকে, যে তাকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়।...

- মাঝে মাঝে স্ত্রীর সাথে মিলে কিছু কাজ করো। এগুলো সামনের জীবনে তোমার জন্য সুখকর স্মৃতি হিসেবে কাজ করবে, তোমাদের দুজনকে পরস্পরের আরও নিকটবর্তী করবে।...

- সন্তানদের সামনে তার নেতিবাচক ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব গঠনে তাকে সাহায্য করো। এটা তার মাঝে ও সন্তানদের মাঝে বিশেষ সম্পর্ক তৈরি করে দেবে। সন্তানদের তারবিয়ত করার ক্ষেত্রে তাকে আরও বেশি শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করবে, যখন তারা দেখবে যে, একই সাথে সে একজন আদর্শ স্ত্রী ও মহান মা।

- স্ত্রীর ভালো গুণ গ্রহণ করো। এমন কত পুরুষ আছে, যে স্ত্রীর দ্বীনি ও চারিত্রিক মূল্যবোধ গ্রহণ করে নিজেকে দ্বীনের পথে নিয়ে এসেছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাই স্ত্রীর ভালো গুণ নিজের মধ্যে গ্রহণ করো।

---

১০১. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৫৫।

- সর্বশেষ কথা হচ্ছে, সব সময় স্ত্রীর অনুভূতির দিকে খেয়াল রাখবে, তার অভিমত শুনবে। উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর স্ত্রী তার স্বামীর সাথে দারিদ্র্যের জীবনযাপন করতে রাজি হয়ে যান; যদিও তিনি ছিলেন একজন বাদশাহর মেয়ে। কিন্তু স্বামীর ভালোবাসা ছাড়া একদিনও কাটাতে রাজি হলেন না, তাই তিনি স্বামীর নির্দেশ মোতাবিক সব বাহারি সাজসজ্জা ত্যাগ করলেন।

এরপর যখন উমর ﵀ তাকে ছেড়ে ইবাদতের দিকে ঝুঁকে যান, তিনি তখন স্বামীর কাছে ভালোবাসা ও দুঃখে ভরা কবিতা লিখলেন :

'ওহে বাদশাহ, যে আমার মনকে বন্দী করেছ, আমার হৃদয় কেড়ে নিয়েছ।

আমি দেখছি, সব ইনসাফ মানুষেরা পাচ্ছে; কিন্তু আমার প্রাপ্যটা দিলে না আমায়।

প্রজাদের সব অনুগ্রহ দিলে, আমার ভাগে পড়েছে কেবল তোমার পথ চেয়ে রাত জেগে থাকা।'

স্ত্রী যেমন আছে তাকে ভালোবাসো

- তোমার স্ত্রী যেমন আছে, তাকে ভালোবাসো। তার দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো। তার দুর্বলতা এড়িয়ে যাও। সে যেমন, তার পুরোটাকে ভালোবাসো—তার গুণ ও দোষ, তার পছন্দনীয় দিক ও তার ত্রুটিযুক্ত দিক, এককথায় তার সবটাকে ভালোবাসো।

  স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক-ভালোবাসা আল্লাহর সবচেয়ে বড় নিয়ামত। ভালোবাসার ঝরনা থেকেই সুখ ও সফলতার নদী বয়ে যায় সংসার জীবনে।

- স্ত্রীর গুরুত্বহীন ও ছোট ত্রুটিকে উপেক্ষা করে চলো। এসব ক্ষেত্রে তার গুণ ও পছন্দনীয় দিকগুলো স্মরণ করো এবং সেগুলো দিয়ে এসব ছোটখাটো ত্রুটি মুছে দাও।...

  তার কমতির দিক থাকা সত্ত্বেও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকো, তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। কারণ পৃথিবীতে ১০০% পরিপূর্ণ নারী তুমি পাবে না, তেমনই ১০০% পরিপূর্ণ পুরুষও পাবে না।... যে নারীকেই তুমি বিয়ে করো না কেন, তার মাঝে একটা না একটা কমতি থাকবেই। এমনকি যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত নারীদের মধ্যে তুলনা করে একজনকে বেছেও নাও, তবুও তার মধ্যেও খানিকটা ত্রুটি থাকবেই!

  সন্তুষ্টি সুখী জীবনের চাবিকাঠি। হতে পারে তুমি তার কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ; কিন্তু সেটার মধ্যেও হতে পারে আল্লাহ কিছু কল্যাণ রেখেছেন।

- তোমার হৃদয়ে তার প্রতি কতটা বেশি ভালোবাসা রয়েছে, তা কথায় প্রকাশ করো, তাকে বলো যখনই সময় ও সুযোগ হয়।

  তুমি তাকে কতটা ভালোবাসো, তা তাকে বুঝতে দাও... তার জন্য যা প্রয়োজন করো...

তাকে তোমার নিবিড় তত্ত্বাবধানে ঘিরে নাও...

যখন সে অসুস্থ হবে, তখন তার প্রতি সদয় হও, তাকে সাহায্য করো।

যখন তোমার ভুলের কারণে সে রেগে যায়, তখন প্রয়োজনীয় কাজ করো এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট হও।...

তুমি ভুল স্বীকার করলে সেটা তোমার সম্মানে আঘাত হবে না বা তোমার মর্যাদা কমিয়ে দেবে না।

তোমার সঙ্গিনীর মধ্যে কোনো ভুল-ত্রুটি দেখলেই সাথে সাথে সেটা ঠিক করতে যাবে না....

কারণ কিছু অভ্যাস ঠিক হতে সময় লাগে... অনেক সময় সেটা অনেক দিন লেগে যায়...

ছোট ছোট ভুলকে বড় করে ফেলো না—যেমনটা অনেকে করে, তিলকে তাল করে ফেলে। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিসকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করো।....[১০২]

- যে ব্যক্তি ত্রুটিহীন জীবনসঙ্গিনী চায়, সে একটা অসম্ভব বস্তু চাচ্ছে। এটা কখনো সম্ভব নয়।

- স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও পিতামাতা-পরিবারের অন্যদের ভালোবাসার সীমানা নির্ধারণ করতে হবে ঠিকমতো—যেন একটা অপরটাকে অতিক্রম না করে।

- ইমাম শাফিয়ি ﷺ বলেন, 'বুদ্ধিমান সে ব্যক্তি, যে কিছু ভুল দেখেও না দেখার ভান করে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে।' এ বাণী যদি সাধারণ সব জায়গাতেই খাটে, তাহলে দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে এটা আরও বেশি প্রযোজ্য ও উপযোগী।

এটা তো স্বাভাবিক যে, দাম্পত্য জীবনে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকবেই, এমন কিছু আচরণ ও কাজ হয়ে যাবে, যা একজন স্বামী তার স্ত্রীর মধ্যে থাকা পছন্দ করে না। আবার কখনো কখনো স্বামী স্ত্রীর সাথে এমন আচরণ করবে, যে কারণে স্ত্রী চটে যাবে এবং তার নিজেকে সংকুচিত করে নেবে। বিশেষ করে সে ঘরে, যে ঘরে স্বামী স্ত্রীর কোনো ত্রুটিকে ধরে না এবং তাদের মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা থাকে না।...

---

১০২. সাহর মাসরি কৃত তাগাফাল কাআন্নাকা ওয়াসিতি।

তাই অবশ্যই উপযোগী পন্থায় উপযুক্ত সময়ে একে অন্যের ভুলের কথা স্পষ্ট বলতে হবে। যেন কোনো রাগারাগি বা উত্তেজিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।... তবে উত্তম হচ্ছে জীবনসঙ্গীর কিছু ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা। যাতে সে এটা না বুঝে যে, সব সময় তাকে চাপে রাখা হয়।...

স্বামী যদি বাড়ির কিছু ছোটখাটো ভুল না দেখার ভান করে, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

স্ত্রী যদি তার স্বামীর মধ্যে থাকা কিছু ত্রুটি বা কমতিকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে তাতে কোনো সমস্যা নেই।...

নতুবা তাদের ঘর জাহান্নামের একটা টুকরোতে পরিণত হতে পারে, যেখানে দুজনের একজনও শান্তিমতো থাকতে পারবে না।...

দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করো

- একে অন্যের সাথে পুরুষের মতো নয়; বরং শিশুর মতো আচরণ করো!

  বিরোধ হলে পুরুষ তার অহংকার ত্যাগ করে সন্ধি করবে, স্ত্রী তার হঠকারিতা ছেড়ে সন্ধি করবে। এ ক্ষেত্রে তারা শিশুর মতো হয়ে যাবে। শিশুরা ঝগড়া করার পর খুব তাড়াতাড়ি একে অন্যের সাথে মিল করে নেয়।

- জীবনের একঘেয়েমি দূর করো দুজনে মিলে। পানাহার, কথাবার্তায় নতুনত্ব আনো। কথা বলার ধরন পালটানো যেতে পারে। 'আমাকে এক গ্লাস পানি দাও' বলার পরিবর্তে বলো, 'যদি দিতে', 'দেওয়া যাবে কি?'

  আর স্ত্রী 'এ এ জিনিস আমাদের লাগবে' বলার পরিবর্তে বলো, 'এগুলো কেনা সম্ভব?'

- যখন তোমাদের জীবনে কিছু সমস্যা থাকবে, তখন তা কেটে গেলে তোমরা সুখের স্বাদ পাবে। অন্যথা যখন তোমরা কোনো সমস্যার মোকাবিলায় থাকবে না, তখন তোমাদের একে অন্যের ভালোবাসার মূল্য বুঝবে না। তবে তাই বলে জীবনের সমস্যা বাড়ানোর কথা বলছি না আমি।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, দাম্পত্য জীবনের শুরুটা হয় হাসি-খুশি, সুখী-আনন্দিত অবস্থায়, তখন একে অন্যের তুচ্ছ দোষ উপেক্ষা করে। কিন্তু হঠাৎ স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের ভুল ধরা শুরু করে। তুমি তো জানোই, কোনো মানুষই ত্রুটিহীন নয়!

  তুমি কি ত্রুটিহীন স্ত্রী চাও, তাহলে সে স্ত্রী কখনো দেখবে না তুমি।

  কোন মানুষটা ত্রুটিহীন হয়, ভুলহীন হয়?!

  মানুষ যদি সম্পূর্ণ হতো, তাহলে তার উন্নতির দিকে যাওয়া লাগত না।

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের ভুল ঠিক করবে, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে দাম্পত্য জীবনকে পরিপূর্ণ করবে।

একজন মহান মানুষ অপরের ভুল ঠিক করে এবং তা গোপন রাখে। আর একজন নিকৃষ্ট মানুষ অপরের ভুল অন্যদের কাছে তুলে ধরে এবং বলে বেড়ায়।

আল্লাহ এমন স্বামীর ওপর রহম করুন, যে স্বামী তার স্ত্রীর ত্রুটি ও ভুল দেখলে তাকে শুধরে দেয় এবং তা গোপন রাখে।...

আল্লাহ সে স্ত্রীর ওপর রহম করুন, যে তার স্বামীর দোষ-ত্রুটি দেখলে তা শুধরে দেয় এবং গোপন রাখে।...

নবিজি ﷺ বলেন, 'একজন ব্যক্তি দোষযুক্ত হওয়ার জন্য তার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকাই যথেষ্ট : এক. নিজের দোষের দিকে না তাকিয়ে মানুষের দোষ ধরা। দুই. অন্যকে ভুলের ওপর দেখে সাবধান করে; কিন্তু নিজে সেটাতে লিপ্ত থাকে। তিন. নিজের সাথে বসা সঙ্গীকে কষ্ট দেয়।'[১০৩]

একজন বুদ্ধিমতী নারী তার স্বামীর ছোটখাটো ত্রুটি উপেক্ষা করে চলে এবং সেসব অন্যদের সামনে বলে না।

- দাম্পত্য জীবন হচ্ছে দেওয়া ও নেওয়ার নাম। গিভ এন্ড টেক হবে এখানে। এখানে যেমন সুখ আছে, তেমনই দুঃখও আছে। সহজতা যেমন আছে, কাঠিন্যও রয়েছে।

এ জন্য নবিজি ﷺ পুরুষদের উপদেশ দিয়েছেন যে, পুরুষরা যেন তাদের স্ত্রীদের থেকে হয়ে যাওয়া ছোটখাটো ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে। তিনি বলেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) কোনো স্বভাবকে অপছন্দ করলেও তার অন্য কোনো স্বভাবে সন্তুষ্ট হবে।'[১০৪]

---

১০৩. আল-জামিউস সগির : ২৭৯৩; হাদিস হাসান।
১০৪. সহিহু মুসলিম : ১৪৬৯।

ইমাম নববি ﷺ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন :

'অর্থাৎ একজন মুমিন স্বামী তার মুমিন স্ত্রীর ওপর রাগ করা উচিত হবে না। কেননা, যদি স্ত্রীর কোনো দিক তার খারাপ লাগেও, তবুও তার মধ্যে এমন গুণ পাবে, যা তাকে সন্তুষ্ট করে দেবে। যেমন : যদি স্বামী স্ত্রীর আচরণে একদিকে কর্কশতা দেখে, তবে অন্যদিকে স্ত্রী দ্বীনদার বা সুন্দরী বা নিষ্কলুষ হবে বা তার সঙ্গী হবে ইত্যাদি।'

স্ত্রীর দোষ-ত্রুটির ক্ষেত্রে যা কিছু বলেছি, তা স্বামীর দোষ-ত্রুটির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দুজনকেই সহিষ্ণু হতে হবে। ছোটখাটো ভুল না ধরে উপেক্ষা করতে হবে।

যেন ভালোবাসা মরে না যায়

- জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'বিয়ের এক বছর কি দুই বছর পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসার রেশ পাবে না তুমি। মানুষ যেটাকে মধুমাস বলে, তা শেষ হওয়ার পর থেকে প্রতিদিনের সূর্যের সাথে ভালোবাসাও বিদায় নিতে থাকে আস্তে আস্তে।'

  তাহলে এমন কী করবে, যা করলে ভালোবাসা মরে যাবে না?

- তুমি তোমার স্বামীকে অনেক ভালোবাসো, এটা ঠিক আছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, একইভাবে তোমার স্বামীও তোমাকে ভালোবাসতে হবে একই পরিমাণে বা তার চেয়ে বেশি।...

  এ জন্য নিজেকে তার কাছে প্রিয় করে তোলো। তার অন্তরে ভালোবাসার চারা রোপণ করো। এরপর সে চারাকে যত্নের সাথে বড় করে তোলো। কারণ পুরুষের অন্তর ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। তোমার পরিচর্যা না পেলে সে চারাগাছ আবার মরণোন্মুখ হতে পারে।...

  কখনো সেসব স্ত্রীর মতো হবে না, যারা তাদের স্বামীকে অবহেলা করে। এমনকি তাদের মধ্যকার ভালোবাসা মরে যায়। এরপর তাদের হুঁশ ফেরে!

  বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে স্বামী দেখে, তার স্ত্রী সবচেয়ে সুন্দর পোশাক পরছে, সবচেয়ে সুন্দর অলংকারে সাজছে।...

  পোশাক-আশাক ও ঘরের পরিষ্কারের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে।

  তার স্বামী ঘরদোর অগোছালো ও অপরিষ্কার দেখুক, এটা সে চায় না।

  স্বামীর সাথে বা তার সামনে কঠোর কথা বলা থেকে বিরত থাকে।

  যখন স্বামী ঘরে ফিরে আসে, তখন স্ত্রী হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাকে স্বাগত জানায়।

  স্বামীকে জানায় যে, তাকে ছাড়া এ ঘরে কাটানো প্রতিটি মিনিট যেন এক একটা যুগের সমান ছিল।...

এভাবে যদি সারাটা জীবন চলত, তাহলে কত ভালো হতো!

জনৈক স্বামীর বক্তব্য, 'খুব দ্রুতই যেন সব ভালোবাসা কোথাও উবে গেছে। আমার স্ত্রী, যে মানুষটা আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসত, যার কাছে আমি তার নিজের থেকেও বেশি গুরুত্ব পেতাম, সে মানুষটা অন্য মানুষে পরিণত হয়েছে। এখন সে চাচ্ছে, আমি যেন কেবল তাকেই ভালোবাসি, অন্য কারও দিকে ভ্রুক্ষেপও না করি। কিন্তু আমার ব্যাপারে সে উদাসীন, আমার ব্যাপারে তার জানারও ফুরসত নেই যেন।'

কখনো দেখা যায়, স্বামী ঘরে ফিরে আসলো, যেভাবে সব সময় আসে; কিন্তু এসে দেখল তার স্ত্রী ঘুমিয়ে আছে!

আবার দেখা গেল কোনো স্বামী তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দিতে যাচ্ছে, এদিকে তার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে!

- এক স্বামীর অপেক্ষায় খাবার টেবিলে বসে আছে তার স্ত্রী ও সন্তানেরা। এদিকে তার বন্ধুরা ডাক দিল, একসাথে খাবে আজকে। সে তার অপেক্ষমাণ স্ত্রী-সন্তানদের ছেড়ে সাথে সাথে সে ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেল!

জনৈক স্ত্রী বলেন, 'আমার স্বামী মোটেই আমার প্রতি গুরুত্ব দেয় না। আমি আমার কাজকর্ম, আমার দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করি। তার জন্য আরাম ও শান্তির ব্যবস্থা করি। কিন্তু তার স্বভাব খারাপ, চরিত্র নিন্দনীয়, বদমেজাজি। আল্লাহর কসম, আমি তাকে বহুবার লক্ষ করেছি, বন্ধুদের সাথে তার আচরণ খুব ভালো। আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের সাথে তার আচরণ খুবই সুন্দর; কিন্তু আমার কাছে আসলেই তার ধমকাধমকি শুরু হয়ে যায়, সব খারাপ আচরণ আমার সাথে করে!'

- নিঃসন্দেহে আমরা সবাই এমন কথা শুনে থাকি যে, কোনো স্বামী তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে এখন আর গুরুত্ব দিচ্ছে না, তার প্রতি কঠোর আচরণ করছে। আবার স্ত্রীর ক্ষেত্রেও এমনটা শোনা যায়।

বলতে পারো, বছর গড়াতে ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যকার ভালোবাসা কেন মরে যায়?

অবহেলা। একে অন্যকে অবহেলা করে। আর জীবনের সমস্যাগুলোতে তারা ডুবে থাকে। ফলে তাদের মধ্যকার ভালোবাসা মরে নিঃশেষ হয়ে যায়!

কবে দিয়েছিলে স্ত্রীকে উপহার?

- আমি তোমাকে একটা মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি, শেষ কবে স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিলে?! নিজেকে এ প্রশ্নটা করো।...

- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উপহার দেওয়া-নেওয়া ভালোবাসার নিদর্শন... প্রেমের নিদর্শন...

  সম্পর্ক মজবুত করার উপায়...

  সম্পর্ক গভীর করার মাধ্যম...

  সম্ভবত উপহারই হচ্ছে স্ত্রীর মনকে জয় করার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিগুলোর একটা।... এ উপহার চাই যতই ছোট হোক না কেন।... স্ত্রীকে উপহার দিলে সে মনে করবে, তুমি তাকে সব সময় মনে রাখছ, সব সময় তার কথা ভাবছ। আর এটা তার মনে অনাবিল আনন্দ এনে দেবে।

  আমাদের রাসুল ﷺ বলেন :

  تَهَادُوا تَحَابُّوا

  'তোমরা পরস্পরকে উপহার দাও, তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা গাঢ় হবে।'[১০৫]

- দাম্পত্য জীবনে সময়ে সময়ে কিছু না কিছু উপলক্ষ ও উদযাপন মুহূর্ত আসেই। যেমন : স্বামীর অফিসে প্রমোশন বা স্বামী-স্ত্রীর জন্য সুখকর কোনো উপলক্ষ।...

  এসব উপলক্ষকে সঠিকভাবে কাজে লাগাও; যেন শুকিয়ে যাওয়া ভালোবাসার বৃক্ষে আবারও প্রাণ সঞ্চারিত হয়। যে ভালোবাসা অধিক উদ্বিগ্নতার কারণে বা সন্তানদের নিয়ে চিন্তার কারণে কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছিল।...

---

১০৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৯৪, সহিহুল জামি : ৩০০৪।

এমন উপলক্ষগুলো ছোট্ট হলেও একটা উপহার দিয়ে উদযাপন করো।... উপহার নিয়ে কৃত্রিমতা বর্জনীয়। উপহারের সাথে একটা ছোট্ট চিরকুটে দুকলম লিখে দাও। কারণ এ দুশব্দ জাদুর মতো প্রভাব ফেলবে।...

- যখন সফর থেকে বাড়িতে আসো, তখন হাতে করে একটা উপহার নিয়ে এসো। একটা চকলেটবার হলেও আনো।...

- উপহার কখনো কখনো প্রতীকীও হতে পারে। যেমন : কাছে কোথাও ঘুরতে নিয়ে গেলে স্ত্রীকে। যে জায়গাটা স্ত্রীর কাছে ভালো লাগে এমন কোনো জায়গা। অথবা অন্য কিছু করলে; যাতে স্ত্রীর মনে ভালো লাগে।

  'গোলাপ ফুল' ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তোমার মনের ভালোবাসা তার কাছে তুলে ধরার জন্য একটা গোলাপই যথেষ্ট। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি কৃত্রিমতা কোরো না। তবে গোলাপের ইতিবাচক প্রভাব আছে অবশ্যই। তাই সময়ে সময়ে একটা একটা গোলাপ এনে স্ত্রীকে দিলে এত বেশি ক্ষতি হবে না নিশ্চয়ই!

- বস্তুগত মূল্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করলে উপহার খুবই সুন্দর অনুভূতি বহন করে। উপহারের মাধ্যমে যেকোনো কাজ দ্রুত আদায় করা যায়, এর মাধ্যমে মনোবল উন্নত হয়, একটা সুখানুভূতি বয়ে দেয় মনের প্রতিটি কোনায়।...

  জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'যখন তুমি কোনো গিফট পেলে আর এর বিপরীতে নিজে কিছু দেওয়ার ইচ্ছে করলেও দিতে না পারলে, তাহলে তার গিফটের প্রতি তোমার আনন্দ দেখানো ও তার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তার জন্য তোমার সবচেয়ে বড় রিটার্ন গিফট হবে।...'

- স্ত্রীকে উপহার দেওয়ার সময় সতর্কতা অবলম্বন করবে। উপহার দেওয়ার আগে দামের স্টিকার উঠিয়ে নেবে।

  অন্যদের সামনে স্ত্রীকে উপহার দেবে না। কিন্তু যদি বিশেষ কোনো কারণে অন্যদের সামনে উপহার দিতে হয়, তাহলে তাতে অসুবিধে নেই।

  বাদানুবাদ হলে তখন তোমার উপহারের কথা উল্লেখ করে কিছু বলবে না অথবা অন্যদের সামনে তাকে দেওয়া উপহারের ফিরিস্তি খুলে বসবে না।...

- দাম্পত্য সম্পর্কে অনবরত উদাসীনতা থেকে সর্তক থেকো। 'যৌবন শেষ হয়ে গেছে', 'বয়স পার হয়ে গেছে' অথবা 'এসব বিলাসিতা করার সময় কই?' এমন অজুহাত দিয়ে অবহেলা করা মারাত্মক মূর্খতা এবং এর পরিণাম মারাত্মক হয়ে থাকে। এসব সে-ই বলতে পারে, যে কেবল নিজেকে নিয়ে ভাবে এবং জীবনসঙ্গীর অধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।

এমন অবহেলার জবাবদিহি আল্লাহর কাছে করতে হবে। এমনকি এ অবহেলা ও উদাসীনতা ইবাদতের কারণে হলেও আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে, 'কেন সে তার স্ত্রীর অধিকার যথাযথভাবে আদায় করল না?'

মৌমাছির মতো হও

- মৌমাছির মতো হও। মৌমাছি যখনই তার ঘর থেকে বের হয়, তখন আবহাওয়ার শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মধু নিতে ফুলের ওপর গিয়ে বসে। তার চোখ তখন নিবদ্ধ থাকে কেবল মধুবিশিষ্ট ফুলের ওপর; যদিও তার আশপাশে অনেক প্রতিকূলতা ও খারাপ অবস্থা থাকে, তবুও সে চমৎকার স্বাদের মধু উৎপাদন করে যায়।

  এমন মৌমাছির মতো হও, যে সব সময় ইতিবাচকতাকে কেন্দ্র করে চলে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক রয়েছে। আর আমরা মানুষের স্বভাব হচ্ছে, আমরা ভুল কাজও করে ফেলি, আবার সঠিক কাজও করি।

- স্বামীকে বুঝাও যে, তুমি তার প্রতি যত্নশীল। তার ভালোবাসা ও আদর-স্নেহের জন্য মুখিয়ে আছ তুমি। আর তোমার কাছে সে যেন খাবার ও পানীয়ের সমান গুরুত্বপূর্ণ, যা ছাড়া একজন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না।

  যখন একজন পুরুষ অনুভব করে যে, তার স্ত্রী তার জন্য মুখিয়ে আছে, তখন সে পুরুষ স্ত্রীর প্রতি আরও নিকটবর্তী হয়।...

  স্বামীকে এটা বুঝিয়ো না যে, তার প্রয়োজন নেই। যাতে সব সময় তোমার সব চাহিদা পূরণ হয়, আর তুমি তার তত্ত্বাবধানে থাকো সব সময়। যখন স্বামী অনুভব করবে যে, তুমি তাকে মূল্য দিচ্ছ না, তুমি তার মুখাপেক্ষী না, তুমি না সম্পদের দিক থেকে তার মুখাপেক্ষী, না চিন্তা-বুদ্ধির দিক থেকে, তখন সে তোমার থেকে দূরে চলে যাবে, তোমার প্রতি তার বিতৃষ্ণা তৈরি হবে।....

- স্বামী অসন্তুষ্ট হয় এমন কথা তাকে শোনাবে না। কেননা, এমন কথা তাকে কষ্ট দেবে, তার মেজাজ বিগড়ে দেবে।...

  তোমার জন্য ও সন্তানদের জন্য যে কষ্ট সে করে, তার সে কষ্টকে কখনো হেয় করবে না।...

তার প্রশংসা করো, যেমন তাকে বলতে পারো—'আপনার কর্মগুণে আমরা সুখে আছি', 'আপনি আমার সব চাওয়া পূরণ করলেন।'

এভাবে চলতে পারলে তুমি যা চাও, তা অর্জন করতে পারবে তার মাধ্যমে, যতক্ষণ সেটা সীমার ভেতরে থাকে আর তোমার স্বামী সন্তুষ্ট ও সুখী থাকে।...

• জনৈক দরিদ্র লোকের কথা। একটা ছোট্ট চাকরি করে সে। একদিন হঠাৎ তার শ্বশুর তাকে বলল :

'শোনো, তোমার স্ত্রীর জন্য মাঝে মাঝে রুটি, পনির আর সবজি নিয়ে যাবে। সব সময় গোশত খাওয়াও কেন তাকে। সে গোশত, তেল আর ফল খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে গেছে।'

লোকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। একবার মুখ খুলল কিছু বলবে। কিন্তু কী বলবে সেটা খুঁজে না পেয়ে আবার মুখ বন্ধ করে ফেলল। এরপর সে বলে :

'তারপর আমি আমার স্ত্রীর কাছে এলাম। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তার কথা যেন আমার পায়ের তলের মাটি সরিয়ে দিয়েছে!'

এ লোকের স্ত্রী যখন বাবার বাড়ি যেত আর তারা গোশত, চর্বিযুক্ত গোশত আর ফলফলাদি খেতে দিত, স্ত্রী বলত, 'এসব খেতে চাই না। এসব খেতে খেতে ক্লান্ত-বিরক্ত।' এ বলে সে ওসবের কিছু খেত না। উলটো বলত, তার স্বামী এসবের কিছুই বাদ দেয় না। এমনকি সে সব সময় গোশত ও ফলফলাদি আনে। যে কারণে সে বিরক্ত। এখন সে পনির আর সবজি খেতে চায়।

এ হচ্ছে তার স্ত্রীর কথা। বাস্তবে সে স্বামীর বাড়িতে মাসে-দুমাসে একবার গোশত দেখে। অধিকাংশ সময় রুটি আর পনির দিয়েই খায়। এ লোকটি কেবল এগুলো আনার মতো সামর্থ্য রাখে। কিন্তু একজন ভালো স্ত্রী তার স্বামীর মর্যাদাকে উচ্চ করতে চাইল, তাকে অন্যদের সামনে বড় করে তুলে ধরতে চাইল, তাই এ কথা বলেছিল। সে ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করত; কিন্তু সে চাইত না, তার স্বামী অন্য কারও সামনে লজ্জায় পড়ুক।

স্ত্রী তার স্বামীকে সবর করতে বলত, তাকে শক্তি জোগাত, তাকে সবরের ফলে আল্লাহর পুরস্কারের কথা শুনাত।...

আসলে একটা সুখী ঘরের ভিত্তি পাথর বা পিলার নয়; বরং একজন ভালো সবরকারী স্ত্রীই হচ্ছে একটা সুখী ঘরের ভিত্তি।...

ভালোবাসায় কৃপণতা

- যখন আমরা কেউ 'কৃপণ স্বামী' শব্দটা উল্লেখ করি, তখন আমাদের মস্তিষ্ক ভাবতে শুরু করে যে, এখানে এমন একজন স্বামীর কথা বলা হচ্ছে, যে তার স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সম্পদ খরচ করতে কৃপণতা করে। এটাই কি আসল কৃপণতা?

  এটা ঠিক যে, সম্পদের কৃপণতাও কৃপণতা। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে এরচেয়ে বড় কৃপণতা হচ্ছে, স্ত্রীকে ভালোবাসা দিতে কৃপণতা করা, তার প্রতি আদর-স্নেহের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা।

  স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য সম্পদ খরচ না করলে যেমন তারা কষ্ট পায়, তেমনই তাদের প্রতি ভালোবাসা না দেখালে তারা আরও বেশি কষ্ট পায়। একজন স্ত্রী সম্পদের কৃপণতা সহ্য করতে পারে; কিন্তু একজন স্ত্রী ভালোবাসার কৃপণতা সহ্য করতে পারে না। এমনকি একজন পুরুষ যখন মাত্র একটা শব্দেও তার ভালোবাসার প্রকাশ করে না, তার প্রতি তার স্ত্রীর কেমন মনোভাব তৈরি হবে?!

  স্বামীর টাকাপয়সা খরচ না করার কৃপণতাকে স্ত্রী তার বাবার বাড়ি থেকে সাহায্য-সহযোগিতা এনে বা কোনো কাজ করে বা অন্য কোনোভাবে সম্পদের কৃপণতার প্রতিবিধান করতে পারে।...

  কিন্তু ভালোবাসার কৃপণতার প্রতিবিধান করার কোনো উপায় নেই।[১০৬]

- আরও আশ্চর্য হচ্ছে, একজন পুরুষ তার আশপাশের লোকদের প্রশংসা করে, তাদের সাথে সুন্দর সুন্দর কথা বলে; কিন্তু তার স্ত্রীর বেলায় বেজায় বখিল সে।

  অথচ সে যখন বাড়ি আসে, তখন দেখে ঘরদোর সব গোছানো, তার স্ত্রী তার জন্য সেজেগুজে সুগন্ধি মেখে তৈরি হয়ে রয়েছে।...

---

১০৬. ড. সামির ইউনুস কৃত ইনদামা ইয়াবখালুজ জাওজ।

স্ত্রী তার স্বামীর প্রিয় খাবার রান্না করে, যা রাঁধতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে কষ্ট করতে হয়েছে।

কিন্তু এ হতভাগা স্বামী স্ত্রীকে তার ভালোবাসার কথা বলবে তো দূরের কথা, প্রশংসাসূচক সামান্য একটা শব্দও বলল না!

না প্রশংসা-বাক্য, আর না ভালোবাসার কথা, না স্ত্রীর এমন সুন্দর অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া, কোনোভাবেই স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা আদায় করল না।...

এমন স্বামীর মনই আসলে মরে গেছে...

কৃতজ্ঞতার মানেই সে জানে না...

তাই নিজের স্ত্রীকে হতাশ করে চলেছে সে।...

- ভালোবাসার একটা ঘটনা শুনাই...

রাতের দ্বিপ্রহর শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই। স্ত্রী ঘুম থেকে উঠল। বিছানায় হাতড়ে স্বামীকে খুঁজল। কিন্তু সে তো বিছানায় নেই, এমনকি রুমেও নেই। ওয়াশরুমেও বাতি জ্বলছে না। তার মানে সেখানেও নেই।

তাহলে কোথায় সে? মনের ভেতর অজানা আশঙ্কা কাজ করছে তার। স্বামীর মনের দুঃখ সে ঘুচাতে পারেনি। অনেক দিনের বিয়ে তাদের একটা সন্তান দিতে পারেনি এখনো। তবে কি?!...

নিজের মনের ওয়াসওয়াসাকে প্রশ্রয় না দিয়ে গায়ের পোশাক ঠিক করে একরকম লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে নামল। ঘরের প্রতিটি কোণে তার স্বামীকে খুঁজতে লাগল।...

হঠাৎ কোথাও চাপা কান্নার আওয়াজ শুনে সেদিকে পা বাড়াল। এবার সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। নিজের কুধারণার জন্য নিজেকে দুষল। তার স্বামী সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করছে আর কাঁদছে।...

স্বামী তাকে দেখার আগেই আবার বিছানায় ফিরে এল সে। আর স্বামীর মনের চাওয়া পূরণ করতে না পারার, একটা সন্তান না দিতে পারার বেদনায় কেঁদে উঠল।...

কিছুক্ষণ পর স্বামী চলে এল ঘুমানোর ঘরে। সে ঘুমের ভান করে পড়ে রইল। যাতে স্বামীর মনে আরও কষ্ট না যায়।...

হঠাৎ খেয়াল করল, তার গালে হাত বুলিয়ে কেউ চোখের তপ্ত অশ্রু মুছে দিচ্ছে। এবার কণ্ঠ শুনতে পেল, 'দরজার পেছন থেকে তোমার গায়ের সুঘ্রাণ পেয়েছিলাম।' বুঝেছি, আমি তাকে জাগিয়ে দিয়েছি।...

স্ত্রী মায়াভরা কণ্ঠে বলল, 'আমি আপনার দুআ শুনেছি।... আমার অক্ষমতা, আপনার মনের চাওয়া পূরণ করতে পারিনি আমি।...'

এ বলে ডুকরে কেঁদে উঠল স্ত্রী। স্বামী ভালোবাসাভরা চোখে আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমার অক্ষমতার কারণে কাঁদিনি; বরং আমি কেঁদেছি এ জন্য যে, একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি। স্বপ্নে দেখেছিলাম, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ। এ জন্য আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছি; যাতে তিনিও আমার ডাকে সাড়া দেন, আর তোমাকে আমার কাছে সব সময়ের জন্য দিয়ে দেন।

এটাই ভালোবাসা... আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য ভালোবাসা... তারপর নিজের পরিবারকে ভালোবাসা।...

স্ত্রীর সাথে সর্বোচ্চ সুন্দর আচরণ করো

- মনে রাখবে, তোমার ও তোমার স্ত্রীর সম্পর্ক যেন হয় সর্বোচ্চ নৈকট্যের, অতি বিশেষ সম্পর্ক। দাম্পত্য সম্পর্ক কোনো লাভ-লোকসান বা ব্যাবসায়িক সম্পর্ক নয়। অনবরত উপভোগ করে যাওয়া বস্তু নয়। বরং দাম্পত্য সম্পর্ক হচ্ছে, একে অন্যের সাথে জীবন ভাগ করে নেওয়া ও দায়িত্ব আদায়ের সম্পর্ক।...

- স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি সুন্দর আচরণ করো। তুমি যদি তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে পারো, তাহলে তারাও তোমার সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তারাই ভালোবাসা দিয়ে তোমার অসুখী জীবনে সুখ ও শান্তিতে ভরে দেবে।...

- কখনো স্ত্রীকে এটা ভাবতে দিয়ো না যে, সে হচ্ছে পরিবারের গৌণ মানুষ আর তোমার সন্তানরাই তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সন্তানদের চাওয়া ও ইচ্ছে হচ্ছে তোমার কাছে আদেশ, যা ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না বা অবজ্ঞা করা যাবে না, এমনটা যেন না হয়। বরং এটা বাধ্যতামূলক করে দাও যে, সন্তানদের কেউ কিছু চাইতে হলে সেটা যেন তাদের মায়ের মাধ্যম হয়ে আসে। এখানে স্ত্রী তোমার দূত হিসেবে থাকবে। এভাবে তার সম্মান বজায় থাকবে পরিবারে। বরং তুমি সন্তানদের সামনে তোমার স্ত্রীর মর্যাদা ও গুরুত্ব আরও বেশি বাড়িয়ে তুলতে পারো। কারণ তোমার স্ত্রীই তাদের আগে আসবে, সর্বোপরি সে তোমার সন্তানদের মা, আর তোমার সুখ-শান্তি তার সুখ-শান্তিতে নিহিত থাকবে।...

- স্ত্রীর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো। কারণ তার কথার মাধ্যমেই বোঝা যাবে যে, তাকে কী ধরনের চিন্তা ও পেরেশানি ঘিরে রেখেছে। কিন্তু আবার কথা শেষ করার সীমানাও খেয়াল রাখবে। কারণ কিছু মহিলা আছে, কথা শুরু করলে আর থামতে জানে না। অথবা দেখা গেল, তার পুরো কথাবার্তা কেবল তোমার পরিবার বা আত্মীয়দের নিন্দা নিয়েই হয়ে যাচ্ছে। তাই তার কথার প্রত্যুত্তর দিতে হবে হিকমত ও বুদ্ধির সাথে আর সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে।...

- তোমাদের মাঝে যেন কথোপকথনের সব পদ্ধতি বিরাজমান থাকে। কথা মুখেও হয়, আবার শব্দহীন কথোপকথনও হয়। তাই মুখে ভালোবাসার কথা, চোখে ভালো লাগার ভাব, হাতে স্নেহের স্পর্শ আর উষ্ণ আলিঙ্গন—সব মাধ্যমেই তাকে আপন করে নেবে।

- স্ত্রীর সাথে সততা ও স্বচ্ছতা রক্ষা করো। তোমাদের দুজনের সম্পর্কে কোনো ধরনের ছলচাতুরী বা সন্দেহের স্থান দেবে না। কেননা, এগুলো তোমাদের পরস্পরের মাঝে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।...

- তার সাথে নিজের মনের সুন্দর কথাগুলো বলো কোনো সমুদ্র-সৈকতে কিংবা গোধূলি বেলায় সূর্য ডোবার অনুপম দৃশ্যের সাথে।...

- সম্পদ নিয়ে কৃপণতা করবে না বা ভালোবাসা দিতেও কৃপণতা করবে না। কৌতুক করা ও সিরিয়াসনেসের সাথে ভারসাম্য বজায় রাখবে। নরম ও কঠোরতার মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখবে। এমন নরম হবে না যে, সে তোমাকে কম মনে করে; আবার এমন কঠোর হবে না যে, সে তোমাকে অপছন্দ করে বসে। বরং মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। কারণ, সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে মধ্যমপন্থা। নবিজি ﷺ বলেন :

  إِذَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

  'যখন আল্লাহ কোনো পরিবারের কল্যাণ চান, তখন তাদের মধ্যে কোমলতা দান করেন।'[১০৭]

- স্ত্রীকে শারীরিক বা মানসিক বা ভালোবাসাগত দিক থেকে অবহেলা করবে না। কারণ অবহেলা সব সুন্দর সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। কখনো কখনো এমন বিপজ্জনক দিকে নিয়ে যায়, যা একজন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

- তোমার কাজ বা চাকরি যেন স্ত্রীর কাছে ঘৃণ্য না হয়ে ওঠে। তুমি যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কাজে বা চাকরিতে ব্যয় করো, তবে তা তার কাছে ভালো লাগবে না। তোমার পুরোটা সময়ও চাকরিতে বা কাজে দিয়ে বসবে না। বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে। তুমি নিজের জন্য কিছুটা সময় রাখবে। দিনে একটা সময় স্ত্রীর জন্য বরাদ্দ রাখবে। বিশেষ করে ছুটির দিনে।

---

১০৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪২৭, সহিহুল জামি : ৩০৩।

- তুমি নিজের ব্যক্তিত্বের অংশ মনে করে এমন কিছু জিনিসকে ত্যাগ করতে হতে পারে। যাতে তোমার জীবনসঙ্গিনীর সাথে জীবনকে উপভোগ করতে পারো।...

- নিজেকে যেমন গুরুত্ব দাও, তেমনই স্ত্রীকেও গুরুত্ব দাও। নিজের জন্য যা পছন্দ করো, তার জন্যও তা পছন্দ করো। তবে আমিত্বের রোগে ভুগবে না যে, তুমি যতটুকু তাকে দিচ্ছ, তার চাইতে বেশি তার কাছ থেকে নেবে অথবা তার থেকে সবটা নেবে; কিন্তু তাকে কিছুই দেবে না, এমনটা যেন না হয়।

- জীবনসঙ্গিনীর জন্য নিজেকে উত্তম আদর্শ বানাও। তোমার কাজকর্মগুলোকে তোমার পক্ষ হয়ে তোমার মনোভাব তুলে ধরতে দাও আর তেমন করেই সব সময় চলবে।

- নিজের সব চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় স্ত্রীকে জড়াবে না। নিজেই সেসবের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করার চেষ্টা করো। তবে আনন্দের মুহূর্তগুলোতে সব সময় তাকে অংশীদার করবে।

সে আমাকে কষ্ট দেয়, আমার সন্তানদের কষ্ট দেয়

- কত বার বলেছি, এমন আত্মঘাতী কথা বলবে না।...

  যদি তুমি বলো, 'সে আমাকে কষ্ট দেয়, আমার সন্তানদের কষ্ট দেয়', তাহলে সন্তানদের চোখে তোমার অবস্থান নেমে আসবে।...

  তুমি কখনো নাও জানতে পারো যে, এ রকম কিছু বলার কারণে তোমার ক্ষতি হচ্ছে; কিন্তু আমি জানি এটা ক্ষতির কারণ।...

  যখন আমাদের কোনো সন্তানকে বিপথে যেতে দেখো, তখন আশ্চর্যও হবে না, আর রাগান্বিতও হবে না। কেননা, সে তার বাবার অনুসরণ করছে। প্রবাদে আছে, 'ছেলে তো বাবার মতোই হয়।'

- ধূমপান করা কি অপচয়ের মধ্যে পড়ে না?! সিগারেট কিনতে যে টাকা খরচ হয়, সে টাকা স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খরচ করা কি উত্তম নয়?!...

  নবিজি ﷺ কি বলেননি :

  > دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ
  >
  > 'একটি দিনার তুমি আল্লাহর পথে খরচ করলে, একটি দিনার তুমি গোলাম আজাদ করার কাজে সহায়তায় খরচ করলে, একটি দিনার তুমি মিসকিনকে দান করলে, একটি দিনার তুমি পরিবারের জন্য খরচ করলে—এসবের মধ্যে সে দিনারের প্রতিদান বেশি, যা তুমি পরিবারের জন্য খরচ করলে।'[১০৮]

---

১০৮. সহিহ মুসলিম : ৯৯৫।

তা ছাড়া ধূমপান তো হারাম ও নিকৃষ্ট কাজগুলোর একটা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'বলো, অপবিত্র আর পবিত্র সমান নয়; যদিও অপবিত্র বস্তুর প্রাচুর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে। কাজেই হে জ্ঞানী সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।'[১০৯]

তাহলে ধূমপান হচ্ছে বৃথা অর্থ অপচয়। স্বাস্থ্য ধ্বংসকারী। ধূমপান মানুষের স্বাস্থ্যকে কম-বেশ ক্ষতি করে। ধূমপান হচ্ছে ধীরগতির আত্মহত্যা।

- এক স্ত্রীর জবানবন্দি :

আমি আমার স্বামীকে বারংবার বললাম ধূমপান ছেড়ে দিতে। কখনো কথা বলে, কখনো বইয়ের মাধ্যমে, কখনো অডিওর মাধ্যমে। কখনো তার সামনে থেকে উঠে যেতাম নাক চেপে তাকে গন্ধের কথা মনে করিয়ে দিতে। তাকে অনুৎসাহিত করতে করতে একসময় হতাশ হয়ে পড়ি। তখন আমি নিজেকে বলি, শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখি।...

এক রাতের কথা। স্বামীর জন্য বেশ সেজেগুজে নিলাম। এরপর তার বাড়ি আসার সময় যখন হয়, তখন একটা পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে খেয়ে নিলাম কিছুটা।

ঘরে ঢুকতেই তাকে অভ্যর্থনা জানালাম। জড়িয়ে ধরলাম তাকে। সে পেঁয়াজের গন্ধ পেয়ে নাক সিঁটকাল।...

একই কৌশল কয়েক দিন অবলম্বন করলাম!

যখন তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, আমাকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'আর কত দিন পেঁয়াজ চলবে? শুধু পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ?!'

আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম, 'আর আপনি? কেবল সিগারেট আর সিগারেট!...'

সে রাতেই আমার স্বামী ঘোষণা দিলেন তিনি ধূমপান ত্যাগ করবেন।

---

১০৯. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ১০০।

• স্বামীর আচরণের মধ্যে কেবল বিরক্তিকর দিক খুঁজতে যেয়ো না। বরং তার সুন্দর আচরণের দিকেও তাকাও। উভয় দিক দেখার এ সর্বব্যাপী দৃষ্টি তোমাকে দাম্পত্য জীবনে অটল থাকতে সাহায্য করবে।...

মনে রাখবে, সুন্দর আচরণের মাধ্যমে একজন মানুষের মন যত সহজে জয় করা যায়, তাকে নিন্দা করে তার মন জয় করা ততটাই কঠিন। সুন্দর আচরণ হতে পারে, একটা মুচকি হাসির ঝিলিক, অথবা ছোট দুটি শব্দ, কিংবা স্বামীর চিন্তায় ও দুঃখে তার পাশাপাশি থাকা।...

সর্বশেষ কথা হচ্ছে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে ও তাঁর কাছে দুআ করতে ভুলবে না। হাদিস কুদসিতে আল্লাহর কথা শোনো :

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তার সাথে তেমন আচরণ করি। তাই বান্দা যেন আমার সম্পর্কে সে যেমন চায়, তেমন ধারণা করে।...'[১১০]

১১০. মুসনাদু আহমাদ : ১৬০১৬, সহিহু ইবনি হিব্বান : ৬৩৩।

তোমার মা ও তোমার স্ত্রী

- বউ-শাশুড়িতে মিল হয় না, এটা প্রচলিত একটা বিষয়। এ দুঃস্বপ্নটাই হাজারো পুরুষের বুকে চেপে রয়েছে।... যে জিনিসটা অন্য মানুষের মাঝে সুন্দর ও মিষ্ট, সে একই জিনিস বউ-শাশুড়ির মাঝে তিক্ততার রূপ নেয়।... একজন পুরুষ চেষ্টা করে একই সাথে তার মাকে খুশি রাখতে ও স্ত্রীকে সুখী রাখতে।...

কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব হবে, যেখানে এ দুজন একে অন্যের বিরোধিতা করতে এক চুল পরিমাণও ছাড় দেয় না! এ জন্য দরকার বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও অনেক বেশি ধৈর্য। এ তিনটার মাধ্যমে একজন পুরুষ এ সমস্যা উতরে যেতে পারে। তাকে শিখতে হবে কীভাবে একই সাথে স্ত্রীর চাওয়া পূরণ করতে হয় এবং মায়ের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য আদায় করতে হয়।

- অবস্থাটা ভালো করে বুঝে নাও।... তোমার মায়ের প্রতি তোমার স্ত্রীর মনের ভেতরে কী রকম অভিমত রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করো।...

- স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা কোরো না; যদিও নিজের মায়ের প্রতি তার এমন দৃষ্টিভঙ্গি তোমার কাছে খুবই কষ্টের, তবুও স্ত্রীর মনোভাবকে পরিপূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করবে না।...

যখন তোমার মায়ের উপস্থিতিতে তোমার স্ত্রী উদ্বিগ্নতায় পড়ে বা স্নায়ুতে ছেদ পড়ে, তখন জানার চেষ্টা করো কী কারণে তোমার স্ত্রীর এমন হচ্ছে।

- অন্যদিকে, একইভাবে মায়ের অনুভূতিকেও গুরুত্ব দেবে। কখনো দেখা যাবে, তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার মায়ের নেতিবাচক মনোভাব এ জন্য তৈরি হয় যে, তোমার মা ভয়ে থাকে যে, তোমার স্ত্রী যেন অবিবেচকের মতো কাজ করে তোমার না কোনো ক্ষতি করে ফেলে!

দুজনই তোমার কল্যাণ চায়। তাই দুজনের মনোভাব ও অনুভূতির কথা তোমাকে শুনতে হবে।...

- চেষ্টা করো তাদের উভয়ের মধ্যকার ব্যয়কৃত সময়টা কমিয়ে আনতে। তারা দুজন যেন পরস্পরের সাথে দীর্ঘ সময় না থাকে। পাছে এমন যেন না হয়ে যায় যে, অতিরিক্ত সময় একত্রে কাটানোর কারণে তাদের উপভোগ্য সময়টা বিরক্তিকর আবহাওয়াতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তুমি নিশ্চিত হতে পারো না যে, যত বেশি তারা একত্রে থাকবে, তত বেশি তাদের সম্পর্ক সুন্দর হবে না। এটা অনিশ্চিত বিষয়।

  যখনই পরস্পরের কাটানো সময় বেশি হতে থাকে, তত বেশি তাদের মধ্যে অযাচিত কিছু হওয়ার আশঙ্কা বাড়তে থাকে।...

- স্ত্রীর সাথে কথা বলার সময় তোমার মায়ের সম্পর্কে কিছু ভালো ও প্রিয় ঘটনা শোনাও, যেটা তোমার স্ত্রীরও পছন্দ হবে এমন ঘটনা।

- তোমার মা তোমার স্ত্রীর সম্পর্কে কেমন চিন্তা করে, সেসব থেকে খারাপ চিত্র স্ত্রীর সামনে বলবে না।

- তাদের দুজনের কথোপকথন যেন স্পষ্ট ও বোঝাপড়ার ভেতরে থাকে।...

- তাদের একজন অপরজনের সম্পর্কে বলা অযাচিত কথার কোনো শব্দ যেন অন্য জন না শুনে। এমন সুযোগ দেবে না তাদের। বিশেষ করে, পরস্পরের ব্যাপারে কটু শব্দ উচ্চারণ করতে দেবে না। এটা তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন দায়িত্ব।...

- কখনো দুজনের মধ্যে খারাপ কিছুর আভাস পেলে সাথে সাথে তা আস্তে করে থামিয়ে দেবে, তোমার থামানোর মধ্যে দৃঢ়তা থাকতে হবে। তাহলে ভবিষ্যতে পুরো জীবন এটার সুফল পাবে।

- যখন দুজনের একজন কিছু বলে তোমাকে, তখন বিশেষ ঘটনার বিষয়ে তার কথা শোনো, তবে তাদের একজনকে অপরজনের বিষয়ে সম্পর্কের ফিরিস্তি খুলে বসতে দিয়ো না। বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কথাটা শুনবে কেবল।

- তাদের সাথে একা কথা বলবে। দুজনকে কখনো তোমার সামনে কথা কাটাকাটিতে জড়াতে দেবে না। আর ঝগড়া উসকে দেয় তাদের আগে বলা এমন কিছু ভুলেও

তাদের সামনে বলবে না।...

- তোমাকে তাদের দুজনকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দুজনের জন্য পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এ জন্য দুজনই তোমাকে সম্মান করতে হবে এবং যথাযথ মর্যাদায় কথা বলতে হবে।

- জটিলতা থেকে দূরে থেকো। তবে কী চলছে, এ খবর সব সময় রাখবে। চেষ্টা করবে, ঝগড়ার আগুন বা শীতল যুদ্ধ যেন বন্ধ করে দিতে পারো।...

- তবে দুজনকে এ চাপ দেবে না যে, তাদের পরস্পরকে তারা ভালোবাসতে হবে। এটার জন্য জোর করবে না। জোর করে একজনের প্রতি আরেকজনের সন্তুষ্টি আদায় করতে যেয়ো না।...

- স্পষ্ট কিছু নিয়ম তৈরি করে দাও। কেউ কারও সীমানা লঙ্ঘন করে অপরের কাজে ও অধিকারে দখল দেবে না। তোমার স্ত্রী তোমার সন্তানদের তত্ত্বাবধান করবে। এখানে তোমার মা দখল দেবে না। আবার তোমার স্ত্রী তোমার সন্তানদেরকে তাদের দাদির সাথে দেখা করতে বাধা দেবে না।

- আমার এক বৃদ্ধা রোগী ছিলেন। হুইল চেয়ারে তার জীবন আবদ্ধ ছিল। তার সাথে সব সময় এক মহিলাকে দেখতাম। এক মুহূর্তের জন্য বৃদ্ধাকে ছেড়ে যেতেন না। বৃদ্ধার ছেলে এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। তিনি একবার বলেন, ‘আমার স্ত্রী আমার মায়ের সেবা করে আসছে ১৪ বছর ধরে। এক রাতের জন্যও একা ছাড়েনি আমার মাকে।’

স্বামীর পরিবার আমাকে অপছন্দ করে

- জনৈক বোন তার স্বামীর পরিবারের জুলুমের অভিযোগ করে বলেন :

'আমি সব সময় তাদের প্রতি ভালো আচরণ করি; কিন্তু তারা আমার প্রতি খারাপ আচরণ করে।...

আমার অধিকারের প্রতি তারা ঘাটতি করলে আমি তাতে ভ্রুক্ষেপ করি; কিন্তু তবুও আমার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয় না।...

আমার স্বামীর সামনে ও পেছনে আমার প্রতি খারাপ আচরণ করে তারা। খারাপ আচরণের যেন আর কোনো পদ্ধতিই তারা বাকি রাখছে না।...

আমাকে নিয়ে আমার স্বামীর কাছে বিচার দেবে বানিয়ে বানিয়ে; যাতে স্বামীকে আমার বিরুদ্ধে নিয়ে যেতে পারে। আর বলে আমি তাদের অসদাচরণের যে অভিযোগ করি, তার পুরোটাই মিথ্যা, আমার বানানো।...

তাদের কঠিন সময়ে ও আনন্দের সময়ে, সব সময় তাদের পাশে থাকি আমি। সব সময় একনিষ্ঠ মন নিয়েই তাদের পাশে দাঁড়াই।

কিন্তু তারা না আমার কঠিন সময়ে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে, আর না আমার কোনো আনন্দে তারা আনন্দিত হয়েছে।...

আমি আমার স্বামীকে ভালোবাসি, তিনিও আমাকে ভালোবাসেন। কিন্তু তার পরিবারের লোকদের আচরণে আমি এখন অতিষ্ঠ।...

তারা আমার প্রতি খারাপ আচরণ করে যাচ্ছে; কিন্তু আমার স্বামী তাদের প্রতিরোধ করছে না।...

বরং সব সময় তাদের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রাখছে। যেন কোনো কিছুই হয়নি বা ঘটেনি!'

এ ক্ষেত্রে তোমার করণীয় হচ্ছে :

- নতুন করে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে থাকো। এটাতে বিরক্ত হবে না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা পরিবর্তন হচ্ছে।
- তাদের খারাপ আচরণকে এড়িয়ে যাও। অতীতের সব ক্ষমা করে দাও। ক্ষমা ও সম্মানে ভরা জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করো।
- তোমার অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের সীমা অতিক্রম করতে দিয়ো না। অথবা তোমার সম্মানহানি করতে দিয়ো না।
- তুমি তো এখন নতুন এক মানুষ, আর এটাতে তুমি দৃঢ় বিশ্বাসী, তাহলে তাদের অনর্থক কথা যেন তোমার ওপর কোনো প্রভাব না ফেলে; চাই সেটা যে কথাই হোক না কেন।
- তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখো।... যদিও উত্তম হবে, যদি তুমি নিজেকে শক্তিশালী হিসেবে প্রমাণ করো।... তাদের সাথে সদাচরণ করে যাও। তাদের খোঁজখবর নিতে থাকো। তবে তাদের সামনে নিজেকে দুর্বল বা পর্যুদস্ত দেখিয়ো না।
- তোমার ও তোমার শাশুড়ির মাঝে সম্পর্কের একটা ধাপ খোলা রাখো সব সময়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

'ভালো আর মন্দ সমান নয়। উৎকৃষ্ট দিয়ে মন্দকে দূর করো। তখন দেখবে, তোমার আর যার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।'[১১১]

---

১১১. সুরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩৪।

উৎকৃষ্টতা হতে পারে ছোট্ট একটা কথা দিয়ে কিংবা উপহার বা সুন্দর অভ্যর্থনার মাধ্যমে।...

- যখন শাশুড়ির মুখে অপ্রিয় কিছু শোনো, তখন তা না শোনার ভান করো, যেন তুমি শুনতেই পাওনি।... তোমার শাশুড়ি তার ঘরে থাকবে, আর তুমি তোমার ঘরে থাকবে।... তাহলে নিজের সুখের রাস্তায় এমন বাধা ধরে রাখার কী দরকার!
- 'ভালো কাজ করে যাও, আর তার প্রতিদানে কিছু পাওয়ার আশা সাগরে ফেলে দাও'—যেমনটা আরব্য প্রবাদে বলা হয়। ভালো কাজের প্রতিদান যদিও মানুষের কাছে না পাও, তবুও হতাশ হয়ো না—আল্লাহর কাছে অবশ্যই তার প্রতিদান পাবেই। আল্লাহ সে কবির ওপর রহম করুন, যিনি বলেছেন :

'যে ভালো কাজ করে, তার প্রতিদান সে পায়,

কারণ মানুষের ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ অবশ্যই দেন।'

শাশুড়ির মন জয় করো (১)

- শাশুড়ির মন পরিবর্তন করে দাও। তোমার স্বামী ও তার মায়ের মধ্যকার সম্পর্কের সঠিক রূপটি নিরূপণ করো।...

- তোমার স্বামীর ছোটবেলার কথা, পরিবারে বেড়ে ওঠার ঘটনা নিয়ে কথা বলো তোমার শাশুড়ির সাথে।

- তার সেসব অভিজ্ঞতা জানার চেষ্টা করো, যা তাকে একজন প্রকৃত মা হিসেবে গড়ে তুলেছে। তার শখ, তার প্রতিপালনসংক্রান্ত চিন্তাধারা জানার চেষ্টা করো। এবং ঘরে যে দ্বীনি পরিবেশ তিনি ধরে রেখেছেন, তার পেছনের কারণ জানার চেষ্টা করো।...

  এসব উপকারী তথ্য তোমাকে তোমার শাশুড়ির ব্যক্তিত্ব বুঝতে সাহায্য করবে।...

  আর তোমাদের দুজনের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ানো ছোট ছোট ভুল সরিয়ে দিতে তোমাকে সাহায্য করবে।...

- তোমার মন থেকে একজন শাশুড়ির নেতিবাচক প্রতিচ্ছবি মুছে ফেলো। যে প্রতিচ্ছবি অধিকাংশ নববধূর মনে থাকে যে, সব শাশুড়ি খারাপ, বৌদের পছন্দ করে না। তোমার বান্ধবীদের এমন কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না।...

- তোমার শাশুড়িকে সম্মান করো। তার সাথে এমন আচরণ করবে না যে, তিনি কেবল তোমার স্বামীর মা বা তোমার সন্তানদের দাদি। বরং এসব ছাড়াও তিনি তোমার মতো একজন নারীও।

- তার স্বাস্থ্যের যত্ন নাও, তার জীবন ও অনুভূতির প্রতি যত্নশীল হও।...

- কিছু কিছু বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করো। যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি তোমার কাছে কতটা গুরুত্ব রাখে।...

- সময়ে সময়ে তার কাছে নসিহত, উপদেশ চাও। এটাই তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

- মায়ের প্রতি সদাচরণের বিষয়ে তোমার স্বামীকে তাগিদ দাও। তাকে বলো, ছোট হলেও কোনো উপহার নিয়ে মায়ের সাথে দেখা করে যেন। কারণ একটা উপহার মনের হাজার কথা বলে দেয়।...

- কখনো দেখা গেছে, তোমার সন্তানদেরকে তাদের দাদির কাছে রেখে কোথাও যাওয়া লাগতে পারে। তার প্রতিপালন ও তারবিয়ত পদ্ধতি তোমার থেকে ভিন্ন হতে পারে।... তাই ভুলে যেয়ো না যে, এ শাস্ত্রের ওপর তোমার আগে তার দখল এসেছে। আর তার তারবিয়তে লালিতপালিত সন্তানকেই তো তুমি বিয়ে করেছ এবং ভালোবেসেছ। তাই নিশ্চিত থাকো যে, তোমার শাশুড়ি ঠিকই তার কর্তব্য পালন করতে পারবেন।...

তাই কোনো ধরনের নসিহত তাকে দিতে যাবে না, বা উপদেশ দিতে যাবে না। আর তিনি যেন বুঝতে না পারেন যে, তুমি দাদি হিসেবে তার ভূমিকা পালনের সক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান।... দাদাদাদি শিশুদের জীবনে মৌলিক ভূমিকা পালন করে।... তাদের এত দিনের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তাদেরকে 'কীভাবে দাদি তার নাতির খেয়াল রাখবে' সংক্রান্ত বই দিতে অসুবিধে নেই, অথবা এ বিষয়ে তোমার পঠিত কোনো ম্যাগাজিন দিতেও অসুবিধে নেই।...

- সব সময় নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে শ্বশুর-শাশুড়ির বাড়িতে যাবে না। যেমন : প্রতি সপ্তাহের জুমআর দিন দুপুরের খাবার সেখানে খেতে যাওয়া, এমনটা করবে না।

কারণ তোমাদের এভাবে নিয়ম করে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে যাওয়া একটা অভ্যাসে পরিণত হবে।...

হয়তো কোনো দিন বিশেষ কারণে বা ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের নিয়ে যেতে পারলে না, তাহলে তোমার শাশুড়ি রাগ করে বসবেন এবং মনে করবেন, তুমি তার সন্তান ও নাতিদের থেকে বঞ্চিত করছ তাকে।...

- তোমার সন্তানদের দাদির গুরুত্ব শেখাও, তাদেরকে দাদির স্বাস্থ্য ও প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শিখাও।

- যখনই দেখবে, কোনো ক্ষেত্রে তিনি অতিরিক্ত দখলদারিত্ব করছেন, তখনই বুদ্ধির সাথে তাকে এড়িয়ে যাও। নিজেকে প্রশ্ন করো, যদি তার স্থলে আমার নিজের মা হতো, তাহলে তার সাথে কেমন আচরণ করতাম?

- মনে রাখবে, যখন তোমার ছেলে বড় হবে, তখন সেও বিয়ে করবে, তার ঘরেও স্ত্রী আসবে। তখন তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করবে? তোমার শাশুড়ি যেমন আচরণ করেছে তেমন?!

- যখন তোমার শাশুড়ি বয়োবৃদ্ধ হয়ে যান, তখন কাপড় পালটাতে বা গোসল করতে তাকে সাহায্য করো। কারণ তিনি তোমার মায়ের মতোই।...

- তার কাছে তোমার জন্য, তোমার স্বামীর জন্য, তোমার সন্তানদের জন্য দুআ চাইতে ভুলবে না। কেননা, মায়ের দুআ বৃথা যায় না।

শাশুড়ির মন জয় করো (২)

- তোমার শাশুড়ি যে বিষয়ে দক্ষ, তার সাথে সে বিষয়ে প্রতিযোগিতা করতে যাবে না। মনে রাখবে, তোমার স্বামীর অন্তরে তার মায়ের জন্য যেমন একটা বিশেষ স্থান রয়েছে, তেমনই তোমার জন্যও একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। এবং দুজনের জন্য পর্যাপ্তই রয়েছে। তাই তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হোয়ো না।...

  যেমন : তোমার শাশুড়ি একটা ডিশ খুবই ভালো রাঁধেন। তার এ বিশেষ আইটেমের রান্না খুবই প্রিয় পরিবারের সবার মাঝে। এখন যদি তুমি সে একই ডিশ রেঁধে সবাইকে নিজের রান্নার দক্ষতা দেখাও এবং তোমার রান্না তোমার শাশুড়ির চাইতে ভালো হওয়ার কারণে সকলের প্রশংসা কুড়ায়, তাহলে তোমার শাশুড়ি তোমার প্রতি হিংসে করতে শুরু করবে। তুমি তাকে ছাড়িয়ে গেলে এটা হতে পারে আবার এ বিশেষ আইটেম রান্নায় হালকা দক্ষতা দেখালেও এমনটা হতে পারে।... এভাবে কিছু করে বসলে তোমার শাশুড়ি সংকীর্ণতা অনুভব করবে।

  এখানে রান্নার কথা উল্লেখ করলেও একই কথা প্রযোজ্য হয় কাঁথা সেলাই করা, পাটি বানানো-সহ অন্যসব ক্ষেত্রেও।

- তোমার ব্যক্তিগত সব বিষয় তার কাছে জানাবে না। বিশেষ করে দাম্পত্য সমস্যাগুলোতে তাকে অবশ্যই জড়াবে না।

- তোমার শাশুড়ির সামনে তোমার স্বামীর সমালোচনা করবে না বা তার কাছে অভিযোগ করবে না। অন্যথা তোমাকে এমন প্রতিক্রিয়া দেখতে হতে পারে, যার আশা তুমি মোটেও করোনি। কারণ তিনি অনুভব করবেন, তুমি তার একটা প্রিয় অংশকে অপমান করছ। আর তখন তার চোখে তোমার সম্মান লোপ পাবে।...

- তোমার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবে। তোমার স্বামী তার বাবা-মার সাথে তাদের বাড়িতে পুরো সময় কাটালেও তার কাছে কম মনে হবে; কিন্তু তোমাকে এ বিষয়ে সামাল

দিতে হবে যেন এ ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম না হয়। এ জন্য তোমার শ্বশুর-শাশুড়িকেও তোমাদের বাড়িতে দাওয়াত করবে। আর যখন তারা আসবেন, তখন তাদের খুশি ও আনন্দের সাথে বরণ করে নেবে।

- তোমার শাশুড়ির আত্মমর্যাদায় যেন আঘাত না লাগে, সেটা খেয়াল রাখবে। তিনি যেন মোটেই এটা মনে না করেন যে, 'প্রথমে তো তুমি তার ছেলেকে তার থেকে ছিনতাই করে নিলে' এখন তার স্বামীকেও তোমার দলে ভিড়াতে চাচ্ছ।

এ জন্য বড়দের আত্মমর্যাদায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে। তাই কখনো তার সামনে তোমার স্বামীর সাথে হালকা রসিকতা বা মজাও করবে না। আর তোমার স্বামীর কাছে তুমি কতটা ভালোবাসা পাও, তার আলোচনাও তার সাথে করবে না।...

- মনে রাখবে, তোমার স্বামীর ওপর তার মায়েরও অধিকার রয়েছে।... আর আল্লাহর একটা নিয়ামত হচ্ছে, তিনি তোমার স্বামীকে লালনপালন করার মতো শক্তি ও সক্ষমতা তোমার শাশুড়িকে দিয়েছেন, যে কারণে তুমি এমন সৎ ও মহৎ একজন স্বামী পেলে। তাই তোমার কর্তব্য হচ্ছে সারা জীবন তোমার শাশুড়ির কৃতজ্ঞতা আদায় করা। কারণ তোমার ওপর তার অনেক অনুগ্রহ রয়েছে। কেননা, তুমি তার জীবন দিয়ে গড়ে তোলা সন্তানকে বিয়ে করেছ।

- তোমার মন থকে শাশুড়ি সম্পর্কে নেতিবাচক যে ধারণা আছে, তা ঝেড়ে ফেলো।... শাশুড়িকে নিজের মায়ের মতো মর্যাদা দাও।... ভুলে যেয়ো না, শাশুড়িদের সম্পর্কে মেয়েদের মন বিগড়ে দিয়েছে টিভি-চ্যানেলের সিরিয়াল-নাটক। যে কারণে নববধূরা তাদের শাশুড়িদের একরকম শত্রু ভেবে নেয়।

- তোমার ও তোমার শাশুড়ির মধ্যে যা কিছু হয়, তার সবটাই তোমার স্বামীকে বলতে যেয়ো না। যদি কোনো কথা কাটাকাটির কারণে তোমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে দেখে সে আর তোমাকে এ বিষয়ে কথা বলতে জোর করে, তাহলে তখনই বলবে, যখন তোমার স্বামীর অন্তর তোমাকে বোঝার মতো পরিস্থিতিতে থাকবে।

- তোমার স্বামীকে উৎসাহ দাও, সে যেন তার মায়ের সাথে সদাচরণ করে। তাকে উৎসাহ দিয়ে তার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে পাঠাও।...

- তোমার স্বামী তার মাকে যা কিছু দেয়, তাতে নাক গলাতে যাবে না।...

- তোমার সন্তানদেরকে তাদের দাদিকে সম্মান করা শেখাও, তার কথা মানতে শেখাও। আর দাদিকে দেখতে যাওয়ার অভ্যাস তৈরি করে দাও।

- কখনো নিজেকে এমন অবস্থানে নিয়ে যাবে না, যেখানে তোমার স্বামীকে তোমার ও তার মায়ের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হয়। এ চিত্রটাই সিরিয়াল-নাটকে সবচেয়ে বেশি তুলে ধরা হয়। আর এমন পরিস্থিতিই স্ত্রী ও তার শাশুড়ির মধ্যে হিংসা উথলে দেয়।...

- তাকে সুন্দর শব্দে সম্বোধন করো, যেমন : মা।

- যখন তুমি সফরে থাকো, তখন শাশুড়ির জন্য একটা ছোট উপহার নিয়ে আসো। তাহলে তিনি মনে করবেন, তুমি বুঝি পুরো দুনিয়াটা তার সামনে এনে দিয়েছ।

যেমন কর্ম তেমন ফল

'৩০ বছর ধরে আমি একজন আত্মপ্রবঞ্চিত অহংকারী স্ত্রী ছিলাম। যার মূলমন্ত্র ছিল, কথিত নারী স্বাধীনতা। আল্লাহর ইচ্ছায় একসময় আমাকে আমার শাশুড়ির সাথে থাকতে হয়েছিল। কারণ আমার স্বামীর একটা বিশেষ প্রকল্পের জন্য বাড়ির অধিকাংশ আসবাবপত্র বিক্রি করে দিতে হয়েছিল। আর একই কারণে শাশুড়ির সাথে একত্রে এক বাড়িতে থাকতে হয়েছিল আমাদের। তার মায়ের সাথে কয়েক বছর থাকা হয়েছিল। আমি নিশ্চিত, এ ধৈর্যধারণকারিণী মহিলা তার জীবনে এ কটি বছরই সবচেয়ে খারাপ সময় পার করেছিল।...

আরও দুঃখজনক কথা হচ্ছে, সে সময় আমি তার খারাপ অবস্থা দেখে আনন্দিত হতাম। বান্ধবীদের কথা অনুযায়ী করণীয় ঠিক করতাম। তাদের কথামতো সব সময় শাশুড়ির সাথে "চোখ রাঙিয়ে" কথা বলতাম; যেন তিনি আমার জীবনে দখলদারিত্ব করতে না আসেন। আর আমাদের মধ্যে শাশুড়িদের সম্পর্কে মনোভাব ছিল, শাশুড়ি হচ্ছে ভাইরাস। এ খারাপ সঙ্গের কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিই যে, আমার শাশুড়িকে তার রুমের মধ্যেই বন্দী রাখব আর আমি হবো তার বাড়ির প্রধান। আর আমি তার সাথে একজন অযাচিত অতিথির মতো আচরণ করতে থাকি।

আমি জানি না, শয়তান কীভাবে আমাকে এটা করতে প্ররোচিত করেছিল। শয়তান আমাকে বুঝিয়েছিল, তোমার জীবন সুন্দর করতে হলে তোমাকে এ মন্দ কাজটা করতে হবে। আর ভালো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মন্দ কিছু করা দূষণীয় নয়।...

লন্ড্রিতে কাপড় দেওয়ার সময় তার কাপড় সবার শেষে দিতাম, যে কারণে আগের চেয়ে অপরিষ্কার হয়ে কাপড় ফিরে আসত। তার রুম মাসে মাত্র একবার পরিষ্কার করাতাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু তার অসুস্থতার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো খাবার রেঁধে খাওয়াতাম না।

কিন্তু তিনি অটল পাহাড়ের মতো মলিন হেসে জীবনযাপন করতেন। তার পুরোটা দিন তার রুমেই কাটাতেন। নামাজ পড়তেন। কুরআন পড়তেন। রুম থেকে বের হতেন কেবল অজু করার জন্য অথবা খাবারের ট্রে নেওয়ার জন্য, যেটা তার রুমের সামনে হলে রাখা হতো। খাবারের ট্রে রেখে জোরে জোরে দরজায় আঘাত করতাম; যেন খাবার ভেতরে টেনে নেন তিনি।...

এদিকে আমার স্বামী তার প্রজেক্ট নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তাই এসব তার দৃষ্টিতে পড়ত না। আর তার মাও কখনো তাকে অভিযোগ করেনি। বরং যখন ছেলে মাকে জিজ্ঞেস করত, "কেমন আছেন?" তখন তিনি বলতেন, "আলহামদুলিল্লাহ, সব ভালো।" আর আল্লাহর কাছে হাত তুলে আমার হিদায়াতের ও সুখের দুআ করতেন।

যখনই আমার অন্তর ভালোর দিকে যেত এবং তার ধৈর্য দ্বারা প্রভাবিত হতো, তখনই আমার খারাপ বান্ধবীরা আমাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিত। এভাবে শাশুড়ির প্রতি খারাপ আচরণ করার দিক থেকে আমি সিদ্ধহস্ত হই। কিন্তু বিপরীতে তিনি আমার জন্য কেবল দুআই করতেন।...

তার অবিরত ধৈর্য ও আমার স্বামীর কাছে অভিযোগ না করার বিষয়ে কখনো বিস্তারিত ভেবে দেখিনি। বরং বিজয়ের আনন্দ আমার বাস্তবতা দেখার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছিল। একসময় তার রোগ প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। তিনি মনে করলেন, তার শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে।

একদিন আমাকে ডেকে নিলেন। আমি বিরক্তি নিয়ে তার সামনে গেলাম। তিনি বললেন, "তুমি হয়তো খেয়াল করেছ, আমি তোমার খারাপ আচরণের প্রতিদানে খারাপ আচরণ করি না। তার কারণ আমি চাই না, আমার ছেলের সংসারে সমস্যা হোক। আর এ আশা রাখি যে, তুমি ঠিক হয়ে যাবে। তাই ইচ্ছে করেই তোমার হিদায়াতের দুআ করার সময় তোমাকে শুনিয়ে করতাম; যাতে নিজেকে ঠিক করে নাও তুমি। কিন্তু সেটাও উপকারে এল না।

কিন্তু এটা জেনে রাখো যে, তোমার এমন আচরণ আমার মনকে ততটা সংকীর্ণ করেনি, যতটা আমি তোমার জন্য ভয় করছি। তাই তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমিও মা হয়েছ, এখন আমার শেষ কটা দিন অন্তত আমার সাথে কঠোর আচরণ করো না, ভালো আচরণ করো। যাতে আমি তোমাকে ক্ষমা করে যেতে পারি।..."

আমার শাশুড়ি তার কথাগুলো বলে শেষ করে পৃথিবীকে বিদায় জানালেন। আমার চোখ বেয়ে যে অশ্রু পড়েছে, সেটা তিনি দেখেননি। আমি তার পবিত্র মুখে চুমু

দিয়েছি; কিন্তু তিনি তা অনুভব করতে পারেননি। আমি আমার ভুলের মাশুল দেওয়ার আগেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। এদিকে আমার স্বামী মনে করল যে, তার মায়ের ভালো সেবা করেছি আমি।...

সময় গড়াল, আমার ছেলেও বড় হলো, বিয়ে করল। নিজের জন্য আলাদা ঘর করে থাকবে, সে সামর্থ্য তার নেই। আমি তাকে আমার সাথে সে বাড়িতে থাকার জন্য বললাম, যে বাড়িতে তার বাবার মৃত্যুর পর ও তার বোনদের বিয়ে দেওয়ার পর থেকে আমি থাকছি। সে আমার কথা শুনল। আর কদিনের মধ্যেই তার স্ত্রীও আমার সাথে সে রকম আচরণ করা শুরু করল, যে রকম আচরণ আমি ইতিপূর্বে আমার শাশুড়ির সাথে করেছি। আমি তাকে কিছুই বলছি না। কারণ আমি জানি, এখানে গল্পটা ন্যায়বিচারের ও দুনিয়াতেই কিছু কর্মের শাস্তি পেয়ে যাওয়ার। আমি এখন ধৈর্য ধরে দুআ করে যাচ্ছি; যেন আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দেন।

আর সবশেষে আমি বুঝতে পারলাম, আল্লাহ ছাড় দেন, ছেড়ে দেন না। আর ইতিহাস ঘুরে-ফিরে আসে। আর বউমা, তুমিও একদিন শাশুড়ি হবে।'[১১২]

১১২. নুরুল হুদা সাদ কৃত আস-সা'রুল জামিল (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

স্ত্রীর পরিবারের সাথে আচরণ

- এক আমির একজন দরিদ্র ঘরের মেয়ে বিয়ে করেছেন। কারণ মেয়ে সুন্দরী ও দ্বীনদার। এ আমির যখন মানুষের মাঝ দিয়ে যেতেন, তখন নিজের শ্বশুরকে দেখলে ঘোড়া থেকে নেমে এসে তার সাথে কোলাকুলি করতেন এবং তার মাথায় চুমু খেতেন!

  এবার তাকে বলা হলো, 'আপনি কীভাবে এমনটা করছেন; অথচ আপনি একজন আমির?!'

  আমির তখন হেসে বললেন, 'আমি এ রকম করেছি, যেন সন্তানদের চোখে আমার স্ত্রীর বাবার সম্মান বাড়ে, আর তাতে তাদের অন্তরে তাদের মায়ের মর্যাদাও বাড়বে।...'

- স্ত্রী যদি তার বাবা-মাকে দেখতে যেতে চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করবে না। তার বাবা-মার প্রতি সদাচরণ ও তার ভাই-বোন ও আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে তার স্থানে নিজেকে রাখো, অর্থাৎ তুমি এ ব্যাপারে সব সময় তার সহযোগী থাকো। তাদের সাথে আত্মীয়তার অধিকার রয়েছে তোমার স্ত্রীর ওপর।

- তার পরিবারের সামনে তার ঘরদোর সামলানো ও সন্তানদের প্রতিপালনের প্রশংসা করো।

- তার ভাইদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করো। সময়ে সময়ে কল করে কথা বলো বা মেসেজ করো।

- স্ত্রীর পরিবারের সাথে এমনভাবে মেলামেশা করো, যেন তুমি তাদের পরিবারের একজন। তোমার অবস্থান যেন এমন না হয় যে, বড় বিল্ডিং বা টাওয়ারের ওপর থেকে তুমি তাদের দেখছ আর খানিক পরপর তারাও তোমার দিকে তাকাচ্ছে। বরং তাদের একজন হয়ে যাও। তাদের সাথে বসো। তাদের সাথে কথা বলো।

তাদের জন্য উপহার আনো। তাদের সাথে খাবার উপভোগ করো। তাদের থেকে নিজেকে আলাদা কোরো না বা দূরে সরিয়ে নিয়ো না যে, তারা তোমাকে অপরিচিত বা বাইরের কেউ মনে করে বসে। আর সময়ে সময়ে নিজের ভূমিকা আদায় করতেও ভুলবে না।

- আর কখনো সম্পদসংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলবে না; চাই তোমার আর্থিক বিষয় হোক বা তাদের আর্থিক বিষয়। কারোই অর্থনৈতিক আলোচনা আনবে না। কেননা, এসব নিয়ে আলোচনা করলে অনেকের মধ্যে সংকীর্ণতা কাজ করতে পারে। তাই সম্পদ, অর্থ, ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ—এসব নিয়ে আলোচনা এড়িয়ে চলবে।

- তাদের আত্মীয়দের সম্পর্কে জানতে তাদের প্রশ্ন করো। তোমার এ জানতে চাওয়ার আগ্রহকে তারা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখবে। তার আত্মীয়দের নাম মনে রাখো। এটা তোমাকে তাদের সামনে আরও বেশি সম্মানিত করে তুলবে।

- তোমার সন্তানদের নাম রাখার ক্ষেত্রে তোমার শ্বশুর-শাশুড়ির মতামতকে অবজ্ঞা কোরো না। তাদের মতামতকে অবহেলা কোরো না, যদি তারা কোনো বিশেষ নামের প্রশংসা করে অথবা কোনো নাম অপছন্দ করে।...

- তোমার স্ত্রীর পরিবারকে নিজের পরিবারের সদস্যদের অবস্থা জানাও। তাদের মর্যাদা বা সম্মানে এতটুকু কমতি করবে না। তাদের ভালো আলোচনা করো। তাহলে তোমার স্ত্রীর পরিবার বুঝবে যে, তুমি তোমার পরিবারের জন্য তাদের কাছ থেকে সম্মান ও মর্যাদার আশা করো। তাহলে তারাও তোমার কথার সাথে সায় দেবে এবং তাদের সম্মান দেবে।

- মনে রাখবে, প্রত্যেক মা তার মেয়েকে বিয়ে দিতে চায় মেয়ের সুখ ও শান্তির জন্য। তুমি যেহেতু তোমার স্ত্রীর সাথে সুখে-শান্তিতে থাকতে চাও, তাহলে তোমার শাশুড়ির সন্তুষ্টি অর্জন করো। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই তার শাশুড়ির মন জয় করতে ত্রুটি করবে না।

- তোমার শাশুড়িকে মন থেকে সম্মান করো, তার সাথে সুন্দর আচরণ করো।

- যেমনিভাবে তুমি চাও তোমার স্ত্রী তোমার পরিবারের লোকদের প্রতি ভালো আচরণ করুক, তেমনই সেও একই জিনিস তোমার কাছে চায়।

- এক বোন বলেন, 'আমার পরিবারের সম্মান আমার সম্মান। তাদের অপমান করা আমাকে অপমান করা। তুমি চাও, তোমার পরিবার যখনই আসে আমি যেন তাদের সাথে হাসি-খুশি থাকি। একই জিনিস কি আমার পরিবারের জন্য চাইতে পারি না আমি?! প্রিয়তম, তুমি আমাকে যেমন দেখতে চাও, আমিও তোমাকে তেমন দেখতে চাই।'

শাশুড়ির প্রতি চিঠি

- বউ-শাশুড়িতে খারাপ সম্পর্ক থাকার একটি কারণ হচ্ছে, সন্তান হওয়া-না হওয়ার বিষয়টি। যখন কোনো বউ সন্তান দিতে দেরি করে, তখন সমস্যা শুরু হয়। এতে সন্তানের জন্য একজন মায়ের দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে। আর বউ-শাশুড়ির সম্পর্কে ফাটল ধরে। শাশুড়ি তখন তার ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করে এ 'বন্ধ্যা স্ত্রী'কে তালাক দিয়ে নতুন কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে।...

এ পর্যায়ে এসে বউয়ের মনোভাব পরিবর্তন হয়ে যায়। দুজনের মাঝে শত্রুতার সম্পর্ক শুরু হয়ে যায়। আর কেনই বা হবে না?! ছেলের স্ত্রী তো মনে করে বসে, তার শাশুড়ি তার জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে দিচ্ছে। সকাল-সন্ধ্যা সারাক্ষণ সন্তান কবে নেবে, কখন হবে, এসব প্রশ্ন শুনতে শুনতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে যায়।

আবার কোথাও দেখা যায়, তার স্বামীও তার মায়ের মতো একই কথার জপ করছে, যেন সন্তান না হওয়ার কারণে একমাত্র সে-ই দোষী!

তাই একজন শাশুড়ির দায়িত্ব হচ্ছে, এ কষ্টের সময়ে তার পুত্রবধূর সহযোগী হয়ে থাকা। এমন বহু দেখা গেছে যে, কয়েক বছর সন্তান হয় না; কিন্তু যখন সবই হতাশ হয়ে পড়ে, তখন ঠিকই সন্তান জন্ম হয়।

অন্যদিকে কিছু ঘরে দেখা যায়, পুত্রবধূ কয়েক জন মেয়ে জন্ম দিয়েছে। এখন তার শাশুড়ি এতে খুশি নয়। তার দরকার পুত্রসন্তান। তাই পুত্রবধূর কাছে পুত্রসন্তান জন্ম দিতে বারবার তাগিদ দেয়। আর বেচারি পুত্রবধূ বুঝতে পারে না, এখানে তার কী দোষ বা তার কী করা উচিত। কারণ বিষয়টা তো তার হাতে নেই। একসময় দেখা যায়, শাশুড়ির কথায় তার স্বামীও তাকে এ বিষয়ে বলতে থাকে। আর একসময় শাশুড়ি তার স্বামীকে বুঝিয়ে নেয় যে, এখন ছেলে সন্তান পেতে হলে আরেকটা বিয়ে করা ছাড়া উপায় নেই।

- অনেক সময় দেখা যায়, বউ-শাশুড়ির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ হচ্ছে, বউ ঠিকমতো ঘরের খেয়াল রাখে না অথবা সন্তানদের প্রতি নজর দেয় না কিংবা নিজের খেয়াল রাখে না ঠিকমতো, যেটা স্বামীর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

  নিঃসন্দেহে একজন মা তার ছেলের খুশিতে আনন্দিত হন, তার ছেলের উদ্বিগ্নতায় চিন্তিত হন। তাহলে কীভাবে একজন শাশুড়ি এমন বউয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেন, যে বউয়ের কারণে তার ছেলে বাড়িতে সুখ-শান্তি পায় না!

- কখনো দেখা যায়, বউ-শাশুড়ির দ্বন্দ্ব হয়ে থাকে বাড়ির কাজের ভাগাভাগি নিয়ে।... অথচ আলি বিন আবু তালিব ﵁ তাঁর প্রগাঢ় বুদ্ধি দিয়ে ঘরের কাজকে ফাতিমা ﵂ ও তাঁর মায়ের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। দুজনের উভয়ের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ দুজনকে ভাগ করে দিয়েছেন।

- কখনো দেখা যায়, বউ অতটা সুন্দর নয়। আর শাশুড়ি তার সাথে নিজের ছেলে বিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত মনে করেন না আর বিয়ে দিয়ে ভুল করেছেন বলে মনে করেন। এ জন্য তিনি মনে করেন, তার ছেলে এরচেয়ে সুন্দরী বউ পাওয়ার উপযুক্ত।...

  নিঃসন্দেহে বাহ্যিক সৌন্দর্য আসল নয়, আসল হচ্ছে চারিত্রিক সৌন্দর্য, মিষ্টি কথা, সুন্দর আচরণ—যা না থাকলে একজন নারী কখনোই প্রকৃত মুমিনা হতে পারে না।

  বউয়ের সৌন্দর্য নিয়ে শাশুড়ির কোনো ক্ষতি হয় না। কেননা, তার ছেলে তো এ অবস্থাতেই তার বউকে পছন্দ করেছে।...

  যখন আশপাশের মানুষ একজনের স্ত্রীকে নিয়ে কিছু মন্দ বলেছে, তখন স্ত্রীর ভালোবাসার পাগল স্বামী নিন্দুকদের উদ্দেশে বলল, 'আমি তাকে তোমাদের চোখে নয়, আমার চোখে দেখি।'

  কত সুন্দরী স্ত্রীর জন্য কতজনকে বিপাকে পড়তে হয়েছে, আর এমন কতজন আছে, যার স্ত্রী অত সুন্দর না হলেও তাদের সংসার সুখ-শান্তিতে চলছে।...

- আবার যখন একজন শাশুড়ি দেখেন, তার ছেলের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনে স্থিরতা ও সুখ আসেনি, তখন তিনি চিন্তিত হন আর ধারণা করেন যে, তার পুত্রবধূই এ জন্য দায়ী।

কীভাবে পুত্রবধূর সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন?

- তাকে নিজের মেয়ের মতো আপন করে নিন। মমতায় ঘিরে নিন।

- তার দোষ-ত্রুটি তালাশ করবেন না। বরং সুন্দর করে তাকে উপদেশ দিন। মনে রাখবেন, আপনার প্রজন্ম ও তার প্রজন্ম আলাদা; তাই কিছুটা সমস্যা থাকা স্বাভাবিক।

- তার জন্য মমতাময়ী মা হয়ে যান। সময়ে সময়ে বোনের মতো হন, বান্ধবীর মতো হন। তাহলে সেও আপনার সাথে সেভাবে সুন্দর আচরণ করবে।

- আপনার ছেলের ঘরকে আপনার যত্নের ছোঁয়া ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

প্রিয় বোন

- অনেক পরিবারে দেখা যায়, বোনের বিয়ের পরদিন থেকে বোনের খোঁজখবর নেয় না একেবারেই। বোন যেন বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। বিয়ের দিন বোনকে তার স্বামীর কাছে সোপর্দ করে যেন সম্পর্কের ইতি টানে তারা। আর মনে মনে স্থির করে, এখন থেকে তোমার সব দায়িত্ব তোমার স্বামীর ঘাড়ে, আমরা এখন থেকে দায়িত্ব থেকে মুক্ত।

  এখন আর ভাইয়ের কোনো দায়িত্ব নেই বোনের জীবনে, কারণ তার বিয়ে হয়ে গেছে, তার দায়িত্ব চলে গেছে অন্যের কাছে, আর ভাইয়ের ভূমিকাও এখানেই শেষ!

- তোমার বোনের বিয়ে হয়ে গেলেও এখনো তোমার প্রয়োজন সে অনুভব করে।...

  এখন তোমার স্নেহ, তোমার পরামর্শ তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তোমার সাথে নিজের চিন্তা-উদ্বিগ্নতা ভাগাভাগি করে নেবে। তুমি তাকে উপদেশ ও নসিহত করবে।

  যখন তুমি তার অবস্থা জানতে চাইবে, তখন যেন তুমি তার ভেতর নতুন প্রাণ সঞ্চার করলে।...

  এক বোন নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমার ভাই যখন আমাকে দেখতে আসে অথবা কল করে আমাকে 'কেমন আছ' জিজ্ঞেস করে, তখন যেন আমি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে পড়ি।... আর সেদিন আমি সারা দিন আমার ভাইকে নিয়ে স্বামীর সাথে কথা বলি, তার স্নেহ ও ভালো ভালো গুণের কথা বলি।'

  এ বোনটি তার ভাইকে নিয়ে গর্ব করে। আর যেন তার স্বামীকে সাবধান করে দিচ্ছে যে, তুমি আমার প্রতি কোনো মন্দ আচরণ করবে না, নচেৎ আমার ভাইয়েরা তোমার খবর নিয়ে ছাড়বে!

অন্যদিকে আরেক বোন বলেন, 'কখনো কখনো আমার স্বামীকে মিথ্যা বলতে বাধ্য হই। তাকে বলি যে, ভাইয়া আপনাকে সালাম জানিয়েছেন; অথচ এটা একেবারেই মিথ্যে কথা।'

- বোনের অবস্থা জানতে চাওয়া, তার স্বামী কেমন আছে জানতে চাওয়া হলে বোনের মনের ভেতর প্রশান্তির ঢেউ খেলে যায়, তার অধিকার আদায় হয়। তখন সে অনুভব করে, সে তার সব অধিকার বুঝে পেয়েছে আর সে অগণিত নিয়ামত পেয়েছে।...

একটা সালাম, কিছু প্রশ্ন আর একটু দুআ—তোমার বোনকে সেদিনের জন্য একজন রানির মতো অনুভূতি এনে দেবে!

যখন তোমার কলে তার মোবাইল বেজে উঠবে, তোমার নাম্বার ভেসে উঠবে মোবাইলের স্ক্রিনে, তখন সে মোবাইল ধরে জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করবে; যাতে তার স্বামী শুনতে পায় আর বুঝতে পারে যে, তার এমন ভাই আছে, যে তাকে খুব ভালোবাসে আর সময়ে সময়ে তার খোঁজখবর নেয়, সুখে-দুঃখে তার পাশে আছে।...

তোমার একটু খোঁজখবর নেওয়া তার স্বামীর কাছে তার মর্যাদা বাড়িয়ে তুলবে। তখন তার স্বামী তোমার জন্য হাজারো হিসাব মিলাবে, তোমাকে তার মাথায় চিন্তায় রাখবে। তোমার জন্য তার মনে সম্মান বাড়বে।...

এমন একজন বোনের অবস্থার বর্ণনা হচ্ছে, 'আল্লাহর পরে আমার আশ্রয়স্থল তুমিই ভাইয়া।'

- তোমার স্ত্রী, তোমার সন্তান ও সংসারের ব্যস্ততা যেন তোমাকে তোমার বোন থেকে বিমুখ না করে। কারণ তোমার বোন তোমার মাধ্যমে সম্মানের হকদার হবে, তোমার মাধ্যমে সে শক্তি পাবে, তোমার কারণে দুনিয়াতে শান্তির অনুভূতি পাবে।

তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট নয় যে, তুমি ও সে একই মায়ের সন্তান?! সে তোমার মায়ের মতোই তোমার কাছে প্রিয়!

- দুনিয়াতে সবচেয়ে দামি সম্পর্কগুলোর একটি হচ্ছে ভাই-বোনের সম্পর্ক। তোমার ভাই-বোনের বদলে এমন ভাই-বোন চাইলেও আর কোথাও পাবে না। তাদের বদলা হবে না।

তাই সব সময় ভাই-বোনদের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক বজায় রাখো।...

যদি এ সম্পর্কের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কল্যাণের অনেক বড় একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল!

এক বেদুইনকে বলা হলো, 'তোমার সন্তান মারা গেছে।' সে বলল, 'আমার জন্য অনেক বড় প্রতিদান রয়েছে।'

আবার তাকে বলা হলো, 'তোমার ভাইও মারা গেছে।' সে বলল, 'তাহলে তো আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেল!'

কারণ ভাইয়ের বদলে আরেকজন ভাই কোথাও পাওয়া যাবে না। এমন মা-বাবা কোথায় পাবে সে, যে মা-বাবা তাকে আবার একজন ভাই দেবে?!

- তাই ভাই-বোনদের সাথে সম্পর্ক অটুট রেখো। শয়তানকে তোমাদের মধ্যকার সম্পর্কে কোনো রকম ছেদ করতে দিয়ো না; চাই সমস্যা ও কারণ যতই আসুক না কেন।

স্বামীকে সফলতার দিকে এগিয়ে দাও (১)

- লোকে বলে, 'প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন মহান নারীর সহযোগিতা থাকে।'... কখনো কি চিন্তা করেছ, যদি তুমি সে নারী হতে পারো, তবে কেমন হবে? যদি তোমার স্বামীকে একজন সফল পুরুষ হিসেবে দেখতে পাও একদিন আর তার পেছনে তোমার অবদান থাকে, তাহলে কেমন হবে?!

অনেকেই এটা আশা করে। কিন্তু খুব কমই এ আশার জন্য কষ্ট ও সাধনা করে তা বাস্তবায়নের পথে আগায়।

একজন নেককার নারী জানে যে, তার স্বামী বহু কষ্টের পর, শরীরের বহু ঘাম ঝরিয়ে তার জন্য ও সন্তানদের জন্য অর্থ উপার্জন করে। তাই সে স্বামীর কাজের কষ্ট লাঘব করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে, স্বামীর প্রয়োজনসমূহের প্রতি খেয়াল রাখে, বাড়ির বিষয়াদি ও সন্তানদের বিষয়াদি নজরে রাখে।...

এভাবে তুমিও তোমার স্বামীকে আরও বেশি সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পারো। তার পরিশ্রমের প্রশংসা করো। তাকে আরও বেশি অগ্রসর হতে সাহস জোগাও।...

তোমার স্বামী চায়, তুমি যেন তার কাজের কষ্ট ও পরিশ্রম বুঝতে পারো এবং তুমি যেন দুটো সুন্দর কথা বলে তার সে কষ্ট লাঘব করতে পারো; যেন তোমার কথা শুনেই তার সকল ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়ে যায়।

তোমার স্বামীর জীবনসংগ্রামকে নিজের করে তদনুযায়ী জীবনযাপন করো। যেন তোমাদের দুজনের জীবনসংগ্রাম হয় উন্নত কিছুর জন্য, উন্নত উদ্দেশ্যের জন্য। তাহলে যতদিন এ উদ্দেশ্য ঠিক থাকবে, ততদিন তোমরা দুজনে দুই কর্মক্ষেত্রে থাকলেও পরস্পরের পাশে আছ বলে অনুভব করবে।...

- উনবিংশ শতকের ডেট্রয়েট শহর। একজন মেকানিক যুবক একটি বৈদ্যুতিক কোম্পানিতে কাজ করে। দিনে ১১ ঘণ্টা কাজ করে সপ্তাহে মোটে ১১ ডলার পায়।

এটা হচ্ছে তার কাজের চুক্তি। দিনে ১১ ঘণ্টা কোম্পানির কাজে, রাতে ঘরে এসে বাকি সময়টা কাটায় ঘরের পেছনে শস্যাগারে নতুন একটা ইঞ্জিন তৈরির প্রচেষ্টায়।

তার বাবা-মা তার কাণ্ড দেখে; কিন্তু কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তাদের ছেলে কী করছে, তারা কিছুই বুঝতে পারে না। কেবল দেখে এদিক সেদিক এটা-সেটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আর অনর্থক পরিশ্রম করে যাচ্ছে, এই..

সবাই তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। সবাই তামাশা করে তাকে নিয়ে। কিন্তু একজন ছাড়া। তার স্ত্রী। স্বামীর প্রতি তার অগাধ আস্থা। একদিন কিছু একটা তো অবশ্যই করবে। এ দীর্ঘ সময় সেও স্বামীর সাথে শস্যাগারে পড়ে থাকত। তাকে সাহায্য করত। তাকে উৎসাহ দিত।

স্ত্রী নিশ্চিত ছিল যে, তার স্বামী যা করছে, তার একটা চমৎকার ফল আসবে সবশেষে। তার এ যন্ত্র অবশ্যই কাজ করবে। স্ত্রীর এমন দৃঢ় বিশ্বাস দেখে তার স্বামী তাকে উপাধি দিয়েছিল 'নিশ্চিন্তবাদী'।

অবশেষে—প্রায় ৩ বছরের অবিরত পরিশ্রমের পর এ আশ্চর্য যন্ত্র কাজ করল।

সাল ১৮৯৩-তে নিজের জীবনের ৩০ বছর পার করার আগেই ঘটল সে ঘটনা। নিজের শস্যাগারের দরজা খুলল সে। হঠাৎ সবার সামনে এল একটি চার চাকার যান। যেটা ঘোড়া নয় মোটরে চলবে!

হেনরি ফোর্ড সফল হলো। আর তার সহযোগী হিসেবে এ আবিষ্কারের পেছনে অবদান রেখেছিল তার স্ত্রী।

হেনরি ফোর্ড তার স্ত্রীকে নিয়ে বেশ গর্বের সাথে কথা বলত। তার বেশ সম্মান করত কথার মধ্যে।

এ আবিষ্কারের জনক যদি হয় হেনরি ফোর্ড—তাহলে এ আবিষ্কারের জননী হচ্ছে তার স্ত্রী।

আবিষ্কারের ৪০ বছর পর হেনরিকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, 'যদি পৃথিবীতে আরেকবার নতুন করে জীবনযাপনের সুযোগ পান, তাহলে কী করবেন?' হেনরি উত্তর দিল, 'আমি কী করব, সেটা নিয়ে ততটা আগ্রহী নই, যতটা আগ্রহ নিয়ে আমার স্ত্রীকে সে সময়েও আমার পাশে চাই!'

স্বামীকে সফলতার দিকে এগিয়ে দাও (২)

- স্বামীকে সব সময় নেক নিয়তের কথা স্মরণ করিয়ে দাও। প্রতিটি কাজে যেন নেক নিয়ত করে নেয়, সে তাগিদ দাও। তাহলে প্রতিটি কাজই আল্লাহর জন্য হবে এবং ইবাদত হিসেবে পরিগণিত হবে।

- কখনো স্বামীকে এমন কিছুর দিকে ঠেলে দেবে না, যেটার সক্ষমতা সে রাখে না। অন্যথা পরে সে হারাম বা সন্দেহজনক উপায়ে টাকাপয়সা কামিয়ে হলেও তোমার সে চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করতে পারে। তাই সব সময় তোমার চাহিদাকে সীমাবদ্ধ করে রেখো।

- মনে রাখবে, মানুষের কিছু কথায় জাদু থাকে। তাই তেমন জাদুময় কিছু কথা বলার চেষ্টা করো। এ কথাগুলো তার জীবনে ও তোমার জীবনে ভালো প্রভাব ফেলবে। তাকে বলতে পারো, 'আল্লাহ তোমার বাড়ির প্রতি কর্তব্যে সহায় হোন', 'আল্লাহ তোমাকে শক্তি দিন এবং তোমাকে প্রতিদান দিন।' এমন কিছু বলে তার দিকে তাকিয়ো, দেখবে তখন তার উদ্বিগ্নতাময় গুমোট চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হচ্ছে।...

- স্বামীর কাজে বিরক্ত হবে না। কখনো কখনো যদি সে কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তোমাকে যথেষ্ট সময় না দিতে পারে, তাহলে তার প্রতি বিরক্তি দেখাবে না।

- তার প্রতি গুরুত্ব দাও। যখন সে অসফল হয়, তখন তার পাশে থাকো। ইচ্ছাশক্তি ও মনের হিম্মতকে দুর্বল করে দেয় এমন কথাবার্তা থেকে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ দূরে রাখো। আর তাকে কখনো বলবে না যে, তোমার ভেতরে অনেক কমতি ও দোষ আছে, তোমাকে দিয়ে হবে না। এমন কথা বলা যাবে না কখনো।

- ব্যক্তিসত্তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আবার গড়ে তোলার যে পদ্ধতি আছে, সেটা ব্যবহার করবে না। কারণ সেটা তোমার ও তোমার স্বামীর মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে দেবে।...

- স্বামীর প্রশংসা করো। কেননা, সে কাজে সফল হয়েছে তার ওপর তোমার প্রশংসার কারণে, এ জন্য সে গৌরববোধ করবে।...

- কাজের জন্য পরিকল্পনা ও চিন্তাভাবনা করতে সহায়ক হয় এমন উপযুক্ত পরিবেশ দেওয়ার চেষ্টা করো। যেন শান্ত মনে পরিকল্পনা করতে পারে সে।

- যখন তোমার স্বামী তার কাজ নিয়ে কথা বলে তখন মনোযোগ দিয়ে শোনো।... কারণ, তার কাজ তার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজের সফলতাই তার ব্যক্তিত্বকে শক্তি দেয়, তাকে সমাজের ও পরিবারের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বানায়।

- কখনো সকালবেলা পারিবারিক ঝামেলা নিয়ে তার সাথে বিতর্কে জড়াবে না; এমনকি তোমার দৃষ্টিতে সে বিষয়টা যতই জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণই মনে হোক না কেন। কারণ দিনের এ সময়টা কোনো ধরনের তর্কে জড়ানোর মতো সুযোগ তার নেই, সে তো তখন কাজের অভিমুখী থাকবে।...

- তাকে অনুভব করাও যে, যদিও সে ঘরের বাইরে থাকে, তার ঘরের কার্যাদি তুমি ঠিকমতো পালন করছ, ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করছ, ঘরদোরের যত্ন নিচ্ছ। তবে বিশেষ প্রয়োজনে তার সাথে পরামর্শ করে নেবে।

- তার কাগজপত্র, তার বিশেষ যন্ত্রাদির প্রতি গুরুত্ব দেবে এবং সেসব সংরক্ষণ করে রাখবে। তার বইপত্র ও কাগজের ফাইলগুলো গুছিয়ে রাখবে। সে বলা ব্যতীত কখনো সামান্য একটা কাগজও ফেলে দেবে না।

- সে যখন লক্ষ্য ঠিক করে, তখন খেয়াল রাখবে তার ঠিক করা লক্ষ্য বাস্তবতার আলোকে হচ্ছে কি না। যদি দেখো তার লক্ষ্য কাল্পনিক খেয়ালের বশবর্তী, তাহলে আস্তে করে শান্তভাবে তাকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে আসো।... তাকে নিজের ভুল থেকে শেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। সবারই কিছু না কিছু ভুল হয়। কিন্তু একই ভুল বারবার করা সমূহ ক্ষতির কারণ।

- তোমার স্বামীকে আত্মবিশ্বাস শেখাও। তার ভালো গুণের প্রশংসা করো। তুমি তার জীবনে আসার পর বা বিয়ের আগে তার যেসব সফলতা রয়েছে, সেসব সফলতার কথা মনে করিয়ে তাকে সাহস দাও।

- তার মেধা ও প্রতিভার জাগরণ করো। অনেক মানুষের ভেতর প্রতিভা থাকে; কিন্তু তারা তা বুঝতে পারে না। তাদের আশপাশের লোকেরা তা বুঝতে পারে। তাই তার ভেতরের সুপ্ত প্রতিভা তুমি জাগিয়ে তোলো।... নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে তুমি তার পাশে সঙ্গ দাও, নেতিবাচকতার বিরুদ্ধে দুজনে লড়ে যাও। কারণ তুমিই হচ্ছ তার সবচেয়ে কাছের মানুষ। আর সুন্দর করে নরম কথায় উপদেশ দিতে ভুলবে না।...

ইতিবাচকতার প্রতীক উম্মে হাকিম মাখজুমিয়া ﵂

- উম্মে হাকিম মাখজুমিয়া ﵂ হচ্ছেন কুরাইশ গোত্রের হারিস বিন হিশামের কন্যা। তিনি সেসব মুসলিম নারীর একজন, যারা কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় হয়ে থাকবেন সবার মাঝে। কারণ তার মাঝে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার মতো যথেষ্ট বুদ্ধি ও ইতিবাচকতা ছিল। যেটার নিদর্শন দেখা গেছে তার ও তার স্বামী ইকরামা বিন আবু জাহেলের সাথে।

  উম্মু হাকিম একজন মুসলিম স্ত্রী কেমন হবে, তা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কল্যাণের স্বার্থে প্রয়োজনে একজন মুসলিম স্ত্রী তার স্বামীকে কল্যাণের পথ দেখাতে পারে, তার জন্য উপকার বয়ে আনতে পারে, স্বামীর দ্বীন ও দুনিয়ার হিফাজত করতে পারে!

  তিনজন সাহাবির স্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। যাঁদের প্রত্যেকেই আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

- যৌবনে বিয়ে করেন ইকরামা বিন আবু জাহেলকে। তার সাথে উহুদের যুদ্ধে কাফির পক্ষ হয়ে লড়তে আসেন। এরপর ৮ম হিজরিতে যখন মক্কা-বিজয় হয়, তখন তিনিও অনেকের সাথে ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু ইকরামা ইয়ামানের দিকে পলায়ন করেন।

  উম্মে হাকিম কল্যাণের পথে এসেছেন—কিন্তু তার স্বামী এ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবেন, সেটা তিনি হতে দেবেন কেন! স্বামীর পিছু ধাওয়া করে সফরে বের হলেন। উদ্দেশ্য, নিজে যে অমূল্য ইমানের স্বাদ পেয়েছেন, তা যেন তার স্বামীও পায়। উদ্দেশ্য, স্বামীকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনা।

স্বামীর জন্য সফরে বের হওয়ার আগে তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইতে আসলেন। তাঁর কাছে নিরাপত্তার অঙ্গীকার চাইলেন, যদি ইকরামা মুসলিম হয়ে আসে, তাহলে তিনি নিরাপত্তা পাবেন। রাসুল ﷺ অনুমতি দিলেন। তখন উম্মে হাকিমের খুশি কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

সাথে সাথে উম্মে হাকিম তার স্বামীকে আনার জন্য বেরিয়ে গেলেন। কারণ আশঙ্কা ছিল, তার স্বামী সমুদ্রযাত্রা শুরু করলে তাকে হারিয়ে ফেলবেন। এ জন্য রাসুল ﷺ থেকে অনুমতি নিয়ে সাথে সাথে রাসুলের ক্ষমার সওগাত দিতে ছুটে গেলেন তিনি। অবশেষে তিহামার এক উপকূলে এসে তার দেখা পেলেন।

তাকে দেখামাত্র বলে উঠলেন, 'শোনো, আমি তোমার কাছে সবচেয়ে আপন মানুষ হয়ে, সবচেয়ে বড় সুখবর নিয়ে এসেছি। নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে না। আমি তোমার জন্য রাসুলের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছি, তিনি নিরাপত্তা দিয়েছেন।'

ইকরামা : তুমি তা করেছ?

উম্মে হাকিম : হ্যাঁ।

ইকরামা সাথে সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে উঠলেন খুশিতে। আর দ্রুত গতিতে তার স্ত্রীকে নিয়ে রাসুল ﷺ-এর সামনে হাজির হলেন তাঁর সামনে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে ইকরামা رضي الله عنه শহিদ হন। আর পেছনে রেখে যান প্রিয়তমা স্ত্রীকে।

- কিছু সময় পরই খালিদ বিন সায়িদ বিন আস رضي الله عنه এলেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। যখন মুসলিমরা মারজুস সুফার যুদ্ধে, তখন খালিদ বিয়ে করে নিতে চাইলেন। উম্মে হাকিম বললেন, 'যদি বিয়েটা এ যুদ্ধের পর করা যায়, তাহলে কেমন হয়!' খালিদ رضي الله عنه বললেন, 'আমার মন বলছে, এ যুদ্ধে আমি আমার কাঙ্ক্ষিত শাহাদাত পেয়ে যাব।'...

  উম্মে হাকিম বললেন, 'তবে তা-ই হোক।' তখন সুফারের সেতুর নিকট তাঁদের বিয়ে হয়। ফলে এ জায়গাটির নাম হয়ে যায় 'উম্মে হাকিমের সেতু।'

  বিয়ের পরদিন সকালবেলা তিনি সবাইকে অলিমার দাওয়াত দিলেন। খাবারদাবার শেষ হলে শোনা গেল রোমানরা যুদ্ধসারি প্রস্তুত করছে। আর তাদের একজন

মল্লযুদ্ধের জন্য আহ্বান করছে। তখন খালিদ বিন সায়িদ ﷺ এগিয়ে গেলেন আর যুদ্ধ করে শহিদ হলেন।

উম্মে হাকিম যুদ্ধের জন্য পোশাক পরলেন। যে তাঁবুতে তাঁর ও খালিদ ﷺ-এর বাসর হয়েছিল, সেদিন তিনি সে তাঁবুর খুঁটি দিয়ে সাতজন রোমানকে হত্যা করেন। এখান থেকে বোঝা যায় উম্মে হাকিমের বিরল বীরত্বের বিষয়টা, বোঝা যায় যে, একজন নারী তার স্বামী হারিয়ে শত্রুদের কতটা বিপজ্জনক হতে পারে।

- এরপর তিনি দ্বিতীয় খলিফা উমর বিন খাত্তাব ﷺ-কে বিয়ে করেন। যিনি এক মাজুসি গোলামের হাতে ছুরির আঘাতে শহিদ হন।

যখন স্বামী সফরে

- স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে স্বামী প্রায় ছয় মাস বাইরে। ফিরে আসার পর স্ত্রী বলল, 'যখন আপনি দূরে ছিলেন, তখন আপনাকে কাছে না পাওয়ার কষ্ট ভুলতে গিয়ে আপনার একটা কমতি খুঁজতে থাকি; কিন্তু পাইনি। তাই খুব কষ্টে ছিলাম, এখন প্রাণে প্রাণ ফিরেছে।' যারা এভাবে মনের আবেগ বলতে পারে, তারা খুব সহজেই স্বামীর মন জয় করতে পারে।...

- যখন স্বামী সফরে থাকে, তখন তুমি তার সাথে না থাকলেও সে যেন তোমাকে সব সময় মনে রাখে। এ জন্য কিছু ছোট চিরকুট লিখে কাপড়ের ব্যাগে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে রেখে দাও। যখন সে হঠাৎ করে এগুলো আবিষ্কার করবে, তখন মুচকি হেসে তোমাকে স্মরণ করবে। তাই কিছু ভালোবাসার কথা বা কিছু কবিতা লিখে যত্ন করে কাপড়ের ভাঁজে রেখে দাও।

- দীর্ঘ দিন বাড়ির বাইরে থাকার পর যখন সে আসে, তখন সাথে সাথে তার সামনে অভিযোগের ফিরিস্তি খুলে বোসো না; চাই তোমার মনের ভেতর কষ্ট যত বড়ই হোক না কেন। একটু অপেক্ষা করো। সঠিক সময় তালাশ করো। যখন তুমি তার থেকে যথেষ্ট মনোযোগ পাবে, তোমার প্রতি তার স্নেহ আসবে, তখন যথার্থরূপে সেসব অভিযোগ তুলে ধরো।...

- এক লোক সফর থেকে ফিরে বাড়িতে এসেছে। তখন বেশ রাত। সে দেখল, তার স্ত্রী এলোমেলো কাপড়ে, মাথায় চিরুনি করেনি, একটুও সাজেনি তার জন্য। তখন সাথে সাথে তার সব রাগ উগরে দিল স্ত্রীর ওপর। তাকে বলল, 'তুমি আমার অধিকার ঠিকমতো আদায় করছ না, আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তাই নাই দেখছি!'

  যদিও সে তার স্ত্রীকে সে সুযোগ দেয়নি, বা তার আসার আগে একটু খবরও দেয়নি, তবুও হঠাৎ এসে সব রাগ ঝাড়ল স্ত্রীর ওপর। হয়তো সে রাসুল ﷺ-এর এ হাদিস পড়েনি :

أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তৈরি হওয়ার সুযোগ দাও। যখন তোমরা রাতে বাড়িতে ফেরো, তখন স্ত্রী চুল ঠিক করা ও পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত তাদের কক্ষে যেয়ো না।'[১১৩]

এখন তো আমরা মোবাইলের যুগে আছি। এখন কি আমরা পারি না যে, সফর থেকে ফিরে ঘরে আসার আগে জানিয়ে দেবো, আমি আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ইনশাআল্লাহ বাড়িতে পৌছতে পারব। এটা কি করা যায় না?

• ছুটির দিনে

সপ্তাহ শেষে ছুটির দিনে তোমার সংস্পর্শ থেকে তাকে বঞ্চিত কোরো না। সারাটা সপ্তাহ কাজে ডুবে ছিলে। এখন সপ্তাহ শেষে একদিন বাড়িতে হোক বা বাইরে বেড়াতে গিয়ে হোক, তাকে তোমার সংস্পর্শে থাকতে দাও।

পরিবারের জন্য সপ্তাহে একটা দিন নির্ধারণ করো। এদিন ঘরের ভেতর বিশেষ আয়োজন হতে পারে অথবা সবাই মিলে বাইরে বেড়াতে যেতে পারো। মোট কথা রুটিনের বাইরে গিয়ে একদিন একটু প্রশান্তির আকাশে ডানা মেলে উড়লে।

কখনো কখনো দেখা যায়, একদিন ছুটি, আবার কখনো সপ্তাহ বা মাসখানেকের মতো ছুটিও আসতে পারে। তখন চেষ্টা করো স্ত্রীর সাথে ২/৩ দিনের সফরে যেতে। তবে শর্ত হচ্ছে, সন্তানদের উত্তম তত্ত্বাবধানে রেখে যেতে হবে।

অনেকে ছুটি কাটানোর সময়কে অনেক উপকারী কাজে পূর্ণ করে ফেলে। যেমন : নতুন কিছু পড়া, নতুন কিছু শেখা, কোনো শিক্ষামূলক অডিও-ভিডিও দেখা বা শোনা, দাওয়াতি সফর করা ইত্যাদি উপকারী কাজে ছুটির দিন ব্যস্ত থাকে।

কিন্তু তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজকে সে ভুলে থাকে, আর সেটা হচ্ছে, 'স্ত্রীকে সময় দেওয়া।'

---

১১৩. সহিহুল বুখারি : ৫০৭৯।

তাই ছুটির দিনের একটা অংশ তোমার স্ত্রীর সাথে কাটাও। যে সময়টাতে তোমাদের মাঝে অন্য কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। সে সময়টাতে তোমরা ভালোবাসাকে পুনর্জীবিত করবে। দুজন দুজনাকে আপন করে নেবে। যদি তার সাথে কথায় কথায় বহু দূর চলে যাও কিংবা সফরে নিয়ে গিয়ে কোথাও ঘুরে আসো, তাহলে বেশ হয়। কারণ এ কাজের কত গভীর প্রভাব স্ত্রীর অন্তরে পড়ে, তা একমাত্র সে-ই বুঝতে পারে, যে এটা করে দেখেছে।

স্ত্রীর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক উন্নত করার জন্য যে সময়টা কাটানো হবে, সেটা সময়ের বরবাদি নয় মোটেই। বরং সেটা উত্তম দাম্পত্য আচরণ ও উত্তম চরিত্রের কাজ। আমাদের রব আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'[১১৪]

আমাদের রাসুল ﷺ স্পষ্ট করে বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।'[১১৫]

---

১১৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৯।

১১৫. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।

দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক

- নিঃসন্দেহে দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক মানুষকে উৎসাহ দেয়, মানুষের সম্পর্ক মজবুত করে। তেমনই দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ কথাটা সত্য। যখন স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনকে কিছু দেয়, তখন তাদের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হয়।

  আদানপ্রদান যত বাড়ে, তত বেশি ভালোবাসা শক্তিশালী হয়। তাই স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে উপহার, পুরস্কার ও কৃতজ্ঞতা দিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শক্তি জোগাবে।

- স্ত্রী যখন ভালো কিছু করে, তখন তার পিঠ চাপড়ে তাকে উৎসাহ দাও। এটা স্ত্রীর জন্য অসাধারণ পুরস্কার হবে। তার ভেতরে আনন্দের বন্যা বইয়ে দেবে। আর সে মনে মনে চাইবে তাকে তুমি এভাবে উৎসাহ দাও। যদি স্ত্রীও স্বামীকে এভাবে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়, তাহলেও মন্দ হয় না!

- যখন তোমাদের দুজনের মধ্যে কিছু ঘটে, তখন সামান্য মুচকি হাসি তোমাদের সে ঘটনায় সবচেয়ে বড় মূল্যায়ন হয়ে থাকে। আর কোনো একজনের কর্মে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ও হওয়া দরকার।

- তাই একে অন্যের কর্মে খুশি হয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, উষ্ণ আহ্বানে ধন্যবাদ দাও। এ ছোট্ট বাক্যটা সদাকার সাওয়াব হবে।

- সন্তানদের সামনে তোমার স্ত্রীর প্রশংসা করো। আর স্বামীর পরিবারের সামনে তার প্রশংসা করো। যখন স্বামী শুনবে, তার স্ত্রী তার প্রশংসা করেছে কিংবা যখন স্ত্রী শুনবে তার স্বামী তার প্রশংসা করেছে, তখন তার মনে আনন্দের ঢেউ খেলে উঠবে। মনের মধ্যে অপরের প্রতি ভালোবাসা বেড়ে যাবে।[১১৬]

---

১১৬. ড. জাসিম মুতাওয়া কৃত আল-মুকাফায়াতুজ জাওজিয়্যাহ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

• মনে রাখবে, একজন নারী তার প্রশংসাকে অপছন্দ করে না। আর কোনো নারী সব সময় উপদেশ বাক্য শুনতে চাইবে না বা সব সময় তোমার নজরদারিতে থাকা পছন্দ করবে না।

• তুমি এমন কোনো নারী পাবে না, যে সুন্দর কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে পড়ে বা আবেগময় কথায় তার বিরক্তি আসে। লম্বা সময় ধরে এসব শুনতে পারে নারীরা।

তার রান্নার প্রশংসা... তার ঘর গোছানোর প্রশংসা... তার ইসলাম পালন ও সুন্দর চরিত্রের প্রশংসা শুনতে সে ক্লান্ত হবে না।

• এমন নারী পাবে না, যে ফুল পছন্দ করে না বা উপহার ও সাজগোজ পছন্দ করে না।

• ধন্যবাদ কতটা মধুর হতে পারে?

এক বোন বলেন, 'রাতভর জেগেছি, ক্লান্ত হয়েছি তোমার মেহমানদের সেবা করতে করতে। তুমি যা-ই চেয়েছ, তা-ই তৈরি করে এনেছি। তোমার চাওয়া প্রতিটি জিনিস তৈরি করেছি।

থালাবাসন ধুয়েছি, ঘরদোর গুছিয়েছি।... এগুলো আমার কর্তব্য, সেটা ঠিক আছে, এগুলোর জন্য আমি তোমার কাছে কোনো বদলা বা বিনিময় চাই না। কিন্তু... প্রিয় স্বামী, তোমার মন থেকে একটা ছোট্ট 'ধন্যবাদ'ও কি দিতে পারো না?!

তুমি কি জানো না, সুন্দর কথা বলা সদাকা? তাহলে আমার সাথে এমন কেন করো?'[১১৭]

• মনে রাখবে, স্ত্রীকে মানসিকভাবে উৎসাহিত রাখতে হবে। তাহলে সব সময় সে তোমার প্রতিটি চাওয়া পূরণ করবে। যখন সন্ধ্যা হয়, তখন স্ত্রীর ভেতর আনন্দের একটা জোয়ার বইয়ে দাও। সারাটা দিন সে তোমার জন্য খাটাখাটনি করেছে, এখন যদি সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে তুমি তাকে দুটো সুন্দর কথা বলো, দুটো মিষ্টি কথা বলো, যদি তার সৌন্দর্য ও তার আচরণের প্রশংসা করো এবং তার উত্তম রুচির প্রশংসা করো, তাহলে অবশ্যই সে তোমার কথায় গলতে বাধ্য।

---

১১৭. মুহাম্মাদ বিন সাররার ইয়ামি কৃত আজিজিজ জাওজ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

- স্ত্রীর প্রতি সুন্দর আচরণ করো, সেও তোমার প্রতি সুন্দর আচরণ করবে। আচার-আচরণে তাকে ইঙ্গিত দাও যে, তুমি তোমার নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দাও এবং দিতে থাকবে। আর তুমি তার সুখ-শান্তির জন্য ব্যাকুলমনা। তার সুস্থতার জন্য আগ্রহী। তুমি তার জন্য যতটা সামর্থ্য আছে, তার সবটাই উজাড় করে দেবে। উজাড় করে তাকে ভালোবেসে যাবে। এগুলো যদি তোমার আচরণে সে বুঝতে পারে, তাহলে তোমাদের সুখের সংসারে আল্লাহর বরকতে ভরে যাবে।

স্ত্রী যখন মার্কেটে

• স্ত্রী যখন মার্কেটে

পুরুষদের কাছে মার্কেটে যাওয়া বা বাজার করা একটা মানসিক চাপের কাজ। কিন্তু একজন নারীর জন্য সেটা আনন্দদায়ক কর্মযজ্ঞ। যেখানে পুরুষ মার্কেটে গিয়ে মানসিক চাপের শিকার হয়, সেখানে নারী যেন মার্কেটে গিয়ে মানসিক চাপ মুক্ত হয়।

অধিকাংশ পুরুষের ধারণা যে, কোনো নারীকে দিনের ২৪ ঘণ্টা মার্কেট করতে দিলেও সে মার্কেট করে পরিতৃপ্ত হতে পারবে না, তার আরও বেশি সময় লাগবে।

কতক স্বামী তাদের স্ত্রীর সাথে মার্কেটে যেতে চায় না। স্ত্রীকে একাই যেতে বলে। অথচ তারা যদি তাদের স্ত্রীর সাথে মার্কেটে থাকে, তাহলে স্ত্রীর সাথে এমন সঙ্গী থাকে, যে তাকে সুরক্ষা দিতে পারে, অযাচিত যেকোনো কিছু থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তার ওপর স্বামীর সঙ্গ পেলে যেকোনো স্ত্রীর জন্যই সেটা আনন্দদায়ক। আর স্ত্রী মনে করে, স্বামী তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

কিন্তু এখানে শর্ত হচ্ছে, স্ত্রীর জন্য মার্কেট করা সংকীর্ণ করে তুলবে না, তাকে বেশি তাড়া দেবে না, অথবা অযথা কারণে রেগে উঠবে না।...

স্ত্রীকে বুঝতে দাও যে, যেকোনো স্থানেই তার সঙ্গ পেয়ে তুমি খুশি। কিন্তু স্ত্রীরও এ ব্যাপারটা লক্ষ রাখতে হবে যে, মার্কেটে যত কম সময় থাকা যায় ততই উত্তম। স্বামীর কাজের চাপও থাকতে পারে, বাড়িতে বা বাইরে কোনো কাজও থাকতে পারে। তা ছাড়া যদি কোনো নারী মার্কেটের দোকান পর্যন্ত সেখানে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই অনুচিত হয়ে যাবে। একইভাবে স্ত্রীর উচিত স্বামীর ক্রয়ক্ষমতার দিকে খেয়াল রাখা; যাতে স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে কিছু কেনা না হয়ে যায়।

• স্ত্রী যখন কারও বাড়িতে যায়

স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিয়ে আত্মীয়দের কারও বাড়িতে যায়, তখনকার ঘটনা। আত্মীয়ের বাড়িতে এসে দেখা হলো, কথা হলো, সবশেষে এখন যাওয়ার পালা। স্বামী বিদায় নিয়ে আগেই গাড়িতে গিয়ে বসল আর মোবাইলে কল করে জানাল, 'আমি গাড়িতে আছি। তুমি চলে আসো।'

হয়তো কখনো স্ত্রীর কিছুটা দেরি হলো। দেরি হওয়ার যথোচিত কারণও আছে। কিন্তু বেচারি গাড়িতে বসার সাথে সাথে স্বামী রাগে ফেটে পড়ল, 'সব সময় তুমি দেরি করো', 'তোমার জন্য এতক্ষণ এখানে বসে আছি', 'যদি এখানে না আসতাম, তাহলেই ভালো হতো।'

রাগ ঝাড়তেই যেন সে উস্তাদ। তার কী কারণে দেরি হলো, সেটা তো জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনই বোধ করল না! হয়তো বাচ্চার কারণে তাকে ওয়াশরুমে যেতে হয়েছিল শেষ মুহূর্তে। অথবা বের হওয়ার আগে কিছুটা প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল!

স্বামীর তো উচিত ছিল তাকে নিন্দা করার আগে তার দেরি হওয়ার কারণ জেনে নেওয়া। তাহলে সমস্যা হতো না। অযথা স্ত্রীকেও পর্যুদস্ত হওয়া লাগত না। সহজেই বিষয়টা চুকে যেত।

অবশ্য স্বামীকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে বের হওয়ার সময় বান্ধবীর সাথে লম্বা একটা বিদায়ি আলাপ দেওয়াও কোনো স্ত্রীর জন্য উচিত নয়।

আবার দেখা যায়, স্ত্রীকে নিয়ে তার বাবার বাড়িতে গেল দুজনে। এরপর সেখান থেকে ফিরে আসার সাথে সাথে তার বাবার বাড়ির লোকজনের সমালোচনা শুরু করে দিল স্বামী, তাদের আচরণে কী কী খারাপ-মন্দ দেখেছে, সেসব উগরে দিচ্ছিল একে একে। তার ওপর তো সবটা বরবাদ হয়, যদি সাক্ষাতের সময় স্বামীর মুখে গোমরা ভাব ও বিরক্তির ছাপ প্রায় সার্বক্ষণিক লেগেই থাকে।...

স্ত্রীর পরিবারের সমালোচনা থেকে দূরে থাকো। কেননা, এমন সমালোচনায় তার হৃদয় পোড়ে। তাকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। যদি তুমি তোমার স্ত্রীর সঠিক মূল্যায়ন করতে চাও, তাহলে তার পরিবারকেও সেভাবে মূল্যায়ন করো।...

একই কথা স্ত্রীর জন্যও প্রযোজ্য। তারও উচিত নয় স্বামীর পরিবারের লোকদের সমালোচনা করা বা নিন্দা করা।...

স্পষ্টভাষী হও... পরস্পরকে ক্ষমা করো...

- যখন স্বামী-স্ত্রীর কেউ অন্যের মাঝে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন অবশ্যই তারা পরস্পরকে এ বিষয়ে বলবে, গোপন করবে না এটা। কেননা, গোপন করা দাম্পত্য জীবনে সমস্যা হওয়ার কারণ।...

- পরস্পরের সাথে স্পষ্ট কথা বলাকে আদব ও ভালোবাসার মোড়কে মুড়িয়ে নাও। যাতে সত্য কথাটা অপরের জন্য সহনীয় হয়ে যায়। শিরাজি বলেন, 'তুমি চন্দন গাছের মতো হও। চন্দন গাছকে যে কুঠার কাটে, সে কুঠারকেও সে সুগন্ধিময় করে দেয়।'

- তবে রাগের সময় কোনো কিছু বলতে যাবে না।... যেমন তুমি দেখলে তোমার স্ত্রী রেগে আছে, এ সময় তার সামনে স্পষ্ট করে কিছু বলতে গেলে উলটো সে-ই বলে উঠবে, 'আসলে তোমার মাঝেই তো এ এ দোষ আছে।'

  এভাবে রাগের সময় কথা বলতে গেলে উভয়ে উভয়ের আরও বেশি দোষ বের করতে থাকবে। মাঝে মাঝে সত্য কিছু বলবে আবার বানিয়েও বলতে পারে। দুজনের স্বর উঁচু হতে থাকবে। তারা দুজন বেশ জোরে জোরে কথা বলতে থ াকবে।... এমনকি তাদের এসব দোষ-ত্রুটির কথা প্রতিবেশীরাও শুনে ফেলবে এত জোরে তারা কথা বলে ফেললে।...

- যখন স্বামী-স্ত্রীর কেউ অন্যের মাঝে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তখন সঠিক সময় বেছে নিয়ে সুন্দর ভাষায় সে কথা উল্লেখ করবে।...

- স্পষ্ট করে বলার সময় লজ্জা বা দুর্বলতা আসতে পারে।... সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু যা বলার প্রয়োজন তা তো বলতে হবে।

আবার কখনো দেখা যায়, বলার চেয়ে লেখা কার্যকর বেশি হয়, তাহলে মুখে না বলে লিখেও প্রকাশ করা যেতে পারে।...

• স্পষ্টভাষিতার সীমানা

নতুন বিবাহিতা মেয়েরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার স্বামীর প্রতি তো আমার গভীর ভালোবাসা, তাকে কি আমার জীবনের সবকিছু বলে দেবো? তাকে কি আমার সব গোপনীয়তা বলে দেবো?'

- এ প্রশ্নের সংক্ষেপে উত্তর হচ্ছে 'না'। তাকে সবকিছু বলবে না; চাই যতই তার প্রতি তোমার ভালোবাসা থাকুক বা তার সাথে তোমার যতই সম্পর্ক গভীর হোক।

- আর স্বামীরও এ রকম কোনো অধিকার নেই যে, বিয়ের পর তার স্ত্রীকে তার অতীত জীবনের সব বিষয় একে একে খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করবে আর এমন প্রশ্ন করবে, যে প্রশ্ন বিবাহ বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায়। যেমন : 'তুমি আগে কার সাথে প্রেম করতে?' 'আমার আগে তোমাকে কে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল?' 'গাইরে মাহরাম কার সাথে তুমি বাইরে ঘুরতে গিয়েছিলে?'... ইত্যাদি প্রশ্ন হচ্ছে এ দাম্পত্য সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়ার প্রতি হুমকি।...

স্পষ্টভাষিতার সীমানা নির্ধারিত। স্পষ্টভাষিতা হতে হবে অতটুকু পর্যন্ত, যতটুকু হলে স্বামী-স্ত্রী কারও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অথবা কারও মনে, কারও অনুভূতিতে আঘাত লাগে না।

তোমার মা তোমার স্বামী বা স্বামীর পরিবার নিয়ে যেসব সমালোচনা করে, সেসব তোমার স্বামীকে শুনাবে না।

- তার পরিবারের লোকদের প্রতি তোমার যে নেতিবাচক অনুভূতি, সেসব বলে দেবে না। তার বোনদের পোশাকের সমালোচনা করবে না, তার মায়ের খাবার রান্নার সমালোচনা করবে না, তাদের ঘরের আসবাবপত্র নিয়ে ঠাট্টা করবে না অথবা তাদের কথাবার্তা বলার ধরন নিয়েও কটাক্ষ করবে না।...

- তার পরিবারের প্রতি তুমি আসলে কেমন মনোভাব পোষণ করো, সেটা মুখ ফসকে বলে ফেলবে না। কেননা, একই রকমটা তুমি নিজের পরিবার সম্পর্কেও শোনা পছন্দ করবে না। তাই যদি তার বোনকে তোমার পছন্দ না হয়, বা তার খালা যদি তোমার পছন্দের তালিকায় না থাকে, তবুও তাদের নিয়ে কটাক্ষ করে কিছু বলবে

না। বরং তাদের সম্পর্কে সম্মানের সাথে কথা বলবে। মনে রাখবে, তুমি যেমন সুন্দর কথা ও যথোচিত কথা তোমার পরিবার সম্পর্কে শুনতে চাও, ঠিক তেমন সুন্দর করে যথোচিত কথা তার পরিবার সম্পর্কে বলতে পারো।...

- স্বামীর অবয়ব নিয়ে তোমার মতামত দেবে না। যেমন : তার চুল কাটার ধরন বা তার বড় নাক তোমার কাছে খারাপ লাগে, দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্য হচ্ছে, তুমি এসব তাকে বলতে যাবে না।

- তুমি তার কাছ থেকে কোনো উপহার পেলে তা তোমার মনমতো যদি না হয়, তাহলে তুমি তাকে সেটা বলতে যাবে না।

- কখনো তাকে বলবে না যে, তাকে বিয়ে করে তুমি বিরক্ত বা এ বিয়েতে তুমি সন্তুষ্ট নও। এমনকি যদিও তুমি আসলেই মন থেকে এমনটা অনুভব করো, তবুও সেটা তাকে বলবে না।
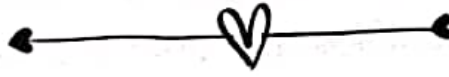
ভুলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা

• প্রথম চিত্র

স্বামী ঘরে প্রবেশ করল। দরজা খুলে সামান্য হাঁটতেই একটা খেলনার সাথে পা লেগে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল নাকের ওপর। খেলনাটা তুলে নিল হাতে। খেলনা হাতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল, যেখানে তার স্ত্রী রান্না করছিল। স্ত্রী ব্যাপারটা দেখেছে। বেচারি এটা নিয়ে এমনিই লজ্জিত। যদি আল্লাহ রক্ষা না করতেন, তাহলে আজকে তার স্বামী মুখের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে মারাত্মক জখম হতে পারত।

স্বামীর অবস্থা হচ্ছে এমন যে, কত বার বলেছি ঘরদোর ঠিকঠাক গুছিয়ে রাখবে!

স্বামী রান্না ঘরে এসে গেছে। স্ত্রী একটা সুন্দর মুচকি হেসে একটা সুন্দর কথা বলে তাকে আপন করে নিল। অন্যদিকে স্বামী দেখল তার জন্য সে আজকে তার প্রিয় খাবার রান্না করেছে।

সাথে সাথে স্বামীর রাগ পড়ে গেল। তাকে ভাবতে বাধ্য করল, আমি যে রেগেমেগে এখানে এলাম এটা কি ঠিক হয়েছে? সে তো খাবার রান্নায় ব্যস্ত, সে কখন এগুলো ঠিক করবে? আজকে যদি রাগটা কমে না যেত, তাহলে দুজনকেই গোমরা মুখে খাবার টেবিলে বসতে হতো!

• দ্বিতীয় চিত্র

এক স্ত্রী তার স্বামীর অপেক্ষায় বসে আছে। দাওয়াত পেয়ে এক অনুষ্ঠানে এসেছিল। এখন অনুষ্ঠান শেষ। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষায় আছে স্বামীর জন্য। এখানেই তো তার আসার কথা ছিল। ভুলে গেল নাকি আবার!

এদিকে স্ত্রী বেজায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ল। অনুষ্ঠানে অন্য অতিথিরা সবাই চলে গেছে সেই কখন। এখন এখানে সে আর আয়োজকরা আছে। আয়োজকরা সারা দিন প্রস্তুতি ও ব্যস্ততায় কাটিয়ে এখন ক্লান্ত হলেও তাকে সমাদর করে যাচ্ছে। কিছুই বলছে না! এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে সে বলতে থাকে, 'আপনি কোথায়? এখনো এলেন না? সব সময়ের মতো এবারও দেরি করে আমাকে সমস্যায় ফেলে দিলেন। কখনো ঠিকমতো পৌঁছতে পারেন না!'

অবশেষে তার স্বামী এল। সেও তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে গাড়িতে বসল। সে তো রাগে ফুঁসে উঠছিল, কিছু বলতে যাবে তখনই স্বামী বলে উঠল, 'আজকে প্রায় অনেক দোকান হন্যে হয়ে খুঁজলাম। অবশেষে তোমার সেই মোবাইলটা পেলাম। দেখো, পেছনে রাখা আছে। গাড়িতে ওঠার সময় খেয়াল করেছিলে?'

স্ত্রী পেছনে ভালো করে দেখল। হ্যাঁ, ঠিকই তো একটা মোবাইল। আহ... বেচারা.. এতক্ষণ আমার জন্য এতটা কষ্ট করেছে! কিন্তু সে তো আমাকে আমার আত্মীয়দের সামনে সমস্যায় ফেলে দিয়েছিল, এখন কি তাকে আমি দোষ দিতে পারি? না আমি রাগ চেপে গিয়ে চুপ করে থাকব?

- কিছু পুরুষ আছে সবকিছুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিসটাও দেখে। প্রত্যেক ছোটখাটো জিনিসও ঠিক থাকতে হবে তার জন্য। ফ্রিজ খুলে চ্যাঁচিয়ে ওঠে, 'শাকসবজি ঠিকমতো সাজিয়ে রাখা হয়নি কেন?' 'কেন ফল একটার পর একটা সিরিয়াল করে রাখা হয়নি?' 'এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে কেন?' 'টেবিলের ওপর ধুলে কেন?' 'কত বার বলেছি, খাবার এত বেশি গরম করে এনো না?' এভাবে করতে থাকে আর নিজের ও তার স্ত্রীর জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।...

- অন্যদিকে কিছু নারী তার স্বামীর কথা-কাজের মধ্যে খুঁত খোঁজে।

  'ওই কথা বলে আপনি কী উদ্দেশ্য করেছিলেন?'

  'কেন আমার জন্য সুন্দর একটা উপহার আনলেন না?'

  'কেন আমার মা-বাবা ফোন করে আমার সুস্থতার খবর নিল না?'

  এভাবে ঘরকে পেরেশানি আর মুসিবতে ভরিয়ে তোলে।...

- তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রতিদিন বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যেমন : 'খাবারে নুন বেশি কেন?' 'তুমি নুন দিতে ভুলে গেছ নাকি?' 'তুমি মুখ

ফসকে এটা বললে কেন?' এভাবে করতে থাকলে ঘর আর ঘর থাকবে, জাহান্নামে পরিণত হয়ে যাবে।

- বলা হয়ে থাকে, উত্তম চরিত্রের ১০ ভাগের ৯ ভাগ হচ্ছে ভুল দেখেও যেতে দেওয়া, ভুল না ধরা।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারও ভুল হলে সেটা নিয়ে ঝগড়া না করে যেতে দেওয়া মোটেই নির্বুদ্ধিতা নয়; বরং উলটো সেটা উত্তম।

لَيسَ الغَبِيُّ بِسَيِّدٍ فِي قَومِهِ

لَكِنَّ سَيِّدَ قَومِهِ المُتَغابِي

'বোকা তার সম্প্রদায়ের নেতা হতে পারে না, কিন্তু নেতার গুণ হচ্ছে, কখনো কখনো ভুলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।'

হাসান বসরি ﷺ বলেন :

'ভুল না ধরে যেতে দেওয়া ভদ্রজনের স্বভাব।'

কিছু ছোট ছোট কথা

- দিনের শেষে কর্মস্থল থেকে ফিরবে যখন, তখন ঘরে প্রবেশের আগেই মনকে ফ্রেশ করে নাও। কর্মস্থলের টেনশন মাথায় নিয়ে ঘরে ঢুকবে না। সব টেনশন দরজার বাইরে ফেলেই তবে ঘরের ভেতর যাও। মুখের ওপর একটা মুচকি হাসি টেনে পা বাড়াও ঘরের ভেতর। তোমার কাজের চিন্তা-উদ্বিগ্নতা যেন ঘরের ভেতরের তোমার মধ্যে প্রভাব না ফেলতে পারে; বরং সেটার ওপর প্রভাব বিস্তার করে জয়ী হও।

- সব সময় আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর এ হাদিস মনে রাখবে—

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমাদের প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম তার অধীন লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার অধীনে থাকা পরিবার সম্পর্কে ও তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের ভেতরে তত্ত্বাবধায়ক ও দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্বের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।'[১১৮]

এ হাদিসটি সব সময় মনে রাখবে, আর ভালোবাসা ও স্নেহের মাধ্যমে নিজের সময়কে ভরিয়ে ফেলবে। পরিবারের লোকদের সাথে সুন্দর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ করবে।...

- পুরুষত্ব ও কর্তৃত্বের অর্থ এ নয় যে, তুমি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ফেরার সময় বলে যাবে, আর তোমার ফেরার সময়ে সবকিছু প্রস্তুত থাকবে একশতে একশ।

---

১১৮. সহিহুল বুখারি : ৮৯৩।

এটা পুরুষত্ব নয়। পুরুষত্বের নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে।... আর কর্তৃত্বেরও নির্দিষ্ট ক্ষেত্র রয়েছে। কর্তৃত্ব হতে হবে দ্বীন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে। দ্বীন তোমাকে কর্তৃত্ব দেওয়ার অর্থ এ নয় যে, তুমি অহংকার দেখাবে বা স্বেচ্ছাচারিতা করবে।

- তোমার ওপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে। তেমনই তোমার স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে তোমার ওপর। পরিবারের অধিকার যেন স্ত্রীর অধিকারকে লঙ্ঘন না করে। বরং দুই অধিকারকে স্ব স্ব স্থানে রেখে সুন্দরমতো আদায় করো। দুটোর মাঝে ন্যায়পরায়ণতা ধরে রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করো।

- নারীর দিকে এ দৃষ্টিতে তাকিয়ো না যে, তার বুদ্ধি কম ও দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও কম। বরং তার দিকে একজন সঙ্গিনীর দৃষ্টিতে তাকাও। তার জন্য সে আয়না হও, যে আয়নার সামনে অবশ্যই দাঁড়াতে হয়।... যদি তার কোনো কিছু তোমাকে বিরক্ত করে, তবে তাকে বলো—তাহলে সে তা ঠিক করে নেবে।

একজন স্ত্রী উত্তম সহযোগী হবে তোমার জন্য। তোমার পরিণতি তার পরিণতির সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। তোমার সুখ তার সুখ। তোমার দুঃখ তার দুঃখ। তাই তোমার উচিত তার ওপর আস্থা রাখা এবং তোমার ভেতর যে কথা আছে তাকে সেটা খুলে বলা। হয়তো দুজনে কথা বলে সুন্দর একটা সমাধানে আসতে পারবে।

- দ্বিতীয় বিয়ে করাকে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার কোরো না বা যখনই তুমি তাকে ভয় দেখাতে চাও, তখনই দ্বিতীয় বিয়ে করবে বলে হুমকি দিয়ো না।
- আল্লাহর বাণী স্মরণে রাখো :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ

'তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না।'[১১৯]

তোমার পরিবার ও স্ত্রীর মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখো। কারও ক্ষেত্রেই কৃপণতা কোরো না। তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা, যেমন : খাবার, কাপড়, বৈধ বিনোদনের জিনিস প্রভৃতি প্রদান করো। তবে অবশ্যই তুমি অতিব্যয়ী হবে না, অপচয় করবে না।

---

১১৯. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৯।

- স্ত্রীকে ছোটখাটো হাদিয়া দাও। এ উপহার তাকে সময়ে সময়ে উজ্জীবিত করবে এবং তার উদ্বিগ্নতা দূর করবে। একজন নারীর নীতি হচ্ছে, যে-ই তার প্রশংসা করে, তার জন্য সে আরও বেশি বেশি করে।

- স্ত্রীকে দ্বীন পালনে সহযোগিতা করো।... যেভাবে সে তোমার পানাহারের খেয়াল রাখে, তার কাছ থেকে যেভাবে পানাহারসামগ্রী প্রস্তুত করতে বলো, ঘরদোর গুছিয়ে রাখতে বলো, সেভাবে তাকে নামাজ পড়া, রোজা রাখা প্রভৃতি নেক আমল করতে বলো এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকতে বলো। তাকে নামাজের সময় স্মরণ করিয়ে দাও অথবা কাজের সময় মুখে আল্লাহর জিকির করার জন্য উৎসাহিত করো। কেননা, যে নারী সব সময় আল্লাহকে ভয় করে চলে, সে আল্লাহর ভয়ে তাকওয়াবান হয়ে তার স্বামীর আনুগত্য ঠিকমতো করে।

ছয় প্রকার নারী

• আরবরা বলেন, যারা বিয়ে করতে চায় তারা যেন ছয় প্রকার নারী থেকে দূরে থাকে :

এক. আন্নানাহ : এমন নারী, যে নারী সব সময় কান্না করতে থাকে, কারণে-অকারণে অভিযোগ করতে থাকে।

দুই. হান্নানাহ : যে তার স্বামীকে নিয়ে সন্তুষ্ট হয় না। তার স্বামী ও অন্য পুরুষদের মাঝে তুলনা করে।...

তিন. মান্নানাহ : যে নারী স্বামীকে খোঁটা দেয়।...

চার. হাদ্দাকাহ : যার চোখ যে জিনিসের ওপর পড়ে, সে জিনিসের প্রতি মন টানে এবং সেটাই সে কিনে নেয়।...

পাঁচ. বাররাকাহ : যে নারী সারা দিন মুখ পালিশ করতে থাকে আর সাজতেই থাকে।...

ছয়. শাদ্দাকাহ : যে নারী কাজে-অকাজে খুব বেশি কথা বলে।...

• যখন তোমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন একত্রে বসো, তখন পরিবারের এদিক সেদিকের কথাবার্তা, বান্ধবীদের অযথা কথাবার্তা স্বামীর সাথে বলে বোসো না; বরং পারিবারিক বিষয়ে কথা বলার জন্য বিশেষ সময় নির্ধারণ করে সমাধান করতে হবে।

• সময়ে সময়ে স্বামীর জন্য ছোটখাটো উপহার কিনে নাও। যদি দামি নাও হয়, তবুও সমস্যা নেই। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তুমি তোমার স্বামীকে বোঝাচ্ছ যে, তার জন্য তোমার মনে কতটা স্থান রয়েছে।

- মাসে একবার হলেও স্বামীর সাথে বাইরে বেড়াতে যাও। হয়তো কখনো বাড়ির বাইরে রাতের খাবার খেলে অথবা বাইরে ঘুরে আসার সময় হালকা নাস্তা নিয়ে আসলে কিংবা কফি নিয়ে আসলে। অথবা কখনো স্রেফ হাঁটার জন্য স্বামীর সাথে বের হলে।

- যখন স্বামী কাজ থেকে আসে, তখন আনন্দচিত্তে তার সামনে আসো, মুখে হাসি টেনে তাকে স্বাগত জানাও। আর মনে করে রান্না শেষে রান্নার পোশাক রেখে ভালো পোশাক পরে নাও। সুগন্ধি ব্যবহার করো স্বামীর জন্য। স্বামী যখন ঘরে ফিরে, তখন সাথে সাথে একগাদা প্রশ্ন আর অভিযোগ নিয়ে বসে যাবে না। অন্যথা সে তোমাকে এড়িয়ে চলবে।

- তুমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এটা বোঝাতে যাবে না। তুমি ভালো, আর সে খারাপ—এটা যেন সে মনে না করে। যেমন : সে নামাজে গাফিলতি করে। এ ক্ষেত্রে তুমি তাকে উৎসাহ দিতে পারো, তোমার ও সন্তানদের সাথে একসাথে তার নামাজ পড়ার আশা পোষণ করতে পারো। তাকে উৎসাহ দিতে পারো, সে যেন সন্তানদের নামাজ শেখায়, তাদের নামাজের প্রতি উৎসাহ দেয়। কিন্তু তুমি যদি সারাক্ষণ বলতে থাকো যে, 'তুমি নামাজ পড়ো না কেন! তুমি নামাজ পড়ো না কেন!' এটা মঙ্গলজনক হবে না।

- তার কোনো কথা বা আচরণ নিয়ে হাসিঠাট্টা করবে না।

- যখন সে তোমার জন্য কোনো উপহার নিয়ে আসে, তখন তাকে ধন্যবাদ দাও। তার উপহার কেনার রুচি বা নির্দিষ্টভাবে সে উপহার নিয়ে সমালোচনা করবে না। তার উপহারকে গুরুত্ব দাও। তার দেওয়া উপহারকে মূল্যায়ন করা যেন তার ব্যক্তিসত্তাকে মূল্যায়ন করা।

- যে বিষয়ে তুমি বুঝো না, সে বিষয়ে কথা বলতে যেয়ো না। তবে হ্যাঁ, যদি তুমি সে বিষয়ে জানতে চাও, তাহলে সেভাবে কথা বলা যায়।

- তার অভ্যাসগুলোকে যথার্থ মূল্যায়ন করো। তার স্বভাবকে মূল্যায়ন করো। এরপর দুজনের অভ্যাসে খাপ খাইয়ে নাও। যদি তার মধ্যে ইসলামের বিপরীত খারাপ কিছু থাকে বা নৈতিক দিক থেকে খারাপ এমন কিছু থাকে, তাহলে এর জন্য নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি কোরো না; বরং প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সাথে এগোতে হবে সে ক্ষেত্রে।

- তার কাজ, তার দায়িত্ব নিয়ে বিরক্তি দেখিয়ো না। যতক্ষণ সে তোমার ও তোমার সন্তানদের অধিকার আদায় করে, তোমাকে মাঝে মাঝে ঘুরতেও নিয়ে যায়, ততক্ষণ তার কাজ বা দায়িত্ব নিয়ে বিরক্তি দেখিয়ো না।

- যখন তুমি তাকে চ্যালেঞ্জ করবে, তখন সে ভাববে, তুমিও তার মতো পুরুষালি ভাব নিচ্ছ। তখন হিতে বিপরীত হবে। তাই তাকে তোমার সঙ্গ পেতে দাও, তাকে বুঝতে দাও যে, তুমিই হচ্ছ তার শান্তির ও সুখের স্থল। চ্যালেঞ্জ দিয়ে যুদ্ধে নেমে যতটা অর্জন করবে, তার চাইতে এভাবে প্রেম-ভালোবাসা দিয়ে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি অর্জন করতে পারবে। কারণ তার পুরুষত্বের ওপর কোনো আঁচ না আসলে সে তোমার প্রেম-ভালোবাসার কাছে বাঁধা থাকবে।

যে স্ত্রীকে ভালোবাসো না, তার সাথে কীভাবে থাকবে?!

স্বামী-স্ত্রীর এ সম্পর্কে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা হচ্ছে, ভালোবাসা। কিন্তু যদি ভালোবাসাই না থাকে, তাহলে কী হবে তখন?

- যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালো না বাসো, তাহলে তাকে ঘৃণা কোরো না। তার ভালো গুণগুলো স্মরণ করো। কারণ রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) কোনো স্বভাবকে অপছন্দ করলেও তার অন্য কোনো স্বভাবে সন্তুষ্ট হবে।'[১২০]

অর্থাৎ স্ত্রীর মধ্যে যদি কোনো একটা অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে তার মধ্যে আরও কয়েকটা পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য তাকে স্বামীর চোখে প্রিয় করে তুলবে।

এ হাদিসে স্বামী-স্ত্রী উভয় পক্ষকে দাম্পত্য জীবনে সহজতা অবলম্বন করে চলার জন্য বলা হয়েছে, যতটুকু সম্ভব হয়। যদি একজনের মধ্যে কোনো অপছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য থাকে, তাহলে তার কাছে তার আরেক বা একাধিক পছন্দনীয় বৈশিষ্ট্য এসে সুপারিশ করে তার অপ্রিয়তা দূর করবে।

- এটাও সম্ভব যে, অপর পক্ষের মধ্যে এমন এমন গুণ থাকবে, যা অন্য মানুষের মাঝে পাওয়াই যাবে না।

---

১২০. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৯।

- কিছু স্বামী আছে স্ত্রীর কাছ থেকে পূর্ণ সুখ ও শান্তির প্রত্যাশা করে; কিন্তু নিজে স্ত্রীকে সুখ-শান্তিতে রাখার চিন্তাও করবে না—শুধু নিজের চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে এ রকম অহংকারী।

- স্বামী যে স্ত্রীকে পছন্দ করে না, স্ত্রীর মধ্যে কোনো ভালো গুণই দেখে না, হয়তো সে স্ত্রীর থেকেই সে এমন সন্তান পেল, যারা নেককার ও অনুপম হয় এবং তার জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম হয়। এমনকি এমন স্ত্রীর পক্ষ থেকে একজন এমন সন্তানও পেতে পারে, যে সন্তান সমাজে ও ইতিহাসে ভালো প্রভাব রেখে যায়।

- যদি তুমি ধৈর্য ধরতে পারো, তাহলে তোমার জন্য সুখ আসবে। দাম্পত্য জীবনে অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্যই বহু বাধাবিপত্তি আসে। আর ধৈর্যের মাধ্যমেই এসব বাধাবিপত্তি কেটে যায় একসময়।

- হাদিসে আছে, আল্লাহ তাআলা স্ত্রীর কাছে স্বামীর মিথ্যা বলা বৈধ করেছেন। সহিহ বুখারিতে এসেছে, উম্মে কুলসুম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

'আমি রাসুল ﷺ-কে কোনো ক্ষেত্রেই অসত্য বলার অনুমতি দিতে শুনিনি, তবে এ তিন ক্ষেত্র ছাড়া। এক. যুদ্ধে। দুই. দুজন মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য। তিন. স্বামী স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে কথা বলায়।'[১২১]

- আবু উসমান নিশাপুরী। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। একজন এসে বললেন, 'আমাকে আপনার গোপন আমল সম্পর্কে বলুন, যে আমলের উত্তম প্রতিদান আপনি আশা করেন।' তিনি বলেন, 'আমার পরিবারের লোকজন আমার বিয়ের জন্য খুব পীড়াপীড়ি করছিল; কিন্তু আমি বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিলাম না। একদিন আমার কাছে এক নারী এসে বলল, "আবু উসমান, আমি আপনাকে পছন্দ করি। আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আপনি আমাকে বিয়ে করে নিন।" এরপর সে তার বাবাকে নিয়ে এল। দেখলাম, তার বাবা দরিদ্র মানুষ। আমার কাছে তার মেয়ে বিয়ে দিয়ে সে খুশি হলো।

---

১২১. সহিহ মুসলিম : ২৬০৫।

আমার স্ত্রী যখন প্রথম রাতে আমার সামনে এল, আমি এবার তাকে পুরোপুরি দেখতে পেলাম। দেখলাম, তার এক চোখে সমস্যা, খোঁড়া আর চেহারাও বিকৃত। কিন্তু আমার প্রতি তার ভালোবাসার কারণে তার সাথে বিচ্ছেদ করতে পারলাম না। আমি তার হৃদয়ের যথাযথ যত্ন নিলাম। তার প্রতি একটুও ঘৃণা বা বিদ্বেষ দেখালাম না। রাগে-ক্ষোভে আমি যেন তখন একটা জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়েছি। কিন্তু সুন্দরভাবে তার সাথে ১৫ বছর কাটিয়ে দিলাম। একসময় সে দুনিয়াকে বিদায় জানায়। আমি মনে করি তার হৃদয়ে আঘাত না দিয়ে তার ভালোবাসার যত্ন করে যাওয়াই আমার শ্রেষ্ঠ আমলগুলোর একটা।'

ইবনুল জাওজি বলেন, 'আবু উসমান নিশাপুরী তার এ স্ত্রীর সাথে ধৈর্য ধরে সংসার করে প্রমাণ করে গেছেন যে, পুরুষের পুরুষত্ব কেমন হয়!'

বিরল বন্ধন

- এক স্বামীর প্রশ্ন, 'তিন বছর আগে শরয়ি পদ্ধতিতে আমার বিয়ে হয়। মেয়ে দ্বীনদার সম্মানিত। কিন্তু তাকে আমার পছন্দ হয়নি। কারণ তার শারীরিক রূপ আমাকে সন্তুষ্ট করেনি। বিয়ের রাতে তার কাছে এসে হঠাৎ দেখি, সে লাইকেন রোগে আক্রান্ত। তার এ সমস্যাটা আরও বেড়ে যায় প্রসবকালীন সিজারের পর। তার পেট বড় হয়ে গেছে। ওজন বেড়ে গেছে। এখন আমি কী করব?'

- তোমার স্ত্রী দ্বীনদার। উত্তম চরিত্রবান। তার সাথে সংসার করতে থাকো। কারণ দাম্পত্য জীবনের সুখ কেবল সৌন্দর্যের ওপরই নির্ভর করে না।... আচ্ছা, পৃথিবীর সব নারীই কি সুন্দরী? যারা সুন্দরী নয় তাদের কি বিয়ের অধিকার নেই?!

- তুমি নিশ্চিত থাকো যে, আল্লাহ তাআলা তোমার এ ধৈর্যের প্রতিদান তোমাকে দেবেন। এ জন্য তোমাকে বিশেষ কিছু দান করবেন। তোমার থেকে অনেক অজানা বিপদ দূর করবেন।

- তোমার নিয়ত ঠিক করো। তাহলে অনেক কল্যাণ দেখতে পাবে।... যদি তুমি এ স্ত্রীকে তালাক দাও, আর অন্য স্ত্রী ঘরে আনো, তখন কি তুমি নিশ্চিত যে, সে স্ত্রীর—আল্লাহ না করুন—ক্যান্সার বা এ রকম কোনো মরণঘাতী রোগ হবে না?!

- পরোক্ষভাবে তাকে প্রাকৃতিক ক্রিম ব্যবহার করতে উৎসাহ দাও। যা তার দূষণীয় রূপের অনেকটা দোষ দূর করবে। তাকে এবডোমিনাল বা পেটের ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করো। সন্তান জন্মদানের পর নারীদের পেটে মেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সুন্দর করে পেটের ব্যায়াম করলে ঠিক হয়ে যায়।

- মেদ বেড়ে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করো। কারণ মেদ বেড়ে গেলে একসময় হাঁটুতে সমস্যা হয়, প্রেসার বাড়ে, ডায়াবেটিস প্রভৃতি হয়। তাহলে সে এসব থেকে বাঁচার জন্য উৎসাহিত হবে। তাকে সব সময় কিছু না কিছু ব্যায়াম করতে উৎসাহিত করো। যেমন : হাঁটা বা এমন কিছু।

- একজন সুদর্শন পুরুষের বিয়ে হলো এক সুন্দরী নারীর সাথে। দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসে। কয়েক বছর পর তার স্ত্রীর মুখে দাগ দেখা দেয়। দাগে দাগে পুরো চেহারা বিকৃত হয়ে যায়।

যখন স্ত্রীর এ রোগটা হয়, তখন তার স্বামী বাড়ির বাইরে ভ্রমণে ছিল। তার স্ত্রীর এ রোগ সম্পর্কে সে অজ্ঞাত। ফেরার পথে একটা দুর্ঘটনায় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়!

অন্ধ স্বামী ও অসুন্দর স্ত্রী তাদের দাম্পত্য জীবন আগের মতো চালিয়ে যেতে থাকল। স্ত্রীর রোগ আরও বেশি বাড়তে লাগল। আর তার স্বামী বেচারা অন্ধ। সে এসবের কিছুই জানে না। দুজনে বছরের পর বছর আগের মতো ভালোবাসা ও প্রীতি বন্ধনে জীবন কাটিয়ে গেল। তার স্বামী তাকে আগের মতোই ভালোবাসত, আর স্ত্রীও একইরকম ভালোবাসা দিয়ে তার স্বামীকে ঘিরে রাখত।

একদিন স্ত্রী মারা গেল। প্রিয়তমার মৃত্যুতে স্বামী খুবই ব্যথিত হলো। দাফন শেষ করে একাকী বাড়ির দিকে ফিরতি পথ ধরল সে। তখন এক লোক পেছন থেকে ডাক দিল, ‘দাঁড়াও, কোথায় যাচ্ছ?’

সে বলল, ‘বাড়ির দিকে।’

লোকটি বলে উঠল, ‘কীভাবে একা বাড়িতে যাবে। তুমি তো অন্ধ।’

তার সাথে সব সময় একজন থাকত তাকে আনা-নেওয়া করার জন্য। কিন্তু এখন এ স্বামী উত্তর দিল, ‘আমি অন্ধ না! কখনোই ছিলাম না। আমার স্ত্রী যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তার অনুভূতিতে আঘাত লাগবে ভেবে আমি অন্ধের ভান ধরি। এমন স্ত্রী আল্লাহ কাউকে দিয়েছেন কি না জানি না; কিন্তু তার রোগের কারণে সে আমার সামনে ইতস্তত করবে এ জন্য আমি অন্ধ সাজি এবং এত বছর অন্ধ সেজে জীবন কাটিয়েছি।’

এভাবে স্বামীকে বরণ করতে হয়

- আবু তালহা ﷺ-এর সন্তান ছিল তাঁর খুব প্রিয়। এ সন্তান একসময় অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে এ অবস্থায় দেখে আবু তালহা ﷺ-ও বেশ উদ্বিগ্ন। প্রিয় সন্তানের কষ্টে ব্যথিত।

একদিন এ সন্তান মারা যায়। তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম সবাইকে বললেন, 'তোমরা আবু তালহাকে এ বিষয়ে জানাবে না। তাঁকে আমিই এ মৃত্যুসংবাদ জানাব।'

এরপর উম্মে সুলাইম ﷺ ছেলেকে কাফনে প্রস্তুত করে ঘরের পাশে কবর দিয়ে দিলেন। রাতে আবু তালহা ﷺ ঘরে ফিরলেন রাসুল ﷺ-এর দরবার থেকে। তাঁর সাথে কয়েক জন এলেন মসজিদ থেকে একসাথে।

এসে ছেলের খবর নিলেন, 'আমার ছেলে কেমন আছে?'

উম্মে সুলাইম বললেন, 'অসুস্থ হওয়ার পর থেকে এতটা শান্ত আর কখনোই ছিল না সে। আমি আশা করি, এখন সে আরাম করছে।'

উম্মে সুলাইম আবু তালহাকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিকট খাবার আনলেন। সবাই খেয়ে বেরিয়ে গেলেন।

এরপর আবু তালহা ﷺ বিছানায় শুতে গেলেন। তাঁর স্ত্রী সুগন্ধি মেখে তাঁর কাছে এলেন। বিছানায় শুলেন দুজনে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক হলো তাঁদের মাঝে।

শেষ রাতে স্বামী-স্ত্রী দুজন জাগ্রত, এ সময় উম্মে সুলাইম বললেন, 'আবু তালহা, যদি কেউ আপনাকে কোনো জিনিস ধার দেয়, এরপর একটা সময় পরে সেটা আবার ফেরত নেয়, তাহলে আপনি কি দিতে অস্বীকার করবেন?'

তিনি বললেন, 'না।'

উম্মে সুলাইম বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে একটা পুত্র ধার দিয়েছিলেন, তিনিই আবার তাকে নিয়ে গেছেন; তাই সবর করুন আর আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করুন।'

আবু তালহা ﷺ রেগে গেলেন। বললেন, 'আমার ছেলে মারা গেল, আর তুমি রাতের বেলা কিছুই বললে না, উলটো স্বাভাবিকভাবে রাত যাপন করলে আমার সাথে।'

এরপর তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়লেন আর আল্লাহর শোকর আদায় করলেন।

সকালবেলা গোসল করে রাসুল ﷺ-এর সাথে ফজরের নামাজে শরিক হলেন। বিষয়টা তাঁকে অবগত করলেন। রাসুল ﷺ বললেন, (بَارَكَ اللهُ لَكُمَا فِي غَابِرِ لَيْلَتِكُمَا) 'আল্লাহ তোমাদের দুজনের গত রাতে বরকত দিন।'[১২২]

- তাই যখন স্বামীকে ঘরে স্বাগত জানাবে, তখন নিজের সবচেয়ে সুন্দর কাপড়টা পরবে। সন্তানদের বিভিন্ন পদ্ধতি শেখাবে তাদের বাবাকে স্বাগত জানানোর জন্য। যেমন : কেউ কবিতা আবৃত্তি করল, কেউ এসে বাবাকে চুমু দিল।...

স্বামী যেন তোমার কাছ থেকে কেবল সুঘ্রাণই পায়। আর যখন সে কাপড় ছেড়ে ধীরস্থির হয়, তখন জিজ্ঞেস করো, আজকের দিন কেমন কাটল?

এক স্বামী অভিযোগ করে, যখন সে বাড়িতে যায়, তখন স্ত্রীর কাছ থেকে পেঁয়াজের গন্ধ পায়। ঘরে এসে প্রথমে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি খাবে, তাও সে পায় না। সে দেখে স্ত্রী কালো মুখ করে বসে আছে। খাবারের মধ্যে চুল পড়ে আছে।

অন্যদিকে অনুষ্ঠান বা আয়োজন থাকলে বা কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার সময় স্ত্রীর সাজগোজের হিড়িক পড়ে যায়। ভালো করে সাজে। খুব সুন্দর সুগন্ধি মাখে।

এ স্ত্রী অন্যদের জন্য সাজে, তাহলে কি তার স্বামীর মধ্যে সৌন্দর্য উপভোগ করার সক্ষমতা নেই বা অনুপযুক্ত সে?!

এমন করা কি স্বামীর প্রতি অবহেলা ও দাম্পত্য জীবনে কলহের কারণ নয়?! এটা কি বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যাবে না?

স্বামীকে ভালোবেসে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা কি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম নয়?!

স্বামীর সাথে ভালোবাসা রেখে, তার সাথে সুন্দর আচরণ করে, তার সুন্দর আনুগত্য করে, তার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে, তার ঘর ও সন্তানদের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে, তার উদ্বিগ্নতার সময়ে নিজেকে সংযত রেখে, তার দুঃখ-সুখে সঙ্গ দিয়ে স্বামীর অধিকার আদায় করে তাকে খুশি করেই তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

---

১২২. সহিহ মুসলিম : ২১৪৪। আহকামুল জানায়িজ : ৩৬ পৃষ্ঠা।

সংসারের পরিচালক কে?

- দাম্পত্য জীবন দাম্পত্যের চার দেয়ালের ভেতর সংঘটিত কোনো যুদ্ধ নয়। অথবা সংসারের পরিচালক কে হবে, ঘরের দখল কার কাছে থাকবে—এতদসংশ্লিষ্ট কোনো লড়াইও নয় দাম্পত্য জীবন। বরং দাম্পত্য জীবন হচ্ছে, দুজনার মাধ্যমে একটি বন্ধনভুক্ত পারিবারিক কাঠামো। আর কাঠামোতে দুজনে দুজনের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করবে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে।

  স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নির্দেশ দেওয়া ও মানাই মূল বিষয় নয়; বরং প্রত্যেকে পরিবারের কল্যাণের জন্য কাজ করাই হচ্ছে মূল।

- নিঃসন্দেহে পুরুষই হচ্ছে পরিবার নামক নৌকার চালক। পুরুষই পরিবারের জন্য উপার্জন করা, খরচ করা ও পরিবার পরিচালনার জন্য দায়িত্বশীল এবং তাকেই জবাবদিহি করতে হবে। যেমনটা শরিয়তের নিয়ম।

  স্ত্রীও পরিবারের জন্য কাজ করবে। পরিবারের মধ্যকার সম্পর্কে ভারসাম্য রাখা তার দায়িত্ব। পরিবারের ভেতরের কার্যাদি ও স্বামীর উপার্জনের সদ্ব্যবহার ও মিতব্যয়িতার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণকারী হবে সে।

  আজকাল আমরা দেখি, কিছু নারী বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব আদায় করে থাকে। যেমন : ঘরে তো সন্তানদের শিক্ষার দিকটা দেখেই, মাদরাসায় গিয়েও তার শিক্ষার দিকটা দেখে। ঘরের কেউ অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে দৌড়াদৌড়ি করে। বাড়ির আবশ্যকীয় জিনিসপত্র কিনে আনে। এসব তাকে করতে হয়, কারণ তার স্বামী কাজে ব্যস্ত থাকে আর তার সময় হয় না। তার সাথে তো ঘরের বিরাট কাজগুলো আছেই।

  দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব অনেক বড়, অনেক বিশাল। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর স্থান হচ্ছে স্বামীর সহযোগী ও সঙ্গী। নেতৃত্বের মধ্যে পুরুষের সমান হওয়া নয়।

- একজন নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ দিক হচ্ছে, তার নারীত্ব ও তার শান্ত ভাব। এটাই একজন পুরুষ সাধারণত একজন নারীর মধ্যে চায়। পুরুষ এমন নারী চায়, যে নারী তার ব্যক্তিত্বকে ও তার মর্যাদার স্থানকে সম্মান করবে, তার সম্মানের সুরক্ষা করবে।

একজন পুরুষ এমন নারী চায় না, যে নারী পরিবারকে তেমন নেতৃত্ব দেবে, যেমন রাখাল তার ছাগলপালকে নেতৃত্ব দেয়; বরং পুরুষ চায় শান্তশিষ্ট নারীত্ব-বিশিষ্ট কাউকে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, নারীরা এখন স্বামীর ওপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেয়, স্বামীর সিদ্ধান্ত ও চালচলনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেয়, স্বামীর নেতৃত্বের অধিকার হরণ করে, স্বামীকে এ রকম দুর্বল ভৃত্যের মতো বানিয়ে ফেলে। লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ...

এমন নারী কি এমন পাপাচারী অন্যায়কারী হয়েও নিজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে?

এমন স্ত্রীকে নিয়ে কি তার স্বামী সুখী হবে?

সন্তানরা তাকে কোন দৃষ্টিতে দেখবে? আত্মীয়রা তাকে কী দৃষ্টিতে দেখবে?

আল্লাহ কি তার এমন হস্তক্ষেপে সন্তুষ্ট হবেন তার প্রতি?

স্বামীর সাথে এমন ব্যবহারকারী স্ত্রীর শেষ পরিণাম কেমন হবে?

তুমি হয়তো তোমার পরিবার বা তোমার পরিবেশের কারণে যোগ্যতা অর্জন করেছ, তাই বলে তুমি সে যোগ্যতার পুরোটা স্বামীর সামনে দেখাতে যাবে না। বরং সেটাকে হালকা করে কিছুটা দেখাতে পারো।

তাই তোমার স্বামীর ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করতে যা প্রয়োজন তা করো, তার নিজের ওপর তাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলো। তার জন্য এমন কিছু জিনিস নির্ধারণ করো, যা সাধারণত পুরুষেরা করে থাকে। তাকে তোমার ওপর নির্ভরশীল বানিয়ো না। এ ক্ষেত্রে কোনো ফ্যামিলি কনসালটেন্টের সাথে পরামর্শ করতে পারো; যেন তোমার কথা শুনে একটা ভালো পরামর্শ পাও তার থেকে।

তুমি তাকে সমর্থন করার জন্য সমুচিত সময়ে তার সাথে কোনো কিছুতে যুক্ত হওয়াতে কোনো দোষ নেই। এ অংশগ্রহণ কেবলই অংশগ্রহণ হবে, কোনো রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে না।[১২৩]

নেপোলিয়ন বলেন, 'যে স্বামী তার স্ত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে দেয়, সে কোনো পুরুষ নয়, মহিলাও নয়, সে আসলে কোনো কিছুই না!'

বার্নার্ড শ বলেন, 'নারী হচ্ছে পুরুষের ছায়া। নারীর কাজ নয় নেতৃত্ব দেওয়া, নারীর কাজ হচ্ছে স্বামীর অনুসরণ করা।'

চীনা প্রবাদে আছে, যে ঘরে মুরগি মোরগের কাজ করে, সে ঘর টেকসই হয় না।

১২৩. ড. মাহির আরাবি কৃত জাওজাতুন জালিমাহ।

যে স্ত্রী সংসারের প্রতি বিরক্ত

• এক যুবতি স্ত্রী অভিযোগ করল, তার জীবনটা একঘেয়ে আর ক্লান্তির বিরক্তিতে ভরে গেছে। প্রতিটি দিন তার কাছে একরকম। ঘুরেফিরে সে গুনে রাখা চিত্রের পুনরাবৃত্তি। প্রতিদিনের একই রুটিন। এক কথায় স্বামীর সাথে একঘেয়ে সময় কাটছে। কলহপ্রিয় সন্তানদের হট্টগোলে একটু আরাম করাও দায়। যেন আকাশের নিচে কোনো নতুনত্ব নেই! সে বলে আমার মনে হচ্ছে, আমি দম আটকে মরে যাচ্ছি। তখন একটুখানি ঘুম এসে আমাকে একঘেয়ে জীবন থেকে রক্ষা করে।

• যে স্বামী-সন্তান ও সুন্দর ঘর থাকা সত্ত্বেও একঘেয়ে জীবনের অভিযোগ করছ, তুমি কখনো সে মায়ের কথা ভেবেছ, যে মা তোমার মতো জীবন না পেয়েও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে প্রতিনিয়ত। শোনো তার কথা বলছি, যে নারীর কাছে তোমার স্বামীর মতো একজন নির্লিপ্ত স্বামীও নেই, কারণ তার স্বামী মারা গেছে। তার কাছে কলহ করার মতো সন্তানও নেই, যারা তাকে বিরক্ত করতে থাকবে। এখন তার সর্বস্ব বলতে আছে হেলান দেওয়ার মতো একটা দেয়াল বা চিন্তায় ভারী হয়ে যাওয়া মাথা রাখার মতো একটা বালিশ কিংবা রুটির ভগ্নাংশ আর তার ছোট সন্তানদের জন্য রাখা কিছু খাবার, যেসব সন্তানের মধ্যে অর্ধেকই মৃত।

এখন তার সাথে তোমার জীবনের তুলনা করো। তুমি তো বিলাসিতায় জীবন কাটাচ্ছ। আর তার জীবনকে কি যাপনযোগ্য বলবে? অথচ সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছে, আর তুমি কিনা তা থেকে বহু দূরে আছ, উলটো বিরক্তি প্রকাশ করছ?!

রাসুলুল্লাহ ﷺ কি বলেননি?—

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকি থাকে, তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।’[১২৪]

তুমি এমন নিয়ামতের মাঝে আছ, যা কোনো মুসলিম দেশের কোনো আহত মা তার ছেলেকে নিয়ে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে।... এমনও জায়গা আছে, যেখানে কোনো মা এটা নিয়ে ভাবার সময়ও পায় না যে, তার গত দিন আর আজকের দিন কি একই রকম গেছে, না কোনো নতুনত্ব আছে!

আহত নারীদের জিজ্ঞেস করো, অত্যাচারিত নারীদের জিজ্ঞেস করো, দরিদ্র ও অভাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করো, তাদের দিন কেমন কাটে। তাদের জীবনে তারা কষ্ট, ক্ষুধা অনুভব করে—না একঘেয়ে জীবন যাচ্ছে তাদের।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকা রোগীকে জিজ্ঞেস করো, কারাগারে বন্দী নির্দোষ মানুষটিকে জিজ্ঞেস করো, তাদের কাছে জানতে চাও, তারা কেমন আছে! তাদের জীবন ও তোমার জীবনের সাথে তুলনা করে দেখো।

তখন তুমি জানতে পারবে, তুমি কত নিয়ামতের মাঝে, কত বেশি সুখ-শান্তির মাঝে আছ! আল্লাহর কত নিয়ামতের মাঝে তুমি ডুবে রয়েছ!

তাহলে তো তোমার প্রতিটি দিনই এত সুখ ও শান্তির জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আল্লাহ তোমাকে এত সুন্দর ঘর দিয়েছেন, এত শান্ত স্বামী দিয়েছেন, কয়েক জন ফুরফুরে বাচ্চা দিয়েছেন, যারা তোমার জীবনকে খুশিতে ভরপুর করে দেয়। তাহলে কেন তুমি এত নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে না?!

একজন মুসলিম একঘেয়ে জীবনযাপন করতে পারে না। কেননা, সে সব সময় কোনো না কোনো কাজের মধ্যে থাকে। কখনো ইবাদতে। কখনো জিকিরে। কখনো নফল নামাজে। কখনো কোনো অভাবীর সাহায্যে। কখনো আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায়। কখনো কুরআনের কোনো সুরা হিফজ করার মধ্যে সময় যায়।

তোমার নামাজের কী খবর? তুমি কি নামাজে নিজেকে লিপ্ত রাখো? মনোযোগী হও? প্রতিদিনের অজিফা ঠিকমতো আদায় করো? তোমার আশপাশে যত মানুষ আছে, তাদের প্রতি তোমার ভালোবাসার ছায়া বিস্তৃত করো?

১২৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৬।

মহিলাদের উপকার করে এমন কোনো জামাআতের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখো। বিধবা ও দরিদ্র নারীদের যেন উপকার করতে পারো। তাদের সাথে সাথে বিপদের সঙ্গী হও। তাদের সাথে ভালো কাজ ভাগ করে নাও। তবে অস্বস্তি দেখাবে না, অন্যথা তারা তোমাকে বাঁকা চোখে দেখবে।

নীরব স্বামী পেয়েছ তুমি, এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। চিন্তা করো সেসব স্বামীর সম্পর্কে, যারা তাদের স্ত্রীদেরকে অপমান করে, কথার মাধ্যমে তাদের আঘাত দেয় আর তাদের জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে দেয়।

তুমি অনেক সন্তান পেয়েছ, এ জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো, কারণ তোমার মতো বয়সের অনেক নারী সন্তানদের কোলাহল থেকে বঞ্চিত; অথচ তুমি সে কোলাহলের অভিযোগ করছ! তাই এ নিয়ামত তোমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার আগেই আল্লাহর শোকর আদায় করো।

তোমার জীবনকে নতুন করে তোলো আর ক্লান্তি দূর করো। কেননা, মানুষের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তখনই বিরক্তি আসে, যখন খারাপ অবস্থা আশা ও ইতিবাচকতার ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। তাই মনে আশার আলো জ্বালো আর যে জীবন পেয়েছ, সে জীবনের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো।

নিজেদের অবহেলা কোরো না

- তোমরা দুজন স্বামী-স্ত্রী যদি তোমাদের মাঝে সুখ-শান্তি সব সময় চাও, তবে একে অন্যকে অবহেলা কোরো না! মনে রাখবে, যত্ন না করলে কোনো কিছুই ঠিক থাকে না।

সবুজ গাছপালা মৃতপ্রায় হলুদে পরিণত হয়ে পড়ে অবহেলায়। ফুটন্ত ফুলে ভরা নার্গিস অযত্নে মিইয়ে পড়ে একসময় মরে যায়।

শরীরের প্রতি যে খেয়াল রাখে না, তার এ অবহেলা শরীরকে রোগাক্রান্ত করে, একসময় শরীরকে ধ্বংস করে দেয়।

এমনকি জড়বস্তুর যত্ন না নিলেও অবহেলায় একসময় সে জড়বস্তুও নষ্ট হয়ে যায়। যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে যায়। গাড়ি অচল হয়ে যায়।

তাহলে অবহেলায় অবহেলায় একজন মানুষের মনের কী অবস্থা হয়? তার মন কি আগের মতো থাকে, না পরিবর্তন হয়ে নষ্ট হতে থাকে। যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে অবহেলা করো, যদি একে অন্যের অনুভূতিতে আঘাত দাও, তাহলে ঘরের মধ্যে যেন আত্মাহীন দেহ চলাফেরা করে—যার মুখে হাসি নেই, ঠোঁটে একটা মিষ্টি কথা উচ্চারিত হয় না।

যদি স্ত্রী তার স্বামীকে অবহেলা করে, তাহলে সে যেন নিজের ধ্বংস নিজের হাতেই ডেকে আনল।

স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে তার জন্য সাজে না বা প্রস্তুত হয় না।...

স্ত্রী স্বামীকে অবহেলা করে তার চিন্তাভাবনাকে সম্মান করে না, তাকে দিনের পর দিন আরও বেশি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।...

তাহলে এমতাবস্থায় স্বামী অন্য জায়গায় তার সুখ খুঁজে বেড়ায়।

হায়, এমন স্ত্রীই তো পরে হতাশাভরা জীবন ও সংকীর্ণ পরিস্থিতির অভিযোগ করে।[১২৫]

অবহেলা করা থেকে সাবধান! সাবধান কখনো খাবার তৈরিতে, ঘরদোর পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে, কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে, কোনো ক্ষেত্রেই অবহেলা করবে না।...

• রিমোট তোমায় আমার কাছ থেকে দূর করে দিল!

স্ত্রী তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে কখন সে কাজ থেকে ফিরবে। যতটা সময় ঘনিয়ে আসে, ততই যেন তার আর তর সয় না। কত না সুখ দুজন দুজনার পাশে বসে কিছু সময় কাটিয়ে দেওয়ার মাঝে!

কিন্তু কিছু পুরুষ আছে এসবের ধার ধারে না। ঘরে ঢুকেই জামাকাপড় ছেড়ে টিভির সামনে বসে যায়। হাতে রিমোট নিয়ে একবার খবরের চ্যানেল, আবার ফিল্ম আবার নাটকে ডুবে যায়।

আবার কারও ক্ষেত্রে দেখা যায়, পত্রিকা হাতে নিয়ে ডানে-বামে উলটাতে থাকে। পত্রিকার প্রায় প্রতিটি লাইন তাকে পড়তে হবে। এমনকি অবিচিউরি কলামও খুঁটে খুঁটে পড়বে সে।

এদের অনেকে তো এসব নিয়ে চিন্তাও করে না। দিনের পর দিন একাধারে যদি এভাবে চলতে থাকে, তাহলে স্ত্রীর আত্মসম্মানে ঘা লাগে, সে ধরে নেয় যে, স্বামী তাকে অবহেলা করছে, তাকে দাম দিচ্ছে না।

এসব লোক কি জানে না, তার স্ত্রী সারা দিন তার পথ চেয়ে থাকে! তার মুখ থেকে একটা সুন্দর শব্দ বা একটা ছোট্ট হাসি এমনকি এক সেকেন্ডের দৃষ্টি হলেও কামনা করে! কোনো বোধ নেই যেন তার মধ্যে। না কখনো ঠাট্টা করে আর না কখনো একটা হাসির কথা বলে। যেন সুন্দর আচরণ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে!

স্ত্রী অপেক্ষা করতে করতে একসময় তার মনের ভালোবাসাও মরতে থাকে। কেনই বা মরবে না, স্বামী তো তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করছে না, উলটো কঠোরতা করে যাচ্ছে!

---

১২৫. আল-কাওয়ায়িদুজ জাহবিয়্যাহ ফিস সাআদাতিজ জাওজিয়্যাহ।

তাই ভাই-বন্ধুরা, নারীদের প্রতি মনোযোগ দাও। (ارْفُقْ يَا أَنْجَشَةُ، وَيْحَكَ بِالْقَوَارِيرِ) 'আফসোস তোমার প্রতি ওহে আনজাশা, তুমি কাঁচপাত্রতুল্য সওয়ারিদের সাথে সদয় হও।'[১২৬] এ নির্দেশ সর্বপ্রথম শিক্ষক ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বামী মুহাম্মাদ ﷺ করেছেন আমাদের।

তুমি কি শোনোনি নবিজি ﷺ আরও বলেছেন :

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ

'মুমিনদের মাঝে সে-ই পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী, তাদের মাঝে যার চরিত্র সর্বাধিক উত্তম এবং যে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে অধিক দয়ার্দ্র আচরণ করে।'[১২৭]

---

১২৬. সহিহুল বুখারি : ৬২০৯।

১২৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১২, হাইতামি আল-মাক্কি কৃত আজ-জাওয়াজির : ২/৩৯; হাদিস সহিহ।

ভালোবাসা ঘরে ফেরো

- যেকোনো দম্পতিকে দেখলে বোঝা যায়, ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে ভালোবাসা মরে যাচ্ছে। যতই দিন যায়, ততই ভালোবাসা পুরোনো হয়ে যায় যেন। ভালোবাসা ফিরিয়ে আনার জন্য এখানে কিছু টিপস এন্ড ট্রিকস বলছি। উপযুক্ত পরিবেশে এগুলো প্রয়োগ করে ভালো ফল আশা করা যায়।

স্বামীর জন্য

- তুমি তোমার স্ত্রীর মধ্যে কী কী পছন্দ, তার একটা তালিকা করে তাকে দাও; যেন তার মাঝে থাকা নারীত্ব জেগে ওঠে ভালোবাসার ছোঁয়ায়। কাগজটা এমনভাবে তাকে দাও; যেন সে মনে করে গোপন কোনো গুপ্তধন সে আবিষ্কার করেছে। এ জন্য কাগজটা আলমারিতে বা ফুলের ঝুড়িতে রেখে দাও।

- তাকে কোনো দিন আরাম করার সুযোগ দাও। কিছু বাড়ির কাজ করে তার সহযোগিতা করো। যেমন কোনো দিন নাস্তা বানালে আর তাকে সে কিছুক্ষণ সময়ের জন্য অবসর দিলে। বা কোনো দিন রাতের খাবার তৈরি করলে।

- যদি ভালো মনে হয়, তাহলে তাকে সুন্দর কথা লিখে একটা পিকচার পাঠাও ওয়াট্সঅ্যাপ বা ইমেইলে।

- একদিন সন্ধ্যায় তার জন্য নাস্তার আয়োজন করে তাকে চমকে দিতে পারো। হঠাৎ যদি সে এমন কিছু দেখে, তবে ভীষণ খুশি হবে।

- ছোট্ট একটা উপহার দিয়ে হলেও তাকে সারপ্রাইজ দাও। এখানে কোন জিনিস দেবে সেটা মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে চমকে দেওয়ার দিকটা, উপহারের দাম কত সেটা মুখ্য নয়।

স্ত্রীর জন্য

- সব সময় স্বামীর সামনে যেন তোমার সন্তানরা তোমাকে ব্যস্ত না রাখে। দিনের কিছু সময় স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দেওয়ার জন্য আলাদা করে রাখো।

- সব সময় চেষ্টা করবে সেজেগুজে থাকতে। সাজের মধ্যে সব সময় ভিন্নতা রাখার চেষ্টা করবে। কারণ পুরুষরা সব সময় নতুনত্ব দেখতে চায়, আর একঘেয়েমি তারা অপছন্দ করে। যখন তোমার স্বামী ঘরে থাকে, তখন রান্নাবান্না ও বাড়ির অন্য কাজ থেকে বিরত থাকো। এসব এর আগেই সেরে ফেলো। যাতে স্বামী-স্ত্রী দুজনে যথেষ্ট সময় পাও।

- তোমাদের বেডরুম যেন সকল ধরনের পরিবারিক ঝামেলা ও মতানৈক্য থেকে মুক্ত থাকে। ঘুমানোর ঘরটা যেন ভালোবাসার উৎসারক হয়। তাই এটাকে শান্তি বিঘ্নিত করে এমন সব ধরনের কথা-কাজ থেকে মুক্ত রাখবে।

- মাঝে মাঝে কিছু দিন ঘর ও সন্তানদের ব্যস্ততাকে পাশ কেটে বিবাহের দিন ও দাম্পত্য জীবনের প্রথম সুন্দর দিনগুলোর মতো দিন কাটানোর চেষ্টা করো। এ জন্য ভালো করে রাতের খাবার তৈরি করো। স্বামীর সাথে তোমার জীবনের ভালো অনুভূতি ভাগাভাগি করো।

- স্বামীর অনুগত হও। সুন্দর সুন্দর কথা বলে তার নৈকট্য অর্জন করো। পুরুষরা এমন যে, যদি তুমি তাদের ব্যাপারে কল্পনা করো যে, সকালবেলা স্বামীর সাথে ঝগড়া করলে আর সন্ধ্যাবেলা সে আসার পর তার কাছে সুন্দর কথা আশা করবে, যদি তুমি এমন কিছু আশা করো, তাহলে তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছ।

- যদি তোমার স্বামী কাজের সময়ের পরও ঘরের বাইরে বেশি সময় কাটাতে থাকে, তাহলে তাকে নিজের কাছে আনার জন্য যা করা প্রয়োজন হয় তা করো। একটা ভালো পরিকল্পনা এখানে তোমাকে সাহায্য করবে। এমনভাবে পরিকল্পনা করতে হবে, যেন তোমার স্বামী হঠাৎ প্রবল সুখ পায়। পরবর্তী সময়ে এ সারপ্রাইজই তাকে সব সময় ঘরে সঠিক সময়ে ফিরিয়ে আনবে।

- কিছু পুরুষ আছে ৪০-এর কোঠা পেরোনোর পর তাদের ভালোবাসা প্রকাশের ধরন নারীদের চেয়ে ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন : সে যদি তোমাকে ক্লান্ত দেখে, তাহলে এক গ্লাস জুস এগিয়ে দেবে অথবা তোমার ওষুধ এগিয়ে দেবে। এতটুকুই। মুখে

বলবে না যে, তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু তোমার জন্য তার ছোট্ট কাজই বলবে, তোমাকে ভালোবাসি।

ছুটির দিন যখন সে তোমাকে প্রস্তাব করে, আজ আমি থালাবাসন ধুয়ে দিচ্ছি। এর অর্থ হচ্ছে, সে তোমাকে বলতে চাইছে, ভালোবাসি তোমাকে।

তাই কখনো তড়িঘড়ি করে বলে ফেলো না যে, সে আমাকে ভালোবাসে না বা আমাকে আগের মতো চায় না।

স্ত্রীর প্রতি সদয় হও

- সে তার বাবা-মা ছেড়ে এসেছে, তার ঘর ছেড়ে এসেছে, সর্বোপরি তার জগৎ ছেড়ে তোমার জগতে এসেছে। তোমার সাথে নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ করার জন্য স্থানান্তরিত হয়েছে।

  এক নতুন জগৎ। নতুন নতুন অভ্যাস ও নতুন নতুন স্বভাবের সাথে তার পরিচয় হচ্ছে। তার পুরো জীবনটা নতুন পরিক্রমা শুরু করেছে। তাই তুমি তোমার স্ত্রীকে কখনো কষ্ট দিয়ো না। সে কোনো প্রোগ্রাম করা রোবট নয় যে, তুমি তাকে কষ্ট দিলে সে অনুভব করবে না। বরং সেও রক্তে-মাংসে গড়া একজন মানুষ। প্রতিটি দিনই তার সামনে জীবনের নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। তাই তুমি তার পাশে থাকো। স্বামী হয়ে তার বাবা, ভাই, বন্ধু, সহযোগী, সঙ্গীর অভাব পূরণ করো।

- প্রবাদে আছে, 'An apple a day keeps the doctor away' অর্থাৎ প্রতিদিন একটি আপেল খেলে ডাক্তারের প্রয়োজন খুব কমই পড়ে, শরীর সুস্থ থাকে। তেমনই এ কথাটিও সত্য যে, 'প্রতিদিন একটি সুন্দর কথা দাম্পত্য কলহ থেকে দূরে রাখে।'

- যদি তুমি অল্পতেই তোমার জীবনসঙ্গীর সন্তুষ্টি পেতে চাও, তাহলে বেশি করা লাগবে না। কেবল এতটুকু করো যে, তাকে কোনো আদেশ দেওয়ার পরিবর্তে চাওয়ার মতো চাও, একজন তার বন্ধুর কাছে যেভাবে চায়, তেমন কোনোভাবে চাও। তাহলে সহজেই দুজনে বনিবনা হয়ে যাবে।

- প্রতারণার পরে একজন স্ত্রী যে জিনিসটা কখনো ক্ষমা করতে পারে না, সেটা হচ্ছে তার কঠিন সময়ে তুমি কাছে না থাকা কিংবা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ এমন বিশেষ কোনো উপলক্ষের সময় তোমাকে কাছে না পাওয়া।

এমনকি এ রকম কোনো উপলক্ষে বা সময়ে তোমার অনুপস্থিতির ক্ষমা প্রার্থনাস্বরূপ যদি তুমি প্রতিদিন তাকে একটা করে উপহারও দাও, তবুও সেসব উপহারকে চাপিয়ে ওই অনুপস্থিতিই তার মনে থাকবে।

- দুজনে একত্রে কিছু ইবাদত করবে। যেমন : তাহাজ্জুদ, নফল কোনো আমল, রোজা ইত্যাদি। এতে তোমাদের মধ্যে মানসিক টেনশন কমবে এবং দুজনের মধ্যে শান্তি বৃদ্ধি পাবে।

- অনেক অতি চালাক স্বামী তার স্ত্রীর সামনে এমনিই ঠাট্টাচ্ছলে আরেক বিয়ে করার কথা বলে। এ কথাটা ঠাট্টাচ্ছলে বলা হলেও আর স্ত্রী মুচকি মুচকি হাসলেও তার মনের কোণে ঠিকই একটা বিপদসংকেত বেজে ওঠে।

তাহলে নারীরা যে কথা অপছন্দ করে, সে কথা বলতে যাওয়া কেন?! বিশেষ করে যদি কৌতুক করতেই হয়, তাহলে আরও বহু কথা দিয়ে তো করা যায়। আবার দেখা যায়, এমন কৌতুক স্ত্রীর সাথে অন্য মানুষের সামনেও করা হয়। এমন অবস্থায় তো স্ত্রী বেশ সমস্যায় পড়ে যায়।

এমন না করে, স্ত্রীকে বুঝতে দাও যে, পৃথিবীর সকল বিপদ ও কষ্ট থেকে সে তোমার বুকে আশ্রয় নিতে পারে। এ জায়গা তার আস্থার জায়গা। এখানে সে কখনো কষ্ট পাবে না। বা কখনো সে অন্য কিছুর আশঙ্কা করবে না। তাহলে দেখবে, তোমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রতিচ্ছবিই পালটে গেছে। আরও বেশি মজবুত হচ্ছে তোমাদের সম্পর্ক। কারণ, সে যেটার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনবোধ করত, সেটা তোমার কাছে সে পেয়ে গেছে, আর তা হচ্ছে নিরাপত্তা।

- অনেক স্বামী আছে তার বন্ধুর কাছে বন্ধুর স্ত্রীর সুন্দর সুন্দর গল্প শোনে, প্রশংসা শোনে। এরপর নিজের স্ত্রীর সাথে তার তুলনা করে। এখানে তুলনা করা উচিত নয়। আর মানুষেরও বাড়িয়ে বলা উচিত নয়।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ বলেন, 'এক নারী বলল, "আল্লাহর রাসুল, আমি এমন জিনিস নিয়ে মানুষের সামনে বড়াই করি, যা আমার স্বামী আমাকে দেয়নি। এটা কেমন?" রাসুল ﷺ বললেন :

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ

"যাকে যা দেওয়া হয়নি, সে যদি তা নিয়ে পরিতৃপ্তি দেখায়, তবে সে যেন মিথ্যার এক জোড়া পোশাক গায়ে জড়াল।'"[১২৮]

- তোমার স্ত্রীর মাঝে ইতিবাচক গুণাগুণ খুঁজো। সেসবের প্রশংসা করো। তাকে উৎসাহ দাও। তুমি কি জানো না যে, মানবতার রাসুল ﷺ আব্দুল কাইসের এক লোককে বলেন :

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ

'তোমার মধ্যে থাকা দুটি গুণ আল্লাহ পছন্দ করেন : সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা।'[১২৯]

রাসুল ﷺ এ সাহাবির উত্তম গুণ তুলে ধরেছেন। এভাবে তুমিও তোমার স্ত্রীর উত্তম গুণ তুলে ধরে তার প্রশংসা করো।

- কখনো দুজনের একজনও গন্ধযুক্ত গায়ে থাকবে না, অথবা ময়লা কাপড় পরবে না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে। সুন্দর সুগন্ধি মাখবে। সুন্দর পরিপাটি থাকবে।

---

১২৮. সহিহ মুসলিম : ২১২৯।
১২৯. সহিহ মুসলিম : ১৭।

অনুচিত তুলনা করবে না

তোমাদের দুজনের জীবন অন্য কারও সাথে তুলনা করবে না। অনেক দম্পতির মধ্যে এ কারণেই সমস্যা শুরু হয়।

- কোনো স্বামী শোনে যে, অমুক তার স্ত্রীকে নিয়ে এমন এমন এভাবে এভাবে সুখে আছে। এরপর সে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকায় আর আফসোস করতে থাকে সে কেন এমন পেল না! আবার কখনো কাউকে দেখা যায় তার স্ত্রীকে বলছে, 'আমার বোনের মতো গুণবতী হও।' কারণ হয়তো সে মনে করে তার বোন সুখে আছে।

  এভাবে স্বামী নিজের ভাগ্যকে দুষতে থাকে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে অসন্তুষ্ট। এদিকে তার স্ত্রী তার এসব তুলনা করা নিয়ে বেজায় অসুখী।

- এক নারী আরেকজনের মুখে নিজ স্বামীর ব্যাপারে শুনে এসেছে। সে বলে, 'আমার স্বামী আমাকে বাড়ির কাজে সাহায্য করে। আমার অসুবিধা হলে সে বুঝে এবং এগিয়ে আসে। আমি কখনো তাকে একটা খারাপ শব্দও উচ্চারণ করতে দেখিনি!'

  এরপর সে বলে, 'অথচ আমার স্বামী কখনো আমাকে সাহায্য করে না। না মিষ্টি কথা বলে, আর না একটা ছোট্ট উপহার দেয়।' এভাবে আফসোস আর হতাশা বাড়তেই থাকে!

  যখন সে আফসোসে শেষ হয়ে যাচ্ছে প্রায়, তখন দেখে তার স্বামী মলিনমুখো হয়ে ঘরে ফিরছে। তখন তার কেমন অবস্থা হয়?!

- মনে রাখবে, যাদের সম্পর্কে শুনে তুমি তাদের পরিবারকে সুখী মনে করছ, তারা একদিক থেকে সুখী। এ সুখের পেছনে তাদের ত্যাগ সম্পর্কে তুমি জানো না। আবার তোমার কাছে মনে হয়, তোমাদের দাম্পত্য জীবনে হতাশা ছাড়া আর কিছুই নেই; কিন্তু অনেক দিক থেকেই তোমরা পরিপূর্ণ। তোমাদের উচিত সুখী হওয়ার উপায় খুঁজে নেওয়া।

তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, কোনো মানুষই পরিপূর্ণ হয় না। তুমি কখনো স্বপ্নের সে রাজকুমারকে পাবে না। কোনো নারীই তেমন কাউকে পাবে না। কিন্তু তোমাকেই তোমার স্বামীকে স্বপ্নের সে রাজকুমার বানাতে হবে, সেটা হবে তোমার ইতিবাচক দৃষ্টি দিয়ে, চোখের আগে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে।

তোমার ভাবনা এটাকে ঘিরে হওয়া উচিত যে, তোমার স্বামী যেন উত্তম চরিত্র ও দ্বীনের ওপর উঠে আসে। যেন সে তোমার অধিকার আদায়ে আল্লাহকে ভয় করে চলে।

- তোমার স্বামীকে বোলো না যে, অমুকে তার স্ত্রীকে এ জিনিস দিয়েছে, তাকে অমুক জায়গায় নিয়ে গেছে। এমন এমন করেছে।

  আর তুমিও কখনো তোমার স্ত্রীকে বলবে না যে, আমার বন্ধুর স্ত্রী এমন স্বাদের রান্না করেছিল, কী বলব! এমন রান্না কোনো দিনও খাইনি।

- বিয়ের আগে তুমি কেমন অবস্থায় ছিলে আর বিয়ের পরে তুমি কেমন অবস্থায় আছ, সেসব তুলনা করবে না। যদিও তুমি বিয়ের পরের অবস্থায় ভালো থাকো না কেন, তবুও এমন তুলনা থেকে বিরত থাকবে। কারণ বেশি বেশি তুলনা করলে ভয়ংকর ফলাফল আসতে পারে।

- স্বামী-স্ত্রীর একজনের ওপর আরেকজনের অধিকার হচ্ছে, একজন অপরজনের অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখবে এবং তাতে গুরুত্ব দেবে। অন্যকে কষ্ট দেয় এমন কথা, কাজ ও আচরণ থেকে দূরে থাকবে। আর দুজনের একজনের সাথে আরেকজনের তুলনা করবে না। এমনকি বাইরের কারও সাথেও তুলনা করবে না।

- টিভি-চ্যানেলে প্রচারিত সিরিয়াল-নাটকগুলোতে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর যে ভালোবাসা, যে রোমান্স দেখায়, তাদের যে কিংবদন্তিতুল্য জীবনযাপন দেখায়, একজনের সাথে আরেকজনের যে রকম সুখের ও দুঃখের দিন দেখায়, এগুলো সবই খেয়ালি কল্পনা। এসব মিথ্যে অভিনয়।

  যদি তুমি এসব অভিনেতাদের জীবন ঘেঁটে দেখো, তবে দেখবে যে, তাদের আসল জীবন ব্যর্থতা ও দুঃখে ভরপুর। আর তাদের বৈবাহিক জীবন ব্যর্থ একেবারেই।

নারী ঘরের রানি

- ঘরের সবকিছু পরিপাটি রাখো। ঘরকে সাজিয়ে রাখো। সবকিছু তার যথার্থ স্থানে রাখো।...

- সন্তানদেরকে শৃঙ্খলা ও পরিপাটি রাখার কৌশল শেখাও। আর খাবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করো।

- যেসব যন্ত্রে তোমার সন্তানদের ক্ষতি হতে পারে, সেসব সাবধানে তাদের নাগালের বাইরে রাখো। সন্তানদের ও তাদের জামাকাপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। তাদের পড়ালেখার খবর ঠিকমতো রাখো। আর নিজেই সন্তান লালনপালনের তালিম নিতে কোনো বই পড়ো, কারও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নাও।

- সন্তানদের সাথে তোমার সম্পর্ক গাঢ় করে তোলো। কারণ দেখা যায়, অনেক সময় সন্তানদের মা-বাবার কাছে আসার প্রয়োজন হলেও সম্পর্কের দূরত্বের কারণে সন্তানরা আসতে ইতস্তত বোধ করে।

- সন্তানদের মন তাদের পিতার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মানে ভরে দাও।

- সন্তানদের পরীক্ষার সময় এমন ভাব কোরো না যে, যেন তোমরা সবাই যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছ। বরং যেখানে যতটা গুরুত্ব দরকার ততটা গুরুত্ব দেবে। কমও না, বেশিও না।

- পরিবারের সদস্যদের জন্য আনন্দময় কিছু করার সুযোগ পেলে তা হাতছাড়া করবে না; যদিও সেটা হোক সামান্য স্বল্প পরিসরে।

- যখন তোমার সন্তান কুরআনের এক পারা হিফজ করে নেয়, তখন সেটা উদযাপন করো। কিংবা যখন তোমার স্বামী নিজের কাজে কোনো রকম সফলতা লাভ করে, তখন সেটা উদযাপন করো।

- তোমার সন্তানদের ঘুমানোর সময় এমনভাবে বেঁধে দাও; যেন তারা ঘুমানোর আগে কিছু সময় বাবার সাথে কাটাতে পারে। এরপর শিশুদের ঘুমানোর পর যেন তোমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন নিজেদের জন্য যথেষ্ট সময় পাও।

- যখন তোমার স্বামী সন্তানদের নির্দেশনা দেয় বা তাদের কাউকে শাস্তি দেয়, তখন সেটাতে হস্তক্ষেপ কোরো না। কেননা, এতে তোমার স্বামী বিরক্ত হতে পারে। কিংবা সন্তানদের শিক্ষার জন্য যতটুকু চাপ দরকার, তাও নাও হতে পারে তোমার জন্য। যদি তুমি হস্তক্ষেপ করো, তাহলে সন্তানরা ধীরে ধীরে কপটতার দিকে চলে যাবে।

  অন্যদিকে যখন স্বামীর রাগ খাপছাড়া দেখবে, তখন সেখানে তাকে রাগ কমানোর জন্য ইশারায় বলবে। নাহলে পরবর্তী সময়ে সে-ই নিজের খাপছাড়া রাগের কারণে আফসোস করবে। আর শাস্তি সাধারণত শিক্ষার জন্য ভালো উপায় নয়। তবে ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হতে পারে।

স্বামীদের জন্য বলব :

- তোমার সন্তানদের তাদের মায়ের প্রতি সম্মান ও আনুগত্য করার শিক্ষা দাও। তাদের শেখাও যে, মাকে কীভাবে সম্মান করতে হবে।

- যখন সন্তান তোমার কাছে কিছু চায়, তখন তাকে জিজ্ঞেস করো, 'তোমার মা কী বলেছে? কী দিতে বলেছে?' যেন তোমাদের দুজনের অভিমতে দ্বিধা দেখা না যায়।

- কখনো কখনো তাদের ঘরের বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাও; যাতে তারা আনন্দ করতে পারে আর তাদের মা একটু ব্যস্ততা ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।

- দুজন দুজনকে সম্মান করবে। সন্দেহের বশে একে অন্যের মোবাইল বা কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করবে না। কারণ এগুলো করার অর্থ তুমি তোমার সঙ্গীকে বিশ্বাস করো না। আর এটা তোমার সঙ্গীর জন্য সমস্যার কারণ হবে।

- প্রতিটি বিষয়ে দুজনে স্পষ্ট ভাষায় কথা বলার নিয়ম অনুসরণ করো। যেন একজন আরেকজন থেকে কোনো কিছু না লুকায়।

- একে অন্যের আগ্রহের প্রতি খেয়াল রাখবে। যেমন : একে অন্যের পড়ার রুচি, বা খাওয়ার সময়ের দিকটা কিংবা পোশাক পরার ধরন। এসব বিষয়ে তোমাদের উভয়কে একটা মধ্যম অবস্থানে আসতে হবে। স্ত্রী তার স্বামীর পছন্দনীয় কোনো কাজে যুক্ত হতে পারে, এরপর স্বামী আবার স্ত্রীর পছন্দনীয় কিছু করতে পারে তার সাথে মিলে। এতে দুজনের সময়ও ঠিকভাবে কাটল আর আনন্দের সাথেও কাটল।

দরজা খুলবে কে?

- এক নব দম্পতি তাদের বিয়ের পরদিনই সিদ্ধান্ত নিল, তারা দুজন তাদের কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থীর জন্যই দরজা খুলবে না।

পরদিন স্বামীর আত্মীয়রা আসলো। দরজায় করাঘাত করল। তখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। অবশেষে দুজনের চোখেই দৃঢ়তার দৃষ্টি। কেউই দরজা খুলল না!

কিছুক্ষণ যেতে না যেতে স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন এল। দরজায় করাঘাত করল। স্বামী তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখল, স্ত্রীর চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। আর সে বলছে, 'আমার বাবা-মা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে; অথচ আমি দরজা খুলছি না, বিষয়টা খুবই বেদনাদায়ক!'

স্বামী চুপ করে থাকল। তার পরিবারের ব্যাপারেও কিছু বলল না। এদিকে স্ত্রী গিয়ে দরজা খুলে দিল।

একে একে বিয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেল। স্বামী তার আগের চুক্তিতে অটল থাকল। সে দরজা খুলতে পারল না তার আত্মীয়দের জন্য। এর মধ্যে তাদের চার সন্তানের জন্ম হলো। সবাই ছেলে। এরপর পঞ্চম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো। সে ছিল একজন মেয়ে।

এবার বাবার খুশি দেখে কে! সে তার মেয়ের জন্যে খুশি হয়ে কয়েকটা পশু জবাই করে দাওয়াতের আয়োজন করল। আশ্চর্য হয়ে মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ে নিয়ে তোমার এত আনন্দের কারণ কী? তোমার তো আরও কয়েকটা ছেলে হয়েছিল, কই তাদের নিয়ে তো এমন এলাহি কাণ্ড দেখা যায়নি!'

সে ছোট্ট করে এ উত্তর দিল, 'এত দিনে আমার আত্মীয়দের জন্য দরজা খোলার মতো একজনকে পাওয়া গেল।'

- আফসোসের কথা হচ্ছে, এখনো মুসলিম সমাজে এমন একটা ধ্যান-ধারণা আছে যে, পুত্রসন্তানের জন্ম বিশেষ ঔজ্জ্বল্য পেয়ে থাকে।... অন্যদিকে যে মহিলা কেবলই কন্যাসন্তানদের জন্ম দিচ্ছে আর কোনো পুত্রসন্তান দিতে পারছে না বংশকে, সে মহিলার ওপর ভয় চেপে বসে থাকে।...

অনেকেই কন্যাসন্তানের জন্মের ওপর পুত্রসন্তানের জন্মকে প্রাধান্য দেন। আর যে লোকের শুধুই কন্যাসন্তান জন্ম হচ্ছে আর পুত্রসন্তান হচ্ছে না, সে তো মনে হয় একটা জাহান্নামে থাকে আশপাশের মানুষের বলাবলির কারণে ও নিজের নফসের কারণে।

আমাদের মহান ধর্মে এমন কিছু নেই। এখানে পুত্রসন্তানের জন্ম কন্যাসন্তানের জন্মের চেয়ে উন্নত কিছু নয়। দুটোই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। আমাদের সবারই জানা উচিত, আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।'[১৩০]

কন্যাসন্তানের প্রতি অসন্তুষ্টি জাহিলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। কন্যাসন্তানের জন্মের ব্যাপারে অনীহা থাকা কতটা খারাপ বুঝতে হলে, এটা মনে রাখুন যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে খুশি হয়ে যে নিয়ামত দিচ্ছেন, বান্দা সেটাকে অপছন্দ করছে!

আমি সেসব মানুষকে নিয়ে অবাক হই, যাদের কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হলে তারা চিন্তিত হয়ে পড়ে, রাগান্বিত হয়। তাদের চেহারা কালো হয়ে যায়। কন্যাসন্তান কি আল্লাহর নিয়ামত নয়?! আল্লাহর দান নয়?!

- বলা হয়ে থাকে, পাগল বাহলুল এক খলিফার দরবারে ছিলেন। তখন খলিফাকে সংবাদ দেওয়া হলো, আপনার একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। খলিফা রেগেমেগে চোখ লাল করে ফেলেছেন, চিন্তায় নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে বসে আছেন। তখন বাহলুল এগিয়ে এসে বললেন, 'চিন্তিত কেন? আল্লাহ আপনাকে একজন সুস্থ সন্তান দান করেছেন, এটার কারণে আপনি চিন্তিত? যদি তার স্থলে আমার মতো অসুস্থ সন্তান জন্ম নিত, তাহলে খুশি হতেন?!' বাহলুলের কথা শুনে খলিফার বোধোদয় হলো। তার চিন্তাও চলে গেল।

---

১৩০. সুরা আশ-শুরা, ৪২ : ৪৯।

• রাসুল ﷺ ছেলেমেয়ের মধ্যে ভেদাভেদ করতে নিষেধ করেছেন। সব সন্তানই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। রাসুল ﷺ বলেন :

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ

'তোমরা সন্তানদের দান করার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করো। যদি আমি কাউকে বেশি দিতে বলতাম, তাহলে অবশ্যই মেয়েদের প্রাধান্য দিতাম।'[১৩১]

মেয়েদের মর্যাদা নিয়ে রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ

'যে মুসলিমের দুটি কন্যা সন্তান আছে, সে তাদের উত্তম প্রতিপালন করে, তবে সে দুজনের বদৌলতে সে মুসলিম জান্নাতে যাবে।'[১৩২]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ دَخَلْتُ أَنَا وَهُوَ الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ

'যে মুসলিম দুজন কন্যাসন্তান প্রতিপালন করে, আমি ও সে এ দুই আঙলের মতো পাশাপাশি থেকে জান্নাতে প্রবেশ করব।'[১৩৩]

যাদের দুই মেয়ে বা তিন মেয়ে আছে, এখন তোমরা কী চাও? তোমাদের জন্য সুযোগ আছে জান্নাতে রাসুল ﷺ-এর কাছাকাছি থাকার, এখন তোমরা কি সে সুযোগ হারাতে চাইবে?!

---

১৩১. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১১৯৯৭, ফাতহুল বারি : ৫/২৫৩; সনদ হাসান।
১৩২. সহিহু ইবনি হিব্বান : ২৯৪৫, সহিহুত তারগিব : ১৯৭১।
১৩৩. সুনানুত তিরমিজি : ১৯১৪।

আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল না

বিয়ের পর চার-চারটি বছর পার হয়ে গেল। মানুষ কথা বলতে শুরু করল তাদের নিয়ে। তাদের সন্তান হচ্ছে না কেন? সমস্যা কোথায়?

স্বামী-স্ত্রীর দুজনের একজনও বিষয়টা জানতে পারল না সমস্যা কার মধ্যে। চিকিৎসার জন্য তারা দুজন হাসপাতালে গেল। রিপোর্ট দেখে বোঝা গেল, স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম। স্বামী সুস্থ আছে।

ডাক্তার তাদের কাছে রিপোর্ট দেখানোর আগেই স্বামী ডাক্তারের কাছে এল। বিষয়টার আদ্যোপান্ত জানতে চাইল। ডাক্তার বলল, 'আপনার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি সন্তান জন্ম দিতে পারবেন না।' স্বামী সবর করল। ডাক্তারকে বলল, 'আমি এখন গিয়ে স্ত্রীকে ওয়েটিং রুম থেকে নিয়ে আসছি। আর আমি চাই আপনি তাকে বলবেন, সমস্যাটা আমার মধ্যে, তার মধ্যে নয়।'

লোকটি ডাক্তারকে জোর করতে লাগল। অগত্যা ডাক্তার রাজিও হলো। এরপর স্ত্রীকে নিয়ে ডাক্তারের সামনে এল। ডাক্তার স্বামীর উদ্দেশে বলল, 'আপনি সন্তান জন্মদানে অক্ষম। চিকিৎসা করে কোনো লাভ নেই। একমাত্র আল্লাহর করুণা ছাড়া উপায় নেই।'

এ কথা শুনে স্বামী তার মুখ মলিন করে নিল। আর আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালায় সন্তুষ্টি দেখাল। দুজনে এরপর বাড়িতে ফিরে এল। কয়েক দিন যেতে না যেতে পরিবার-পরিজন সবাই সংবাদটি জানতে পারল।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে আরও কয়েক বছর ধৈর্য ধরে থাকল। একদিন সে সময়টা আসলো, যখন স্ত্রী বলে ফেলল, 'আমি গত নয় বছর ধরে ধৈর্যধারণ করে আছি। এখন আমি তালাক চাই। আর আরেকটা বিয়ে করে সন্তানের মুখ দেখতে চাই।'

স্বামী বলল, 'আমার স্ত্রী, এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা।'

তোমার গোলাপে ইমানের সেচ দাও

- গোলাপ দেখতে কত সুন্দর! মনকাড়া তার সুঘ্রাণ। নীরবে তোমাকে কাছে টেনে নেবে নিমিষে। তার সুগন্ধে মন জুড়িয়ে দেবে।

  কিন্তু এত সুঘ্রাণ, এত সৌন্দর্য কোথায় পেল সে! যদি তাতে পানি না দেওয়া হয়, তাহলে তার কী অবস্থা হবে? সে কি শুকিয়ে যাবে না! শেষ হয়ে যাবে না!

  কিন্তু কিছু গোলাপ আছে, যা সব সময় নতুন থাকে, সব সময় টিকে থাকে। এ গোলাপই হচ্ছে সুখী সংসারের উপমা। যে সংসার ভালোবাসা ও একনিষ্ঠতায় ভরা। প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রীই তো এমন অবস্থায় থাকতে চায়।

  যদি তুমিও এমন সুখী সংসার চাও, তাহলে তোমার মনের গোলাপে ইমানের সেচ দাও, মনকে আল্লাহর ভয়ে অভ্যস্ত করো।

- কুরআনের সাথে দুজনে সখ্যতা করো। গুনাহ ও অকৃতজ্ঞতাকে ছুড়ে ফেলে দাও। দুজনের হোক সে অঙ্গীকার।

  দুজন দুজনকে নেকের কাজে সহযোগিতা করো। তাহাজ্জুদে শরিক হও দুজনে। রাতের বেলা নামাজে, দিনের বেলা রোজায় কাটাও। কল্যাণের দিকে ধাবিত হও। দুজনে আল্লাহর দেওয়া রিজিকে সন্তুষ্ট থাকো। আল্লাহর পথে সৎ প্রজন্ম গড়ার লক্ষ্যে দুজনে যথেষ্ট পরিমাণ সাধনা করো।

- রাসুল ﷺ যে রকম সংসারের বর্ণনা দিয়েছেন, তেমন সংসার গড়ে তোলো। রাসুল ﷺ বলেন :

  رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

'আল্লাহ সে লোকটির ওপর রহম করুন, যে রাতের বেলা জেগে উঠে নামাজ পড়ে। এরপর তার স্ত্রীকে জাগায়। যদি স্ত্রী উঠতে গড়িমসি করে, তাহলে স্ত্রীর মুখে পানির ছিটে দিয়ে তাকে জাগায়। আল্লাহ সে নারীর ওপর রহম করুন, যে রাতের বেলা জেগে উঠে নামাজ পড়ে। এরপর তার স্বামীকে জাগায়। যদি স্বামী উঠতে না চায়, তাহলে তার মুখে পানির ছিটে দিয়ে জাগিয়ে তোলে।'[১৩৪]

এ দম্পতির সংসার কত চমৎকার!

এ দম্পতি কি সব সময় একসঙ্গে থাকার হকদার নয়?!

কেনই বা হবে না! আল্লাহ তো বলেছেন :

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ - سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

'তা হলো স্থায়ী জান্নাত, তাতে তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পিতৃপুরুষ, স্ত্রীগণ ও সন্তানাদির মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফেরেশতারা সকল দরজা দিয়ে তাদের কাছে হাজির হয়ে এই বলে সংবর্ধনা জানাবে যে, "তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কারণ তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে। কতই না উত্তম পরকালের এই ঘর!"'[১৩৫]

আল্লাহ আরও বলেন :

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ - هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ

'সেদিন জান্নাতিরা আনন্দে মশগুল হয়ে থাকবে। তারা আর তাদের স্ত্রীরা সুশীতল ছায়ায়, উঁচু উঁচু আসনে হেলান দিয়ে বসবে।'[১৩৬]

---

১৩৪. সুনানুন নাসায়ি : ১৬১০।
১৩৫. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ২৩-২৪।
১৩৬. সুরা ইয়াসিন, ৩৬ : ৫৫-৫৬।

আল্লাহ না করুন, যদি আমাদের জীবন আখিরাতে দুর্ভাগ্য বয়ে আনার মতো হয়, তাহলে এ জীবন খুবই তুচ্ছ। একে ইমানের সেচে বলীয়ান করো। যদি এ জীবন অনন্ত কালের সুখের মাধ্যম হয়, তবে তা কতই না চমৎকার![১৩৭]

- এক স্বামী তার স্ত্রীর নিন্দা করছে এই বলে যে, তার স্ত্রী তাকে কখনো ফজরের নামাজের জন্য জাগায়নি। তাদের বিয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেছে; অথচ একবারও স্ত্রী তার স্বামীকে ফজরের জন্য জাগিয়ে দেয়নি!

এ স্ত্রী কোথায় আর আল্লাহর এ বাণীর সামনে তার কর্মটা কেমন?

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

'সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো।'[১৩৮]

সে মুমিন নারীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, যে তার স্বামীকে ইবাদতের জন্য জাগিয়ে দেবে, তার মুখে পানির ছিটে দিয়ে হলেও তাকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে আসবে! সে মুমিন নারী কোথায়, যে তার স্বামীকে হিদায়াতের পথে সাহায্য করবে, তাকে ইলম অন্বেষণে উৎসাহ দেবে, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবে!

তুমিই সে নারী, যে নারী অতীতে নেককার মা হয়ে দেখিয়েছে, যে নারী তার সন্তানদের উত্তম প্রতিপালন করে উম্মাহকে একটি যোগ্য প্রজন্ম উপহার দিয়েছে?!

কত যুবক এমন যুবতিকে ঘরে তুলতে চায়, যে যুবতি আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মিশনের স্বপ্ন দেখে, যার হৃদয়ে মুসলিম উম্মাহর চেতনা জাগরূক আছে। যুবকরা এমন স্ত্রী চায় না, যাদের একমাত্র আশা হচ্ছে দুবেলা খেয়েপরে জীবন কাটিয়ে দেওয়া। বরং এমন স্ত্রী চায়, যে স্ত্রীর সাথে ইসলামের জয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে দুজনে।

---

১৩৭. আল-উসরা ম্যাগাজিন, সংখ্যা : ৯৬, রবিউল আওয়াল ১৪২২ হিজরি।
১৩৮. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ২।

শরয়ি প্রতিরক্ষা

- যেন তোমাদের দুজনের জীবন সুখী হয়, সে জন্য শরয়ি প্রতিরক্ষা গ্রহণ করো।

  আল্লাহর জিকিরের প্রতি দুজনে যদি অবহেলা করো, তাহলে তোমাদের ওপর চিন্তা ও উদ্বিগ্নতার হামলা হবে।

  কত এমন দেখা গেছে, স্বামী-স্ত্রী ইবাদতের কাছে-ধারে নেই বলে তাদের ওপর অসুখ ও বিপদের আক্রমণ হয়েছে!

  আবার দেখা গেছে, নিজেদের সুখের বড়াই করেছে আশপাশের কারও কাছে; ফলে হিংসুকদের হিংসায় তাদের জীবন তছনছ হয়ে গেছে।

- তোমাদের ঘরবাড়ি জিকিরে জিকিরে ও কুরআনের চর্চায় প্রতিরক্ষা করো। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার জিকির আদায় করো।

  রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

  إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ

  'যখন পুরুষ তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন যেন বলে :

  اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

  "হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে উত্তম প্রবেশস্থল ও প্রস্থানস্থল কামনা করছি। আল্লাহর নামে প্রবেশ করছি, আল্লাহর নামেই বের হই। আর আমাদের রবের ওপর আমরা তাওয়াক্কুল করি।"

এরপর যেন সে তার পরিবার-পরিজনদের সালাম দেয়।'[১৩৯]

নবিজি ﷺ আরও বলেন :

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لَا مَبِيتَ لَكُمْ، وَلَا عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ، فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ

'যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করে, তখন প্রবেশকালে ও খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করলে শয়তান তার সাঙ্গোপাঙ্গদের বলে, "(এ ঘরে) তোমাদের রাত্রিযাপনও নেই, রাতের খাবারও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ না করে, তখন শয়তান বলে, "(এ ঘরে) তোমাদের রাত্রিযাপন ও রাতের খাবার খাওয়ার আয়োজন হলো।"'[১৪০]

নবিজি ﷺ আরও বলেন :

مَنْ قَالَ - يَعْنِي - إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: كُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ

'ঘর থেকে বেরোনোর সময় যে ব্যক্তি এ দুআ পড়বে :

بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

"আল্লাহর নামে, আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করছি, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (কারও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি নেই।"

তাকে বলা হয়, "তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে, তোমাকে প্রতিরক্ষা দেওয়া হয়েছে।" আর শয়তান তার থেকে দূরে থাকে।'[১৪১]

---

১৩৯. সুনানু আবি দাউদ : ৫০৯৬, মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩/১৩; হাদিস হাসান।
১৪০. সহিহ মুসলিম : ২০১৮।
১৪১. সুনানুত তিরমিজি : ৩৪২৬।

নবিজি ﷺ আরও বলেন :

لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

'তোমাদের কেউ যদি ঘরে প্রবেশের সময় বলে :

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

"আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্ট সকল অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি তাঁর কাছে।"

এ দুআ পড়লে সে ঘরে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করবে না, যতক্ষণ সে ওই ঘর ছেড়ে যাবে না, ততক্ষণ সে অক্ষত থাকবে।'[১৪২]

- প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পর অবশ্যই সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়বে। আর কখনো ফরজ নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়তে ভুলবে না। আর ঘুমানোর সময়ও একবার পড়ে নেবে।

রাসুল ﷺ আমাদের উপদেশ দিয়েছেন, আমরা যেন সুরা বাকারা তিলাওয়াত করে আমাদের ঘরকে প্রতিরক্ষায় বেষ্টিত করি। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

'তোমরা নিজেদের ঘরকে কবর বানিয়ো না। শয়তান সে ঘর থেকে দূরে পালায়, যে ঘরে সুরা বাকারা তিলাওয়াত করা হয়।'[১৪৩]

নবিজি ﷺ দুআ করতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ، وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ، وَمِنْ صَاحِبِ السُّوءِ، وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ

---

১৪২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৫৪৭, সহিহুল জামি : ৫২৪২।
১৪৩. সহিহু মুসলিম : ৭৮০।

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে খারাপ দিন থেকে, খারাপ রাত থেকে, খারাপ সময় থেকে, খারাপ সঙ্গী থেকে, যে প্রতিবেশী আখিরাতের জন্য অকল্যাণকর, তার থেকে আশ্রয় চাইছি।'[১৪৪]

দিনের শেষ পর্যন্ত, দুচোখ ঘুমিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত জিকিরে ও দুআয় কাটাও।...

- তোমরা দুজন বেশি বেশি সদাকা করো। বেশি বেশি হাদিসের দুআ মুখস্থ করো নিজের ও চারপাশের প্রতিরক্ষা ও সংশোধনের দুআ করতে।

হারাম থেকে দূরে থাকো, পাপ কাজ ছেড়ে দাও, পঙ্কিল কিছু দেখবে না। বরং ইবাদত করার অভ্যাস গড়ে তোলো। আল্লাহর জিকিরে থাকো, আল্লাহর আদেশের আনুগত্যে মশগুল হও।

নিজেদের দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করো। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থান হবে সে লোকের, যে তার স্ত্রীর কাছে এবং তার স্ত্রী তার নিকটবর্তী হয়, এরপর সে এ গোপনীয় কথা মানুষের কাছে বলে বেড়ায়।'[১৪৫]

১৪৪. আদ-দুআ লিত তাবারানি : ১৩৩৮, আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ৮১০, সহিহুল জামি : ১২৯৯।

১৪৫. সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭।

আমার পুরো জীবন আল্লাহর জন্য

- যখন ইমান অন্তরে বসবাস করে...

  তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সুখের বসন্ত বয়...

  ঘরের কোণে কোণে সিজদাকারীগণ সিজদায় পড়ে রবের সাথে সময় কাটায় একান্ত আলাপনে...

  যখন তোমার পরিবার এভাবে দিন কাটাবে...

  তখন আল্লাহ পরিবারের ভেতরে ও বাইরে নিয়ামতে ভরপুর করে দেবেন।

  স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুখ-শান্তি থাকবে...

  সন্তানরা সঠিক দিশায় থাকবে...

  সবার আমলের তাওফিক হবে...

  পৃথিবী ও আসমানে তারা গ্রহণীয়-বরণীয় হবে...

  তবে এটাও ঠিক যে, একজন নেককার তার স্ত্রীর খারাপ আচরণকে নিজের গুনাহ ও পাপের দিকেই নিসবত করেন। এটা তার তাকওয়ার কথা আর তিনি এটা দ্বারা পরীক্ষিত।

- যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তখন জীবনও তার আসল রূপে ফিরে আসে। কারণ প্রকৃত ভালোবাসা ইমান বয়ে যাওয়া অন্তর থেকেই আসে। আর আল্লাহর আনুগত্য সেসব ঘরে সর্বোচ্চ আনন্দিত ও সুখী করে তোলে।

- যখন আল্লাহর জন্য তুমি তোমার কিছু প্রিয় জিনিস ত্যাগ করো, তখন এ নিশ্চয়তায় থাকো যে, আল্লাহ তোমাকে অচিরেই সেসবের চাইতে উত্তম ও সুন্দর কিছু বিনিময় হিসেবে দেবেন। কেবল তোমার নিয়ত পরিশুদ্ধ করো এবং সে জিনিসটা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই ত্যাগ করো, তাহলেই যথেষ্ট।

• দুনিয়াবি কাজের ভিড়ে আমরা প্রায়ই আখিরাতকে হারিয়ে ফেলি।...

আমরা প্রতি ইদে নতুন কাপড়চোপড় কিনতে ভুলি না। বছর শেষে হওয়া ডিসকাউন্ট সেলের সুযোগ হাতছাড়া করি না। আমরা আমাদের বাড়িঘর সবচেয়ে সুন্দর করে সাজাতে ব্যস্ত থাকি। এটাও করতে হবে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পরিমাণে; কিন্তু আমরা কি আখিরাতের কাজের প্রতিযোগিতা ভুলে যাব?! কেবল দুনিয়ার পেছনেই লেগে থাকব?!

জনৈক আরিফ বলেন, 'দুনিয়াতে একটা জান্নাত আছে, যে তাতে প্রবেশ করল না, সে তার স্বাদ বুঝবে না। আর তা হলো আল্লাহর সাথে লেগে থাকা। দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে লেগে থাকলেই অশেষ সুখ ও অশেষ উপভোগ রয়েছে।'

• সন্তান প্রতিপালনে যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নিজ নিজ কাজ ইখলাসের সাথে করবে, পরস্পরের সহযোগী হয়ে প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাজ আদায় করবে, তখন এ ফল পক্ব হবে, পাকবে ও মিষ্টি হবেই বিইজনিল্লাহ।...

• যে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য দুআ করে

- হে রব, আপনি তার সব কটা দিন এমন করে দিন, তার দিন যেন সব সময় এভাবেই তার ভালো অন্তরের মতো ভালোভাবে কাটে, তার রুহের পবিত্রতার মতো পবিত্রতায় কাটে, তার কোমল কণ্ঠস্বরের মতো কোমল ও সুখে কাটে।...
- হে রব, সে আমাকে সুখ দেখিয়েছে, আপনি তার পুরো জীবন সুখে ভরে দিন।...
- হে রব, সে আমার জন্য ভালোবাসার দরজা খুলেছে, আপনি তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দিন।
- হে রব, সে আমাকে শিখিয়েছে, ভালো কাজ কখনো নষ্ট হয় না। তাই সে যত মানুষের উপকার করেছে, তার সেসব উপকারের উত্তম প্রতিদান দিন।
- হে রব, সে আমার ভুল-ত্রুটি গোপন করে, আপনিও তার ভুল-ত্রুটি ইহকালে ও পরকালে গোপন রাখুন।
- হে রব, সে আমার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতে পছন্দ করে, তার এ কুরআন তিলাওয়াতকে কিয়ামতের দিনে তার জন্য আনন্দময় করে তুলুন।

স্বামী কেমন হওয়া উচিত?

- কোনো কোনো যুবতির ধারণা, জীবনসঙ্গী বিশেষ কিছু গুণে গুণান্বিত হলেই যথেষ্ট। যেমন : দাঁড়িওয়ালা, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে। ব্যস এতটুকু হলেই সে পুরুষের সাথে বিয়ে করে দাম্পত্য জীবন শুরু করা যায়। আসলেই কি তাই?

নিঃসন্দেহে জীবনসঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সবার আগে শরিয়তকে রাখতে হবে। এর ওপর ভিত্তি করেই স্বামী নির্বাচন করতে হবে। এর উপকারিতাও অগণিত। তবে দাঁড়ি রাখা বা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ লোকটা বিয়ের জন্য যথাযোগ্য নয়।

কারণ সঠিক স্বামী হচ্ছে সে, যার ভেতরে শরিয়তের ফরজ কাজগুলো পালনের গুণ আছে, সে তার স্ত্রীর ঠিকমতো খেয়াল রাখবে, তার সাথে সুন্দর আচরণ করবে, রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ—(اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا) 'তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও।'[১৪৬]—মেনে চলবে।

যে পুরুষ নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, সে খুবই যোগ্য। যে পুরুষ নামাজের পাশাপাশি অন্যান্য ইবাদত করে, তার এ দিকটার ব্যাপারে সমালোচনার কিছু নেই। তবে দেখতে হবে, এ ইবাদতগুলো তার চরিত্র ও আচরণের ওপর যতটুকু ভালো প্রভাব রাখার কথা, সে ভালো প্রভাব রাখছে কি, রাখছে না!

আমরা এমন বহু দেখেছি, যে কুরআন হিফজ করে, মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সে কর্কশভাষী, কঠোর আচরণকারী, চরিত্রে সুন্দর নয়, পরিবারের লোকদের কষ্ট দেয়।

---

১৪৬. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮।

রাসুল ﷺ বলেন, (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ) 'যখন তোমাদের কাছে এমন পাত্র আসে, যার দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তার কাছে তোমরা বিয়ে দাও। যদি তোমরা এটা না করো, তাহলে পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটবে।' সাহাবিগণ বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, যদি তার ব্যাপারে কোনো কথা থাকে?' রাসুল ﷺ তিন বার বললেন, (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ) 'যখন তোমাদের কাছে এমন পাত্র আসে, যার দ্বীন ও চরিত্রের ব্যাপারে তোমরা সন্তুষ্ট, তার কাছে তোমরা বিয়ে দাও।'[১৪৭]

তাই বিয়ের ক্ষেত্রে যেসব জিনিসের ওপর ভিত্তি করে পাত্র বাছাই করতে হবে, তা দুটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করবে। এক. দ্বীন। দুই. চরিত্র। দুটোই থাকতে হবে।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, রাসুল ﷺ কেন চরিত্রকে আলাদা করেছেন; অথচ দ্বীনের ভেতরেই তো চরিত্র রয়েছে?

কতক আলিম বলেন, দ্বীন হচ্ছে সর্বাঙ্গীন বিষয়। তার একটা অংশ হচ্ছে চরিত্র। এখানে রাসুল ﷺ প্রথমে সম্পূর্ণটা উল্লেখ করে পরে তার একটা অংশ উল্লেখ করেছেন অনেক বেশি গুরুত্ব থাকার কারণে।

আমরা নিজেরা সমাজে দেখে থাকি যে, কিছু মানুষ ইবাদতগুলো ঠিকমতো করে; কিন্তু তার আচার-আচরণের মধ্যে দ্বীনের ছোঁয়া থাকে না। এমনকি কারও কারও মাঝে উত্তম চরিত্র থাকা তো দূরের কথা উত্তম চরিত্রের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যাবলিই অনুপস্থিত থাকে।...

তাই কেবল ইবাদত-আনুগত্য করলেই যথেষ্ট নয়, এমন পাত্র নির্বাচন করতে হবে; যেন পাত্র পরিপূর্ণ চরিত্রবান হয়। তাহলে দেখা গেল, যদি সে স্ত্রীকে পছন্দ করে, তাহলে তাকে সুখে রাখবে, বেশি সম্মান করবে। আর যদি স্ত্রী তার পছন্দ নাও হয়, তবুও সে তার ওপর জুলুম করবে না।

---

১৪৭. সুনানুত তিরমিজি : ১০৮৫।

• তার ব্যাপারে আশা রেখো না...

- সে লোকের ব্যাপারে আশা রেখো না, যে লোক আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দুনিয়ার ফিতনায় জড়িয়ে গেছে। কারণ, যে লোক আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না, সে তোমার সৌন্দর্যের কৃতজ্ঞতাও আদায় করবে না ঠিকমতো।...

- যে লোক আল্লাহর সাথে পাপী অবস্থায় সাক্ষাৎ হওয়ার প্রতি লজ্জা পায় না, সে তো তোমার অধিকার বিনষ্টে কোনো রকম লজ্জা করবে না।

- যে লোক নামাজ-রোজা করে না, তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ দেখিয়ে ইবাদত থেকে দূরে থাকে, আর সে বড় হয় এ বদ-অভ্যাসের ওপর, তাহলে সে তো তোমাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য সব ধরনের পন্থাই অবলম্বন করতে দ্বিধা করবে না।

- যে লোক আখিরাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপই করে না, সে কীভাবে তোমার সাথে দাম্পত্যের অঙ্গীকার ঠিকমতো পালন করবে!

- যে ভুলে বসে আছে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন—সে তো তোমার ওপর জুলুম করে তোমাকে কাঁদিয়ে এ সবই নিমিষে ভুলে যাবে।

- যে লোক আল্লাহর সামনে ক্ষমা চাওয়ার জন্য অনুনয়ের সাথে দুআ করতে জানে না, সে তোমার ডাকে সাড়া দেবে বলে ভেবে বসো না।

ভালোবাসা যেন ম্লান না হয়

- বিয়ের ক'বছর পর যদি কোনো দম্পতিকে জিজ্ঞেস করো, তোমার স্ত্রীর/স্বামীর সাথে এত দীর্ঘ সময় কাটানোর পর তার প্রতি তোমার মনের অনুভূতি কী? এখনো কি একই রকম অনুভূতি আছে, যেমনটা ছিল বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে?!

  উত্তর অবশ্যই আসবে, 'না'।

  কারণ ভালোবাসা ম্লান হয়ে গেছে।

  কেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ম্লান হয়ে যায়?!

- সারাক্ষণ কাজে ডুবে থাকা, সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, সাজসজ্জার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা, সুখকর উপলক্ষের প্রতি খেয়াল না রাখা—এ সবই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ম্লান হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

- এ সময় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসার পরিবর্তে স্নেহ ও করুণা দেখতে পাই। এ স্নেহ-করুণা স্বামী-স্ত্রীর আচরণের ওপর গিলাফ পরিয়ে সম্পর্ককে কিছুটা ধরে রাখে। কিন্তু এ স্নেহ-করুণা কারও কারও ক্ষেত্রে দুনিয়াবি ফিতনার সামনে টিকতে পারে না, যেমন : বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে মেলামেশার মতো যেসব আমল-বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড রয়েছে।...

- স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই কর্তব্য হচ্ছে, তারা পরস্পরের জন্য নিজেকে সুসজ্জিত রাখবে। স্বামী যখন কাজ শেষে ঘরে ফিরে আসে, তখন যদি স্ত্রীকে সুসজ্জিত, সুগন্ধি পরিহিতা দেখে, আর তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাতে শোনে, তাহলে স্বামীর কাজের সব ক্লান্তি ও চিন্তা নিমিষেই দূর হয়ে যায়। একইভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সাজসজ্জায় খুশি হয়।

  স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের এ দিকটায় অবহেলার কারণে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তারা যদি 'যৌবনের সময় শেষ, সাজসজ্জাও শেষ' যুক্তিতে এ দিকটাতে অবহেলা

করে, তাহলে তাদের মধ্যকার ভালোবাসা ম্লান হতে বাধ্য।

স্বামী যখন বাড়ি ফিরে, তখন স্ত্রীর অবহেলা দেখে তার মন খারাপ হয়ে যায়। দেখে স্ত্রীর কাপড় এলোমেলো, তার চুল অগোছালো, সে রান্নাঘরে ব্যস্ত, সন্তানদের ঝগড়া থামানোর কাজে ব্যস্ত!

আর একই স্বামী বাইরে সুসজ্জিতা নারীদের রাস্তায় হাঁটতে দেখে এসেছে, কিংবা মোবাইল বা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছে। তখন সে ওই নারীদের মধ্যে আর তার স্ত্রীর মধ্যে তুলনা দিতে শুরু করে।

লোকটা তো কিছুটা হলেও আল্লাহকে ভয় করে, তা নাহলে যা হওয়ার তা-ই হতো।...

কিন্তু সে তার মনের ভেতর স্ত্রীকে সুন্দররূপে দেখার যে আকাঙ্ক্ষা চেপে রাখে আর স্ত্রীর মধ্যে তা পায় না, তখন স্ত্রীর অবহেলার বিপরীতে তার মুখ থেকে দু-চার কথা বেরিয়ে আসে। সে এ কারণে তো কিছু বলে না; কিন্তু অন্য কোনো দিকের সামান্য এদিক সেদিক দেখলে রেগে ওঠে!

তখন স্ত্রী তার হাবভাবে সন্দেহে পড়তে থাকে। আর শয়তান তো তার খেলা খেলতেই থাকে!

অথচ স্ত্রী এ সবকিছুই ঠেকাতে পারত কেবল নিজের সাজসজ্জার দিকে একটু নজর দিলেই।[১৪৮]

- ইমাম সুয়ুতি ﷺ বলেন :

'ফকিহগণ নারীদের বেশি বেশি এ উপদেশ দিয়েছেন যে, নারীরা যেন ঘরের ভেতর তাদের সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণ ধরে রাখে। কীভাবে? চুল আঁচড়ে সুন্দর করে রাখবে। স্বামীর জন্য গায়ে সুগন্ধি লাগাবে; যেন স্বামীর অন্তরও এ সুগন্ধির মতো সুঘ্রাণময় হয়ে যায়। যেন তার স্বামী তার সাজসজ্জা দেখে মনে মনে আপ্লুত হয়। নারী তার সুন্দর কথা ও সুন্দর রূপের মাধ্যমে স্বামীকে আগলে নেবে। এতে স্বামীর সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে আর স্ত্রীকে সে তার সব দিয়ে ভালোবাসবে।'[১৪৯]

একইভাবে স্বামীর উচিত তার স্ত্রীকে অবহেলা না করা। স্ত্রী যদি স্বামীকে সুন্দররূপে দেখে, তাহলে স্ত্রীও আপ্লুত হয়।

---

১৪৮. সাইয়িদ মুবারক কৃত আল-ওয়াসাইয়াজ জাহবিয়্যাহ লিল মাশাকিলিজ জাওজিয়্যাহ।

১৪৯. ইমাম সুয়ুতি কৃত আল-ইজাহ ফি ইলমিন নিকাহ।

কখনো সে একটা ভালো কথা বলেনি

- কখনো সে আমাকে একটা ভালো কথা বলেনি।...

কোনো দিনও আমার প্রশংসা করে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।... ছোট্ট হলেও কিছু তো বলা উচিত ছিল তার। আল্লাহর কসম, আমি স্ত্রী হিসেবে আমার কোনো কাজে ত্রুটি করিনি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিলাম। ঘরদোর সব পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখতাম। ছেলেমেয়েদের দেখে রাখি। কিন্তু এত সব করার ফায়দা কী, যদি সে আমার একটু প্রশংসাও না করে!

কত বার আশা করে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছি, এই বুঝি সে বলে উঠবে, 'রান্না খুব ভালো হয়েছে' কিংবা 'তোমাকে আজ বেশ লাগছে।'

এমনকি যখন আমি রাতের পর রাত অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকি, তখন সে আমার কপালে হাত রেখে 'কেমন আছ?' বলারও প্রয়োজন অনুভব করেনি, আমার সুস্থতার জন্য দুআ করেনি, কুরআন-হাদিস থেকে একটা দুআ পড়ে রুকইয়া করার প্রয়োজনও অনুভব করেনি!

হ্যাঁ... যতটা আমি দাম্পত্য কর্তব্য পালন করি, ততটা সেও করুক এটাই তো আমার আশা ছিল। আমি ঠিকই সব দায়িত্ব পালন করেছি; কিন্তু সে কেন আমার প্রতি এতটা অবহেলা করে, কোথায় আমার অধিকার?[১৫০]

এভাবেই এক বোন তার স্বামীকে নিয়ে অভিযোগ করছিল।... তার স্বামীর এমন অবোধের মতো আচরণ তাকে বড়ই কষ্ট দিয়েছে। যেন সে মরণপণ করে বসেছে যে, কেবল নিজের সাথেই কথা বলবে, অন্য কারও জন্য একটা শব্দও খরচ করবে না!

---

১৫০. ড. সালমান বিন ইয়াহইয়া মালিকি কৃত আইয়ুহাল আজওয়াজ... রিফকান বিল কাওয়ারির।

এমন অনুভূতিহীন স্বামী পেয়ে যেসব স্ত্রী পরীক্ষিত হয়েছে, তারা তো কেবল 'একটা বোবা মূর্তি'র সামনে আছে বলে অনুভব করেছে।

যেমনটা নাজ্জার কুব্বানি বলেছে :

قُلْ لِي ولو كذباً كلاماً ناعماً *** قد كادَ يقتُلُني بك التمثالُ

'মিথ্যে হলেও একটা মিষ্টি কথা বলো, তোমার মূর্তির মতো নীরবতা আমার প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে।'

- বলা হয়ে থাকে, নিউজিল্যান্ডের একটা নামকরা ফার্মের ঘটনা। এ ডেইরি ফার্মের দুটো শাখা ছিল। একটা দেশের উত্তরে আরেকটা দক্ষিণে। দুটো ফার্মেই সব ফ্যাসিলিটি ও অবকাঠামো সমান, দুজায়গাতেই গরুর সংখ্যাও সমান। কিন্তু দুজায়গার উৎপাদনে অনেক বড় আকারে পার্থক্য। এর কারণ কী হতে পারে সেটার খোঁজে লেগে গেল ডেইরি ফার্মের মালিক।

অনেক খোঁজখবর ও পর্যবেক্ষণের পর একটা আশ্চর্য ফলাফল বেরিয়ে এল। আর তা হচ্ছে, এক ফার্মের কর্মচারীরা তাদের গরুর প্রতি ভালো আচরণ করত, মূল্যায়ন করত। আর প্রতিদিন সকালে তাদের সে মূল্যায়নের কথা প্রকাশও করত।

প্রতিদিন সকালে দুধ ধোয়ার আগে গুরুর সামনে গিয়ে মুচকি হেসে গরুকে উদ্দেশ্য করে বলত, 'শুভ সকাল প্রিয়তমা' (Good Morning Sweety) ।

কেবল একটা মিষ্টি কথার কারণে তারা বেশি পরিমাণে দুধ উৎপাদন করত!

যদি একটা মিষ্টি কথায় অবুঝ প্রাণীর দুধ উৎপাদন বেড়ে যায়, তাহলে যে মানুষ বোধসম্পন্ন, তার মধ্যে তো মিষ্টি কথার ভালো প্রভাব অবশ্যই আছে। তা নয় কি?!

তুমি কি বান্দাদের প্রতি আল্লাহর এ আদেশ শোনোনি?—

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ

'আর আমার বান্দাদের বলে দিন, তার যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মাঝে সংঘর্ষ বাধায়।'[১৫১]

---

১৫১. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৫৩।

আল্লাহর বাণীর প্রতি খেয়াল করো, তিনি বলেছেন, যেন খুবই উত্তম কথা বলা হয়। কিছু কথা আছে ভালো, উত্তম। এখানে তার এক ধাপ এগিয়ে খুবই উত্তম কথা বলার আদেশ করা হয়েছে।

মানুষের সাথে খুবই উত্তম কথা বলতে হবে। আর মানুষের মধ্যে আমাদের খুবই উত্তম কথার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা নয় কি?!
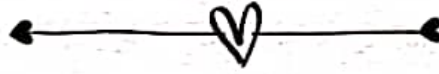
বুদ্ধিমতী স্ত্রী ও বোকা স্ত্রী

একটা ছোট্ট সমস্যা থেকে কীভাবে একটা পরিবারে ভালোবাসার ফল্গুধারা বয় আর আরেকটা পরিবার কীভাবে তছনছ হয়ে যায় তার উদাহরণ দেখি। উভয় পরিবারে একজন পুরুষ, তার এক স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে বাস করে। তিন সন্তান বিভিন্ন ক্লাসে পড়ে। এখন একজন বুদ্ধিমতী স্ত্রী ও বোকা স্ত্রী কী করে, তা বলি :

- প্রথম পরিবার : এ পরিবারে মা তার সন্তানদের নিয়ে বসে আছে। এদিকে তার স্বামী ঘুমিয়ে আছে তার কক্ষে। কিছুক্ষণ পর ঘুম থেকে উঠে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল সে। বাইরে বেরোবে বলে পোশাক পরে নিল। কিন্তু দরজার পাশে এসে দেখে তার জুতো নেই। তার তো রাগ চড়ে গেল মাথায়। রাগে বলে উঠল, 'তোমরা আমার জুতো রেখেছ কোথায়? কেন জুতো তার জায়গায় নেই?'

  তার কথা শুনতেই সবাই দৌড়ে এল। বড় মেয়ে এসে বলল, 'এই তো বাবা আমি, এখনই জুতো খুঁজে দিচ্ছি।' ছোটো মেয়ে এদিক সেদিক জুতো খোঁজাখুঁজি করছে যে, সেটা বাবা দেখছে। তখন হঠাৎ দেখা গেল তাদের মায়ের হাতে জুতো, জুতো নিয়ে এসে বললেন, 'এই নিন, প্রিয়। আপনি যখন ঘুমে ছিলেন, তখন আমি জুতো পরিষ্কার করে রেখেছিলাম। আর জুতো হলঘরে রাখা ছিল। আপনি কি আর কিছু চান?'

  এ পুরুষ সকলকে কৃতজ্ঞতা জানাল। আর নিজের উচ্চস্বরের রাগত আওয়াজের জন্য মনে মনে দুঃখিত হলো। যখন সে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন বলল, 'তোমাদের কেউ কি কিছু চায়? কারও কিছু লাগবে?'

  বড় মেয়ে বলল, 'আম্মাজান আপনাকে একটা বেশ মূল্যবান উপহার আনতে বলতে চাইছিলেন।'

বাবা বলল, 'কী চাও তুমি?'

স্ত্রী তখন জবাব দিল, 'আপনি সুস্থ-নিরাপদে ফিরে আসুন, সেটাই আমি চাই।'

তখন মেয়ে হেসে উঠে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আম্মাজান একটা বেশ মূল্যবান উপহার চান। আমাদের কাছে আপনার সুস্থতা ও নিরাপত্তার চেয়ে আর কোনো মূল্যবান উপহার আছে নাকি?!'

বাবা তখন খুশি হয়ে মুচকি হাসল। এরপর সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। তখন তার স্ত্রী বলল, 'বেশিক্ষণ দেরি করবেন না, আমরা আপনার পথ চেয়ে থাকি সব সময়।'

এ পরিবারে স্ত্রী বুদ্ধিমতী।

- দ্বিতীয় পরিবার : এ ঘরে যখন স্বামী ঘুম থেকে জেগে উঠল, তখন সে উচ্চস্বরে বলে উঠল, 'আমার জুতো কই? আব্বুরা, আমার জুতো কোথায় রাখলে?'

পরক্ষণে তার স্ত্রী সন্তানদের বলে উঠল, 'তোমার বাবা ঘুমে থাকা অবস্থাতেই তো ঘরে শান্তি ছিল। আমরা কি তখন আরামে ছিলাম না! এখন দেখো হুকুমের তোড় শুরু হলো! কী যন্ত্রণা!'

এরপর সে তার মেয়েকে বলল, 'যাও তো, তোমার বাবার জুতো খুঁজে দিয়ে আসো।'

মেয়ে বলল, 'এটা আমার কাজ নয়। আমার বোনকে বলুন, সে আমার চেয়ে ছোট। সে-ই গিয়ে জুতো খুঁজে দিয়ে আসুক।'

তখন বাবা তাদের কাছে এসে রাগের মাথায় বলল, 'তোমাদের মধ্যে কি একজনও এমন নেই, যে আমার জুতোটা খুঁজে দিতে পারে! যদি তোমার মা তোমাদের ঠিকমতো প্রতিপালন করত, তাহলে এমনটা হতো না!'

তখন স্ত্রী রেগেমেগে উত্তর দিল, 'আমি আপনার চেয়ে তাদের ভালো প্রতিপালন করেছি; আপনিই জানেন না, আসলে কী করে প্রতিপালন করতে হয়! কারণ আপনার নিজের পরিবারেই তো এসব শেখেননি।'

স্বামী তখন বলল, 'চুপ কর, মূর্খ!'

স্ত্রী বলল, 'যাও, এখান থেকে চলে যাও। ঘুমিয়ে ছিলে সেটাই ভালো ছিল।'

স্বামী বলল, 'তুমি আমাকে আমার ঘর থেকেই বের করে দিচ্ছ?! আমি তোমাদের মুখ দেখতে চাই না। তোমার সন্তানদের নিয়ে তুমি বেরিয়ে যাও।'

এভাবে একজন স্ত্রীর বোকামির কারণে একটা সুন্দর পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়, যে তার ঘরের ঠিকমতো খেয়াল রাখে না, তার সন্তানদের মনে বাবার ভালোবাসা রোপণ করে দেয় না।

সুন্দর আচরণ

- রাসুল ﷺ গুরুত্বারোপ করেছেন, যেন পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের আগলে রাখে, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে। তিনি উত্তম স্ত্রীকে দুনিয়ার জীবনে সুখী হওয়ার উপকরণ বলেছেন। রাসুল ﷺ বলেন :

ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ، فَمِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ وَطِيَّةً فَتُلْحِقُكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَةً كَثِيرَةَ الْمَرَافِقِ، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْأَةُ تَرَاهَا فَتَسُوءُكَ، وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَمَالِكَ، وَالدَّابَّةُ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِنْ ضَرَبْتَهَا أَتْعَبَتْكَ، وَإِنْ تَرَكْتَهَا لَمْ تُلْحِقْكَ بِأَصْحَابِكَ، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَةَ الْمَرَافِقِ

'তিন জিনিস সৌভাগ্যের আর তিন জিনিস দুর্ভাগ্যের। সৌভাগ্যের তিন জিনিস হচ্ছে : এক. উত্তম নারী, যাকে দেখে তোমার মন জুড়াবে। যখন তুমি দূরে যাবে, তখন সে নিজের ও তোমার সম্পদের নিরাপত্তা দেবে। দুই. অনুগত বাহন। যা তোমাকে বহন করে তোমার সঙ্গীদের কাছে নিয়ে যাবে। তিন. আর সে ঘর, যে ঘরে প্রভূত কল্যাণ থাকে। দুর্ভাগ্যের তিন জিনিস হচ্ছে : এক. এমন নারী, যাকে দেখে তোমার কাছে খারাপ লাগে। সে তার জবান তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। যখন তুমি দূরে যাও, তখন সে তার নিজের ও তোমার সম্পদের নিরাপত্তায় খিয়ানত করে। দুই. বেসামাল বাহন। যখন তাকে প্রহার করো, তখন সে অনুগত। আর যখন এমনিই ছেড়ে দাও, সে অবহেলা করে তোমাকে গন্তব্যে নিয়ে যেতে চায় না। তিন. যে ঘরে তুমি সংকীর্ণতা অনুভব করো, খুব কমই কল্যাণ যেখানে থাকে।'[১৫২]

---

১৫২. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৬৮৪, সহিহুল জামি : ৩০৫৬।

- স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার বড়, সেটার অর্থ এ নয় যে, সুন্দর আচরণ ও উত্তম ভরণপোষণে স্বামী ত্রুটি করতে পারবে। অথবা স্ত্রীর দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে তাকে অবহেলা করার কোনো রকম সুযোগ তার জন্য আছে। দাম্পত্য জীবনের সুন্দর ও সুষম আচরণের সব দিকই এ আয়াতে চলে এসেছে :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী।'[১৫৩]

তাফসিরে কুরতুবিতে এসেছে, 'অর্থাৎ স্ত্রীদের ওপর স্বামীদের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনই স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে। এই জন্য ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজসজ্জা করি, যেমন সে আমার জন্য সাজসজ্জা করে। আমি যেমন পছন্দ করি স্ত্রী আমার সব অধিকার ঠিকঠাক আদায় করবে, তেমনই তার যেসব অধিকার আমার ওপর রয়েছে, সেসব আদায় করাও আমার কর্তব্য ও বাঞ্ছনীয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ('আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী।'[১৫৪]) অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য গুনাহহীন সৌন্দর্যতার উপকরণ অবলম্বন করবে।'

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'স্ত্রীদের যেমন স্বামীর আনুগত্য করা ও তার কথা মানা আবশ্যক, তেমনই স্বামীরাও স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ ও অনুপম সহাবস্থান করবে।'

- আনাস বিন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবিজি ﷺ-এর নয়জন স্ত্রী ছিল। তিনি তাঁদের মধ্যে পালা নির্ধারণ করে দিলেন। প্রত্যেকের ঘরে একদিন করে। এভাবে প্রথম জনের পালা আবার বাকি আট জনের পরেই আসত। আবার তাঁরা সবাই রাতের বেলা সে দিনটি যার, তার ঘরে এসে জমায়েত হতেন। একদিন আয়িশা ﷺ-এর ঘরের পালা। সে ঘরে জাইনাব ﷺ এলেন। রাসুল ﷺ তাঁর কোন স্ত্রী সেটা না দেখে তার দিকে হাত বাড়াতে গেলে তিনি বলে উঠলেন, "আমি জাইনাব।" সাথে সাথে নবিজি ﷺ তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন।

---

১৫৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২৮।
১৫৪. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২৮।

এরপর রাসুল ﷺ-এর সাথে তাঁরা দুজন কথা বলতে লাগলেন। বেশ সময় কথা হলো। এদিকে নামাজের ইকামত হয়ে গেল। আবু বকর رضي الله عنه তখন আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। দুজনের কণ্ঠস্বর তাঁর কানে গেল। তিনি বললেন, "আল্লাহর রাসুল, নামাজের জন্য আসুন। আর তাঁদের রেখে আসুন।"

নবিজি ﷺ বেরিয়ে গেলেন। আয়িশা رضي الله عنها তখন বলেন, "নবিজি ﷺ-এর নামাজের পর আবু বকর আসবেন। এরপর আমাকে এ এ বলবেন।"

যখন নবিজি ﷺ নামাজ শেষ করলেন, তখন আবু বকর رضي الله عنه আয়িশা رضي الله عنها-এর ঘরে এলেন। তাঁকে এসে ধমকে দিলেন। বললেন, "তুমি এসব করছ?!""

- আসলে, রাসুল ﷺ এখানে যেমন সুন্দর আচরণ করেছেন তাঁর স্ত্রীদের সঙ্গে, এমন সুন্দর আচরণই দাম্পত্য জীবনে কাম্য। আর এমন আচরণই সম্পর্ক সঠিক রাখে। কুরআন আমাদের এটারই আদেশ দিয়েছে। নবিজি ﷺ-এর সিরাত এটাই আমাদের বলছে। তাই এসো আমরা একনিষ্ঠ মুমিন হয়ে নবিজি ﷺ-এর সিরাতের আলোয় আলোকিত হই আর নিজের ঘরকে আলোকিত করি।

বিয়ে কি প্রেমের সমাপ্তি?

- বিয়ে করা আর প্রেম-ভালোবাসাকে কবর দেওয়া একই কথা—এটা অগণিত মানুষের ভুল ধারণা। আবার অনেকের ধারণা, স্ত্রীর সাথে সুন্দর আচরণ করা, তার সাথে মনের ছোট ছোট কোমল অনুভূতি ভাগাভাগি করা কেবল বিয়ের প্রথম কটা দিনের মাঝেই সীমাবদ্ধ! এসবই আসলে ভুল ধারণা ও জ্ঞানহীনতার আলামত।

  আহা... প্রেম-ভালোবাসা তো বিয়ের পরেই নারী-পুরুষের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। বিয়ে ছাড়া এ পূর্ণতা সম্ভব নয়। আর বিয়ের আগের সব প্রেমই হারাম। আর সবটাই আল্লাহর বিধানের বিপরীত। আর আল্লাহর বিধানের বিপরীত কিছুতেই বরকত নেই।

- স্ত্রী মনের ভেতর সুন্দর কথা সাজিয়ে এল স্বামীর কাছে। তার স্বামীকে মনের কথা বলবে। একটু প্রশান্তি পাবে। কিন্তু স্বামী তার কথার দাম দিল না, একটু শুনলও না।

  কেন এমন আচরণ? কেন এমন কাঠিন্য দেখাও তোমার জীবনসঙ্গিনীর সাথে? সে তোমার হৃদয়ের রানি! যখন তুমি তাকে অবহেলা করো, তখন সে কতটা কষ্ট অনুভব করে, তা ভেবে দেখেছ?! তোমার এ আচরণ তোমার মনের ওপর, তার নারীত্বের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে, তা ভেবে দেখেছ? কেন এ অহংকার, কেন এ হঠকারিতা?!

  বোলো না যে, আমার বয়স হয়ে গেছে। এখন যৌবনের মতো এসব মনে গোছে না। এখন এসব আবেগ আর মন-ভোলানো কথার কোনো দাম নেই আমার কাছে। আমার ব্যস্ততা আছে, কাজ আছে। আমার ব্যস্ততার কারণেই কুল পাই না আবার এসব!

  যদি সেসব আবেগী কথা শোনার তোমার কোনো প্রয়োজন না-ই থাকে, তাতে তার কী দোষ?! কেন তাকে তুমি ধমক দিচ্ছ?! কেন অবমূল্যায়ন করছ?! এখানে সে কী এমন গুনাহ করেছে! কেন তার প্রতি এত কঠোরতা!

এটা সত্য যে, তুমি কাজের চাপে থাকতে পারো, অথবা তোমার সামাজিক কোনো চাপ বা ব্যক্তিগত মানসিক চাপ থাকতে পারে; কিন্তু অন্যের ভুলের কারণে কেন তুমি তোমার স্ত্রীকে শাস্তি দেবে?! অন্যের কারণে কেন তাকে অবহেলা করবে?! তুমি তাকে এমন কাজের জন্য শাস্তি দিচ্ছ, যা আসলে সে করেইনি!

তুমিই কি দাম্পত্য জীবনের সে-ই শুরুতে এ নির্মল ভালোবাসা বারবার কামনা করোনি?! তুমিই কি তখন এসব আবেগী কথাকে চমৎকার বিশেষণে ভূষিত করোনি?!

বয়স তোমাকে এখন কাঠিন্যে ফেলেছে। কিন্তু কোনো মানুষই এমন নেই যে, যার সত্যিকার ভালোবাসা ও সত্যিকার প্রেমের প্রয়োজন নেই। সকলেই সত্যিকার ভালোবাসা ও প্রেম চায় অবশ্যই।[১৫৫]

- স্ত্রীকে তুমি দুটো সুন্দর কথা বলে তোমার কথার বন্দী করে নিতে পারো, সামান্য দুটো সুন্দর কথাই যথেষ্ট তার অন্তরকে তোমার প্রতি আকর্ষিত করার জন্য। তোমার সত্যিকার অনুভূতির প্রকাশ তাকে তোমার আরও কাছে নিয়ে আসবে। তুমি সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তার মনের রাজা হতে পারবে সহজেই।...

পৃথিবীর বুকে প্রত্যেক স্ত্রীই তার স্বামীর কাছে প্রশংসা ও স্তুতি শোনার আগ্রহে থাকে।... এটা মনে রাখবে।...

- দুনিয়ার প্রত্যেক স্ত্রীই চায় যে, তার স্বামী যেন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়; চাই তার সাথে হোক বা বাইরের কারও সাথে হোক। স্ত্রী একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের স্বামী চায় আর দুর্বল স্বামী অপছন্দ করে, অপছন্দ করে দ্বিধাগ্রস্ত স্বামীও।...

যখন নারী সুষ্ঠু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্বাধীন চিন্তাসম্পন্ন স্বামী পায়, তখন সে নিজের নারীত্ব অনুভব করে, তার আসল পরিচয় খুঁজে পায়।...

কিন্তু শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অর্থ এ নয় যে, তুমি স্ত্রীর প্রতি জুলুম করবে, খারাপ আচরণ করবে... কেবল হুকুম চালানো নয়... এটা করো, ওটা কোরো না, এমন কিছু নয়... শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অর্থ এ নয় যে, তুমি স্ত্রীর প্রতি কঠিন আচরণ করবে, অভদ্রোচিত আচরণ করবে।...

---

১৫৫. ড. সালমান বিন ইয়াহইয়া মালিকি কৃত আইয়ুহাল আজওয়াজ... রিফকান বিল কাওয়ারির।

ভালোবাসা কীভাবে নষ্ট হয়?

- ভালোবাসা নষ্ট হওয়ার প্রথম দৃশ্যমান কারণ হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কমে যাওয়া। বিয়ের প্রথম কটা দিনে, মধুমাসে দুজন দুজনার সাথে বেহিসাব কথা বলেছে। এরপর ধীরে ধীরে কথা কমতে শুরু করে। স্বামী দিনে ১২ ঘণ্টা কাজে আটকে থাকে আর স্ত্রীর সাথে কথা বলে না, কারণ সে নারী, সে কথা বলার উপযুক্ত নয়।

- এরপর আসে বাড়ি থেকে বের হওয়ার কারণ খোঁজার সময়-স্তর। এ সময় স্বামী বিভিন্ন রকম পদ্ধতি খুঁজতে থাকে যে, কীভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁপ ছেড়ে কিছুক্ষণ স্বস্তি পাওয়া যায়!

- এরপর দুজনেই দুজনের দোষ ধরার কাজে লেগে পড়ে। স্বামী কেবল স্ত্রীর দোষই দেখে, স্ত্রী কেবল স্বামীর দোষই দেখে। আর নিজের কোনো দোষ নেই বলে স্পষ্ট করে দেয়। যদিও নবিজি ﷺ বলেছেন :

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

'কোনো মুমিন পুরুষ মুমিন নারীর প্রতি বিদ্বেষ-ঘৃণা পোষণ করবে না; (কেননা) সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) কোনো স্বভাবকে অপছন্দ করলেও তার অন্য কোনো স্বভাবে সন্তুষ্ট হবে।'[১৫৬]

এ স্তরে এসে স্বামী বলে, তার স্ত্রী তাকে গুরুত্ব দেয় না। সে তার মাকেই গুরুত্ব দেয়। তার কাছে এখন সে গুরুত্বহীন পুতুল।

স্ত্রী বলে, 'আমার স্বামী পুরো তার পরিবারের পক্ষপাতী। পরিস্থিতি সহ্যের বাইরে।' অথবা বলে, 'তার মা-ই তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

---

১৫৬. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৯।

বিয়ের প্রথম কদিন দুজনেই দুজনের ভুল দেখতে পেত এবং ভুল স্বীকার করে নিত। কিন্তু এ স্তরে এসে কেউ নিজের ভুল দেখে না, দেখে অপরজনের ভুল।

- এ স্তরে এসে কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাসের জন্য দাম্পত্য সম্পর্ক থমকে যায়।... কিন্তু তখনও দুজনে বিবাহ বন্ধনে থাকে এবং তখন পর্যন্ত বড় কোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকে।

- ভালোবাসা নষ্ট হওয়া তখনও চলে। এ সময়ে যে স্তর আসে, সেটা খুবই মারাত্মক। সেটা হচ্ছে, ঘরের বাইরে ভালোবাসা খোঁজা। এ সময়ে এসে মানুষ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। এখানে এসে বিপর্যয় ঘটে। আর আল্লাহর গজব আসার আশঙ্কা হয়ে যায়।

ঘরের বাইরে এমনভাবে ভালোবাসার খোঁজ করা হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে খিয়ানত পর্যন্ত নিয়ে যায়। আবার কখনো একটার পর একটা গুনাহ হতেই থাকে। আবার কখনো শয়তান অন্য নারীকে তার কাছে সুন্দর ও সুশ্রী করে তোলে এবং তার স্ত্রীর প্রতি অনীহ করে তোলে।[১৫৭]

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'তোমার হাতে যেটা আছে, সেটার চাইতে তুমি যেটা রাখতে সক্ষম নও সেটা অধিক সুন্দর—এটার প্রতি শয়তান তোমাকে প্ররোচিত করবে।'

এই জন্য তুমি দেখবে কোনো সম্মানিত নারীর সাথে সম্মানিত পুরুষের বিয়ে হয়েছে। যে নারীর মতো কাউকে পাওয়া খুবই কঠিন, এ লোক সে নারীকে ছেড়ে আরও কম সুন্দর, কম গুণবতী এক নারীকে বিয়ে করেছে। তুমি এখানে সমীকরণ মেলাতে ব্যর্থ হবে। কেন প্রশ্নের বিপরীতে যুক্তিসংগত উত্তর পাবে না। আর সে নারীও তার প্রথম স্বামীর চাইতে কম গুণসম্পন্ন কাউকে বিয়ে করে।

নবিজি ﷺ বলেন :

إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ، فَقِيلَ:
هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

১৫৭. ড. আমর খালিদ কৃত আল-হুব্বু বাইনায যাওজাইন।

'যখন আল্লাহ কিয়ামতের দিন প্রথম-শেষ সব মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন প্রত্যেক প্রতারকের প্রতারণার নির্দশনরূপে একটা পতাকা উত্তোলন করা হবে। তখন বলা হবে, "এটা হচ্ছে অমুকের সন্তান অমুকের প্রতারণা।"'[১৫৮]

তখন সে সমস্ত মানবজাতির সামনে অপদস্থ হবে এবং নবিজি ﷺ-এর সামনেও।

১৫৮. সহিহ মুসলিম : ১৭৩৫।

রুক্ষ সম্পর্ক ঠিক করা

- দাম্পত্য সম্পর্ক একটা অনুপম পবিত্র সম্পর্ক। এটা কি সে ঐশ্বরিক বন্ধন নয়, যার ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ আয়াত নাজিল করেছেন, যে আয়াত কিয়ামত পর্যন্ত তিলাওয়াত করা হবে। আল্লাহ বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের; যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।'[১৫৯]

এমন কথা শুনা যায় যে, স্ত্রীরা তাদের স্বামীর রুক্ষ আচরণ ও কঠোরতার অভিযোগ করে, নিন্দা করে। তারা সুন্দর সুন্দর কথা তাদের কাছে পায় না।...

এ জন্য তোমাদের দুজনকেই বলি। সুখী দাম্পত্য জীবনের রহস্য হচ্ছে, ঘরকে আল্লাহর ভালোবাসা ও আনুগত্যের ওপর, তাঁর রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসা ও অনুসরণের ওপর গড়ে তুলতে হবে।... পাপের একটা অদ্ভুত প্রভাব থাকে দাম্পত্য কলহের ওপর।...

---

১৫৯. সুরা আর-রুম, ৩০ : ২১।

• রুক্ষ সম্পর্ক ঠিক করার কিছু টিপস

- স্ত্রীর সাথে তেমন আচরণ কোরো না, যেমন আচরণ অফিসের বস তার কর্মীর সাথে করে।

- তার পরনের পোশাক বা খাবার বা তার কথা বলার ধরনের দোষ সরাসরি না বলে পরোক্ষভাবে বলো।

- তাকে একটা বিশেষ নামে ডাকো। নবিজি ﷺ যেমন আয়িশা ؓ-কে ডাকতেন, 'আয়িশ' বলে।

- সে যে খাবার ও পানীয় তৈরি করে, তার প্রশংসা করো। খাবার টেবিলে একসাথে খাবে বলে তার জন্য অপেক্ষা করো। এরপর একত্রে খাবার খাও।

- তার পছন্দ হয় এমন করে পোশাক পরে প্রস্তুত হও।

- যখন সে সেজেগুজে তোমার জন্য তৈরি হয়, তখন তার প্রশংসা করো। কিন্তু অতিরিক্ত প্রশংসা থেকে বিরত থাকবে।

- তার ঘর গোছানো, কাপড়চোপড় পরিষ্কার করার পদ্ধতির প্রশংসা করো। তার হাতে স্পর্শ হয় এমন সব কাজের প্রশংসা করো।...

- যদি কখনো অনুষ্ঠান বা বিশেষ আয়োজন থাকে, তখন তাকে কাজে সাহায্য করো।

- ঘরে এসে যদি তাকে কাজে ব্যস্ত দেখো, তাহলে তার কিছু ব্যস্ততা লাঘবের চেষ্টা করো।

- ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে তাকে সাহায্য করো। যেমন : তোমার স্ত্রী তাদের গোসল করিয়ে দিল, তুমি এসে জামাকাপড় পরিয়ে দিলে। তখন তুমি দুজনে মিলে ছেলেমেয়েদের লালনপালন করা উপভোগ করতে পারবে।

- রাতের বেলা ছোট সন্তানদের ডাকে সাড়া দেওয়া, তাদের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে তাকে সাহায্য করো। তার বোঝা হালকা করো।

- সময়ে সময়ে তাকে একটা হাদিয়া দাও। তাকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে শৈল্পিক দক্ষতার পরিচয় দাও। যেমন : তুমি উপহারটা এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখলে এরপর তাকে ডেকে আনলে আর সে হঠাৎ তোমার উপহারটা আবিষ্কার করে সারপ্রাইজ পেল।

- যদি তার কোনো বিশেষ শখ থাকে, সেটায় উন্নত করার প্রতি তাকে উৎসাহ দাও।

- কিছু দ্বীনি মজলিশ ও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণে তাকে উৎসাহিত করো।

কে বেশি চুপ থাকে—স্বামী না স্ত্রী?

- 'সে কথা বলে না... কিছু বলে না... চুপ করে বসে থাকে...

আমি আমাদের জীবনের কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করি আর সে মাথা নাড়িয়েই ক্ষান্ত।... কখনো আমার ওপর দোষ চাপিয়ে চুপ মেরে থাকে।...'

নীরবতা নারীদের চেয়ে বেশি আক্রান্ত করে পুরুষদের। নীরবতার রোগের কারণে স্ত্রী তার স্বামীকে নিয়ে উদ্বিগ্নতায় পড়তে বাধ্য হয়। বিশেষ করে যদি স্ত্রী কোনো ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে আর যেখানে স্বামীর কিছু বলার দরকার সেখানে নীরবতা আত্মঘাতী হয়।

দেখা গেল, কখনো স্ত্রী সন্তানদের বা স্বামীর আত্মীয়দের নিয়ে বেশ ঝামেলায় পড়ে যায়। যেমন : সব সময় আসতে-যেতে থাকা আত্মীয়-পরিচিতরা অথবা সময়ে সময়ে স্বামীর বন্ধু ও পরিচিতদের আসতে থাকা।...

• স্বামী কেন চুপ থাকে?

- বিয়ের পর কয়েক বছর কেটে গেল। এখন স্বামী-স্ত্রী মুখের ভাষা ছাড়াই পরস্পরের মনের কথা বোঝার মতো স্তরে চলে এসেছে। এখন শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজনই পড়ে না। তারা দুজন মনে করে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করা এক ধরনের অনর্থক কাজ ও অপ্রয়োজনীয়! এমনটা কারও কারও মনের অবস্থা।

  তাদের মধ্যে একটা সুন্দর শব্দ ব্যবহার বা ভালোবাসার একটা কথা বা সুন্দর স্মৃতি রোমন্থনে একটা বাক্য ব্যবহার করা নাকি শিশুসুলভ আচরণ! আর তারা নাকি সে স্তর পার করে এসেছে!

- কখনো কখনো দেখা যায় অফিসে দীর্ঘ সময় অন্যদের সাথে কথা বলতে বলতে তার শক্তি শেষ। এখন সে বাড়িতে এসে চুপ থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে চাইছে।

- আবার কখনো স্বামী স্বাভাবিক বাগ্‌বিতণ্ডার মাধ্যমে তার ভেতরের মানসিক কষ্ট দূর করতে চায়। তখন স্ত্রীর সমালোচনায় একটা-দুটা শব্দ ব্যবহার করে বা কঠিন শব্দ বলে ফেলে, তখন তার স্ত্রী প্রত্যুত্তরের বদলে চুপ করে থাকে।

• চুপ থাকার কি কখনো প্রয়োজন হতে পারে?

সাইকোলজিস্টরা বলেন, কতক স্বামী 'টেম্পোরারি সাইলেন্স'-এ আক্রান্ত। কিন্তু এটা তাদের জন্য মানসিকভাবে সন্তোষজনক। বরং এটা হচ্ছে দাম্পত্য আলোচনা থেকে পালিয়ে বাঁচার তাদের একটা কৌশল।

তাদের স্ত্রী চিৎকার করে বলে, 'আমার স্বামী চুপ মেরে থাকে। কোনো কথা বলে না।'... আসলে তার কথা না বলার পেছনের কারণ হচ্ছে, সে আরও বেশি সমস্যা চাচ্ছে না, যেমনটা কথা কাটাকাটিতে অন্য পরিবারে ঘটে থাকে।...

এ নীরবতা কিছু কারণে হতে পারে, যেমন :

- অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপ।

- স্বামী-স্ত্রী দুজনের মতামত ভিন্নতা থাকার কারণে। স্বামী চুপ করে থাকে; যেন তার স্ত্রীর বিপক্ষে তার মুখ না খুলতে হয়।

- নির্দিষ্ট কোনো সত্য লুকানো। কখনো স্বামীর নীরবতা অবেচতন নয়; বরং সচেতন প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। নীরবতার দেয়ালের পেছনে সে নিজে বাঁচে, অথবা অপরজনকে বাঁচায়।

- কখনো নীরবতার অর্থ হয় অপরজনের প্রতি গুরুত্বহীনতা। কথা হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এটা অপরিহার্য। কিন্তু যখন কেউ কথা বলে না, চুপ মেরে থাকে—এটা অপরজনকে অবহেলা করার অর্থে ধরা হয়।[১৬০]

---

১৬০. ড. জাসিম আল-মুতাওয়ি কৃত মানিল আকসারু সামতান আর-রুজুল আমিল মারআহ।

যে স্বামী ভালোবাসে না, তার ঘর করবে কী করে?

- যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে ভালো না বাসে, তাহলে সেটাই সমাপ্তি হয়ে যায় না। কেননা, স্বামীর মনে নতুন করে ভালোবাসার জন্ম দেওয়া অসম্ভব নয়। একজন গুণবতী বুদ্ধিমতী তার সব শক্তি কাজে লাগিয়ে স্বামীর মনে ভালোবাসার চমৎকার বৃক্ষ উদ্গত করতে পারে।...

• কীভাবে স্বামীর মন জয় করব?

- প্রথমে তোমাকে তোমার ভাগ্য মেনে নিতে হবে। এ ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট হতে হবে, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কারণ, পরিতুষ্টি ও সন্তুষ্টি হচ্ছে দুনিয়া-আখিরাতে সুখের চাবিকাঠি।

- মনে রাখবে, আল্লাহ তোমাকে এ স্বামী দিয়েছেন তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তুমি কি ধৈর্য ধরো এবং আল্লাহর সিদ্ধান্ত-তাকদিরের ওপর তাঁর শুকরিয়া আদায় করো কি না।

- মনে রাখবে, যদি তুমি সবর করো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে তার উত্তম প্রতিদান দেবেন। হয়তো আল্লাহ তোমাকে এমন স্বামী দিয়ে সামনে তোমার জন্য এমন প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন, যা তুমি ধারণাও করতে পারছ না এখন। আল্লাহ বলেন :

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

'হতে পারে তোমরা কোনো কিছু অপছন্দ করো; অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর।'[১৬১]

---

১৬১. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৬।

- স্বামীর অনুভূতির সাথে প্রতিক্রিয়মান হও। সে যেন তোমার ভালোবাসা অনুভব করে তেমন আচরণ করো। আর পুরুষ হিসেবে তার মধ্যে তোমার আগ্রহ ফুটিয়ে তোলো।

- তাকে তোমার মহত্ত্ব বুঝতে দাও। তার জন্য তোমার সময়, চেষ্টা, সম্পদ ব্যয় করতে কার্পণ্য কোরো না। তাহলে সে বুঝবে যে, তুমি সবকিছু উজাড় করে তাকে ভালোবাসছ, তাহলে তার মধ্যেও তোমার প্রতি আগ্রহ জন্মাবে, প্রেম জন্মাবে। আর তোমাকে ভালোবাসা দিতে সে তৈরি হবে, যার জন্য তুমি এত ব্যাকুল।

- তুমি তার বন্ধু হয়ে যাও, তার সাথে তার কাজ-কারবার ও তার গুরুত্বের জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলো।

- বেশি বেশি পড়ো। দাম্পত্য জীবনের আচরণাবলি নিয়ে বেশি বেশি জানো এবং তা অনুসরণ করো।

- তোমার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও তোমার তৎপরতায় যেন কখনো ছেদ না পড়ে।

- সব সময় সচেতন থাকো। চাই কোনো সমস্যা থাকুক বা না থাকুক। এরপর যখন কোনো সমস্যা আসে, তখন সেটা সমাধানের চেষ্টা করো। যেন তোমার স্বামী তোমাকে প্রবলেম সলভার হিসেবে কাছে পায়। যাতে তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে যায় সে।

- স্বামীর ধন-সম্পদের ঠিকমতো হিফাজত করো। কোনো রকম অপচয় কোরো না বা অপব্যয় কোরো না।

- তুমিই তার শান্তির স্থান হয়ে যাও। সবটুকু কোমলতা দিয়ে তাকে বেষ্টন করে নাও। যেভাবে একজন মা তার সন্তানদের ভালোবাসে তেমনই সত্য ভালোবাসা তাকে দাও। তুমি জানো না তার মনে কোন কষ্টটা সে পুষে আসছে দিনের পর দিন। তাই সে কষ্ট যেন লাঘব হয়, তার জন্য নিজের সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে যাও।

- বাহ্যিক ও মানসিক সব সমস্যায় তার পাশে থাকো। এভাবে সে সব সময় তোমার পাশে থাকবে।

- তাকে এমন অনুভব করাও যে, সে-ই হচ্ছে তোমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ, আর অন্য কেউ নয়; যদিও সে অন্য কেউ—ছেলে হোক বা বাবা হোক। এ দিকটা মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের বিরোধী নয়।

- সে তোমাকে যা দেয়, তার বিনিময়ে সব সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। সে তোমার জন্য ছোট থেকে ছোট যেকোনো অবদান রাখে, তার জন্য তার গুণগ্রাহী হও।

- নিজের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করো এবং নিজের ময়দানে নিজেকে সফল করো, তাহলে সে তোমাকে আগের চেয়ে বেশি সম্মান দেবে।

কীভাবে স্বামীকে চুপ করিয়ে রাখবে?

- যারা নিজেদের স্বামীকে নিজেদের থেকে দূর করতে চায়, তাদের জন্য কিছু টিপস :

- স্বামীকে কখনো সম্মান করবে না। সব সময় তাকে অপমান করবে। বিশেষ করে সন্তানদের সামনে বা তার বাবা-মা ও ভাই-বোনদের সামনে তো অবশ্যই অবশ্যই তাকে অপমান করবে।

- কখনো ঘরে তার জন্য সাজবে না। কেননা, বিয়ের সময় তো একবার সেজে এসেছই। এখন আর সাজার কী দরকার!

- বেশি বেশি খাবে আর মোটা হয়ে যাবে। শরীরের যত পারো চর্বি বাড়াও।

- তোমার আবেগ-অনুভূতি দেখাবে না, স্বামীর প্রয়োজনে বা উপহার দিতে টাকাপয়সা খরচ করবে না। সবকিছুতে কার্পণ্য দেখাবে।

- যখন দেখবে, তোমার স্বামী কোনো সমস্যায় পড়েছে, তখন তাকে কোনো রকম বাহ্যিক ও মানসিক সাহায্য করবে না। কী দরকার! উলটো তাকে আরও সমস্যায় ফেলবে। ঝগড়া করবে।

- স্বামীকে উপেক্ষা করবে। তার প্রতি কোনো রকম গুরুত্ব দেবে না। তোমার সন্তানরা আর তোমার মা-ই হচ্ছে তোমার সবটুকু মনোযোগের যোগ্য। ঠিক আছে!?

- চিন্তাভাবনা করে কাজ করার দরকার নাই। নিজেকে উন্নত করার দরকার নাই। নিজের বুদ্ধিমত্তাকে একটা লম্বা ছুটিতে পাঠিয়ে দাও। কারণ বুদ্ধি ব্যবহারের কোনো প্রয়োজনই নাই।

- তার সাথে মিথ্যা বলো। তার থেকে সবকিছু গোপন রাখো। তার ওপর কখনো বিশ্বাস রেখো না।

- নিজেকে কখনো বদলাবে না। সব সময় যত পারো তাকে আরও সংকীর্ণতায় ফেলো।

- যত পারো নিষ্ক্রিয় হও। যেন সে তোমাকে মনে করে তুমি একটা কাষ্ঠ-খণ্ডমাত্র।

- মূর্খের মতো হয়ে যাও। তুমি যত পড়ালেখা করো, যত সার্টিফিকেট পেয়েছ, সেসব ভুলে যাও। কারণ তোমাকে তো মূর্খের মতো হতে হবে।

- কখনো পড়বে না। সব সময় সিরিয়াল আর রান্নার প্রোগ্রাম দেখবে।

- নিজের কাছে নিজের ঘরে তোমার স্বামীর মাধ্যমে যতটা পাচ্ছ, সেসব নিয়ামতে মোটেও সন্তুষ্ট হবে না; বরং তোমার আশপাশে, তোমার বান্ধবীদের কাছে কী কী আছে, সেসবের প্রতি লোভের নজর রাখবে। মনে রাখবে, অল্পে পরিতুষ্টি বলতে দুনিয়াতে কিছু নেই।

- অহংকারী হও, দাম্ভিক হও। সব সময় 'আমি' শব্দের ব্যবহার করবে।

- স্বামীর যত সম্পদ আছে সব অপচয় করবে।

- সব সময় লাগাতার স্বামীকে অপমান করে যাও। তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলো।

- যদি তুমি এসব করতে পারো, তাহলে তোমাকে সাদর সম্ভাষণ, এখন তোমার দাম্পত্য জীবন শেষ, অভিনন্দন।

- আমার এমন লেখায় আশ্চর্য হয়ো না!

  অনেক নারীই এ তালিকার সবটা করে। এরপর আশ্চর্য হয়ে বলে, কেন তার স্বামী তার সাথে এ রকম একগুঁয়ে আচরণ করছে। কেন সে তাকে ভালোবাসে না, কেন তার সাথে কিছুক্ষণ বসে না!

  মনে রাখবে, ওপরে যা বলেছি, এগুলোই আসলে তালাক হওয়ার কারণ। এগুলোই সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। বর্তমান স্বামীর সাথে এমন আচরণ করে অনেক নারী, যেন সে অচিরেই অন্য কোনো স্বামীর কাছে যাচ্ছে। যদি এমনটা নাও হয়, তবে সর্বনিম্ন এতটুকু হয় যে, স্বামীর সাথে সম্পর্ক ঠিক থাকে না।

একজন পুরুষ কেমন স্ত্রী অপছন্দ করে?

- অভিযোগকারিণী নারী : যে নারী সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করতেই থাকে। যখন স্বামী ঘর থেকে বেরোয়, তখন সে রাগ করে; যখন স্বামী ঘরে ফিরে আসে, তখনও রাগ করে। একটা দিনও তার কারণে ঝগড়া ছাড়া যায় না।

- প্রশ্নকারী নারী : যে নারী সব সময় তার স্বামীর পেছনে লেগে থাকে প্রশ্ন নিয়ে—কী চিন্তা করছেন? কী কাজে ব্যস্ত? আপনি বদলে যাচ্ছেন? কখন আমরা ঘুরতে যাব? এমন নারী সব সময় কিছু না কিছু বলতে থাকবেই আর স্বামীর স্নায়ুতে আঘাত করে করে স্বামীর ধৈর্যের পরীক্ষা নিতে থাকবে। যদিও স্বামী ক্লান্তও হয়ে পড়ে তার কথা শুনতে শুনতে, অথবা কাজে ব্যস্তও থাকে, তবুও সে তার কথা থামাবে না।

- হঠকারী নারী : যে নারী সব সময় তার স্বামীর সামনে হঠকারিতা করতে থাকে। কখনো স্বামীর কথা শুনে না। স্বামীর কোনো কথা-আদেশের অনুসরণ করে না; বরং তার উলটোটা করে। সে তার অভিমতের ওপরই সব সময় দৃঢ় থাকে। খুব কমই তার স্বামীর কথায় তার মন ভেজে।

- উদাসীন নারী : যে নারী নিজের খেয়াল রাখে না, নিজের কাপড়চোপড়ের খেয়াল রাখে না, বাড়ির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখে না।

- সংশয়বাদী নারী : যে নারী নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না। সব সময় মনে করে তার স্বামী অন্য কোনো নারীর পেছনে লেগে আছে বা তাকে ছাড়া অন্য কোনো নারীকে নিয়ে ভাবছে।

  এরপর সে তার স্বামীর পেছনে পড়ে যে, তার সন্দেহ ঠিক না ভুল। সে তালাশ করে তার স্বামীর পকেটে, স্বামীর অফিসের কাগজপত্রের ভেতরে বা তার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে তার সংশয়ের অনুকূলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

- আদবহীন নারী : যে নারী ইসলাম ও শরিয়তের কোনো আদব ও নিয়মের ধার ধারে না, যা ইচ্ছে পরে, যেমন ইচ্ছে তেমন আচরণ করে।
- ধোঁকায় পড়ে থাকা নারী : যে নারী তার আশপাশের লোকদের সামনে অহংকার করে বেড়ায়। অন্যদের সামনে ভাব নেয় যে, তাকে বিয়ে করার মতো কোনো পুরুষ পৃথিবীতে নেই।
- মিথ্যাবাদী নারী : মিথ্যাবাদী নারী হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক নারীদের এক প্রকার।
- দাম্ভিক নারী : যে কেবল নিজের প্রতিই আগ্রহী। যদি স্বামী ঘরে থাকে, তাহলে কেবল তার সাথেই স্বামীকে সময় কাটাতে হবে।
- বাচাল নারী : যে নারী বাচাল, তাকে নিয়ে পুরুষ খুবই ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়ে।
- ছোট-বড় যেকোনো অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো নারী : সব সময় ছোট-বড় যেকোনো কারণে রাগে ফুঁসে ওঠে বা কাঁদতে শুরু করে।
- অতিরিক্ত অভিযোগ শোনা অপছন্দ করে পুরুষ : যে নারী এখন একটা অভিযোগ নিয়ে আসে, একটু পর আরেকটা অভিযোগ নিয়ে আসে স্বামীর মানসিক সমর্থন পাওয়া পর্যন্ত।
- যে নারী পুরুষের সম্মান খর্ব করে সে নারীকে স্বামী অপছন্দ করে। পুরুষের সম্মানে ঘা দেওয়া খুবই সহজ; কিন্তু এ আঘাতের চিকিৎসা করা খুবই কঠিন।
- যে নারী অন্য কাউকে ঘৃণা করে কেবল একবার তার স্বামীর সাথে কথা বলার সময় তার দিকে চোখ ফেরানোর কারণে। অথবা নিজেই সে নারীর মুখ নিজ হাতে অভদ্রোচিতভাবে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়।
- এমন স্ত্রী, যে তার স্বামীর হাল-অবস্থার কোনো কেয়ার করে না। এ নারী স্বামীর কাছে কেবল খারাপ সংবাদ বা পারিবারিক সমস্যা নিয়েই হাজির হয়। ঘরে আসার সাথে সাথে বা ঘুমানোর সময় এসে এসবের ফিরিস্তি খুলে বসে।... তার স্বামী চিন্তিত থাকে, আর সে এক গালে হাসতে থাকে বা স্বামীর নিন্দা করে, তাকে ধমকাতে থাকে।

- বাজারমুখী নারী : যে নারী সব সময় বাজারে গিয়ে কেনাকাটা করতে থাকে আর কখনো সে এটাতে পরিতৃপ্ত হয় না।
- গিবতকারী নারী : যে নারী সব সময় গিবত আর ঝগড়া নিয়ে পড়ে থাকে।
- যে নারী স্বামীর ছাড় দেওয়াকে দুর্বলতা মনে করে : যখন স্ত্রীর গলার আওয়াজ উঁচু হয়, তখন স্বামী চুপ করে সবর করে। কিন্তু এ প্রকারের নারী মনে করে তার স্বামী দুর্বল। এমন সব নারী কোনো স্বামীর পছন্দ নয়।

একজন নারী কেমন স্বামী অপছন্দ করে?

- বহু বিবাহকারী পুরুষ : যে পুরুষ স্ত্রী পালটায় কাপড় পালটানোর মতো করে। যার ভেতরে মানবিকতা ও আদব-কায়দা থাকে না। পরিবারকে দেয়ালে ছুড়ে মারে, তাদের নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনাই করে না সে।

- সংশয়বাদী পুরুষ : যে তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করতে থাকে। নিজের সন্দেহের অনুকূলে প্রমাণ খুঁজতে থাকে। যেন তার সন্দেহ তার পুরো মাথাটায় খেয়ে নিয়েছে। এমনকি পারলে সে স্ত্রীর প্রতিটি নিশ্বাস হিসেব করে নিজের সন্দেহ প্রমাণ করে। তার এমন সন্দেহ পরিবারকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

- অহংকারী পুরুষ : যে পুরুষ নিন্দনীয় গৌরবে ভোগে। এতে এটা তাকে-সহ তার স্ত্রীকেও জ্বালিয়ে দেয়। ঘর ধ্বংস করে। সন্তানদের ঘরছাড়া করে। তার অহংকারের কোনো কারণ না থাকলেও সে অহংকার করে যায়।

- কৃপণ পুরুষ : যে তার সম্পদ নিজের কাছে আটকে রাখে। জীবন উপভোগ ও দুনিয়ার নিয়ামত ভোগ করা থেকে নিজেকেও বঞ্চিত করে, নিজের সন্তানদেরও বঞ্চিত করে। এমন ভবিষ্যতের ভয় সে করে, যে সময়ে হয়তো সে পৃথিবীতেই থাকবে না। সময় কোনো কৃপণকেই তার সম্পদ ভোগ করতে দেয়নি!

- খোঁটাদানকারী স্বামী : যে স্বামী স্ত্রীকে দেয় ঠিকই; কিন্তু এরপর খোঁটা দিয়ে নিজের এ দানকে নষ্টও করে ফেলে।

- দুর্বল ব্যক্তিত্ব : যে পুরুষ নিজের পরিচালনাভার তার মায়ের থেকে নিজের স্ত্রীকে দেয়। বিয়ের আগে মায়ের অধীন ছিল, এখন বিয়ের পর স্ত্রীর অধীনে যায়। এমন দুর্বল ব্যক্তিত্বের পুরুষকে কোনো নারী পছন্দ করে না।

- অনির্ভরযোগ্য পুরুষ : যে পুরুষের ওপর কোনো কাজের দায়িত্বের ব্যাপারে নির্ভর করা যায় না। সে কোনো কাজ পূর্ণ করার ওয়াদা করেও সেটা করে না, এমন

অনির্ভরযোগ্য পুরুষ নারীদের পছন্দ নয়।... তার ওপর যদি কাজ বিনষ্টকারী হয়, তাহলে তো সে নারীদের পছন্দের তালিকাতেই আসে না।

- ওয়াদা ভঙ্গকারী পুরুষ : যে পুরুষ ওয়াদা করে আবার তা ভঙ্গ করে।

- কপটচারী পুরুষ : যার ভেতরে এমন দোষ থাকে, যেটা প্রকাশ করার মতো নয়। সে ওই দোষ গোপন করে নিজেকে খুব ভালো করে উপস্থাপন করে। এমন কপটচারী পুরুষ কারও পছন্দ নয়।

- গিবতকারী : যে মানুষের ধারে ধারে গিয়ে গিবত, নামিমা করে। এমনকি কখনো কখনো গিবতে লিপ্ত নারীদের কাছে বসেও তাদের কথা শুনে, এরপর নিজ দায়িত্ব হিসেবে সেসব গিবত প্রচার করে বেড়ায়।

- অপব্যয়ী : যে বিলাসিতায় ও অপব্যয়ে খরুচে নারীদেরও হার মানায়। তাকে তুমি সম্মানের যোগ্যই পাবে না।

- উদাসীন : যে নিজের ব্যক্তিত্বের প্রতি উদাসীন। এলোমেলো থাকে। অপরিষ্কার থাকে। আর বলে এসব সাজগোজ সবটা নারীদের কর্ম। অথচ আমাদের নবিজি ﷺ বলেন, (إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ) 'নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন।'[১৬২]

- দৃষ্টিচোর : যে পুরুষ গাইরে মাহরাম নারীদের দিকে তাকিয়ে থাকে। চোরা দৃষ্টিতে নারীদের দিকে তাকায়। স্ত্রীর সাথে বসেই চারপাশে অন্য নারীর খোঁজে চোখ ফেরাতে থাকে। অথবা বাজারে বাজারে ঘুরে নারী দেখার জন্য।

- দাইয়ুস পুরুষ : যে তার বাড়িতে অবাঞ্ছিত কাজ হওয়া গ্রহণ করে নেয়। পরিস্থিতি বা অন্য যেকোনো অজুহাতে স্ত্রীকে বিকৃত স্বভাবের করে তোলে।

---

১৬২. সহিহ মুসলিম : ৯১।

যখন স্বামী দুর্ব্যবহার করে

- কতক বোন তাদের স্বামীর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে। যেমন : কেউ তার স্ত্রীর ওপর তুচ্ছ কারণে চ্যাঁচামেচি করে, আবার কেউ তার স্ত্রীকে অবহেলা করে। এমনকি কখনো এসব কিছু গালাগালি বা মারধর পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

- এ সময় এসে দুজনের মাঝে সাময়িক বিচ্ছেদের শুরু হয়। একজন আরেকজন থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

- এ সমস্যার সমাধানে প্রথমে নিজের আচরণ ঠিক করো। চিন্তা করে দেখো, তোমার থেকে অনিচ্ছায় এমন কিছুর শুরু হয়েছে কি না, যা তার কাছে খারাপ লেগেছে, আর যে কারণে সে মন্দ আচরণ করছে। যদি তুমি স্বামীকে জানতে চাও যে, কীসের কারণে সে বিরক্ত? তাহলে সেটা দূষণীয় হবে না।

- তার জন্য সাজগোজ করো। নরম সুরে কথা বলো। হয়তো কখনো সে তোমার সাথে রূঢ় কণ্ঠে কথা বলবে, শক্ত আচরণ করবে; তবুও তুমি তোমার সাজসজ্জা ও নরম সুরে কথা বলো।

- ঘরের যেকোনো কাজে আগে এগিয়ে আসবে।... দাম্পত্য কলহ সমাধানের এটাই উত্তম পদ্ধতি। তোমার স্বামীকে তোমার সব কল্যাণে সিক্ত করো, সে তোমার অনুগ্রাহী হতে বাধ্য।

- তাকে ভালোবাসো, তার নিকটবর্তী হও। সে দুর্ব্যবহার করে বলে তুমিও দুর্ব্যবহার কোরো না আবার।

- তোমার স্বামী তোমাকে বাধা দিলেও বা তাকে তোমার থেকে বিমুখ কিংবা শিথিল পেলে তুমি তোমার চেষ্টা চালিয়ে যাও। সব সময় নবিজি ﷺ-এর বাণী মনে রাখবে :

وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

'দুজনের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়।'[১৬৩]

---

১৬৩. সহিহুল বুখারি : ৬০৭৭।

- সেসব নারীকে দেখো, যারা আগ বেড়ে কিছু করতে চায় না। তারা বরাবর বলে, 'আমরা অনেক চেষ্টা করেছি; কিন্তু পারি না।' আবার বলে, 'কেন আমাকেই আগ বেড়ে করতে হবে?' এভাবে তারা আসলে নিজেদের ভালোবাসার কবর রচনা করে, একসময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ হয়ে যায়, কেবল বাহ্যিক বিচ্ছেদটাই বাকি থাকে।

- এমনিতে সংসারে কত সমস্যা, তার মধ্যে নতুন কোনো কিছু যুক্ত করবে না।

- তোমার সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে একটা একটা করে বলবে স্বামীকে, সবগুলো একসাথে নয়। আর বলার সময় শান্ত কণ্ঠে স্পষ্ট করে বলবে। মনে রাখবে, সংসারের সুখের জন্য তুমি ঘরের যেকোনো কাজ আগে শুরু করতে সক্ষম। আর তা-ই করবে তুমি।

- যদি সংসারে সমস্যা আর দূষণীয় কিছু না থাকত, তাহলে জীবন বিরক্তিতে ভরে যেত। জীবন নিথর হয়ে যেত। সুখের সংসার বলে কিছু থাকত না।

এটাই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির যে, জীবন কখনো একাধারে সুখে ও মসৃণ হয়ে চলে না। আল্লাহ তাআলা আমাদের জীবনে অনেক সুখের সাথে কিছু চিন্তা-উদ্বিগ্নতা দিয়েছেন; যেন আমরা সুখের নিয়ামতকে ঠিকমতো বুঝতে পারি। তাই আল্লাহ তোমাকে একজন স্বামী দিয়েছেন, থাকার মতো একটা ঘর দিয়েছেন, সেই জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করো।

এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করো, যে নিয়ামত থেকে তোমার মতোই অনেক বোন বঞ্চিত। আল্লাহর কাছে দুআ করো, তিনি যেন তোমাকে ও তোমার স্বামীকে সুখে রাখেন, ভালোবাসার রিজিকে দুজনকে সিক্ত রাখেন। আল্লাহ যদি তোমাদের দুজনের অন্তরে ভালোবাসা না দেন, তাহলে সুখের সংসার অধরাই রয়ে যাবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও সুখ বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় না। বিয়ের প্রথম কদিন তোমাদের মধ্যে বিরক্তিকর কিছু হতে পারে। কিন্তু কিছু সময় পর সব ঠিক হবে এবং সুন্দর হয়ে যাবে। কারণ বিয়ের প্রথম কিছু দিনে দুজনের অনভিজ্ঞতার কথা পরে বছরের পর বছর রাতের গল্পের প্রধান শিরোনাম হয়ে যাবে বিইজনিল্লাহ।...

কখনো কখনো এমন কিছু পাবে, যা তোমাদের শান্তি ভঙ্গের কারণ হতে পারে, আস্থায় চিড় ধরাতে পারে। কিন্তু সেসব কাটিয়ে যাও। সেসব সময়ের সাথে কেটে যাবে আর জীবন সুখকর হবে।

যেভাবে সব ভুল ভাঙবে

- পৃথিবীতে কোনো মানুষই ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। সবারই ভুল হয়, ত্রুটি হয়, কিছু না কিছু দোষ হয়।

- আবার সব মানুষের মধ্যেই ভালো গুণ থাকে, সুন্দর গুণ থাকে।

- তোমরা স্বামী-স্ত্রী দুজনে...

  দুজনে কত বার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করেছ আর তোমাদের মধ্যে মিল করে রাখার জন্য আল্লাহর কাছে কত বার দুআ করেছ?... যখন তোমাদের মধ্যে সামান্য সমস্যা হয়, তখনই সে সমস্যা তোমাদের দুজনকে অপরের ভালো দিকগুলো, ভালো গুণগুলো নিমিষেই ভুলিয়ে দেয়! তখন সব ভালো মন্দ হয়ে যায়, আর সব কৃতজ্ঞতা উবে যায়।...

  তাই, সব সময় মনে রাখবে প্রত্যেক ত্রুটির প্রতিবিধান আছে, প্রত্যেক ভুলের মাশুল আছে, ক্ষমা আছে।... দুজন দুজনের ত্রুটির প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, একে অপরের ভালো দিকগুলো স্মরণ করা।...

- তুমি স্বামী, তুমি নিজেকে কিছুক্ষণ সময় দাও। একা বসে স্মরণ করো, কত সুখ তোমাকে তোমার স্ত্রী দিয়েছে! তোমার ঘরকে সুখময় করার জন্য কত আগ্রহী সে! তোমার বাড়ির কাজ ও সন্তানদের প্রতিপালন করে কত আনন্দ তোমাকে দিয়েছে! সুখে-দুঃখে সব সময় তোমার পাশে থেকে তোমাকে কত বার যে সমর্থন করে গেছে, তার কি কোনো হিসাব আছে!

- আর তুমি স্ত্রী, একা বসে ভাবো। তোমার স্বামীই তো তোমার প্রিয়তম। তোমার ঘরে তার পদচারণ ঘরকে কতটা আলোকিত করে! তার ছায়াতলে তুমি কত নিরাপত্তা অনুভব করো! সে তোমার ছেলেমেয়েদের বাবা। সে তোমার হৃদয়ের

মধ্যমণি। তোমার সুখের জন্য, ঘরের কল্যাণের জন্য সে কত শত ত্যাগ করেছে, তার কোনো ইয়ত্তা আছে কি!

- স্বামী-স্ত্রী তোমরা দুজনে কখনো শয়তানকে তোমাদের দুজনের অন্তরে বিভেদ সৃষ্টি করতে দেবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

'আর আমার বান্দাদের বলে দিন, তার যেন যা উত্তম এমন কথাই বলে। শয়তান তাদের মাঝে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।'[১৬৪]

- সব সময় দুজন দুজনার ভালো দিক ও অবদানের কথা স্মরণ করবে :

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না। তোমরা যা করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।'[১৬৫]

- দুজন দুজনার মর্যাদার কথা ভুলে যাবে না।

- দুজন দুজনার সব ভুল ক্ষমা করে দেবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেন :

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

'তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং তাদের ক্রটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করে দিন? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।'[১৬৬]

---

১৬৪. সুরা আল-ইসরা, ১৭ : ৫৩।

১৬৫. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৭।

১৬৬. সুরা আন-নুর, ২৪ : ২২।

- একে অন্যের ক্ষমাপ্রার্থনা ও ওজরখাহি প্রত্যাখ্যান করবে না। রাসুল ﷺ বলেন :

'যার কাছে তার মুসলিম ভাই কোনো কারণে ওজরখাহি করে—কিন্তু সে তা গ্রহণ না করে, তাহলে সে যেন কোনো দণ্ডযোগ্য অপরাধ করল।'[১৬৭]

যখন কেউ কোনো গুনাহ থেকে তাওবা করে, তখন সে গুনাহমুক্ত ব্যক্তির মতো হয়ে যায়। তাওবার কাজ হয় মনে মনে। যে ব্যক্তি এর থেকে এক ধাপ এগিয়ে অপর পক্ষের কাছে মাফ চায়, নিজের গুনাহ স্বীকার করে, সে কি ক্ষমা পাওয়ার অধিক যোগ্য নয়?!

রাসুল ﷺ বলেন :

وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ

'ক্ষমা করার কারণে আল্লাহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আর কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হলে আল্লাহ তার মর্যাদা সমুন্নত করে দেন।'[১৬৮]
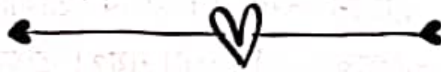
১৬৭. আল-জামিউস সগির : ৮৪৭৫। সুয়ুতি রহ. বলেন, হাদিসটি সহিহ।
১৬৮. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮, সহিহুল জামি : ৫৮০৯।

ক্ষমা প্রার্থনায় ইতস্তত কোরো না

- নারীদের মানসিক অবস্থা এমন যে, তাদেরকে সুন্দর দুয়েকটা কথা বললে তারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়, রাগ ভেঙে যায়। তাই তোমার স্ত্রীর কাছে ওজরখাহি করতে দেরি কোরো না। যেমনটা স্বয়ং রাসুল ﷺ করেছেন মুমিনদের মা আয়িশা ﷺ-এর সাথে, তাঁর প্রতি ভালোবাসা, দয়া ও প্রেমের তাগিদে।

নুমান বিন বাশির ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'একদিন আবু বকর ﷺ নবিজি ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। তখন আয়িশার উঁচু স্বর তাঁর কানে গেল। অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকে তাঁকে শাসাতে উদ্যত হলেন আর বললেন, "তুমি কি আল্লাহর রাসুলের ওপর আওয়াজ উঁচু করেছিলে?!"

নবিজি ﷺ তখন আবু বকরকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন। আবু বকর ﷺ মেয়ের ওপর রাগত অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন। আবু বকর ﷺ বেরিয়ে যেতেই নবিজি ﷺ আয়িশাকে বললেন, (كَيْفَ رَأَيْتِنِي أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ؟) "দেখলে, কীভাবে তোমাকে লোকটা থেকে বাঁচিয়ে দিলাম! (অর্থাৎ তোমাকে এভাবে বাঁচিয়ে দেওয়া কি তোমার প্রতি আমার ভালোবাসার নিদর্শন নয়?! তাহলে কেন তুমি আমার ওপর অভিমান করে থাকবে?!)"

এরপর আবু বকর ﷺ কয়েক দিন পর এলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলেন ঘরে আসবেন বলে। এসে দেখলেন, রাসুল ﷺ ও আয়িশা ﷺ-এর মাঝে সব মিটমাট হয়ে গেছে। তখন দুজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যেভাবে আপনাদের যুদ্ধে আমি ছিলাম, সেভাবে আমাকে আপনাদের শান্তিতেও প্রবেশ করান।" নবিজি ﷺ তখন বললেন, "অবশ্যই, অবশ্যই।"'[১৬৯]

---

১৬৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৯৯।

রাসুল ﷺ যেখানে তাঁর স্ত্রীর কাছে এভাবে অনুপম পন্থায় তার রাগের প্রতিবিধান করেছেন, সেখানে যারা নিজের স্ত্রীর কাছে সামান্য ওজরখাহি করতে পারে না, যখন সে দায়ী হয়, তাদের মানসিকতা কেমন আর তারা কেমন মুমিন?! আবার তারা এটাকে বলে যে, আমাদের পুরুষত্বের ওপর আঁচড় আসবে না!

• স্বামী-স্ত্রীর প্রতি উপদেশ

- দুজন দুজনার সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকবে না, হঠকারিতা করবে না। বরং মাঝে মাঝে নিজের কথা থেকে সরে এসে সন্ধি করলে ঝামেলা মিটে যায়।

- দুজনে কখনো অপরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা বা ওজরখাহি করাকে নিজের অসম্মান ভাববে না।

- নিজেদের সুন্দর সুন্দর স্মৃতি স্মরণ করো। দুজনে দুজনের ভালো অবদানগুলোর কথা স্মরণ করো। এ জন্য নেতিবাচক দিকগুলো এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।

- সব সময় মনে রাখবে, কথোপকথন ও শান্তিপূর্ণ আলোচনা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সুষ্ঠু বোঝাপড়ার মূল ভিত্তি।

- দুজনে দুজনের রাগকে বোঝার চেষ্টা করো। যাতে কখনো রাগ মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছাতে না পারে।...

- যখন কোনো ভুল হয়ে যায়, সাথে সাথে ক্ষমাপ্রার্থনা করে নাও। এ ক্ষমাপ্রার্থনা করাকে কখনো নিজের দুর্বলতা বা ত্রুটি মনে করবে না। যদি ক্ষমা করা দুর্বলতা হতো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাওবার দরজা খুলতেন না; অথচ তিনি হচ্ছেন মহাশক্তিধর মহা পরাক্রমশালী; আর (যদি ক্ষমা করা দুর্বলতা হতো) রাসুল ﷺ-ও অনেকের যে দোষ ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদেরও ক্ষমা করতেন না। তাই ক্ষমা চাইতে ও ক্ষমা করতে দোষ নেই।

- উত্তম হচ্ছে ঘটনা ঘটার পর খুব দ্রুতই তিরস্কার করার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া। যাতে তোমাদের দুজনের মধ্যে খারাপ তর্ক না হয়। আর বিষয়টা মারাত্মক পর্যায়েও না পৌঁছায়। যাতে তোমরা দুজনে সুখময় সংসার করতে পারো।

- কখনো সমস্যার ব্যাপারগুলো জমা হয়ে স্তূপীকৃত হতে দেবে না। কারণ হয়তো যেকোনো সময় যেকোনো সমস্যা হঠাৎ বোমার মতো ফেটে উঠতে পারে!

- দাম্পত্য জীবনে কিছু কিছু মতপার্থক্য সম্পর্ককে মলিন করতে পারে। কিন্তু দুজনের মধ্যে যখন মিটমাট হয়ে যায়, তখন সম্পর্ক আরও বেশি সুন্দর ও আরও বেশি মজবুত হয়ে যায়।

- তোমাদের সংসার নামক প্রাসাদের সফলতায় আগ্রহী হও, উদ্যমী হও। কথোপকথন ও বোঝাপড়ার দেয়ালের মাধ্যমে এটাকে বেষ্টন করো। তার জমিনে বিছিয়ে দাও ক্ষমা ও ওজরখাহির মেঝে। তোমাদের ধৈর্য হোক সে প্রাসাদের ছাদ। তোমরা দুজনে আল্লাহর তাওফিকে গড়ে তোলো সুখের সংসার।

"দুঃখিত" বলার শিল্প

- দাম্পত্য জীবনে একে অপরের মতবিরোধ থেকে পালানোর সুযোগ নেই। কারণ প্রতিদিনই বিরাট একটা সময় তারা একত্রে থাকে। এ সময়ে তাদের থেকে যেকোনো ভুল বা পদস্খলন হতে পারে। এ জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়কে এসব দাম্পত্য সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে হবে, শিখতে হবে। আর দাম্পত্য মতবিরোধ সমাধানের বিভিন্ন কর্মপন্থা শেখাও অনিবার্য।

ড. এ্যালেন লাজার তার বইতে বলেন, 'যখন কেউ "আমি দুঃখিত" বলে, তার অর্থ এতটুকু নয় যে, এ কথাটা কেবলই তার ভুলের স্বীকৃতিনামা অথবা কেবল সেটা ত্যাগ করার ইচ্ছার প্রকাশ; বরং একই সাথে এ কাজটা কেবল একজন সম্মানিত ও আস্থাভাজন মানুষই করতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ শব্দটা বলা যেকোনো পুরুষ ও নারীর জন্য অনেক কঠিন।

একজন নারী তার স্বামীর কাছে "দুঃখিত" বলতে ভয় পায়। সে মনে করে এটা তার মর্যাদা কমিয়ে দেবে অথবা তার ওপর তার স্বামীর আস্থা নষ্ট করে দেবে।... সাথে সে এটাও মনে করে যে, পুরুষ সব সময় দাম্পত্য জীবনের যেকোনো ব্যর্থতার জন্য তাকেই দায়ী করবে!

অন্যদিকে পুরুষের জন্য কখনো কখনো ভুল স্বীকার করা কষ্টকর হয়ে যায়। সে সব সময় ধারণা করে যে, সে-ই হচ্ছে অধিক অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী। আরও মনে করে যে, সে যদি ভুল স্বীকার করে, তাহলে স্ত্রীর কাছে তার প্রতিচ্ছবি বিকৃত হয়ে যাবে।...

তাদের মতে, এটা করার অর্থ হচ্ছে, আমি আশানুরূপ কাজ করতে পারিনি।...'[১৭০]

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 'আমি দুঃখিত'—এ কথাটা হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর বাক্য, যেটা মানুষের মধ্যকার অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয় নিমিষেই। এ কথা কঠিন

---

১৭০. ড. এ্যারন লাজার কৃত কিতাবুল ইতিজার।

বরফও গলিয়ে দিতে পারে। এ কথাটা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে উষ্ণ সম্পর্ক আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

তাই তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ যেন অপরজনকে 'আমি দুঃখিত' বলতে দ্বিধা না করে। নিশ্চিত থাকো যে, কেবল এ কথাটা দিয়েই তোমরা অনেক কিছু ঠিক করে ফেলতে পারবে, আবার অনেক কিছু অর্জনও করতে পারবে। তোমরা নির্মল জীবনযাপন করতে পারবে। অমূল্য সুখ অর্জন করতে পারবে।

• 'আমি দুঃখিত' বলতে দেরি কোরো না

হৃদয়ের গভীর থেকে ভালোবাসার স্তরে পৌঁছার জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজনই চেষ্টা করে; কিন্তু সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে, যদি কোনো একজন ক্ষমা না করে এ হৃদয়ে আঘাত করে। তাই তোমাদের দুজনেই যেন ওজরখাহি করার প্রতি আগ্রহী হয় আর অপরজন যেন সেটা গ্রহণ করে তার অন্তরকে প্রশান্ত করে।

এটা তোমাদের দুজনের সম্পর্ককে আরও নিকটতর করার প্রক্রিয়া। দৈনন্দিন জীবনে ঘটিত স্তূপীকৃত বাধাগুলো পার করার মাধ্যম এটা।

আর দুঃখিত বলতে যতটুকু দেরি হবে, ততটুকু নেতিবাচক প্রভাব অপরজনের মনে পড়বে আর সেটার প্রভাবও তোমাদের জীবনের ওপর পড়বে। যার কারণ মনের ভেতর এমন দাগ পড়বে, যা বোমার মতো যেকোনো মুহূর্তে ফাটার আশঙ্কা রাখে। এমন প্রাণঘাতী ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা—আল্লাহ না করুক—দাম্পত্য জীবনকেই শেষ করে দিতে পারে।

'দুঃখিত' শব্দটা বলার মাধ্যমে কারও অন্তরের দরজা খুলে যেতে পারে। আবার কেবল এ কথাটাই বৈবাহিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার পেছনে ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। ক্ষমা চাওয়া একরকম বীরত্ব ও শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রমাণ। এটা পরিষ্কার অন্তর ও পরিচ্ছন্ন আত্মা থাকার প্রমাণ। এটা অনেক আঘাতের নিরাময় এবং অনেক ভগ্ন হৃদয় মেরামতের উপায়। তেমনিভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে পরিভ্রমণে এটার ভূমিকা অনন্য।

'আমি দুঃখিত'—কথাটা অধিকাংশ সময় সম্পর্কের আকাশের কালো মেঘ দূর করে পরিষ্কার আবহাওয়া এনে দেয়। আস্থা ও নিরাপত্তা এনে দেয়। নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেয়।

ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি

- যদি কেউ সত্য মনে 'আমি দুঃখিত' কথাটা মুখে বলতে পারে, তাহলে অপরজনের রাগ পড়ে যাবে আর সমস্যা চুকে যাবে। এ কথাটার মাধ্যমে ভগ্ন হৃদয় ও ক্ষুণ্ন সম্মানে মেরামত করতে পারি আমরা। এ কথাটার মাধ্যমে ভাঙা সম্পর্কের নদী আগের মতো বইতে থাকে। যদি কেউ কথায় শাব্দিক ক্ষমাপ্রার্থনার শব্দ ব্যবহার করা কঠিন মনে করে, তাহলে এ ক্ষমা চাওয়ার আরও হাজারো পদ্ধতি আছে। সেটা হতে পারে লিখে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে।...

- তবে নিঃসন্দেহে মুখে বলে সরাসরি কাজটা করাই শ্রেয়।... এটা কোনো দূষণীয় কিছু নয়। যখন দুজনের একজন বুঝতে পারে যে, অপরজনের অধিকারে সে কোনো ভুল করে বসেছে, তখন সাথে সাথে সে যেন আফসোস করতে শুরু করে। বিশেষ করে যদি বিষয়টা হয় অপরজনের সম্মানের সাথে জড়িত।

  'দুঃখিত' অথবা 'মাফ চাই' কথাটা এত কঠিন নয়। অসম্ভবও নয়। এটা বলার অর্থ এ নয় যে, তোমার মর্যাদা কমে যাবে। অথবা তুমি সম্মানিত থেকে অপমানিত হয়ে যাবে। আর এটার অর্থ এ নয় যে, এটা যাকে বলা হয়, সে বিরাট বিজয় অর্জন করে, যেমনটা অনেকে এটা মনে করে থাকে।

- যদি কারও ক্ষেত্রে কথায় ক্ষমাপ্রার্থনা এতটাই কঠিন হয়, বিশেষ করে পুরুষদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, তবে পরোক্ষ অনেক পদ্ধতিই আছে। যে কাজটা করলে অপরজনকে বোঝাতে পারবে যে, তুমি দুঃখিত সে রকম একটা কাজ করতে হবে, ব্যস তাহলেই সমস্যা চুকে গেল আর সব শান্তিপূর্ণভাবে মিটমাট হয়ে গেল।

• স্ত্রীর উদ্দেশে বলব

- অনেক পুরুষ আছে ঝগড়ার শেষের দিকে একটা কৌতুক বলে বা একটা হাস্যোদ্দীপক মন্তব্য করে। যাতে স্ত্রী হেসে দেয় আর বিষয়টা তখনই রফাদফা হয়ে যায়। এবং মনে হয় যেন কিছুই হয়নি। যদি এমনটা তোমার স্বামী করে, তাহলে অহংকার কোরো না, বিষয়টা মিটমাট করে নাও।

- যদি তোমার স্বামী তার অভ্যাসের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে তোমাকে আর তখন তুমি বাড়ির কোনো কাজ করছ আর তার সাহায্যের দরকার পড়েছে, তখন যদি সে আগ বেড়ে তোমাকে কিছু বলে, যা সাধারণত তার থেকে আশা করো না তুমি, তাহলে এটার অর্থ সে তোমার ও তোমার কাজের কথা বলে অন্য কিছু বোঝাতে চাইছে। আর বোঝাতে চাইছে যে, সে তোমার পাশেই আছে, যখন দরকার পড়বে তোমার জন্য যেকোনো কিছু করবে সে।

- যদি তোমার স্বামী তোমার সাথে বিশেষ কোনো প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বলে অথবা তার কাজসংশ্লিষ্ট কিছু নিয়ে মন্তব্য করে অথবা বাড়ির কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলে, আর এটা যদি হয় ঝগড়ার পরপরই, তখন তার কথার উত্তর দাও আর এমন করো, যেন কিছুই ঘটেনি।

- যদি দেখো তোমার স্বামী তার সাধারণ স্বভাবের বাইরে এসে তোমাকে এমন কিছু বলছে, যা সাধারণত তার থেকে আসার নয়, তাহলে বুঝে নাও আসলে সে একটা বার্তা পাঠাচ্ছে আর বলছে, আমাদের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাক। আর এ যোগাযোগই পরিস্থিতি পরিচ্ছন্ন করার জন্য যথেষ্ট। তার কথার বিরূপ জবাব দেবে না। আর দাম্পত্য সম্পর্কের নদী আগের মতো বইতে দাও।

- কিছু পুরুষ মনে করে 'স্যরি' বলার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে বউয়ের মান ভাঙানো একটা উপহার। এ জন্য সে হঠাৎ করে একটা উপহার বা ফুল এনে সারপ্রাইজ দেয় আর তার ভুলের স্বীকৃতি জানান দেয় এটার মাধ্যমে।

- কখনো দেখা যায় কোনো পুরুষ তার কোনো সন্তানকে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ককে ঠিক করার প্রয়াস করে।

- কখনো দেখা যায় কিছু পুরুষ প্রশংসামূলক কথা বলে স্ত্রীর মন গলানোর চেষ্টা করে, স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসা দেখায় এবং তার কৃত ভুলের সংশোধন করে এভাবে পরোক্ষ পদ্ধতিতে।

- **স্বামীর উদ্দেশে বলব**

- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। কাজ থেকে ফিরে ঘরে এসে কোনো পুরুষ দেখল তার স্ত্রী সুন্দর করে সেজে আছে। তার জন্য পছন্দের খাবার প্রস্তুত করেছে। এটা আসলে পুরুষের কাছে তার ক্ষমাপ্রার্থনা।

- কোনো কোনো নারী ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লজ্জাবোধ করে, তাই স্বামীর মন নরম করার জন্য কোনো বিষয়ে তার অভিমত চায়, তার মানসিক সমর্থন চায় আর এভাবে পরোক্ষ পদ্ধতিতে নিজেদের মধ্যকার ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায় আসলে।

কেন পুরুষ ক্ষমা চায় না? (১)

- একটা মজার ঘটনা। একবার এক দম্পতির মধ্যে বেশ শক্ত ভাষায় ঝগড়া হলো। ঝগড়া শেষ হওয়ার সাথে সাথে স্ত্রী আদালতে 'ডিভোর্স' চেয়ে বসল! কারণ হিসেবে সে বলল যে, আমার পরিবার ও সন্তানদের সামনে সে আমার অনুভূতিতে আঘাত দিয়েছে।

ডিভোর্স ফাইল করা হয়েছে। এখন তো ডিভোর্স হয়ে গেল বলে। স্বামী একটা বুদ্ধি বের করল। ১২ মিটার লম্বা আর ৭ মিটার প্রস্থ একটা বোর্ড বানাল সে। সেটা তাদের গলির সামনে বাসা বরাবর উঠিয়ে ধরল কিছু শ্রমিকের সাহায্যে। সে সাথে সেও আছে।

স্বামী তার কাজের জন্য ক্ষমা চাইল এভাবে। আর তার এ কাজের পেছনের কারণ হিসেবে বলল, 'যাকে আমি পরিবারের সামনে আঘাত দিয়েছি, লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক।'

স্পষ্ট ক্ষমা চাওয়ার পর স্ত্রী তাকে এ বলে বরণ করে নিল যে, 'কী দরকার ছিল এসব করার! তবে আমাকে কথা দাও, কখনো আর এমনটি করবে না!'

আসলে... এ ঘটনা আমাকে থমকে দিয়েছে। কারণ এ কাজের পেছনে যে কারণটা আছে, সেটা খুব বড় ও জরুরি। আর তা হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক। লোকটা নিজের ঘর ঠিক রাখার জন্য মানুষের আশার বাইরে গিয়ে কিছু একটা করে দেখিয়েছে।

- কেন কেউ তার স্ত্রী থেকে ক্ষমা চায় না, যখন সে ভুল করে?! আসলেই কি পুরুষ ক্ষমা চায় না?!

নবিজি ﷺ-এর সিরাতে এমন কিছু কি আছে যে, তিনি স্বয়ং তাঁর কোনো স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন?

তবে শোনো, সাফিয়া বিনতে হুয়াই ﷺ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ-এর চাইতে অধিক সুন্দর চরিত্রের আর কাউকে দেখিনি আমি। খাইবার যুদ্ধের পর তিনি আমাকে তাঁর উটের পেছনে বসালেন। রাতের বেলার সফর ছিল। আমার ঝিমুনি আসার কারণে বাহনের পেছনে মাথা ঠুকে যাচ্ছিল বারবার। তিনি হাত দিয়ে আমাকে মুছে দিয়ে বললেন, "সাবধানে, হুয়াই-তনয়া, সাবধানে।" যখন আমরা সাহবায় আসলাম, তিনি বললেন, "তোমার জাতির সাথে যেটা আমি করেছি, সাফিয়া, সেটার জন্য আমি দুঃখিত। তারা আমাকে এটা বলেছিল। তারা আমাকে এটা বলেছিল।"'[১৭১]

আল্লাহ আপনার ওপর অশেষ রহমত বর্ষণ করুন, আপনি এ পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। রাসুল ﷺ তাঁর স্ত্রী সাফিয়া ﷺ-এর কাছে ক্ষমা চাইলেন এমন এক কারণে, যা আসলে ভুলই ছিল না। ভুল ছাড়াই তিনি ওজরখাহি করলেন। তাঁর ক্ষমা চাওয়া ছিল আসলে সাফিয়া ﷺ-এর মন-ভোলানোর জন্য, তাঁকে আরও কাছে আনার জন্য। কারণ কদিন আগেই তাঁর গোত্রের সাথে রাসুল ﷺ যুদ্ধে জড়িয়েছেন—খাইবারের যুদ্ধ।

রাসুল ﷺ। যাঁর নাম নিলেই সাথে সাথে দুরুদ পড়ি আমরা। যিনি দুজাহানে আমাদের সর্দার। আমাদের নেতা। আমাদের শিরতাজ। তিনি স্বয়ং একরকম কারণ ছাড়াই স্ত্রীর কাছে ওজরখাহি করলেন। তাহলে সেসব পুরুষ কী বলবে, যারা মনে করে স্ত্রীর কাছে নিজের ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলে বা দুঃখিত বললে পুরুষত্বের ওপর আঁচ আসে?!

রাসুল ﷺ-এর চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কেউ আছে?! পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে তাঁর স্ত্রীকে স্নেহের সাথে, ভালোবাসার সাথে ওজরখাহি করে বললেন, 'সাফিয়া, আমি তোমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করছি।'

আর ক্ষমাপ্রার্থনার আগে এক বিশেষ ধরন গ্রহণ করেছেন। তিনি প্রথমে সাফিয়া ﷺ-এর সাথে স্নেহময় কথা বলেছেন, দয়ার্দ্র আচরণ করেছেন। আর শব্দও তেমন ব্যবহার করেছেন। বলেছেন, 'আর আমি' এরপর তার নাম ধরে বললেন, 'হে সাফিয়া!' আল্লাহ! রাসুল ﷺ নিজের স্ত্রীর কাছে স্বয়ং স্পষ্ট ভাষায় ক্ষমা চাইলেন তার মনকে পরিতুষ্ট করার জন্য! কারণ? কারণ তাঁর অন্তরটি হচ্ছে দয়াময় স্বামীর অন্তর।...

---

১৭১. আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৬/৩৪৪।

কেন পুরুষ ক্ষমা চায় না?! (২)

- দুঃখজনক হচ্ছে, আমাদের অনেকে এমন পরিবেশে বড় হয়েছে যে, তারা ক্ষমা চাওয়াকে দুর্বলতা মনে করে! তাই এমন কাউকে দেখবে, তার ভুল হলে কখনো 'দুঃখিত' শব্দটাও উচ্চারণ করবে না। বরং অহংকার দেখাবে, ঝগড়া করবে। এমনকি কখনো কখনো ঘাড়ত্যাড়ামি করে নিজের ভুলকে সঠিক বলে দাবি করতে থাকবে!

সমস্যা হচ্ছে, আমাদের অনেকে এমন পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, যে পরিবেশে সে তার বাবাকে কখনো তার মায়ের কাছে ওজরখাহি করতে দেখেনি! একটা শিশু কখনো কখনো এমন বুঝমান হতে পারে যে, তার বাবা-মায়ের মধ্যকার ঝগড়ায় কে সঠিক আর কে ভুল, সেটা সে বুঝতে পারে।

কিন্তু 'ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি' তার বাবার মাঝে দেখে না। বরং সে দেখে যে, তার মা-ই আগ বেড়ে ক্ষমা চায় আর সম্পর্ক ঠিক করার চেষ্টা করে; যদিও তার মা ভুল ছিল না, সঠিকই ছিল।

তখন শিশু নিজেকে প্রশ্ন করে, 'কেন বাবা ভুল করেও ক্ষমা চায় না?!'

তখন এ প্রজন্মের মাথায় এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, 'ক্ষমা চাওয়া নারীর কাজ। পুরুষের জন্য এটা সাজে না।'

- অবশ্যই আমাদের 'ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি' শেখার প্রয়োজন আছে। যাতে আমাদের প্রজন্ম সঠিকভাবে আচার-আচরণ করতে শেখে, তাদের বোধ সঠিক হয়ে যায়।

এবার শোনো, যখন তুমি ভুল করে বসো, তখন তোমার নফস তোমাকে বলবে, তোমার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু স্ত্রীর কাছে ওজরখাহি করার অর্থ এটা নয় যে, স্ত্রীর সামনে হাত জোড় করে বলতে হবে, 'আমায় মাফ করে দাও'। তাহলে কী করবে তুমি?

প্রথমত, তোমাকে ক্ষমা চাইতে অনুৎসাহিত করে এমন সবকিছু থেকে নিজেকে মুক্ত করবে। রাগবে না। যদি তুমি রেগেও যাও, তবুও তোমার রাগকে তোমার ওপর প্রভাব খাটাতে দেবে না এবং রাগের অনুবর্তী হয়ে কিছু করে বসবে না।

দ্বিতীয়ত, তুমি স্ত্রীকে স্নেহভরে ছুঁয়ে দিলেই বা সুন্দর আনন্দদায়ক একটা কথা বললেই হলো। বা এ রকম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যেকোনো উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমাদের মা আয়িশা ﵂ ইফকের ঘটনা সম্পর্কে বলেন, 'যখন রাসুল ﷺ-এর ওপর থেকে ওহি নাজিলের সময়ের কষ্ট কেটে গেল, তখন তিনি হেসে উঠলেন। এরপর তিনি সর্বপ্রথম যে কথা উচ্চারণ করেছেন, তা হচ্ছে এমন : (أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ) "সুসংবাদ নাও আয়িশা! আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করেছেন।" এরপর আমার মা আমাকে বললেন, "তাঁর দিকে উঠে যাও।" আমি বললাম, "আল্লাহর কসম, আমি তাঁর দিকে উঠে যাব কেন? বরং আমি একমাত্র আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। তিনিই তো আমার নির্দোষিতার ঘোষণা দিলেন।" এরপর তিনি বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ

"যারা এই অপবাদ রচনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল।..."'[১৭২_১৭৩]

রাসুল ﷺ এভাবে বলেননি যে, 'তোমার নির্দোষিতার ব্যাপারে আয়াত নাজিল হয়েছে', বরং তিনি বলেছেন, 'সুসংবাদ নাও', এ কথা বলে প্রথমত আয়িশা ﵂-এর মনকে সন্তুষ্ট করলেন। এরপর বললেন, 'আল্লাহ তোমার নির্দোষিতা ঘোষণা করেছেন।' এটা ছিল আয়িশা ﵂-এর জন্য সম্মান ও মর্যাদা দেখানো।...

আল্লাহর রাসুল ﷺ আপনিই শ্রেষ্ঠ...

১৭২. সুরা আন-নুর, ২৪ : ১১।
১৭৩. সহিহ মুসলিম : ২৭৭০; মুনির ফারহান আস-সালিহ কৃত লিমাজা লা ইয়াতাজিরুর রজুল?

- যখন তুমি ভুল করবে... তখন শান্ত একটা সুযোগ খোঁজো। তোমার স্ত্রীকে হালকা স্পর্শে হাত বুলিয়ে দাও।...

- তার মন জোগাতে পারে এমন একটা বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দাও।

- তাকে বলো যে, তুমি তার জন্য একটা দানের কাজে অর্থ দিয়েছ।... অথবা তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছ, ঘরের কিছু আসবাবপত্র পালটাবে বা এমন কিছু।

- তার সাথে শান্তভাবে কথা বলো।... কথোপকথনের শেষে বলো, 'তোমার কথাই ঠিক।' এটার একটা ভালো প্রভাব পড়বে তার ওপর।

- তার মোবাইলে একটা মেসেজ পাঠাও। যেখানে তোমার ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টা সুন্দর করে লিখে দেবে।...

- আর নারী তোমাকে বলছি, স্বামী যদি তোমার কাছে ক্ষমা চায় যেকোনোভাবে, তাহলে তাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ স্বামী তোমার কাছে ক্ষমা চাইবে সেটার জন্য অপেক্ষা কোরো না; বরং ব্যাপারটি তোমাকে লক্ষ করে নিতে হবে। দুজনের অবদান থাকতে হবে।

যেসব স্বামী কঠোরতা করে

- কিছু পুরুষ আছে, তাদের স্ত্রীর ওপর কঠোরতা করে। তাদের সাথে বাড়িতে বন্দীর মতো আচরণ করে। বাড়ির বাইরে যেতে তো দেয় না, এমনকি তার পরিবারের কাছেও যেতে দেয় না।

- তুমি কি তোমার রবের বাণী শোনোনি?—

فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

'অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[১৭৪]

- রাসুল ﷺ-এর এ বাণী কি ভেবে দেখোনি?—

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

'তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও। কারণ, নারীদের সৃষ্টি পাঁজরের হাড় থেকে। আর পাঁজরের হাড়ের মধ্যে সবচেয়ে বাঁকা ওপরের হাড়টি। যদি তুমি সেটাকে সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর যদি সেটাকে সেটার হালে ছেড়ে দাও, তাহলে তা সব সময় বাঁকাই থাকবে। তাই তোমরা নারীদের ব্যাপারে কল্যাণকামী হও।'[১৭৫]

---

১৭৪. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৯।
১৭৫. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮।

- তুমি আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর এ বাণী বোঝোনি?—

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম।'[১৭৬]

- রাসুল ﷺ আরও বলেন :

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ

'মুমিনদের মাঝে সে-ই পরিপূর্ণ ইমানের অধিকারী, তাদের মাঝে যার চরিত্র সর্বাধিক উত্তম এবং যে নিজ পরিবার-পরিজনের সাথে অধিক দয়ার্দ্র আচরণ করে।'[১৭৭]

- তোমার কানে কি রাসুল ﷺ-এর সে অসিয়ত করাঘাত করেনি, যেটা তিনি বিদায় হজের দিন করেছিলেন লক্ষ সাহাবির সামনে?

তিনি বলেছিলেন :

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ

'তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানতরূপে গ্রহণ করেছ। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে তাদেরকে নিজেদের জন্য হালাল করেছ।'[১৭৮]

- ইবনে কাসির ﷺ (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) 'আর তাদের (অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে) সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।'[১৭৯] আয়াতের তাফসিরে বলেন :

---

১৭৬. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।
১৭৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১২, হাইতামি আল-মাক্কি কৃত আজ-জাওয়াজির : ২/৩৯; হাদিস সহিহ।
১৭৮. সুনানু আবি দাউদ : ১৯০৫।
১৭৯. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৯।

'অর্থাৎ তোমরা যেভাবে স্ত্রীদের কাছে আশা করো, সেভাবে তোমরাও যতটুকু পারো স্ত্রীদের সাথে কথা সুন্দর করো, তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করো এবং তাদের জন্য নিজেরা সাজসজ্জা গ্রহণ করো।'

একজন আসল পুরুষ হও

- সন্তুষ্টির সময় ভালোবাসাময় হও, অসন্তুষ্টিতে বাদানুবাদ হলেও আভিজাত্য বিরাজমান রাখো। এটাই একজন আসল পুরুষ হওয়ার মূলকথা।

- যদি তোমার স্ত্রী তোমার পছন্দ হয়, তাহলে তাকে সম্মান দাও। আর পছন্দ না হলে তার ওপর জুলুম কোরো না অন্তত। এটা একজন আদর্শ পুরুষের বৈশিষ্ট্য।

- সময়ে সময়ে তোমার আচরণের ওপর লক্ষ রাখো, সেটা ঠিক করো। বিয়ের মানে এ নয় যে, তুমি কেবল তোমার স্ত্রীর আচার-আচরণ ঠিক করবে আর নিজেরটার ব্যাপারে বেখেয়াল থাকবে।

- যে কারণে তোমার স্ত্রীর রাগ চড়ে, সেটা থেকে বিরত থাকো; যদিও সেটা হয় একটা সামান্য কৌতুক।

- তোমার স্ত্রীর ভালো গুণগুলো নিজের মধ্যে অর্জন করো। এমন কত পুরুষ রয়েছে, যারা তাদের স্ত্রীর বদৌলতে দ্বীনের ধারক হয়ে নিজেদের জীবনকে উন্নত করেছে!

- তুমি কেবল উপযুক্ত কাউকে বিয়ে করলেই হবে না। তোমাকে দাম্পত্য জীবনে সুখ পেতে হলে তার জন্য সঠিক কাজটি করতে হবে। আর তোমাকেও উপযুক্ত হতে হবে।

- তার কাছে তার পরিবারের প্রশংসা করো। তার সামনে তার পরিবারের প্রশংসা করার অর্থ তার প্রশংসা করা। তাহলে সে তোমার তুষ্টি ও তার প্রতি তোমার ভালোবাসা অনুভব করবে। তেমনিভাবে একজন স্ত্রীরও উচিত স্বামীর পরিবারের ব্যাপারে একই কাজ করা।

- তোমার স্ত্রীকে অপমান করবে না। কেননা, তুমি তাকে ছোট থেকে ছোট অপমান করলেও সেটা তার মনে গেঁথে যাবে। তার মনের ভেতর গেড়ে বসবে। আর সবচেয়ে বিপজ্জনক যে জিনিস, যেটা একজন স্ত্রী ক্ষমা করতে পারে না, সেটা হচ্ছে, ঝগড়ার সময় তুমি তাকে মারধর করলে অথবা গাল দিলে বা তার বাবা-মাকে অভিশাপ দিলে অথবা তার সম্মানে আঘাত দিলে।...

পরনির্ভর স্বামী

- কতক স্বামী আছে নিজের কাজ নিয়ে পড়ে থাকে। নিজের কাজের ব্যস্ততা ও কাজের উদ্দেশ্যে সফরের অজুহাতে পরিবারের দায়িত্ব ছেড়ে দেয় স্ত্রীর হাতে। আর স্ত্রীর কাজে সাহায্য করে গাড়ির চালক বা ঘরের সেবিকা!

  এমন পুরুষের মতে, তার স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে সন্তান ও তাদের প্রতিপালনে খেয়াল দেওয়া :

- ঘরে যত খাবার ও পানীয়ের প্রয়োজন পড়ে, তা সরবরাহ করা।
- অসুস্থ শিশুকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া।
- সন্তানদের পড়ালেখার ওপর নজর রাখা।
- সন্তানদেরকে সপ্তাহান্তে বিনোদনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া।

  এসব দায়িত্ব থেকে এ ধরনের স্বামী এ জন্য অব্যাহতি চায় যে, তার অনেক কাজের চাপ আছে, অনেক ব্যস্ততা আছে।

  ভাই, যদি তোমার এত ব্যস্ততা থাকে তোমার এ ছোট্ট জীবনে, তাহলে চিন্তা করে দেখো যে, রাসুল ﷺ দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব বহন করেছেন, তিনি কতটা ব্যস্ত ছিলেন! নিজের এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি ঠিকই তাঁর জীবনের অন্যসব দিক ঠিক রেখেছেন। আয়িশা ؓ-কে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'রাসুল ﷺ ঘরে কী করতেন?' আয়িশা ؓ বললেন, 'তিনি তাঁর পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন।'

- আবার কতক স্বামী বলে, আমার তো আসলে এসব করার অভ্যাস নেই! ঘরের কোনো কাজ করার তেমন অভ্যাস নেই। এ লোকের মা-ই সব করত। এমনকি গ্লাস ধুয়ে পানি পর্যন্ত এনে তাকে খাইয়ে দিত।

নিঃসন্দেহে এটা মন্দ তারবিয়তের ফল। এখানে মায়ের উচিত ছিল তার ছেলেকে আত্মনির্ভরতা শেখানো। অলসতা ও পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত করে তাকে জীবনের কাঠিন্যের সাথে লড়তে শেখানো। সব কাজে আত্মনির্ভর হতে শেখানো।

• পরনির্ভরতার চিকিৎসা কী?

- প্রথমত তোমাকে স্বামীর এমন আচরণের বিপরীতে ধৈর্য ধরতে হবে, দুআ করে যেতে হবে। মনে রাখবে, ধৈর্য আর দুআ, এ দুটো অক্ষম কোনো অস্ত্র নয়। বরং এ দুটোর মাধ্যমে সুন্দরভাবে সে সত্তার কাছে আশ্রয় নেওয়া হয়, যিনি 'কুন' বললে সব হয়ে যায়।

রাসুল ﷺ বলেন :

وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

'যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে, আল্লাহ তার ধৈর্যের প্রতিফল দেন। বস্তুত কাউকে ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও অধিক ব্যাপক নিয়ামত দেওয়া হয়নি।'[১৮০]

তাই ধৈর্যকে তোমার সফরের উত্তম সঙ্গী বানাও। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে থাকো। তিনি উত্তম সাহায্যকারী।

- ঘরের ছোটখাটো কাজে তার সহযোগিতা চাও। যেসব কাজ করতে তেমন কষ্ট করতে হয় না, তেমন কোনো কাজে তাকে ডাকো। যেমন : কখনো তোমার পক্ষে ওঠানো কঠিন এমন কিছুর জন্য ডাকো। সে আসলো, কাজ করে দিল, তাহলে তার প্রতি তোমার সন্তুষ্টি দেখাও। তাকে বলো, 'যদি আপনি এখন বাড়িতেই না থাকতেন, তাহলে আমি কীভাবে এটা ওঠাতাম!'

- এমন সহজ কাজে তাকে যুক্ত করতে থাকো। যাতে তার মনের ভেতর এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সে ঘরের কাজে সহযোগিতা করতে সক্ষম। এভাবে সাহায্য করতে অভ্যস্ত হবে সে।

এভাবে চালিয়ে গেলে তাকে উৎসাহ দিতে থাকলে তার ভেতরের শক্তিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব সুগঠিত আকারে প্রকাশ পাবে একসময়।

---

১৮০. সহিহুল বুখারি : ১৪৬৯।

আমি একজন পুরুষ চাই...

- কতক স্বামী আছে ঘরের দায়িত্ব নিয়ে মাথা ঘামায় না নিজের খেয়াল-খুশিমতো চলার স্বার্থে। এমনকি তাকে জিজ্ঞেসও করা যাবে না যে, সে কী করছে। অবস্থাটা এমন যে, যেন সে তার স্ত্রীকে বলছে, আমি দায়িত্বের রশি তোমার কাঁধে দিলাম। আমার দিকে সেটা ছুড়বে না। কোথায় ছিলাম? কোথায় গেলাম? কেন দেরি হলো?—এসব জানতে চাইবে না।

  এভাবে স্ত্রীকে রেখে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর স্ত্রী হাটেবাজারে, হাসপাতালে, বিদ্যালয়ে পুরুষদের সাক্ষাতে যাওয়া লাগে বিভিন্ন প্রয়োজনে। তার অনেক সময় কাটে গাড়ির ড্রাইভারের সাথে অথবা ভাড়া করা গাড়িতে। একই সময়ে তুমি দেখবে এ নারীর প্রতিই অন্য নারীরা ঈর্ষা করে। বলে যে, কী সৌভাগ্য তার! সে স্বাধীন! কিন্তু তারা তো জানে না যে, স্বামী নামক অকর্মা ভূতের কারণে সে এখন কত ঝামেলায় আছে।

- এক স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, 'আপনি সন্তানদের ভার, তাদের পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে রাখলেন। বাড়ির রসদপত্রও আমাকে কিনতে হয়। এ সবই আমি করি আর আপনার সন্ধ্যাকালীন আড্ডা, বন্ধুদের সাথে ঘুরতে যাওয়া ঠিক থাকে!

  আমি চাই আপনি ঘরের পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন। আমাদের ও সন্তানদের দায়িত্ব নেবেন। আমি একজন পুরুষ পরিচালক চাই। আমার প্রিয়, অন্য পুরুষদের মতো হবেন না, যারা পরিচালনার দায়িত্ব তাদের স্ত্রীদের কাছে ছেড়ে দেয়।

  আপনি কি জানেন না? আল্লাহ বলেছেন :

  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

"পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।"[১৮১]

আপনারা পুরুষরাই নেতৃত্বের কাজে নিয়োজিত। কিন্তু নেতৃত্ব হতে হবে ন্যায়পরায়ণতা ও হিকমতের সাথে। আমি বাড়িতে একজন পুরুষ নেতা চাই। আশা করি আপনি তা হবেন।'

- কিছু লোক আছে, তাদের জীবন পরিচালনার ভার অন্যদের দিয়ে রাখে। যেমন নিজের কোনো বন্ধুকে নিজের সব গোপন কথার ধারক বানায়। ঘরের ভেতর ছোট-বড় যে কথাই হোক না কেন, যেটাই ঘটুক না কেন, সেটা গিয়ে সে বন্ধুকে বলবে। তাদের কাছে সমাধানের আশা করে। এমনকি পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয় যে, তার নিজের সন্তানরা যখন বাবার কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হবে, তখন বাবার সেসব বন্ধুর কাছে সুপারিশের জন্য যাবে।

এমন লোক আসলে এভাবে নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের দূরে সরিয়ে নিজের বন্ধুদের কাছে আনছে। যেন সে নিজের স্ত্রীকে মূল্যহীন পণ্য মনে করছে!

এ প্রকার পুরুষদের বলব :

- তোমার ব্যক্তিত্ব, তোমার পরিবারের সম্মান-মর্যাদা, তোমার সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখো।

- পরামর্শ করো তাদের সাথে, মতামত নাও তাদের। তাদের জন্য তোমার অন্তরের দরজা খুলে দাও। একই সাথে তাদের জন্য একজন পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হও।

- তোমার স্ত্রীকে তোমার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অনুভব করতে দাও। এ জন্য যথার্থভাবে যথাসাধ্য চেষ্টা করো নিজের দায়িত্ব আদায় করতে। এটাই তোমাকে প্রকৃত পুরুষ বানাবে। একজন সঠিক স্বভাবপূর্ণ নারী সব সময় এমন একজনের অভাব অনুভব করে, যে তার খেয়াল রাখবে, তার প্রতি দায়িত্ববান থাকবে।

- তুমি তার স্বপ্নের ঘোড়সওয়ার হও তোমার পুরুষত্ব ও দায়িত্ব আঞ্জাম করার মাধ্যমে। সে তোমাকে চায় তার পুরো অন্তর ও তার পুরো অস্তিত্ব দিয়ে। সে চায় তুমি তাকে নিয়ে তার সামনে ও অন্য সবার সামনে গৌরব করো। তাকে এসব থেকে বঞ্চিত করবে না।

---

১৮১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।

- তাকে অনুভব করতে দাও যে, তুমি তার প্রতি সব আর্থিক দায়িত্ব পালন করবে। তুমি দায়িত্ববান তার সব অর্থনৈতিক প্রয়োজনে। তাই সে যতটুকু সম্পদ তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে, সেটার প্রতি কোনো লোভ কোরো না। আর তোমার জন্য শরিয়ত অনুযায়ী হালালও হবে না তার এসব সম্পদের ওপর জবরদখল করা। তার এত এত সম্পদ আছে, তাই বলে তার প্রতি কৃপণতা করবে না। সে যতই ধনী হোক না কেন, সে মানসিকভাবে চায় যে, তুমি তার বাবার প্রকৃত বিকল্প হও। এটা তাকে মানসিকভাবে শক্ত করে।

- স্ত্রী তার স্বামীর ভেতর একজন শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব তালাশ করে, যার ওপর সে নির্ভর করতে পারবে, যে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সব সময় তার পাশে থাকবে।

প্রথমে স্বামী... দ্বিতীয়তেও স্বামী...

- কিছু নারী যখন প্রথম সন্তান জন্ম দেয়, তখনই তাদের অবস্থা পালটে যায়। নিজেকে অবহেলা করা শুরু করে সে। তার স্বামীকে বেমালুম ভুলে যায়। স্বামীর সামনে সেজেগুজে থাকে না। স্বামীর প্রয়োজনের প্রতিও খেয়াল রাখে না।

তখন স্বামী স্ত্রীর এমন অবস্থা দেখে মনে করে তার স্ত্রী তার সৌন্দর্যের প্রতি ও তার প্রতি অবহেলা করছে। তার সে বন্ধুত্বভাবাপন্ন আচরণ, তার সে হাসি, তার সে কথা বলার আন্দাজ—স্ত্রীর যেসব আচরণ তাকে তার দিকে আকৃষ্ট করত, সে সবকিছু দেখা যাচ্ছে না!

স্বামী স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখে যে, তার স্ত্রী সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত। এখন তার কর্তব্য হচ্ছে ধৈর্য ধরে যাওয়া। এরপর ধীরে ধীরে এ স্ত্রীর ওপর ধৈর্য ধরতে তার আরও বেশি কষ্ট হতে থাকে। কারণ দিনদিন তার আফসোস ও কষ্ট বাড়তেই থাকে।

তখন স্বামী চেষ্টা করে শান্ত স্বরে তার স্ত্রীকে বোঝাতে যে, তারও কিছু অধিকার রয়েছে। সে যেমন তার সন্তানের খেয়াল রাখে, তেমনই স্বামীর প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া উচিত তার। আগের মতো তার নিজের প্রতিও খেয়াল করা উচিত।

এখানে এসে নারী মনে করে, তার মাতৃত্বই তাকে নিজের প্রতি ও স্বামীর প্রতি অনীহ করে তুলছে। অথচ এটা বিরাট ভুল। আর একই রকম কথা পুরুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য তার কাজ-কারবার নিয়ে।

- এ সময় এসে কিছু পুরুষ নিজের জন্য দ্বিতীয় স্ত্রী তালাশ করে, যে স্ত্রী তাকে রেখে সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত হবে না, অনেক কাজ আর দায়িত্বের দোহাই দেবে না।

এখানে প্রথম স্ত্রীর দোষ কী? সে যে সন্তানের প্রতি নিজেকে নিবেদিত-প্রাণ করে দিয়েছে, সে তো তোমারই সন্তান, নাকি? সে তোমার কলিজার টুকরোর প্রতিই

মনোনিবেশ করেছে। তার এ পরিশ্রমের প্রতিদান এভাবে দেবে তুমি? অথচ...

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

'সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে?'[১৮২]

সে তখন বলে, 'কিন্তু সে তো আমার ছেলেকে আমার ওপর প্রাধান্য দিচ্ছে। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপই করছে না। আমি যখন তার কাছে আসি, তাকে ব্যস্ত পাই। আমাকে ছেড়ে পরিবারের কাছে সে।'

তাহলে আমাকে বলো, তুমি কি বন্ধ্যা কাউকে বিয়ে করবে, যে সন্তান জন্ম দেবে না? না তোমার দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তান ছাড়াই জীবন পার করবে?

- নিঃসন্দেহে স্বামীর প্রতি অমনোযোগী হয়ে নিজের ঘরের কাজ ও সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত হওয়ার দুটি কারণ : এক. স্বামীর। দুই. স্ত্রীর।

কোথাও কোথাও দেখা যায় ঘরের পুরুষ ঘরের ও সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করছে না। এদিকে স্ত্রী এসব কাজ সামলাতে গিয়ে হিমশিম খায়। তাই এখানে দ্বিতীয় বিয়ে করা সমাধান নয়।

- নারী তুমি মনে রাখবে, তোমার ওপর তোমার স্বামীরও কিছু অধিকার রয়েছে। তার প্রতি গুরুত্ব দাও। মাতৃত্ব যেন তোমাকে স্ত্রীর দায়িত্ব পালন থেকে বিরত না করে। একজন বুদ্ধিমতী নারী সে, যে তার সব দায়িত্ব পালন করে, স্বামীর প্রতি অবহেলা করে না, সন্তানের প্রতিও অবহেলা করে না।

- স্বামী-স্ত্রী দুজনে পরস্পরকে সাহায্য করবে। রাসুল ﷺ নিজেও তাঁর পরিবারকে ঘরের পর কাজে সাহায্য করতেন।... সন্তানদের প্রতিপালনে মূল ভূমিকা পালন করবে স্বামী।

- স্ত্রীকে ঘরের কাজ সামলানোর ক্ষেত্রে আরও পরিশ্রমী ও আরও যথার্থ হবে। যাতে রাত-দিনের সময়ের অনুকূলে ঠিকমতো সব কাজ শেষ হয়। যাতে স্বামীর ফেরার সে অবসর থাকে আর এরপর স্বামীর সাথে সময় দিতে পারে।

---

১৮২. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৬০।

- সন্তান জন্মদানের বিষয়ে সতর্ক থাকাতে সমস্যা নেই। অর্থাৎ প্রতি বছর নতুন সন্তান জন্ম না হওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকা যায়। জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা রাসুল ﷺ-এর যুগে আজল করতাম, আর তখন কুরআন নাজিল হতো (তখন এটা নিষিদ্ধ হয়নি)।'[১৮৩]

- একজন মায়ের উচিত সন্তানদের কিছু কাজ বড় মেয়েদের ওপর ন্যস্ত করা।

- একজন স্ত্রীর মূলমন্ত্র হওয়া উচিত 'প্রথমে স্বামী, দ্বিতীয়তেও স্বামী।'

- অন্যদিকে... স্বামীর মূলমন্ত্র হওয়া উচিত : প্রথমে তোমার মা, দ্বিতীয়তে তোমার স্ত্রী, আর বন্ধুরা দশ নম্বর স্থানে।[১৮৪]

---

১৮৩. সহিহুল বুখারি : ৫২০৯।
১৮৪. ড. মাজিন ফারিহ কৃত আজ-জাওজু আওয়ালান... ওয়াজ-জাওজু সানিয়ান।

আমার স্ত্রী রুগ্ণ থাকে...

- অনেক নারী আছে ক্লান্তি ও রোগের অভিযোগ করে; কিন্তু তাদের আসলে শারীরিক কোনো রোগ থাকে না। বরং সে মানসিকভাবেই অসুস্থ থাকে, এ জন্য তার অসুখ শেষ হয় না।

আবার মানুষের অনেক সমস্যা হয় তার বুক বা পেটের মধ্যে গুপ্ত ব্যথার কারণে অথবা মাথায় ব্যথা কিংবা বুকের ধড়পড়ানির কারণে।

কিন্তু নিঃসন্দেহে কিছু রোগ আছে অনেক নারীর মধ্যে দেখা যায়, যেমন : অস্টিওপোরোসিস, অথবা এখানে-সেখানে হাড়ের ব্যথা।

আর নারীরা সাধারণত তাদের জীবনের বিবিধ স্তরে এ রকম ব্যথা ও ক্লান্তির সম্মুখীন হন। হায়িজের সময়ের কষ্ট ও ক্লান্তি থেকে গর্ভ ও প্রসব থেকে পাওয়া কষ্ট ও ক্লান্তি... আরও আছে ঘুম কম হওয়া, দুধপান করানো, সন্তান প্রতিপালনের কষ্ট।

এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক নারী কষ্ট বহন করা ও সহ্য করার দিক থেকে সমান হয় না; বরং অনেক নারী হয় ধৈর্যশীলা আবার অনেক নারী দুর্বল হয়।

- বুদ্ধিমান স্বামী সে, যে তার স্ত্রীর যন্ত্রণা লাঘব করে। স্ত্রীর অভিযোগ-নালিশে বিরক্তি প্রকাশ করে না; বরং বিভিন্ন পন্থায় তার যন্ত্রণা-কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে।...

এসো আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখি, কেমন ছিল তাঁদের সংসার। একদিন আয়িশা رضي الله عنها তাঁর কাছে মাথা ব্যথার অভিযোগ করলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে বললেন যে, যেটা তোমাকে কষ্ট দেয়, সেটা আমাকেও কষ্ট দেয়। এখানে কিন্তু তিনি বিরক্তি দেখাননি, তাঁকে নিয়ে উপহাসও করেননি। বরং স্নেহ দিয়ে স্ত্রীকে আগলে নিলেন।

আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'রাসুল ﷺ একদিন বাকি কবরস্থানে জানাজা শেষ করে আমার

কাছে ফিরে আসলেন। আমার মাথায় তখন ব্যথা করছিল। আমি বলে উঠলাম, "হায়, আমার মাথা!"

তখন তিনি বলে উঠলেন, (بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَا رَأْسَاهْ) "আমিও আয়িশা, ওহ আমার মাথা!"'[১৮৫]

আয়িশা ﷺ বলেন, 'যখন আহলে বাইতের কেউ অসুস্থ হতো, তখন নবিজি ﷺ তাকে মুআওয়িজাত[১৮৬] সুরাগুলো পড়ে ফুঁ দিতেন।'[১৮৭]

- স্বামীর ওপরও দায়িত্ব হচ্ছে, যখন স্ত্রীর জন্য কষ্টকর হয়ে যায়, তখন তার স্ত্রীকে বাড়ির কাজে সাহায্য করা। এ জন্য সে আল্লাহর কাছে সাওয়াবের নিয়ত রাখবে।

- স্ত্রীর দায়িত্ব হচ্ছে, স্বামীর কাছে এমন খুব বেশি অভিযোগ-অনুযোগ করতে যাবে না যে, তোমার স্বামী বিরক্ত হয়ে পড়ে। আর ছোটখাটো কষ্টের অভিযোগ করে করে নিজেকে অভ্যস্ত করবে না।...

আর নারীর ওপর দায়িত্ব হচ্ছে, যেকোনো ক্ষেত্রে সমস্যা মনে হলে ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা করানো। কারণ কিছু অসুখ আছে খুব দ্রুত চিকিৎসা করতে হয়। অন্যথা দেরিতে রোগ শনাক্ত করতে গেলে সে রোগের কার্যকর চিকিৎসা করা সম্ভব নাও হতে পারে অথবা সুস্থ হতে তখন দীর্ঘ সময় লেগে যেতে পারে।

- যখন তোমার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হয়, তখন তার খুব যত্ন নেবে...

- তার শুশ্রূষায় রাত জাগবে, যদি এটা করার মতো অন্য কেউ না থাকে। আর সে সুস্থ অবস্থায় যেসব কাজ আঞ্জাম দিত, সেসব কাজ করে ঘরের পরিস্থিতি ঠিক রাখার চেষ্টা করবে।

- তার জন্য খাবার প্রস্তুত করবে আর তাকে কোনো কাজ দিয়ে কষ্টে ফেলবে না।

- তার রোগমুক্তির জন্য দুআ করবে। কারণ সে দুআর জন্য অধিক উপযুক্ত।...

---

১৮৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৪৬৫।
১৮৬. সুরা আন-নাস ও সুরা আল-ফালাক।
১৮৭. সহিহু মুসলিম : ২১৯২।

আমার স্বামী আর বদলাল না

- স্বামীকে ঘুম থেকে জাগাতে কি কষ্ট হয়?

যদি তোমাকে একটা সুন্দর নিয়ম বলে দিই, তবে কেমন হয়?

- যখন জাগানোর সময় হবে, তখন তার কানের কাছে গিয়ে ফিসফিস করে দুটো কথা বলো।

- সে চোখ খুললে তার প্রতি একটা সুন্দর মুচকি হাসি দাও। তখন স্বামীর মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করবে।

- পুরুষেরা মাঝে মাঝে একাকী থাকতে চায়। তাকে একাকী কিছু সময় কাটাতে দাও। তার ওপর চাপ প্রয়োগ কোরো না। তার কাজকর্ম ও আচার-আচরণের ওপর পর্যবেক্ষকের মতো কাজ কোরো না। কেননা, এভাবে করলে আসলে তুমি তার প্রাণকে ওষ্ঠাগত করে দিলে।...

- তোমার স্বামীকে তুমি শক্তি প্রয়োগ করে পরিবর্তন করতে পারবে না। তার ভেতরের কোনো ত্রুটি প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন করতে যাওয়া কখনো কখনো হীতে বিপরীত পরিণতি নিয়ে আসতে পারে, কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব করতে পারে।

যেমন তুমি বললে, 'তুমি খুব বেশি টিভি দেখো। এটা ভুল।' এ রকম বলার পরিবর্তে তাকে বলো, 'আজকে একটা চমৎকার বই পড়লাম। আমার মনে হয় টিভি না দেখে তোমার বইটা পড়া উচিত।'

- স্বামীকে তার শখ পূরণ করার মতো কিছুটা সুযোগ দাও। তাকে যথোপযুক্ত সময়ে বন্ধুদের সাথে বের হতে দাও। যতক্ষণ সে কোনো গুনাহে জড়িত না হয়, ততক্ষণ এভাবে তাকে যেতে দেওয়া চলে, তার সামনে বাধা হোয়ো না।... আর প্রাচ্যের পুরুষরা সহসা তাদের বন্ধুদের ছাড়তে পারে না। কেননা, বন্ধুত্বের পরিবেশ একসময় তার জীবন ছিল।...

- কিছু কিছু পুরুষ এমন ধারণা নিয়ে প্রতিপালিত হয়েছে যে, তারা মনে করে নারীকে খেতে-পরতে দিলেই হলো, এতটুকু করলেই তার জন্য সুখের ব্যবস্থা হয়ে যায়। এটা একটা প্রচলিত ভুল। এ ভুল যদি তোমার স্বামী করেও থাকে, তবে এ ভুলটা তার একার নয়, এটা অনেকেরই ভুল ধারণা।

• অলস স্বামী

অনেক স্ত্রী তার স্বামীর অলসতায় বেজায় নাখোশ। স্বামী শিথিলতার কারণে অনেক ভালো সুযোগ হাতছাড়া করে। এমন হলে স্ত্রী তার স্বামীকে বেশ বকে দেয়, ভর্ৎসনা করে।

যেমন এক যুবতি তার স্বামীর অলসতার অভিযোগ করে বলছে, অনেক সুযোগ এল তার কাছে; কিন্তু শিথিলতার কারণে সে সুযোগ হারাল। কাজে লাগাতে পারল না। এ কারণে এ যুবতি তার স্বামীকে অনেক ভালোবাসা সত্ত্বেও আর তাকে স্বামী অনেক ভালোবাসা সত্ত্বেও তার মনের অস্থিরতার কারণে স্বামীর মূল্যায়নে ঘাটতি করে। ফলে সে তার স্বামীর প্রতি গুরুত্বারোপ করে না এবং তার প্রতি তেমন মনোযোগ দেয় না।

- আগে যেমন স্বামীকে গুরুত্ব দিতে এখনো সে রকম গুরুত্ব দাও, তার জন্য আগের মতো নিজেকে প্রস্তুত করো। তাকে বাড়িতে সুন্দরমতো অভ্যর্থনা জানাও। যেন সে বুঝে নেয় যে, আল্লাহ তাকে একজন নেককার স্ত্রী দিয়েছেন।
- শান্ত স্বরে নরম সুরে তার মধ্যকার ত্রুটি তুলে ধরতে পারো।...
- তাকে যেদিকে ধাবিত করতে চাও, সেদিকে তাকে উৎসাহিত করো, তার জন্য পথপ্রদর্শক হও।
- তাকে বলো, তার কর্তব্য হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া আর ফলাফল আল্লাহই দেবেন। তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, তুমি তার সুখে সুখী হও, আর তোমার কিছু করার মধ্যেও সে খুশি হয়; যদিও তুমি সে কাজটা নিশ্চিত করতে পারো অথবা না করতে পারো। আর যেকোনো বিষয় তো এক আল্লাহর হাতেই থাকে।
- খুব বেশি করে দুআ করতে থাকো; যাতে আল্লাহ তোমাদের দুজনকে সফলতায় মর্যাদামণ্ডিত করেন।
- ভুলে যেয়ো না যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ-প্রদত্ত রিজিকে সন্তুষ্ট থাকা।...

আমার স্বামী ঘরে স্থির হয় না

- অনেক স্ত্রীর অভিযোগ, 'আমার স্বামী বাড়িতে থাকে না। হয়তো সে ঘরের বাইরে কাজে থাকবে অথবা বন্ধুদের সাথে থাকবে।'

• কেন পুরুষ ঘরের বাইরে থাকে?

- পুরুষদের কাজই এমন : কিছু লোক এমন কাজ করে, যা তাকে বাড়ির বাইরে থাকতে বাধ্য করে আর এ কাজের জন্যই তাকে বারবার বের হতে হয়। কাউকে দেখা যায়, সে একসাথে দুটো কাজ করে। এ জন্য দিন-রাত মিলিয়ে কাজ করে সে তার ঋণ পরিশোধ করে অথবা পরিবারের জন্য যথেষ্ট রসদের ব্যবস্থা করে।
- পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক : অনেকের খুব বেশি বন্ধু থাকে। বন্ধুদের সাথে রাতভর কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে সে। অথবা সে এখনো অবিবাহিত অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। এ জন্য এখনো বন্ধুদের সাথে আগের মতো আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, তাদের সাথে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, এখনো সে একটুও পালটায়নি।
- ঘরে কাঙ্ক্ষিত শান্তি না পাওয়া : ঘর যখন বিরক্তির কারণ হয় আর সে ওটাকে পরিবর্তনও করতে পারে না, তখন সে ঘর থেকে পালায়। এক বোন বলেন, 'আমার স্বামী কাজ থেকে ফিরে ঘুমায়। মাগরিবের আজানের সময় উঠে খাবার খেয়ে বেরিয়ে যায় বন্ধুদের কাছে। রাতে আর ফিরে না। যখন ফজরের আজান হয়, তখন তাকে আসতে দেখা যায়।'
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশি সমস্যার কুফল : এ কারণে তার কাছে যেটাকে শুদ্ধ ও আরামদায়ক মনে হয়, সে ওটার দিকে বের হয়ে যায়। এসব সাংসারিক ঝামেলা থেকে কিছু সময় বের হওয়াও তার কাছে স্বস্তিদায়ক লাগে।

এসবের সমাধান কেবল এটাই যে, এসব সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হলে মূল থেকে শুরু করতে হবে। আর ক্ষমা করে অনেক ভুল-ত্রুটি শোধরানো সম্ভব।[১৮৮]

• সমাধান কী?

- সে যেন বাড়িতে স্বস্তিবোধ করে তেমন কিছু করার চেষ্টা করো। তাকে বাড়িতে রাখার একটাই পথ, আর সেটা হচ্ছে, তাকে তেমন স্বস্তি বাড়িতে দেবে, যেমন স্বস্তি পাওয়ার জন্য সে বাড়ির বাইরে যেতে উন্মুখ থাকে।
- সব সময় তাকে বাড়িতে বসে থাকার ওপর জোর করবে না। নাহলে সে আরও বেশি বেশি পলায়নপর হয়ে উঠবে।
- ঘরে থাকার প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার জন্য চুপে চুপে কাজ করে যাও। ঘরে তার উপযোগী আসন তাকে দাও। ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো। ভালো সুগন্ধি ব্যবহার করো।
- ঘরে এলেই তার সাথে সমস্যার কথা খুলে বসবে না বা আজকে কী কী বাজে হয়েছে, সেসব বলতে যাবে না।
- তার প্রতি তোমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখাও। সেটা হতে পারে তোমার কথার মাধ্যমে। এতে তার কাছে ভালো লাগবে।
- তোমার স্বামী একজন মেহমান। তাই তার আপ্যায়ন করো তোমার সবকিছু দিয়ে। যাতে তোমার সাথে আরও দীর্ঘক্ষণ সে থাকে।
- যতক্ষণ সে না আসে, ততক্ষণ তুমি তার পথ চেয়ে জেগে থাকো। এভাবে সব সময় তুমি তার সঙ্গ পাবে। যদি তোমার ঘুম নাও আসে, তবুও তার সাথে ঘুমোতে যাও।
- তার বন্ধুদের দাওয়াত করে সবার জন্য খাবার রেঁধে খাওয়াও। তখন পরিস্থিতির বয়ান হবে : আপনি যাদের পছন্দ করেন, আমিও তাদের আপ্যায়ন করতে পছন্দ করি। আপনি যাদের অপছন্দ করেন, আমি তাদের থেকে দূরে থাকি।
- বিপদের সময় স্বামীর পাশে থাকো। তুমি তার সঙ্গে থাকলে, দিনের পর দিন তার ক্লান্তি দূর করলে, তখন সে তোমার ভালোবাসায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে।
- তুমি যা-ই করো না কেন সেটার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান প্রত্যাশা করো। আর বেশি বেশি দুআ করো।

---

১৮৮. মাহমুদ কালআবি কৃত জাওজি লা ইয়াজলুসু ফিল বাইত।

ঘরে ফেরো প্রিয়!

- পুরো পৃথিবীতে ঘরের মতো আরামদায়ক স্থান নেই

আরামদায়ক ঘর হচ্ছে সে ঘর, যে ঘরে কোনো ঝগড়া নেই, বিবাদ নেই।... যে ঘরে তিক্ত কথা শুনা যায় না, তিক্ত সমালোচনাও শুনা যায় না যেখানে। যে ঘরে পরিবারের সদস্যরা আশ্রয় নেয়। সেখানে তারা আরাম ও শান্তি পায়। কিন্তু কোনো কোনো ঘরে দুটোর কোনোটাতে ঘাটতি থাকে আবার কোথায় দুটোতেই ঘাটতি থাকে।

- এক স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি অভিযোগ করে বলে

'যখন তুমি সাধারণ সময়ের চেয়ে আরও দেরি করে আসো, তখন তোমার পথ চেয়ে থাকি আমি। তুমি দেরি করে আসো, আর আমি অপেক্ষায় বসে থাকি। আমার দুচোখে তখন ঘুম থাকে না। আমি তখন বারবার খাবার গরম করতে থাকি এ আশায় যে, এই তুমি এলে বলে!

তুমি যখনই এলে, প্রিয়, তুমি সরাসরি ঘুমানোর কক্ষে চলে গেলে আর বললে, 'আমাকে এতটা বাজে জাগিয়ে দেবে।'

তোমার জন্য রাতভর জেগে থাকলাম, তুমি আমাকে নিয়ে একটা কথাও বললে না। তোমার জন্য আরাম ছেড়ে, খাবার না খেয়ে বসে আছি, প্রিয়, কিন্তু আমার সাথে সামান্য সময়ের জন্য বসে আমার হৃদয় প্রশান্ত করার মতো কোনো কথাই বললে না। আমি চাই তুমি এটাকে পরিবর্তন করে কিছুটা হলেও সৌজন্যতা দেখাও।'

- স্বামীর প্রতি আরেক স্ত্রীর চিঠি : এ চিঠিতে স্ত্রী তার স্বামীর বারবার অনুপস্থিত থাকার কথা তুলে ধরেছে। ঘরে না থেকে বন্ধুদের সাথে থাকার কথা তুলে ধরেছে। এ বোন বলছিল, 'প্রিয় স্বামী, আমার অবস্থা বড় শোচনীয়। আমার মনে হচ্ছে আমি

বুঝি ঘরের আসবাবপত্রের মতো কোনো একটা। যার কাজ হচ্ছে ঘরের কাজে আসা ব্যস। যার ভেতর কোনো বোধ নেই। তবে এটা তেমন আশ্চর্য নয়!

আশ্চর্য হচ্ছে সে ব্যাপারটা, যেটা আমার সাথে বারংবার ঘটেছে। যখন তুমি তোমার সব সময়ের মতো কদিন আগে দেরি করে ফিরলে। আর আমি চাইছিলাম তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো। সে জন্য প্রস্তুতিও নিয়েছিলাম।

তোমার জন্য জুস করলাম। ঘর গুছিয়ে নিলাম। সুন্দর করে সাজলাম। পুরো ঘরে তোমার পছন্দের সুগন্ধি ছড়িয়ে দিলাম। কিন্তু তোমাকে চমকে দেবো কি আমিই চমকে গেলাম। গোমড়া মুখে কপাল কুঁচকে তুমি আমার দিকে তাকালে। বললে, "ছাড়ো, ছাড়ো। কাজের কারণে ক্লান্ত হয়ে গেছি। আজকে এসব অনর্থক কিছু করার সুযোগ নেই! আমি ক্লান্ত, ঘুমাতে চাই।"

এই হচ্ছে তোমার সাথে আমার সর্বশেষ কথোপকথন। তুমি ঘুমাতে চলে গেলে। সকালে উঠে সফরে চলে গেলে আর আমাকে একা রেখে গেলে।

তুমি কি জানো না যে, তোমার স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে তোমার ওপর? তুমি চাও তোমার বন্ধুদের সাহচর্য, আর আমি খুঁজে ফিরি তোমার সাহচর্য, তোমার ভালোবাসা। প্রিয়, আশ্চর্য হয়ো না, আমিও তো চাই তোমার সাথে তোমার বন্ধুর বাড়িতে যেতে, তার পরিবারের সাথে দেখা করতে।

আমাদের এ সম্পর্ক যেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়। এ যেন একজন প্রতিবেশীর সাথে আরেকজন অনাত্মীয় প্রতিবেশীর সম্পর্ক। আমরা চাই একটি ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক হোক। ভালোবাসা ও স্নেহের সম্পর্ক হোক। হ্যাঁ, আমি তোমার অভাব অনুভব করি। তাই এসো, ঘরে ফিরে এসো প্রিয়, আমি আর তোমার সব সন্তান তোমার অপেক্ষায়।'

বন্ধুদের সাথে আমার স্বামীর আচরণ

- এক বোন বলল, 'আমার স্বামী ঘরে খুব বদমেজাজি, কঠোর ভাষায় কথা বলে; কিন্তু যখন আমরা কোনো কমন জায়গায় যাই অথবা তার বন্ধুদের ও তাদের স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে যাই, তখন সে একেবারে ফেরেশতা বনে যায়। তখন মনে হয় এ যেন অন্য কেউ!'

এ রকমটাই বলে থাকে সেসব নারী, যাদের স্বামী অন্যদের সামনে নিজেকে ভালো করে উপস্থাপন করে; কিন্তু ঘরে হয় ভিন্ন চিত্র। কেন এমন লোক ঘরের ভেতর তার স্ত্রীর তৈরি করা বাগানকে ছেড়ে তার বন্ধুদের কাছে যায়?!

কেন সে তার স্ত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে, আর বন্ধুদের সাথে হাসি-কৌতুক করে, সুন্দর করে কথা বলে? কেন এমন হবে যে, স্ত্রীর সাথে কথা বলতে গেলে কম সময় দেয় আর বন্ধুদের সাথে কাটায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা!

কেউ কেউ তো স্ত্রীকে ঘরের সৌন্দর্য বর্ধনে আনীত আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি কিছু মনে করে না। মনে করে যে, স্ত্রী দ্বীন-দুনিয়ার কিছুই বোঝে না।...

স্ত্রীর দিকে কপাল কুঁচকে ভ্রূকুটি করে তাকায়। যেন স্বামী চায় তার স্ত্রী তাকে সিংহ মনে করবে, যে সিংহের ভয় তার অন্তরে কাঁপন ধরাবে।

- কখনো স্ত্রী তাকে বলে, 'যখন তুমি আমাকে একা রেখে বন্ধুদের কাছে চলে যাও, তখন আমার কাছে খারাপ লাগে। আমি চাই তুমি যেভাবে তোমার বন্ধুদের সাথে সুন্দর করে কথাবার্তা বলো, সেভাবে আমার সাথেও সুন্দর সুন্দর কথা বলবে।'

অনেকের কাছে তো মনে হয় তার স্ত্রী জড়বস্তু। যা নড়েচড়ে না। যার ভেতর অনুভূতি নেই।

- স্ত্রী তার অন্তর জয়ের সবচেয়ে সহজ রাস্তাটি বাতলে দিয়ে বলে, 'আমার সাথে সুন্দর কথা বলবে, মিষ্টি হাসি দেবে, সুন্দর আচরণ করবে।' একইভাবে রাসুল ﷺ বলেছেন :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম।'[১৮৯]

- কিছু লোক আছে মধ্য রাত পর্যন্ত এমনকি ভোর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে রাত জাগতে থাকে। আর তোমরা যারা ঘর থেকে বেরিয়ে রাতভর তাস আর দাবা খেলতে থাকো, যারা রাতভর টেলিভিশনের সামনে বসে থাকো, অশ্লীল ভিডিও দেখো বা নেশা করো, তোমাদের বলছি :

'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ তোমাদের সর্বাবস্থায় দেখছেন। যদি তোমার স্ত্রী এমন কিছু করে, তবে কি তুমি তাতে সন্তুষ্ট হবে?! বা তোমার ছেলে এ রকম করলে?!'

• অবসর কোথায় কাটাবে?

এ প্রশ্নটা আমাদের পুরুষদের একাংশ অপছন্দ করে। সে মনে করে এমন প্রশ্ন তার পার্সোনাল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা। অথবা এটা এমন প্রাইভেসি বা গোপন কথা, যেটাতে হাত দেওয়া ঠিক নয়।...

অন্যদিকে স্ত্রীর মনের কথা হচ্ছে, আমার প্রিয় স্বামী, তুমি কি খেয়াল করছ না যে, তোমার বন্ধুরা, তোমার এসব সফর তোমার সবটুকু সময় নিয়ে নিচ্ছে। আর আমার জন্য কেবল থাকছে অল্প কটা মিনিট?!

প্রিয়তম, তোমার সহপাঠীরা ও তোমার বন্ধুরা কি সময় পাওয়ার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে বেশি হকদার?! কয়েক শতক আগে নিয়ে যাও তোমার স্মৃতিকে। তোমার চেয়ে অধিক আমলকারী, অধিক দাওয়াতকারী মানুষ ছিলেন তখন। তুমি দেখবে, শ্রেষ্ঠ নবি ﷺ-কে তাঁর উম্মতকে শেখাতে এবং নেতৃত্ব দিতে, তাঁর এত বোঝা ও ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার দিতেন, প্রত্যেক হকদারকে তার হক দিতেন।... তুমি কি আমাকে আমার অধিকার দেবে না? আমার অনুভূতির গুরুত্ব দেবে না?!

---

১৮৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৯৫, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৭।

আমার স্বামী কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট হচ্ছে না

• এক লোকের স্ত্রী অভিযোগ করে বলছে, 'আমি বুঝতে পারছি না যে, আমার স্বামীকে কীভাবে সন্তুষ্ট করব! যা-ই করি না কেন, সে তো সন্তুষ্টই হচ্ছে না। আর সে খুব বেশি আমার ওপর রাগ করে আর আমাকে মারধর করে। অথচ তখন আমাদের সন্তানরা আশেপাশে থাকে। আর আমি চাই না যে, সন্তানরা এটা দেখুক, অন্যথা এটা তাদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে।'

যখন আল্লাহ কোনো মানুষকে ভালোবাসেন, তখন তার গুনাহ ও পাপ মোচন করার জন্য তার পরীক্ষা নেন। পরীক্ষার ধরন বিভিন্ন রকমের হয়। কখনো কখনো এটা দেখা দেয় স্বামীর সাথে, আবার কখনো সন্তানদের সাথে আবার কখনো আত্মীয়দের ও অন্যদের মাধ্যমে এ পরীক্ষা হয়।...

- তোমার স্বামীর সাথে একাকী বসার চেষ্টা করো। একান্তে তার সাথে কথা বলো। তার ভেতরে কী রয়েছে, সেটা বের করে আনো। যেটার কারণে সে চিন্তায় আছে সেটা জানার চেষ্টা করো। হতে পারে সে জিনিসটা অনেক বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, যে জিনিসটা তোমার কাছে খুবই নগণ্য। অথবা হতে পারে তার কর্মস্থলে কোনো সমস্যা হয়েছে বা অন্য কোনো জাগতিক সমস্যা হয়েছে—যেটা কাটিয়ে উঠা তার জন্য সম্ভব হচ্ছে না। তাই তাকে সাথে নিয়ে সমস্যাটা খুঁজে বের করো। যাতে প্রথমত তার ভেতর থেকে মূল থেকে সমস্যার চিকিৎসা করতে পারো।

- তার আচার-আচরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তার সাথে খুব সুন্দর আচরণ করো, ভালো আচরণ করো। কারণ নবিজি ﷺ বলেন :

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

'পাপ কাজ হয়ে গেলে তুমি এর পরপরই একটা ভালো কাজ করো, তাহলে সেটা ওই পাপকে মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করো।'[১৯০]

কিছু আলালের ঘরের দুলাল আছে মা-বাবার আদর যাদের বিগড়ে দিয়েছে। তারা তাদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না; চাই জীবন যত সুন্দর হোক না কেন। এমনকি যখন বিয়ে করে, তখন স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না; চাই তার স্ত্রী যতই অনুগতা হোক না কেন, সে স্ত্রীর মধ্যে দোষ খুঁজতে থাকবে।

- স্বামীর সাথে ধৈর্যশীলদের সাওয়াব নিয়ে কথা বলো। আমাদের পুরো জীবনই পরীক্ষার স্থল। ধৈর্য ছাড়া কোনো জীবনই হয় না। আর দাম্পত্য সুখের মূল রহস্য হচ্ছে ধৈর্য। দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, তাই দুনিয়াকে আমাদের জীবনের সর্বোচ্চটা দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়।[১৯১]

- রুটিন পরিবর্তন করা যেতে পারে। ঘরের আবহাওয়া পরিবর্তন ও সৌন্দর্য বর্ধনে কিছু করা যেতে পারে। সেটা হতে পারে আসবাবপত্র, নিজের জামাকাপড় বা কোনো নতুন ভালো অভ্যাস। সব সময় নতুনত্বে পূর্ণ নারী হওয়ার চেষ্টা করো।

- এক স্ত্রী তার স্বামীর মন জয়ের কৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

- যখন সে কর্মস্থল থেকে ফিরতে দেরি করে, তখন আমি তার সাথে যোগাযোগ করি, আর তার কী অবস্থা জিজ্ঞেস করি।

- সে যেসব জিনিস কিনে আনে, তার প্রশংসা করি।

- তার যে খাবার পছন্দ, সে খাবার রান্না করি।

- কিছু সময় পরপর ঘরের আসবাবপত্রের অবস্থান বদলে নিই।

- তাকে আমার চিন্তা-উদ্বিগ্নতায় শামিল রাখি, তার অভিমত নিই।

- কখনো কখনো তাকে আতর লাগিয়ে দিই। বিশেষ করে জুমআর দিন।

- তার সামনে নতুন নতুন রূপে সাজি যখন সে চায়।

---

১৯০. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৮৭।
১৯১. আসমা মুস্তফা কৃত জাওজি গদুবুন জিদ্দা।

- আমি জানি, আমাকে সব সময় আমার চাওয়া-অনুরোধের ক্ষেত্রে সংহত হতে হবে। আর এ প্রবাদটিও মনে রাখি যে, 'নারী তার জীবনে কেবল একজন স্বামীই চায়। আর যখন স্বামী পেয়ে যায়, তখন সে সবকিছু চাইতে শুরু করে।'

- চেষ্টা করি সব সময় নতুন কিছু শিখতে; যাতে সে আমার থেকে নতুন নতুন কিছু দেখে।

- আমরা এ নীতির ওপর জীবনযাপন করি যে, 'আমরা কখনো দুনিয়া নিয়ে একে অপরের সাথে বিবাদ করব না।' তাই আমাদের মধ্যে আসবাবপত্র বা কোনো ধরনের খাবার নিয়ে বিবাদ হয় না।

গাইরত ভালোবাসার প্রতীক

- গাইরত হচ্ছে উন্নত মর্যাদামণ্ডিত বিশেষ মানসিকতা। কেবল মহান নারী-পুরুষই এমন গুণের অধিকারী হয়, যারা নিজেদের ইজ্জত-সম্মানের যথাযথ সংরক্ষণ করে।...

  গাইরত হলো কেউ তার স্ত্রীর সাথে আরেকজন পুরুষের বিনা প্রয়োজনে কথা বলাও অপছন্দ করল। আর নারীও পছন্দ করে যে, তার স্বামী তাকে নিয়ে গাইরত করবে আর এমন নারী তার স্বামীকে ভালোবেসে সেও গাইরত করে। আর গাইরত না থাকার অর্থ স্ত্রী স্বামীকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, অথবা স্বামীর থেকে গাইরত না থাকার অর্থ এ স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে না।

- গাইরত অবশ্যই দাম্পত্য জীবনে কাঙ্ক্ষিত। তবে তার একটা নির্ধারিত সীমা রয়েছে। কিন্তু যখন এ গাইরত সীমা অতিক্রম করে, তখন সেটা আর কাঙ্ক্ষিতও থাকে না এবং প্রশংসিতও থাকে না।

- নেক স্ত্রী তার স্বামীর গাইরতের খেয়াল রাখে, তার অনুভূতির প্রতি রক্ষণশীল হয়। কিন্তু যখন গাইরত সীমা অতিক্রম করে, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একজন আরেকজনকে সন্দেহ করতে শুরু করে। আর একজন অপরজনের ওপর পুলিশিং শুরু করে, তার প্রতিটি মুহূর্ত নজরে রাখতে চেষ্টা করে, তাকে প্রত্যেক ছোট থেকে ছোট জিনিস জিজ্ঞেস করে, এটাই তখন বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এখানেই শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবেশ করে। কখনো দেখা যায় এমন গাইরত দাম্পত্য সম্পর্ক ধ্বংস করে দেয় আর নিরাপত্তার বদলে তাদের সন্দেহ ও চিন্তার সাগরে ডুবিয়ে দেয়।

- এক স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সামান্য সংশয় থেকে স্ত্রীর সব কাজ, কথাবার্তা, প্রতিটি মুহূর্তের ওপর দৃষ্টি রাখতে শুরু করল। তার মন সব সময় এটাতে আটকে থাকে। সে দেখতে থাকে যে, তার স্ত্রীর সাথে দেখা করার জন্য কেউ আসে কি না। আর

সব সময় স্ত্রীর মোবাইলের ওপর চোখ রাখে, তার চলাফেরার ওপর দৃষ্টি রাখে। কখনো কখনো স্ত্রীকে মারেও!

- অধিক গাইরত, যেটাকে ইংরেজিতে ওভার পজেসিভ বলে, এটা একজন নারীর জীবনকে দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ফেলে দেয়। এক মহিলা সাংবাদিক বলেন, 'আমার এক বান্ধবী আছে সন্দেহ বাতিকে আক্রান্ত। তার খুব গাইরত। ওভার পজেসিভ। যখন তার স্বামী কোনো এপয়েন্টমেন্ট দেয় কাউকে, অথবা মোবাইলে কারও সাথে কথা বলে অথবা একটা মেসেজ লিখে কিংবা একটু হাসে বা কাউকে একটা হাসির চিহ্ন পাঠায়, তখনই সে নিশ্চিত ধরে নেয় যে, তার স্বামীর জীবনে দ্বিতীয় কোনো নারী আছে!

- সবারই এমন বন্ধু থাকে, যার এক-দুটো সন্তান থাকে। সে বন্ধু তার কাছে তার সন্তানদের সুন্দর সুন্দর মন আকর্ষণ করা ঘটনা শোনায়। যখন সে বিয়ে করে, তখন সেও তার স্ত্রীকে এসব শোনায়।... এখানে যদি কেউ তার স্ত্রীকে তার নিকটাত্মীয় বা নিকটাত্মীয়ার ছেলেমেয়ের ঘটনা শোনায়, তাহলে দেখা যায় স্ত্রীর গাইরতে বাধে। তাই পুরুষরা যেন এ দিকটা খেয়াল রাখে। স্ত্রীর গাইরতে আঘাত দেয় এমন কিছু থেকে যেন বিরত থাকে।

- আর একজন বুদ্ধিমতী নারীও তার স্বামীকে সন্দেহজনক গাইরতে পড়তে দেয় না। সে তার স্বামীর সামনে অন্য কোনো পুরুষ সম্পর্কে কিছু বলে না, প্রশংসা করে না। অন্যথা এ রকম কিছু করলে স্বামীর গাইরত জেগে উঠবে। এখানে বরং একজন বুদ্ধিমতী নারী তার স্বামীর প্রশংসা করে কথা বলে।

  একইভাবে স্বামীর কর্তব্য হচ্ছে, স্ত্রীর সামনে অন্য কোনো নারীর প্রশংসা না করা। কারণ এতে সে আসলে তার স্ত্রীর মনের ভেতর সন্দেহজনক গাইরত ঢুকিয়ে তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

- পরিশেষে বলি, সন্দেহ বাতিককে তোমার মনের ভেতর আশ্রয়লাভ করতে দেবে না। অন্যথা এটা তোমার জীবন শেষ করে দেবে। তোমার পরিবারকে ধ্বংসোন্মুখ করে দেবে। আব্দুল্লাহ বিন জাফর ﷺ একদিন তাঁর মেয়েকে বললেন, 'কন্যা আমার, অযৌক্তিক গাইরত থেকে দূরে থাকবে; কেননা, এটা তালাকের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর স্বামীকে ভর্ৎসনা করবে না; কেননা, এটা দ্বেষ সৃষ্টি করে। আর স্বামীর জন্য সাজবে।'

স্বামী-স্ত্রীর গাইরত (১)

অনেকে মনে করে গাইরত থাকা ভালো নয়। তাদের মতে, একজন মানুষকে তার গাইরতের ওপর লাগাম লাগাতে হবে। যখন সে দেখবে, তার মধ্যে গাইরত জাগছে, তখনই গাইরতের ওপর লাগাম লাগিয়ে সেটাকে বশে রাখতে হবে।... কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, গাইরত নিন্দনীয় হয় না সব সময়। কিছু ক্ষেত্রে গাইরত থাকা প্রশংসনীয়। শুধু প্রশংসনীয়ই নয়; বরং জরুরিও বটে।...

• প্রশংসনীয় গাইরত

- যখন তোমার গাইরত আল্লাহর নির্ধারিত সীমার ভেতরে হবে, তখন তা সঠিক ও প্রশংসনীয়। নবিজি ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ يَغَارُ، وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللهُ

'আল্লাহ গাইরত করেন। আল্লাহর গাইরত হচ্ছে, মুমিন আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত কোনো কিছুতে লিপ্ত হবে না।'[১৯২]

- যখন স্বামী তার স্ত্রীকে গুনাহর কিছু করতে দেখে রাগান্বিত হয় বা স্ত্রী তার স্বামীকে গুনাহর কিছু করতে দেখে রাগান্বিত হয় আর অপরজনকে নসিহত করে, উপদেশ দেয়, তাকে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে বিরত রাখার চেষ্টা করে, সে গাইরত প্রশংসনীয়।

- অন্যদিকে, যখন একজন আরেকজনকে সন্দেহের স্থলে দেখে গাইরত করে, এ গাইরতই শরিয়তে কাঙ্ক্ষিত। কারণ এটা হচ্ছে শালীনতা আর নিজের সঙ্গীকে আল্লাহ নারাজ হন এমন হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা।

---

১৯২. সহিহুল বুখারি : ৫২২৩।

কিছু পুরুষ আছে তাদের স্ত্রীকে বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতজনদের সামনে নিয়ে যায়। আর বন্ধুরা তার স্ত্রীর সৌন্দর্য দেখে উপভোগ করে। এদিকে তার স্ত্রীর গায়ের পোশাকে তার শরীর যতটুকু না আবৃত তার চেয়ে বেশি অনাবৃত। দেখা যায় তার স্ত্রী এসব পুরুষের সাথে ছিনালি করে বেড়ায় অথবা তার বন্ধুরা তার স্ত্রীর সাথে ছিনালি করে। তার স্ত্রী তাদের সামনে সিগারেট ফুঁকে, হা হা করে হাসে, তারাও তার সাথে অট্টহাসিতে মেতে ওঠে। অন্যদিকে তার স্বামী আরেকটা নারীর সাথে ব্যস্ত থাকে অথবা তার স্ত্রী কী করছে না করছে সেসব খবর সম্পর্কে উদাসীন থাকে। কারণ সে তো তার স্ত্রীকে কোনো স্বার্থ বা বস্তুগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তার বসদের কাছে বা কোনো সরকারি আমলার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে তাদের মন জোগাড় করার জন্য। আবার কখনো দেখা যায় যখন তার স্ত্রীর সাথে অন্যরা ছিনালি করে, তখন সে মুচকি হাসছে। কারণ সে চাইছে সবার সামনে নিজেকে 'সভ্য' মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে, সে বোঝাতে চাইছে সে মধ্যযুগীয় নয়; বরং মডার্ন!

এ লোকটা জানে না যে, ইসলাম এমন পুরুষকে সভ্য বলে না, বলে দাইয়ুস। হাদিসে এসেছে নবিজি ﷺ বলেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالدَّيُّوثُ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ

> 'তিন শ্রেণির মানুষ জান্নাতে যাবে না। এক. মা-বাবার অবাধ্য (সন্তান); দুই. দাইয়ুস; তিন. পুরুষের বেশধারী নারীরা।'[১৯৩]

দাইয়ুস কাকে বলে? যে লোক পরোয়া করে না যে, তার স্ত্রীর কাছে কোন কোন পুরুষ এল, কী করল। তার স্ত্রী যার সাথে ইচ্ছে রাতভর কথা বলল, কার সাথে বাইরে ঘুরতে গেল এতে যে লোক সমস্যা মনে করে না, সে হচ্ছে দাইয়ুস।

আর পুরুষের বেশধারী নারী হচ্ছে, যে নারী পুরুষের পোশাক পরে, পুরুষের রূপ ধরে। কেউ দ্বীন ইসলামের কালিমা পড়েও কী করে দাইয়ুস হতে পারে?! আর কোনো নারী কী করে নিজেকে দাইয়ুসা বানাতে পারে?!

---

১৯৩. আত-তাওহিদ লি ইবনি খুজাইমা : ২/৮৫৯, সহিহুত তারগিব : ২০৭০।

কিছু নারী আছে, যারা গর্ব করে যে, তারা তাদের গাইরতের ওপর জয় লাভ করেছে আর সে তার স্বামীকে নারীদের সাথে চলতে বা তাদের সাথে নাচতে বাধা দেয় না। কখনো পরনারীর সাথে তার স্বামীর দেখা-সাক্ষাৎকে খারাপ মনে করে না। বরং সে তো এসবের প্রতি উৎসাহিত করে।

এটা আসলে গাইরত থেকে মুক্তি নয়; বরং এটা হচ্ছে সুস্থ চরিত্র ধ্বংস হয়ে যাওয়া, সিরাতুল মুসতাকিম থেকে দূরে সরে যাওয়া।[১৯৪]

এখানে গাইরত থাকা প্রশংসনীয়ই নয় শুধু; বরং জরুরি, অত্যাবশ্যকীয়। কারণ গাইরত মানুষকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের প্রতি উৎসাহিত করে, আল্লাহর ক্রোধের কারণ হয় এমন সবকিছু থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে।

১৯৪. ড. লিনা হিমসি কৃত জাইনাব বিনতু জাহশ।

স্বামী-স্ত্রীর গাইরত (২)

• অপছন্দনীয় গাইরত

যে গাইরতের পেছনে কোনো যথার্থ কারণ থাকে না, কোনো যুক্তি থাকে না। এ অনর্থক গাইরতকে সন্দেহ বাতিক বলা হয়। খেয়ালিপনার জাল বুনে বুনে অলস মস্তিষ্ক এ রকম রোগে আক্রান্ত হয়।

নবিজি ﷺ এটা থেকে নিষেধ করেছেন, তিনি বলেন :

مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يَكْرَهُ اللهُ، فَأَمَّا مَا يُحِبُّ اللهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَأَمَّا مَا يَكْرَهُ، فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ

'এক গাইরত আল্লাহ পছন্দ করেন। আরেক গাইরত আল্লাহ অপছন্দ করেন। আল্লাহর পছন্দনীয় গাইরত হচ্ছে, যেটার যৌক্তিক ভিত্তি রয়েছে। আর সে গাইরত অপছন্দ করেন, যার কোনো ভিত্তি নেই।'[১৯৫]

অর্থাৎ গাইরত যখন অযথার্থ ও অনুচিত স্থানে হবে, বিনা দলিল ও বিনা যুক্তির ওপর নির্ভর হবে, তখন সেটা কেবলই মিথ্যা ধারণা। এ জন্য ইসলাম নিষেধ করেছে, কেউ যেন হঠাৎ তার পরিবারের নিকট না আসে। রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন কোনো পুরুষ যেন তার পরিবারের কাছে এসে রাতের বেলা দরজায় করাঘাত না করে, কেননা এটা তাদের সন্দেহ বাতিকের কারণ হবে এবং তাদেরকে ভুল ধারণার প্রতি ধাবিত করবে।[১৯৬]

---

১৯৫. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৯৬।
১৯৬. সহিহু মুসলিম : ৩/১৫২৮।

ঘরে সাধারণত যে সময় ফিরে আসা হয়, কেউ যেন তার অস্বাভাবিক সময়ে না ফেরে। কেননা, এটা তার সন্দেহ বাতিক তৈরি করতে পারে। সে হয়তো সন্দেহে পড়বে যে, তার স্ত্রী তাকে ধোঁকা দিচ্ছে।

নবিজি ﷺ যেকোনো মুসলিমের ওপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে নিষেধ করেছেন। তাহলে স্ত্রীর ক্ষেত্রে কেমন আদেশ হতে পারে?!

আমরা এমন বহু ঘটনা শুনেছি যে, স্ত্রীর মনে এ ধ্বংসাত্মক অহেতুক গাইরত প্রবেশ করল, তারপর থেকে সে তার স্বামীর সাথে লেগেই থাকে, স্বামী যেখানেই যায় সেখানে স্ত্রীও যায়। স্বামীর জামার ঘ্রাণ শুঁকে দেখে। তার জামা খুঁটিয়ে দেখে, কোনো নারীর চুল পাওয়া যায় কি না। তার মোবাইল ঘেঁটে দেখে, কার কার সাথে বার্তা আদানপ্রদান চলছে। কোনো রকম প্রমাণ ছাড়াই স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করে। তার কথাবার্তা, চলাফেরাকে কুধারণার দৃষ্টিতে দেখে।

অন্যদিকে, আমরা এ রকমও অনেক শুনেছি যে, অনেক পুরুষের মনে তাদের স্ত্রীর প্রতি কুধারণা বাসা বাঁধে। তারা তাদের স্ত্রীকে অভিযোগ দিতে দ্বিধা করে না। যখনই মোবাইলে রিং হয় আর কেউ উত্তর না দেয় অথবা কেউ যদি দরজায় কলিং বেল দিয়ে আবার উধাও হয়ে যায়, অথবা স্বামী কোনো দিন অসময়ে এসে দেখল, তার স্ত্রী সেজেগুজে সুগন্ধি মেখে বসে আছে!

এ রকম নিন্দনীয় চরিত্র দাম্পত্য জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে দেয়। এটার ভিত্তি আসলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস। আর এমন সন্দেহের মাঝে জীবনযাপন করা অসম্ভব।[১৯৭]

তাই স্ত্রীর জন্য একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল ঠিক করে দাও। তার সব নড়াচড়ায় পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি রাখতে হবে না। যদি তুমি দেখো যে, তোমার গাইরত বোধবুদ্ধির সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই, তখন সর্বপ্রথম সাইকোলজিস্টের সাথে দেখা করো।

---

১৯৭. ড. বদর আব্দুল হামিদ হামিসা কৃত আল-গাইরাতুল কাতিলাহ ও ড. লিনা হিমসি কৃত জাইনাব বিনতু জাহশ।

- মোটকথা : গাইরত সব সময় প্রশংসনীয় বা নিন্দনীয় নয়; বরং কখনো প্রশংসনীয়, আবার কখনো নিন্দনীয়। অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কথা এ ব্যাপারে। যখন গাইরত শরিয়ত নির্ধারিত সীমায় ও বোধবুদ্ধি সমর্থিত, ততক্ষণ তা কাঙ্ক্ষিত।

এ গাইরত প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই রয়েছে। তবে সবার মধ্যে সমান থাকে না। নারীদের মধ্যে মাত্রায় বেশি থাকে। আর কোনো স্বামীর এ অধিকার নেই যে, এ গাইরতকে সে দমন করবে বা প্ররোচিত করবে। কারণ এটা নারীদের একটা স্বভাব, যেটা দিয়ে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

অবিচলতা বনাম আপস

- কিছু নারী আছে দ্বীনের ওপর অটল থাকে না। স্বামী যখন চায়, তখন তার দ্বীন উবে যায়! যেমন কেউ তার পর্দা বাদ দিয়ে দিল, কারণ তার স্বামী পর্দা করা পছন্দ করে না! আবার কারও স্বামী চায় যে, তার স্ত্রী পরপুরুষদের সাথে মেলামেশা করুক, তাদের সাথে হেসে-রসে কথা বলুক। কারণ তার স্বামী মনে করে এসব হচ্ছে সভ্যতার নিদর্শন!

এখান থেকেই আনুগত্য ও ইবাদত থেকে সরে যায় নারী। এখান থেকে সে পাপ ও গুনাহে নিমজ্জিত হয়। এসব নারী তখন পাপ করাকে সমস্যা মনে করে না। তাদের কেউ তার স্বামীকে বলে না যে, (لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় গিয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'[১৯৮]

অথবা বলে না যে, 'প্রিয় স্বামী, তুমি আমার কাছে খুব দামি। তবে আমার দ্বীন আর আমার রবের আনুগত্য তার চেয়ে দামি ও মূল্যবান।' বরং আমরা দেখি যে, কিছু নারী তো তাদের এমন বিচ্যুতির পক্ষে দলিল দেয় যে, 'প্রয়োজনে কখনো কখনো অবৈধতাও বৈধতা পায়।'[১৯৯]

এক স্ত্রী তার স্বামীকে একবার প্রতিবাদের সুরে বলল, 'স্বামী আমার, তুমি আমার কাছে প্রিয়। মনে আছে যখন আমরা আমাদের পবিত্র দেশ ছেড়ে আসছিলাম, তুমি আমাকে আমার পর্দা খুলতে আদেশ দিলে?... আবার নারীদের রোগসংক্রান্ত ডাক্তার দেখাতে চাইলে তুমি একজন পুরুষকে দেখাতে জোর করছিলে। অথচ এ সংক্রান্ত বিষয়ে তার চেয়ে ভালো মহিলা ডাক্তার আছে।'

---

১৯৮. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ৩৮১, সহিহুল জামি : ৭৫২০।
১৯৯. ড. লিনা হিমসি।

• কেন তুমি অভিনেত্রী–নিউজ প্রেজেন্টারের দিকে তাকিয়ে থাকো?

'কত বার দেখি তুমি সব সময় টিভির সামনে বসে থাকো। এ রকম গুরুত্বের সাথে অভিনেত্রী-নিউজ প্রেজেন্টারের দিকে তাকিয়ে থাকো?!'

এমনটাই বলতে হয় অনেক স্ত্রীকে তাদের স্বামীদের উদ্দেশে। এসব অভিনেত্রী-টিভির সুন্দরী নারীরা কি শয়তানের রশি নয়?! এগুলোই তো পুরুষের দ্বীনকে নষ্ট করে। রাসুল ﷺ একবার আলি ﵁-কে বলেন :

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

'আলি, একটা দৃষ্টির পর আরেকটা দৃষ্টি যেন না পড়ে (কোনো নারীর দিকে একবার চোখ পড়ে গেলে দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকিয়ো না) কেননা, তোমাকে প্রথমবার দৃষ্টি পড়ার জন্য ধরা হবে না; কিন্তু পরের বারের জন্য তোমাকে ধরা হবে।'[২০০]

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلَّا أَحْدَثَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلَاوَتَهَا

'যখনই কোনো মুসলিমের দৃষ্টি পড়ে যায় কোনো নারীর সৌন্দর্যের ওপর প্রথমবারের মতো, এরপর যদি সে মুসলিম তার দৃষ্টি অবনত করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে অনুপম ইবাদত করার তাওফিক দেন, সে তার ইবাদতে অনেক বেশি স্বাদ পাবে।'[২০১]

তুমি কি জানো না যে, দৃষ্টি নিচু করে নেওয়া ইমানের অংশ? জানো না যে, হারাম জিনিসের দিকে না তাকিয়ে মাথা নিচু করে নেওয়া জান্নাতে যাওয়ার একটা পথ?!

---

২০০. সুনানু আবি দাউদ : ২১৫৪, সুনানুত তিরমিজি : ২৭৭৭।
২০১. মুসনাদু আহমাদ : ২২২৭৮, জয়িফুত তারগিব : ১১৯৫।

রাসুল ﷺ বলেন :

اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ: اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

'তোমরা আমাকে ছয়টি জিনিসের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমাদের জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো। তোমরা যখন কথা বলবে সত্য বলবে; ওয়াদা করলে তা পূরণ করবে; আমানত রাখলে সেটা যথার্থরূপে আদায় করবে; তোমাদের লজ্জাস্থানের হিফাজত করবে; তোমাদের দৃষ্টি অবনত রাখবে; এবং তোমাদের হাতকে গুটিয়ে রাখবে অপাত্রে প্রয়োগ করা থেকে।'[২০২]

এসব পরনারীর দিকে দৃষ্টি দিয়ে সে তো নিজের স্ত্রীর সাথে খিয়ানত করছে। আর স্ত্রীর সামনে এভাবে করলে তো তার সংসার সবটাই নিজ হাতে ধ্বংস করল! কোথায় শালীনতা?! কোথায় স্ত্রীর অনুভূতিতে আঘাত না দেওয়ার সুন্নাহ?!

২০২. মুসনাদু আহমাদ : ২২৭৫৭, সহিহুল জামি : ১০১৮।

সংসারের জরুরি প্রয়োজন

- এক স্ত্রী তার স্বামীকে বলল, 'কেন আমার ওপর এত দ্রুত রেগে যাও, যখন আমি তোমার কাছে ঘরের জরুরি প্রয়োজন উত্থাপন করি?! তখন তোমার চোখদুটো বড় বড় হয়ে যায়, গলার আওয়াজ বেড়ে যায়। পরোক্ষভাবে তুমি যেন আমাকে বলো, 'অপব্যয়ী নারী, বিলাসী নারী!'

প্রিয় স্বামী, তুমি কি জানো না তোমার ওপর ন্যায়সংগতরূপে আমাকে আমার ভরণপোষণ দেওয়া আবশ্যক?! তুমি কি জানো না যে, এ অধিকার ইসলাম আমাকে দিয়েছে?! আমি এসব জিনিস এ জন্য চাচ্ছি না যে, আমি আমার ব্যক্তিগত সিন্দুকে এসব জমা করে রাখব! আর এ জন্য না যে, এসব নিয়ে বেশি দামে অন্য কোথাও বিক্রি করব!

আমি তো এসব তোমার ঘরের কাজে লাগাই, তোমার কাজে, তোমার সন্তানদের কাজে লাগাই। তোমার মেহমানদের জন্য, তোমার বন্ধুদের জন্য রাখি।...

তুমি আমাকে কখনো কখনো বলো যে, আর্থিক টানাপোড়েন চলছে।

কিন্তু তোমাকে বলি, কত বার আমি তোমার কাছে আমার মনের আকাঙ্ক্ষা পেশ করেছি যে, সে আর্থিক টানাপোড়েন পরিস্থিতির কিছু আমাকে বলো। তোমার আর্থিক সমস্যার কথা বলো। তাহলে আমরা নিজেদেরকে পরিস্থিতি অনুযায়ী সাজিয়ে নেব। প্রিয় আমার, অহংকার কোরো না, আমাকে তোমার সাথে এ ছোট্ট পাখির বাসায় 'দাম্পত্য জীবনের বাসায়' পরস্পরের সহযোগী হয়ে থাকতে দাও। আসো, আমরা আমাদের ব্যয়ের পরিমাণ ঠিক করে নিই আমাদের মাসিক আমদানি অনুসারে।... আমাকে তোমার সহযোগী করে নাও, সহযোগিতা করতে দাও, কারণ দাম্পত্য জীবনের সুখ পরস্পরের সহযোগিতার মধ্যে নিহিত।

- পরিবারের জন্য ব্যয় করার ফজিলতের কথা স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দাও। রাসুল ﷺ বলেন :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

'একটি দিনার তুমি আল্লাহর পথে খরচ করলে, একটি দিনার তুমি গোলাম আজাদ করার কাজে সহায়তায় খরচ করলে, একটি দিনার তুমি মিসকিনকে দান করলে, একটি দিনার তুমি পরিবারের জন্য খরচ করলে—এসবের মধ্যে সে দিনারের প্রতিদান বেশি, যা তুমি পরিবারের জন্য খরচ করলে।'[২০৩]

- একটা গল্প আছে, একবার এক কৃপণ স্বামী চাকরির কাজে দূরে কোথাও গেল। এদিকে স্ত্রী ও সন্তানদের রসদ ছাড়া রেখে যায়। যখন টাকা পাঠানোর সময় এল, তখন সে চিঠি লিখে জানাল, 'প্রিয় স্ত্রী, এ মাসে পরিস্থিতির কারণে আমার বেতনের টাকা পাঠাতে পারছি না। আমি তোমার জন্য হাজার হাজার কল্যাণকামনা পাঠাচ্ছি। ইতি তোমার স্বামী।'

দেখলে অবস্থা! কী বলো, এখন এ স্ত্রী তার স্বামীর পাঠানো হাজার হাজার কল্যাণকামনা দিয়ে কীভাবে নিজের ও ছেলেমেয়েদের লালনপালন করবে? টাকাপয়সা হচ্ছে জীবনের জন্য অপরিহার্য। আর দাম্পত্য জীবন নামক বৃক্ষ বেঁচে থাকার রসদ হচ্ছে, খাবার ও পানি। যাতে এ বৃক্ষ ফুলফলসমৃদ্ধ থাকে। দাম্পত্য সুখ-সমৃদ্ধির জন্য ভালোবাসা এখানে যথেষ্ট নয়।

আর এ জন্য তার বুদ্ধিমতী স্ত্রী বলল, 'আমার প্রিয় স্বামী, তোমার ভালোবাসার সাথে কিছু টাকাপয়সাও পাঠাও।'

তবে অবশ্যই টাকাপয়সা খরচের ক্ষেত্রে বুদ্ধি ব্যবহার করতে হবে। তাই কোনো কৃপণতাও নয়, আবার অপচয়ও নয়। আবু বকর رضي الله عنه বলেন, 'আমি সেসব ঘরকে অপছন্দ করি, যারা তাদের কয়েক দিনের রিজিক একদিনে সাবাড় করে ফেলে।

---

২০৩. সহিহ মুসলিম : ৯৯৫।

কৃপণ স্বামী (১)

- বর্ণিত আছে, এক কৃপণ স্বামী এক পাত্র খাবার রান্না করে তার স্ত্রীর সাথে খেতে বসল। আর বলল, 'যদি আজকের এ খাবারের আয়োজনে বেশি মানুষ না থাকত, তাহলে বেশ ভালো হতো!'

স্ত্রী বলল, 'ভিড় কই? আমি আর আপনি দুজনই তো এখানে।'

স্বামী বলল, 'যদি আমি আর আমার পাত্র থাকত শুধু, তাহলে বেশ হতো।'

একজন লোক যদি তার স্ত্রী ও তার সন্তানদের দিতে গিয়েই কার্পণ্য করে, তাহলে বিষয়টা কতটা দূষণীয় বলে মনে হয়?!

নিজের স্ত্রী-পরিজনের ক্ষেত্রে কৃপণতা করা কি একেবারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের বোকামি নয়? তার সম্পদ কি তার স্ত্রী-সন্তানরা তখন কাজে লাগাতে পারবে, যখন সে সম্পদ রেখে মারা যাবে?!

আমি এক ধনী লোকের কথা জানি। স্ত্রীকে ঠিকমতো খোরপোশ দিত না সে। এক আশ্চর্য রকমভাবে স্ত্রীর খরচ দিত। যে কারণে ওই নারীকে তার ভাইয়ের সাহায্য নিতে হতো। তার ভাই ছিল এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। লোকটার মৃত্যু অবধি কেউ জানতে পারেনি যে, তার কাছে ঠিক কতটুকু সম্পদ আছে। যখন সে মৃত্যুবরণ করল, তখন দেখা গেল তার সম্পদের অংক মিলিয়নে গণনা করতে হয়।

এ অভাগা কী ধরনের জীবনযাপন করেছে নিজের স্ত্রী-সন্তানদের বঞ্চিত করে! আল্লাহ তাকে সম্পদ দিয়েছেন—সেগুলো সে যথার্থরূপে খরচ করে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারত। কিন্তু সে কী করল?! এখন কি কৃপণতা করার পর সে এসব জিনিস তার কবরে নিয়ে যেতে পারবে?! তার মৃত্যুর পর সন্তানরা তার কী রকম প্রতিচ্ছবি নিয়ে জীবন পার করবে?!

সুন্দরমতো স্ত্রীর ভরণপোষণ দেওয়া কি স্বামীর দায়িত্ব নয়?...

ফকিহগণ যেমন বলেন, স্ত্রীকে সুন্দর যথার্থ বাসস্থান, যথার্থ পোশাক দেওয়া স্বামীর ওপর আবশ্যক। এসব হতে হবে অপচয়হীন, হতে হবে ভদ্রোচিতরূপে। স্ত্রীকে যথার্থ খাবার খাওয়াতে হবে। যা তার শরীরে শক্তি জোগাবে, তার রোগ প্রতিরোধ করবে। হতে হবে সেভাবে, সাধারণত মানুষ যেভাবে অপচয় ও অপব্যয় ছাড়া খেয়ে থাকে।

এ সবই সামর্থ্যের ভেতরে হতে হবে। যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে যথেষ্ট সম্পদ দিয়ে থাকেন, তাহলে সে যেন তার পরিবারের জন্য খরচ করতে কার্পণ্য না করে। যে স্বামী তার পরিবারের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে, সে আসলে পরিবারের লোকদের হক নষ্ট করে। রাসুল ﷺ এ রকম কিছুর পরিণাম সম্পর্কে বলেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

'একজন মানুষ গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার খোরাক নষ্ট করে।'[২০৪]

- নিঃসন্দেহে একজন স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে তার স্বামীর আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ রাখা। স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে তাকে চাপ না দেওয়া। কখনো দেখা যায় কেউ তার স্বামীর কাছে তার ন্যায্য অধিকার চেয়েছে; কিন্তু স্বামী সেটা দিতে হলে তাকে চুরি করতে হবে অথবা ঋণ করতে হবে।

কোনো স্ত্রী কি তার স্বামীকে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়?! অথবা চুরি করতে বাধ্য করতে চায়?! কিছু কঠিন অন্তরের নারী স্বামীকে এরপরেও চাপ দেবে, স্বামীর সাথে শান্তিতে দিন গুজরান করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের চাহিদা পূরণ আর খামখেয়ালিপনা।[২০৫]

আর যে নারী স্বামীর কাছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি খোরপোশ চায়, স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে খোরপোশ চায়, সে নারী মূলত তার পরিবারকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়। আর কোনো বুদ্ধিমতী সম্মানিতা স্ত্রী এমন করবে না।

সালাফের স্ত্রীদের অভ্যাস ছিল, যখন স্বামী ঘর থেকে বের হতো উপার্জনের উদ্দেশ্যে, তখন স্বামীকে এ বলে বিদায় দিত যে, 'আল্লাহকে ভয় করবেন। হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকবেন। কারণ আমরা ক্ষুধার কষ্টে থাকতে পারব; কিন্তু জাহান্নামের আগুন কিছুতেই তো সহ্য হবে না।'

---

২০৪. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯২।
২০৫. ড. লাইলা আহদাব কৃত বাখলুজ জাওজি ফিল মিজান।

কৃপণ স্বামী (২)

• এক ধনাঢ্য মহিলা বলল যে, তার স্বামী বড় কৃপণ। বাড়িঘরের সব খরচ সে দিতে চায় না। তাকেও তার প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা দেয় না।...

এ মহিলা ছিল খুবই ধনী পরিবার থেকে। স্বামীর পরিবারের তুলনায় তার পরিবার ছিল বেশি ধনী। বিয়ের আগে সে তার জীবনে এক ভিন্ন রকম বিলাসিতা ও অপব্যয়ের মধ্যে জীবন কাটিয়েছিল। এখন তার স্বামীর বেতন তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট হচ্ছে না। যে কারণে সে তার স্বামীকে কৃপণ বলছে।...

আসলে তার স্বামী কৃপণ নয়। কিন্তু এ লোকের স্ত্রী তার স্বামীর পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছে না। এ জন্য তাকে কৃপণ বলছে। ওই মুমিন স্ত্রীর উচিত এ কথা মনে রাখা যে, অল্পে তুষ্টি এমন বড় নিয়ামত, যা কখনো শেষ হয় না, আর আসল ধনাঢ্যতা হচ্ছে মনের ধনাঢ্যতা।...

অন্যের কাছে দুনিয়া চেয়ো না। কেননা, দুনিয়া খুব দ্রুতই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বরং তুমি সব সময় নতুন জীবনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো। তোমার উচিত সুন্দর করে নিজের স্বামীর ঘর পরিচালনা করা ও আল্লাহর শোকর আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য (আমার নিয়ামত) বৃদ্ধি করে দেবো।'[২০৬]

---

২০৬. সুরা ইবরাহিম, ১৪ : ৭।

• যে নারীর লক্ষ্য কেবল বিলাসিতা

কিছু নারী আছে বিলাসিতা করার লক্ষ্যে বেঁচে আছে। তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা কেমন সেদিকে সে ভ্রুক্ষেপ করবে না। বরং সে আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যেও বহু দামি কিছু চেয়ে বসবে। অথচ তার স্বামী সে জিনিসটা দিতে সক্ষমও না। কেননা, তার মাসিক বেতন তাদের পরিবারের প্রয়োজন ও জরুরতই কোনোমতে পূরণ করতে পারছে। এমন বিলাসিতা তার জীবন নষ্ট করে দেয়, সব সময় সমস্যায় রাখে।...

এমনই এক স্বামী তার স্ত্রীর উদ্দেশে বলল, 'তুমি আমাকে এটিএম মনে করছ নাকি?! তুমি কি চাও অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার কারণে আমি ঋণের বোঝা মাথায় নিই?! আমি নিঃস্ব আর কপর্দকহীন হলেই কি তুমি খুশি?! তুমি কি চাও আমি আমার হৃদয়কে কঠিন করে এত সব টেনশন আর উদ্বিগ্নতা নিয়ে জীবনযাপন করি?! আমার প্রিয়া, আমি জানি তোমার মৌলিক চাহিদা পূরণ করা আমার দায়িত্ব। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি ও আর্থিক অবস্থাও বিবেচনায় রাখো।'

• স্বামীর আর্থিক দুর্বলতার কিছু কারণ

- স্বামীর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে, তার ঋণ থাকতে পারে। যেটা হয়তো সে তার স্ত্রীকে জানাতে চায় না। যাতে স্ত্রী বহন করতে সক্ষম নয় এমন টেনশন থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে পারে।

- কখনো দেখা যায়, ঋণের কারণ হচ্ছে স্ত্রীর পরিবারের জন্য, তার মোহর, উপহার, অনুষ্ঠান প্রভৃতির জন্য ধার নেওয়া।

- অন্যদিকে স্বামীর তার আপন মা-বাবার প্রতিও কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। সেসব আদায় করতে হয়। তোমার স্বামীর এতটা উন্নতির পেছনে তাদেরও অবদান কম নয়।

- আবার কিছু স্বামী আছে, প্রতি মাসে কিছুটা সদাকা করে থাকে। দেখা গেছে সেসব সদাকার কথা তাদের বাম হাতও টের পায় না। এটা তো তার একনিষ্ঠতা।[২০৭]

• তবে কিছু স্বামী আছে, স্ত্রীর প্রয়োজন ও পরিবারের প্রয়োজন মোতাবিক খরচ না করে টাকাপয়সা নিয়ে কৃপণতা করে, এমন কৃপণতার প্রতি আল্লাহ নারাজ হন, এটা অশালীনতা। এটা বৈবাহিক জীবন অসুখী হওয়ার কারণ।

---

২০৭. ড. লাইলা আহদাব কৃত বাখলুজ জাওজি ফিল মিজান।

ঋণের বোঝা

- আমরা এমন অনেক বাস্তবতার কথা শুনি যে, কিছু মানুষ নতুন ব্যাবসায়িক প্রজেক্ট শুরু করে দেয় কোনো রকম চিন্তা-গবেষণা করা ছাড়াই। এরপর তারা খুব দ্রুতই লোকসানে পড়ে ঋণের বোঝার নিচে পড়ে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেই ঋণের বোঝাকে তুচ্ছ করে দেখে প্রথমে। এরপর সেটার দিকে আগায়। যখন চিন্তা-গবেষণা ছাড়া ব্যবসায় প্রবেশ করে, বাজেট নিয়ে কোনো কিছু না ভেবেই কিস্তিতে বিভিন্ন জিনিস কিনে নেয়, ওদিকে লাগামহীন খরুচে হয়ে ওঠে, এমন লোক শীঘ্রই ঋণের বোঝার নিচে নিজেকে আবিষ্কার করে।

- স্বামীদের উদ্দেশে বলব

- অবশ্যই ঋণের ভারত্ব, ঋণ নেওয়ার পর বেঁচে থাকতে ও মরে যাওয়ার পর যে বিপদ আপতিত হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে।

- চিন্তা-গবেষণা-পরিসংখ্যান ছাড়া কোনো ব্যবসায় যাবে না। তোমার পরিবারের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করে নেবে আগে।

- স্বামীকে তার জীবনযাপনে মধ্যমপন্থা অনুসরণ করতে হবে। কোনো রকম অপব্যয় করা চলবে না।

- যখন তোমার ওপর কোনো রকম ঋণ এসে যায়, তখন পরিবারের জন্য একটা বাজেট ঠিক করো সে ঋণ শেষ হওয়া পর্যন্ত কিছুটা আর্থিক টানাপোড়েন থাকবে।

- যেটা পরিশোধ করা কঠিন এমন কোনো কিস্তি করবে না।

- প্রয়োজনের বাইরে কোনো জিনিসের ওপর টাকা খরচ করতে চাইলে সেটা সব দিক লক্ষ করে করবে।

- এক ঋণের পর আরেক ঋণ নেবে না। কেননা, সেটা তোমার জীবনকে আরও বেশি সমস্যাযুক্ত করবে।

- স্ত্রীদের উদ্দেশে বলব

- স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করো। স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার কোনো সম্পদ খরচ কোরো না। তবে যদি তুমি স্বামীর সন্তুষ্টির বিষয়ে নিশ্চিত থাকো, তাহলে তার অনুমতি নেওয়ার আগে খরচ করতে পারো। রাসুল ﷺ বলেন, (لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا) 'কোনো নারী তার স্বামীর ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কিছু খরচ করবে না।' বলা হলো, 'আল্লাহর রাসুল, খাবারও না?' তিনি বললেন, (ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا) 'সেটা তো আমাদের উত্তম সম্পদ।'

- স্ত্রীর কর্তব্য হচ্ছে স্বামীকে সঞ্চয় ও প্রয়োজন মোতাবিক খরচ করার প্রতি উৎসাহিত করা। স্বামীকে প্রতিদিন নতুন নতুন কাপড় কিনে দিতে পীড়াপীড়ি করে, প্রতি মাসে দামি হোটেলে খেতে যাব বলে, প্রতি বছর বসন্তকালে সফরে যাব বলে ঋণের দিকে না ঠেলে দেওয়া।

- যখন স্বামী মাসের মাঝখানে হঠাৎ কোনো বোনাস পায়, তখন সে টাকা খরচ করে ফেলো না। বরং সেটার ক্ষেত্রেও মিতব্যয়ী হও, আর সেটাকে ভবিষ্যতের অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো প্রয়োজন মেটানোর জন্য রেখে দাও।

- যখন স্বামীকে অভাবে দেখো, তখন তোমার সম্পদ থেকে তাকে কিছু দাও। যদি তোমার কাছে সম্পদ না থাকে, তবে স্বামীর সাথে জীবন যেমন আছে, তেমন যাপন করে যাও। একসময় আল্লাহ তোমাদের থেকে এ অভাব দূর করে দেবেন।

- স্বামীর হৃদয় ভাঙবে না। যখন স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভালো থাকে না আর সন্তানদের কেউ কিছু চেয়ে বসে আর সেটা কেনা স্বামীর জন্য কষ্টকর হয়, তখন তুমি তাকে বলবে, 'কখনো আপনি আপনার সন্তানদের কাউকে কম দেননি; কিন্তু এ জিনিসটা এখন কেনার দরকার নেই।...' তাহলে সে তোমার কথা রাখবে।

  তবে ঘুণাক্ষরে এমন কিছু বলতে যাবে না যে, 'এটা কখনো কিনবেন না। কারণ আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়।'

- যখন ঘরের জন্য তোমার নিজের সম্পদ থেকে কিছু কিনবে, তখন স্বামীকে বুঝতে দিয়ো না যে, এটা তার জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্য। বরং তাকে বলো যে, 'আপনি যেভাবে আমাদের দেখাশুনা করছেন, আমি আপনার সাথে কিছুটা শরিক হতে চাইলাম।'

সংসারজীবনে কৃপণতার পরিণাম

• স্বামীর কৃপণতার পরিণাম

- কৃপণ স্বামী থেকে নারীরা দূরে দূরে থাকে। কারণ সব নারীই এমন স্বামী চায়, যে স্বামী তার জন্য খরচ করবে।

- স্বামীর কৃপণতার কারণে স্ত্রী-সন্তানরা নিজেদের বঞ্চিত মনে করে, যার কারণে তাদের মধ্যে অযাচিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু দোষ ঢুকে যায়, যেমন : চুরি ও প্রতিশোধ!

- কখনো কখনো স্ত্রীকে তার স্বামীর সম্পদ থেকে কিছু নেওয়ার প্রয়োজন পড়তে পারে। আর সেটা তাকে স্বামীর অজান্তেই করতে হয়। যাতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য মৌলিক প্রয়োজন হয় এমন জিনিসপত্র নিতে পারে। শরিয়ত সেটার অনুমতিও দেয়। তবে শর্ত হচ্ছে, ন্যায়সংগতভাবে নিতে হবে। প্রয়োজনের বাইরে নেওয়া যাবে না।

- শরিয়ত এটার অনুমতি দিলেও স্ত্রী কখনো কখনো নিজেকে এমন খারাপ পরিস্থিতিতে পায় যে, তাকে মিথ্যা বলতে হয়, আসল ঘটনা লুকিয়ে রাখতে হয়। যদি স্বামী তার স্ত্রীর লুকিয়ে নেওয়া টাকার কথা জানতে পারে, তখন তাকে বকাঝকা করা বা অন্য কোনো সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।[২০৮]

- কৃপণ স্বামী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতে চায় না। তারা এমন সফরের খরচ থেকে বাঁচতে চায়, তাদের জন্য নানান জিনিস করতে হবে সেটার ভয় করে। এভাবে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপরাধে পড়ে যায়। আর (الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ) 'আত্মীয়তার সম্পর্ক আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় বলে, "যে আমাকে অটুট রাখবে,

---

২০৮. ড. সামির ইউনুস কৃত ইনদামা ইয়াবখালুজ জাওজ।

আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবেন। আর যে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।'''[২০৯]

- কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে থাকে। রাসুল ﷺ বলেন :

السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، وَالبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللهِ بَعِيدٌ مِنَ الجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ

'দানবীর আল্লাহর নৈকট্যভাজন, জান্নাতের নৈকট্যভাজন, মানুষের নৈকট্যভাজন, জাহান্নাম থেকে দূরে। কৃপণ আল্লাহ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, জাহান্নামের নিকটে। আল্লাহর কাছে একজন মূর্খ দানবীর একজন কৃপণ ইবাদতগুজার থেকেও প্রিয়।'[২১০]

• কৃপণ স্বামীর স্ত্রীর প্রতি উপদেশ

- স্বামীর পক্ষে যত ওজর আছে, সব দিয়ে মনকে বোঝাও।

- যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে একান্তে যখন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার আসর হয়, তখন তার সামনে আস্তে করে বিষয়টা স্পষ্ট করো। তোমার প্রতি তার অনেক ভালোবাসার নিদর্শন তুমি পেয়েছ বলে সেটার শুকরিয়া আদায় করো প্রথমে। এরপর বলো, আপনি আমার জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এরপর ধীরে ধীরে আসল কথাটা স্পষ্ট বলে দাও।...

- তার কাছে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস আস্তে করে, কোমলতার সাথে, বুদ্ধির সাথে চাও। তবে কখনোই তোমার পরিবারের তোমার ওপর অনেক খরচের কথা ও তার কৃপণতার কথা বলে তুলনা দিয়ে কথা বলবে না।

- যখন তুমি তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেলে, তখন থেকে সেটা যেন নিয়মিত আসে সেটা নিশ্চিত করো। তবে অবশ্যই প্রজ্ঞার সাথে এগোতে হবে তোমাকে।

---

২০৯. সহিহু মুসলিম : ২৫৫৫।

২১০. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৬১ (আলবানি ﷺ-এর মতে হাদিসটি জয়িফ জিদ্দান)। তাখরিজু মিশকাতিল মাসাবিহ, ইবনু হাজার আসকালানি (২/২৭৯); তার মতে হাদিসটি হাসান।

- তাকে একটা বই উপহার দাও। বইটা হবে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারসংক্রান্ত। অথবা যেটাতে পরিবারের ওপর খরচ করার উপকারিতা লেখা থাকবে।[২১১]

- তাকে মনে করিয়ে দাও যে, একজন ব্যক্তির সর্বোত্তম ব্যয়ের খাত হচ্ছে তার পরিবার। রাসুল ﷺ বলেন :

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غَنَاءً، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ مَنْ تَعُولُ تَقُولُ امْرَأَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي وَيَقُولُ مَمْلُوكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِي وَيَقُولُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا

'সর্বোত্তম সদাকা হলো, সচ্ছলতা বজায় রেখে যা করা হয়। ওপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে উত্তম। পোষ্যদের থেকে খরচের খাত শুরু করো। অন্যথায় তোমার স্ত্রী তোমাকে বলবে, "আমার ভরণপোষণ দাও নতুবা আমাকে তালাক দাও।" তোমার দাস তোমাকে বলবে, "আমার ভরণপোষণ দিন নতুবা আমাকে বিক্রি করে দিন।" এবং তোমার সন্তান তোমাকে বলবে, "আমাদের কার দায়িত্বে ছেড়ে যাচ্ছেন?"'[২১২]

- আল্লাহর কাছে দুআ করতে ভুলো না।

- আমাদের সবাইকে কৃপণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে, যেমনটা রাসুল ﷺ আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়েছেন। তিনি দুআ করতেন এই বলে :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তি থেকে।'[২১৩]

---

২১১. ড. লাইলা আহদাব কৃত বাখলুজ জাওজি ফিল মিজান।
২১২. সহিহু ইবনি খুজাইমা : ২৪৩৬, সহিহুত তারগিব : ৮৮১।
২১৩. সহিহুল বুখারি : ৬৩৬৯।

বেশি বেশি অভিযোগ করে যে স্ত্রী

- মনে করো তোমার মোবাইলে রিং হলো। তোমাকে ওপাশ থেকে কেউ জিজ্ঞেস করল চাপা কণ্ঠে, 'আপনি কি অমুকের স্ত্রী বলছেন?' এরপর বলল, 'আপনার স্বামী মারা গেছে।'

এমন কিছু হলে তোমার তখন কী অবস্থা হবে? এখন কল্পনা করা বন্ধ করো। তোমার পাশে দেখো, তোমার স্বামী এখনো জীবিত আছে। তোমার বুদ্ধিকে জাগ্রত করো। তোমার অন্তর কাজে লাগাও। স্বামী হারিয়ে যাওয়ার আগে তার কদর করো।

- তুমি যেন একজন আদর্শ স্ত্রী হতে পারো, সে জন্য সব সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাওয়াবের আশায় দাম্পত্য জীবনের তোমার সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য আদায় করো। তোমার স্বামীকে সন্তুষ্ট করা ও তার আনুগত্য করার সাওয়াবের প্রত্যাশা করো আল্লাহর কাছে। কারণ তোমার প্রতি তার সন্তুষ্টি তোমার জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা। রাসুল ﷺ বলেন :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتِ الْجَنَّةَ

'যে (মুমিন) নারীই তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২১৪]

মনে রাখবে, তোমার স্বামীর অধিকার আদায় করা তোমার রবের হক আদায়ের একাংশ। তাই ঘরের প্রতিটি কাজ করার সময় তোমার রবের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত রাখো। নবিজি ﷺ বলেন :

لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ: لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

২১৪. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬১; হাদিস হাসান গরিব।

'যে নারী দুনিয়াতে তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, তার স্বামীর জান্নাতি হুরগণ তখন তাকে বলতে থাকে, "তাকে কষ্ট দিয়ো না হতভাগী, সে তোমার কাছে কয় দিনের জন্য আছে, অচিরেই সে আমাদের কাছে চলে আসবে।"'[২১৫]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ তার আল-ফাতাওয়া গ্রন্থে বলেন, 'যখন কোনো নারীর বিয়ে হয়ে যায়, তখন তার ওপর তার বাবার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে তার স্বামী। বাবার আনুগত্যের চাইতে তখন স্বামীর আনুগত্য অগ্রগণ্য হয়ে যায়।'

তিনি আরও বলেন, 'স্ত্রী বাড়ি থেকে বের হতে পারবে কেবল স্বামীর অনুমতিসাপেক্ষে। এমনকি যদি তার বাবা-মা বা অন্য কোনো আত্মীয়ও তাকে আদেশ করে, তবুও সে বাড়ি থেকে বের হতে পারবে একমাত্র তার স্বামীর অনুমতিসাপেক্ষে।'

যদি তুমি কখনো নফল রোজা রাখতে চাও, তাহলে তোমাকে আগে তোমার স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিতে হবে। যদি স্বামী তোমাকে অনুমতি না দেয়, তাহলে তুমি রোজা রাখতে পারবে না। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

'কোনো নারীর স্বামী উপস্থিত থাকলে স্বামীর অনুমতি ছাড়া (নফল) রোজা রাখা তার জন্য বৈধ নয়। আর স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে দেওয়া তার জন্য বৈধ নয়।'[২১৬]

পরিশেষে বলি, তোমার মনের ভেতর এ কথা বদ্ধমূল করে নাও যে, একজন পুরুষ এমন স্ত্রী চায়, যে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ তাআলার ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য পালনে আগ্রহী। একজন পুরুষ নেককার ও আদর্শ স্ত্রী চায় সব সময়।

- তোমার স্বামীকে বলো যে, 'দুআ করার সময় আমার জন্য দুআ করতে ভুলবেন না।' এটা তাকে অনুভব করাবে যে, তার কাছে তোমার প্রয়োজন রয়েছে, তুমি তার মুখাপেক্ষী, এমনকি এখন তার কাছে দুআও চাচ্ছ। এ থেকে সে বুঝবে তুমি তার সন্তুষ্টির প্রতি আগ্রহী।

---

২১৫. সুনানুত তিরমিজি : ১১৭৪।
২১৬. সহিহুল বুখারি : ৫১৯৫।

তাকে বলো যে, 'আমার বান্ধবী হিংসা করে যে, আপনাকে আমি পেয়েছি।' এটা তাকে অনুভব করাবে যে, তুমি মানুষের কাছে তার দোষ বলার পরিবর্তে, তার গুণ বলছ আর তার দোষগুলো গোপন করে রাখছ।

তাকে বলো যে, 'যদি আবার সেই বিয়ের দিনে ফিরে যেতাম আর আমাকে বর বাছাই করতে বলা হতো, তাহলে আপনাকেই বেছে নিতাম আমি।' এ কথা তাকে এদিক থেকে শান্তি দেবে যে, তুমি তাকে বিয়ে করে কখনো আফসোস করোনি।

- হাসান বিন আলি ﷺ তাঁর স্ত্রী আয়িশা বিনতে তালহাকে বললেন, 'তোমার বিষয় তোমার হাতে।' আয়িশা বললেন, '২০ বছর ধরে আপনার হাতে ছিল সেটা আপনি ভালোভাবে হিফাজত করেছেন। এখন এ মুহূর্তে আমার হাতে আসলো, আমিও সেটাকে নষ্ট করব না। আমি আমার বিষয়টা আপনার হাতে ন্যস্ত করলাম।' এ কথাটা হাসান ﷺ-এর পছন্দ হলো। তিনি আর তাকে বিদায় না করে রেখে দিলেন।
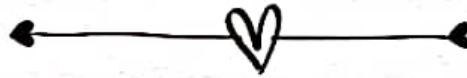
একগুঁয়েমি না ধ্বংস

- দাম্পত্য জীবনে আসা বেশ গুরুতর একটা সমস্যা—স্ত্রী একগুঁয়ে, একরোখা। একগুঁয়ে মানে কী?! একগুঁয়ে ও কথায় একরোখা হলে ঘরের ভেতর অন্ধকার বিরাজ করে, ঘরের ভেতর শয়তানের সাঙ্গোপাঙ্গ ও তাদের কুমন্ত্রণার জন্য উপযুক্ত আবহ তৈরি করে দেয়। যার থেকে ভয়ংকর কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকে সব সময়।

• একগুঁয়েমির ঘটনা

এক লোক তার ফ্লাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিং বেল দিল। তার স্ত্রী ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে আছে। সে তার জন্য দরজা খুলছে না। তার দাবি, তার কাছে তো চাবি আছেই। চাইলেই সে চাবি দিয়ে দরজা খুলে আসতে পারে।

যদি তার কাছে চাবি থেকে থাকে, তাহলে চাবি দিয়ে দরজা খুলে না আসার অন্য কোনো কারণও তো থাকতে পারে। কিন্তু স্ত্রী সেটার ব্যাখ্যা করল যে, এটা আসলে পুরুষরা নারীদের দাসী বানিয়ে রাখা, তাদের ওপর প্রভাব খাটানো।

কিন্তু কয়েক বার কলিং বেল দেওয়ার পর সে উঠে গেল। দরজা খুলে দেখল তার স্বামীর দুহাতে অনেক মালপত্র। এক হাতের মালপত্র কোনোমতো হাতের কিছু অংশে ঠেক দিয়ে কালিং বেল বাজিয়েছে।

দুজন তখন দরজায় ঝগড়া শুরু করল। এক কথার পর আরেক কথা বলে ঝগড়া চালাতে লাগল। স্ত্রীর দাবি, হাতের সামানপত্র মাটিতে রেখে চাবি দিয়ে দরজা খুলে সহজেই ভেতরে আসা যেত। আসার সময় আবার সব সামান হাতে তুলে নিয়ে আসতে পারত।

তার স্বামী যতই ধৈর্যশীল হোক তারপরও এ স্ত্রী কি তার দাম্পত্য জীবন টিকিয়ে রেখে সফলভাবে সংসার করতে পারবে?!

এখানে কার একগুঁয়েমিকে অপরাধ বলব আমরা? স্বামীর না স্ত্রীর?!

- যে লোক একা সিদ্ধান্ত নেয়, সে ভুল করে। যে লোক কেবল এ জন্য জেনেও ভুল সিদ্ধান্ত নেয় যে, তার স্ত্রী ঠিক কথা বলেছে আর ভুল সিদ্ধান্ত নিলে তার স্ত্রীর বিরোধিতা হবে, তাহলে এ লোক আসলে বোকা। সে দাম্পত্য জীবনের কল্যাণকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বরং সে তার অহংকারকেই সর্বাগ্রে রাখছে। আর মনে মনে নিজের বিজয়ে খুশি হচ্ছে, যেটার বাস্তবতা নেই, বিজয়টা কেবল তার মনেই হচ্ছে, বাস্তবে নয়। তা ছাড়া এ লোকের প্রতি তার স্ত্রীর আস্থা ও সম্মানের দিকটাও নষ্ট হয়ে যাবে।

- সাইকোলজিস্টরা বলেন, একগুঁয়েমি নরনারী উভয়ের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিন্তু নারীদের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যায় বেশি। কারণ নারীরা তাদের কাছে থাকা এ একমাত্র অস্ত্র দিয়ে নিজের পক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের ভাষায় পুরুষদের কথিত স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে।

নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যকার এ একগুঁয়েমি তাদের মধ্যকার সমস্যাগুলো ভয়ংকর রূপ ধারণ করার পেছনের অন্যতম কারণগুলোর একটা।... আবার এটা একটা খারাপ প্রভাব ফেলে পরিবারের ওপর, সন্তানরা এটা তাদের বাবা-মার কাছ থেকে গ্রহণ করে, পরবর্তী সময়ে যে কারণে তারা সমস্যায় পড়ে।

কখনো কখনো একগুঁয়েমি বোকামির দিকে ঠেলে দেয়, বোধবুদ্ধিহীন করে দেয়। কখনো দেখা যায় একগুঁয়েমি করা হয়ে থাকে অপরের কথার বিরোধিতা করার জন্য। সে জন্য কথা বলে প্রমাণও দেওয়া হয়। এখানে কেবল এ জন্য দ্বিমত করা হয়, অপর পক্ষের কথার বিরোধিতা করার জন্য। যদি একগুঁয়ে কোনো প্রমাণ খুঁজতে যায়, তাহলে নিজের পক্ষে বোকামো ও নিরর্থকতাই খুঁজে পায়।

স্বামীর একগুঁয়েমি স্ত্রীর একগুঁয়েমির চেয়ে বেশি হয় না সাধারণত। তবে স্ত্রীর ভেতরে একগুঁয়েমির স্বভাব বিয়ের আগ থেকে বেশি থাকে। একগুঁয়ে স্বামী তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা রাখতে স্ত্রীর ওপর। এ জন্য দেখা যায়, তার মতের বিরুদ্ধে যায় স্ত্রীর এমন সব কথাকেই স্বামী প্রত্যাখ্যান করে।

যখন স্বামী এ রকম একগুঁয়েমি করে, তখন সে তার স্ত্রীকে এমন পরিস্থিতিতে ফেলে দেয় যে, যে পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে তার সাথে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হতে হয় অথবা উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে চুপ থাকতে হয়।

একগুঁয়ে স্ত্রী

স্ত্রীর একগুঁয়েমির কারণে প্রথমে কিছু ছোট সমস্যা ঘটে—যদি একগুঁয়েমির চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে দিনদিন সমস্যা বাড়তে থাকে, একসময় আল্লাহ না করুক বিষয়টা তালাক পর্যন্ত গড়ায়।

- স্ত্রীর ভেতর একগুঁয়েমি কোথা থেকে আসে?

- অনেক নারী মনে করে তার নিজের অভিমতের ওপর অটল থাকার অর্থ তার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা। একগুঁয়েমি করলে তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়বে স্বামীর সামনে। এরপর সে যা চায়, তা তার স্বামী থেকে আদায় করতে পারবে।...

- আবার দেখা যায়, বিষয়টা হয় তারবিয়তের দিক থেকে। স্ত্রী হয়তো এ দোষটা তার বাবা-মায়ের থেকে গ্রহণ করেছে। বাবা-মায়ের পরস্পরের মধ্যে একগুঁয়েমির কারণে সেটা সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে। সন্তান সেটা তাদের থেকে অর্জন করে।

- কখনো দেখা গেছে, ছোটবেলায় স্ত্রীর পরিবারে এ দোষটা তার মধ্যে গেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে হয়তো তার পরিবারে 'একগুঁয়ে' নামে ডাকা হতো। তখন তার ভেতর এটা আরও বেশি প্রোথিত হতে থাকে। এরপর সে তার পরিবারে এটাকে যেকোনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে ব্যবহার করতে থাকে।

- আবার দেখা যায়, স্ত্রীর একগুঁয়েমি তার বাবার সাথে মায়ের আচরণ থেকে আসে। এ ক্ষেত্রে সে মাকে অনুসরণ করে। যে নারী এমন ঘরে বড় হয়েছে, যে ঘরে মায়ের কর্তৃত্ব চলে, তাহলে সে নারীও তার স্বামীর ঘরে এমনটাই করবে, অথবা দেখা গেল এমন স্বামী বেছে নেওয়ার চেষ্টা করবে, যে স্বামী ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দুর্বল হবে, এমন স্বামী বাছাই করে সে নিজের ইচ্ছে সহজে আদায় করতে চাইবে।...

- স্ত্রীর মধ্যে একগুঁয়েমি আসার কারণ দেখা দেয় স্বামীর দখলদারিত্বের কারণে, তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ না করার কারণে, কখনো কখনো তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা, তাকে নিয়ে ঠাট্টা করার কারণে। এসব কারণ স্ত্রীকে একগুঁয়েমি বা হঠকারিতার দিকে ঠেলে দেয়।

- কিছু পুরুষ মনে করে, নারীর অভিমত নেওয়া ঠিক নয়। নারীর অভিমতের কারণে ঘরে সমস্যা হয়। এমন বোকামিপূর্ণ চিন্তা ইসলাম প্রদর্শিত হিদায়াত থেকে বহু দূরে। এখানে কেবল এতটুকু ইঙ্গিত দেওয়া যথেষ্ট যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতার ফিতনায় পড়েছিলেন মুসলিমগণ হুদাইবিয়ার সময়, তখন রাসুল ﷺ এসে উম্মে সালামা ؓ-এর সাথে পরামর্শ করলেন আর বিষয়টা একটা সমাধানে এল। মুসলিমগণও অবাধ্যতা বেঁচে ফিরলেন।

- কখনো কখনো স্বামীর কঠোর আচরণের কারণে স্ত্রী একগুঁয়েমির দিকে চলে যায়। স্বামী তার মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজনে সাড়া দেয় না, এটা তাকে এদিকে ঠেলে দেয়।

- আবার কখনো নারী মনে করে, তার স্বামী তাকে অতটা দাম দিচ্ছে না। নিজের ভেতর অপূর্ণতা অনুভব করে সে। এটাকে দমিয়ে রাখতে সে একগুঁয়েমির আশ্রয় নেয়।

- কখনো দেখা যায়, স্ত্রী তার স্বামীর সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে একগুঁয়েমির পথ বেছে নেয়। সে আসলে তার একগুঁয়েমির মাধ্যমে তার স্বামীর আচরণের বিরোধিতা করে অথবা তার সাথে খাপ খাওয়াতে না পারার বিষয়টি প্রকাশ করে।

• করণীয় কী?

- যখন দেখবে, স্ত্রী কর্তৃত্ব খাটানোর উদ্দেশ্যে একগুঁয়েমি করছে, তখন তোমার করণীয় হচ্ছে, তার সামনে কিছু জিনিস স্পষ্ট করে দেওয়া। কাজটা করতে হবে তোমাদের দুজনের সংসার করা তোমাদের কাছে অসম্ভব মনে হওয়ার আগে, দাম্পত্য জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার আগে।

- ধৈর্য ধরো, সাওয়াবের আশা করো, যথাসাধ্য পরিমাণে ঝগড়ার জায়গাগুলো পরিহার করে চলো। যাতে তোমার স্ত্রী ধীরে ধীরে এ দোষ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

- স্ত্রীকে সম্মান করো। তাকে অপমান কোরো না। তাহলে সেও তোমাকে সম্মান করতে শুরু করবে।

- বুদ্ধি ও সহনশীলতার সাথে স্ত্রীর সাথে আচরণ করো। ধীরে ধীরে তার রাগ কমানোর চেষ্টা করো। যদি স্ত্রীর ভুল হয়, তাহলে তাকে পরিতুষ্ট করতে উপযুক্ত সময় পর্যন্ত আলোচনা পিছিয়ে রাখো।

- সহিষ্ণু হও, তার সাথে স্বল্প ও বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলো। তোমার কথা বিষয়বস্তুর আলোকে বলো। এদিক সেদিকের কথা পরিহার করে চলো।

আমি একগুঁয়ে হঠকারী!

নারী! যদি তোমার একগুঁয়ে হঠকারিতা তোমার নিয়ন্ত্রণে না থাকে, সেটা যদি তুমি কোনো ভালো কাজে ব্যয় না করতে পারো বা কোনো নেতিবাচক গুণ থেকে বের হতে ব্যবহার করতে না পারো, তাহলে তোমাকে অবশ্যই এ একগুঁয়েমি ও হঠকারিতাকে দমিয়ে রাখতে হবে; যেন এটা তোমার দাম্পত্য জীবনকে ছারখার না করে দেয়।

- তোমাকে মনে রাখতে হবে, তুমি এভাবেই সৃষ্ট হয়েছ, নারী হিসেবে। তোমার পুরুষ সাজতে যাওয়ার দরকার নেই। আর স্বামীর অবাধ্যতা দুজনের মধ্যে কেবল শত্রুতা ও বিদ্বেষই সৃষ্টি করে, যেটার কারণে স্ত্রীকে বিপদে পড়তে হয়।

- মনে রাখবে, তোমার এ একগুঁয়েমির কারণে তুমি হয়তো নিজ হাতে নিজের ঘরকে বরবাদ করে দিচ্ছ। একসময় স্বামীর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা শেষ হয়ে যেতে পারে আর অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে যেতে পারে।

- আর তুমি যে একগুঁয়েমি করছ, এটা তো শরিয়তে নিষিদ্ধ। নবিজি ﷺ বলেন :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

'যখন কোনো নারী পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, রমাদানের রোজা রাখে, তার লজ্জাস্থানের হিফাজত করে, তার স্বামীর আনুগত্য করে, (কিয়ামতের দিন) তাকে বলা হবে, "জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে তুমি তাতে প্রবেশ করো।"'[২১৭]

---

২১৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৬১, সহিহুল জামি : ৬৬০।

- যখন তোমাদের দুজনের মধ্যে কোনো মতানৈক্য হয়, তখন তোমার উত্তম দাম্পত্য আচরণের জন্য সাওয়াবের আশা করতে পারো। রাসুল ﷺ-এর এ কথা মনে রাখবে, তিনি বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ الْوَلُودَ الْوَدُودُ الَّتِي إِذَا ظَلَمَتْ هِيَ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَذُوقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى

'আমি কি তোমাদের জান্নাতি নারীদের সম্পর্কে জানাব না? অধিক সন্তানপ্রসবকারিণী প্রেমময়ী নারী, যে কোনো ত্রুটি করে ফেললে বা নিপীড়নের শিকার হলে স্বামীর কাছে এসে বলে, "এই আমার হাত তোমার হাতে, তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমার দুচোখে ঘুম আসবে না।"'[২১৮]

- তোমরা দুজন স্বামী-স্ত্রী সেই পোক্ত অঙ্গীকার স্মরণ করবে, যেটা তোমাদের মধ্যে বন্ধন তৈরি করেছে। তোমরা কোনো লাভ-লোকসানের ব্যবসার অংশীদার নয়। তোমাদের অঙ্গীকার তার চেয়ে বড় কিছু। সব ধরনের চুক্তির ওপরে তোমাদের এ অঙ্গীকার। আল্লাহ বলেন :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

'কেমন করেই বা তোমরা তা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অন্যের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের নিকট হতে (বিবাহ বন্ধনের) সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।'[২১৯]

- তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত, তোমার জাহান্নাম। হুসাইন বিন মিহসান বলেন, তার এক ফুফু নবিজি ﷺ-এর কাছে আসলেন একটা প্রয়োজনে। নবিজি ﷺ তাকে বললেন, 'তোমার কি স্বামী আছে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি তার সাথে কেমন সংসার করছ?' তিনি বললেন, 'আমি তার আনুগত্য ও সেবায় ঘাটতি করব না।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি দেখো তার সাথে তোমার কেমন সম্পর্ক। কারণ সে-ই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।'[২২০]

---

২১৮. আল-মুজামুল আওসাত : ৫৬৪৮।

২১৯. সুরা আন-নিসা, ৪ : ২১।

২২০. সহিহুত তারগিব : ১৯৩৩।

- মনে রাখবে, একজন আদর্শ স্ত্রী তার স্বামীর রাগ উসকে দেয় না। যে কাজে তোমার স্বামীর রাগ চড়ে সেটা কোরো না। আর এ কাজটা করবে আল্লাহর আনুগত্যস্বরূপ।

- কোনো ভুল কাজ কোরো না। যদি তুমি ভুল করে বসো, তাহলে সেটা স্বীকার করে নাও।

- স্বামীর সাথে আদবের সাথে কথা বলো, নিজের অভিমতকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করার দরকার নেই। স্বামীর দলিল-প্রমাণ শোনো এবং তার যথার্থ মূল্যায়ন করো।

- আগের সব মনোমালিন্য ভুলে যাও। নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া ও ছোটখাটো বিষয়ের মতানৈক্য ভুলে যাও। বড় বিষয়ের ওপর একমত থাকো সব সময়।

- মনে রাখবে, তোমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনের মধ্যকার সন্তুষ্টি ও মিল প্রথমে তোমাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি এনে দেবে, তোমাদের ঘরের ওপর তার সুপ্রভাব পড়বে। একজন মানুষ দুনিয়াতে পাওয়া সর্বোচ্চ অর্জনের একটি এটি। তার ওপর তোমার স্বামী তোমাকে ভালোবাসবে, তোমার কদর করবে সে।

আবু দারদা ﷺ তাঁর স্ত্রীকে একবার বললেন, 'যখন তুমি আমাকে রাগতে দেখবে, তখন তুমি আমার রাগ ঠান্ডা করবে। আর যখন আমি তোমাকে রাগতে দেখব, তখন আমি তোমার রাগ ঠান্ডা করব। অন্যথা আমাদের সম্পর্ক টিকবে কী করে!'

- তোমার সেসব বান্ধবীর কথায় কান দিয়ো না, যারা বলে, 'তোমার স্বামীর সাথে হঠকারিতা করো। তাকে উচিত শিক্ষা দাও। তাহলে সে তোমার শক্তি দেখবে, তোমার মূল্য বুঝবে।' আসলে যারা এমন সব কথা বলে, তারাই নিজেদের ঘর ধ্বংস করে এখন তোমার স্বামীর সাথে তোমার সুখের সম্পর্কের প্রতি তাদের হিংসা দেখাচ্ছে।

অহংকার আমাকে ডুবাল

- এক নারী তার নিজের ঘটনা বলল, 'আমি, আমার স্বামী, আমার মেয়ে আর আমাদের এক সেবিকা সবাই মিলে ভ্রমণে বেরোলাম। আসার সময় আমি ও আমার স্বামী রাতভর কথা বলছিলাম। বিভিন্ন বিষয় এসে ভিড় করল আমাদের কথায়।

একপর্যায়ে একটা কথায় এসে আমার সাথে তার মতানৈক্য হলো। বিতর্ক চলতে থাকল। মাঝে মাঝে গলার আওয়াজ চড়তে লাগল। সেও তার কথা থেকে নামতে চাইছিল না। কারণ সে পুরুষ। আর আমিও আমার কথা থেকে নামতে চাইছিলাম না, কারণ আমার অহংকার আমাকে বলছিল, এখানে নরম হওয়া মানেই আমার সম্মান কমে যাওয়া।

আমরা রাস্তার বাকি সময়টা ভয়ংকর নীরবতায় কাটালাম। সে আমার কাছ থেকে আশা করছিল আমি তাকে "দুঃখিত" বলে সব মিটিয়ে নেব। আর আমি আমার সম্মান বাঁচাতে নিজের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলাম।

এ অবস্থাতেই বাড়ি ফিরলাম আমরা। আমার স্বামী সেবিকার সাথে মিলে সামানপত্র নামাল গাড়ি থেকে। এরপর রুমে এসে আমার অপেক্ষা করছিল যে, আমি এসে এতক্ষণে যত পানি ঘোলা হয়েছে সব পরিষ্কার করে আগের মতো হয়ে যাব। কিন্তু আমি আমার অহংকারকে পরাজিত করে তার কাছে যেতে পারিনি!

একদিন গেল, দুদিন গেল, তিন দিন গেল... অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকল। যখন তার কিছু লাগত, সে আমার কাছে না চেয়ে সেবিকার কাছে চাইত।

আমি জানি, আমার স্বামীর মন তখন পড়েছে, আমিও দিনের পর দিন এ তিক্ততা সইতে থাকি। রাতভর বিছানার এপাশ-ওপাশ হতে থাকি। কিন্তু তার কাছে যেতে পারলাম না আমার অহংকারকে পরাজিত করে।

কিন্তু এরপর যা ঘটল, তা কখনো ভেবেও দেখিনি। আমার স্বামীর সম্পর্ক সে সেবিকার সাথে শক্তিশালী হতে লাগল। আমি দেখতাম, সে তার সাথে হাসছে, কখনো তার সাথে কৌতুক করে কথা বলছে, তখন আমার মনে সন্দেহ ঢুকল।

একদিন রাতের বেলা আমি জেগে উঠি। আমার ঘর থেকে বেরিয়ে আসলাম আনমনে। সামনে যা দেখলাম, তা দেখে কিছুক্ষণের জন্য আমি হতভম্ব হয়ে যাই। আমার স্বামী সে সেবিকার রুম থেকে বেরোল! আমি সাথে সাথে দ্রুত সে রুমের দিকে দৌড়ে গেলাম। সে আমার কাছে স্বীকার করল যে, আমার স্বামী তার সাথে একান্তে মিলিত হয়েছে।...

সে সেবিকা তার জ্ঞাতি-ভাইদের থেকে মদ নিয়ে এসে আমার স্বামীর মুখে তুলে দিত! আমি এসব দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কয়েক দিন পরেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একদল লোক এসে হামলে পড়ে বাড়ির ওপর। এসে সে নারীকে পাকড়াও করে। কারণ সে এমন একটা চক্রের সদস্য, যারা মদ তৈরি করে এবং তা বিক্রি করে বেড়ায়!

তার সাথে আমার স্বামীকেও পাকড়াও করা হলো। তখনই সে আমাকে তালাক দিল। আমার স্বামী জেলে গেল। এদিকে আমিও আমার বাবার বাড়িতে চলে গেলাম। তখন আমার বুকে একটা ছোট মেয়ে আর আমার পেটে একটা শিশু।

আমার তালাকদাতা স্বামী জেল থেকে বের হতে পারল। কিন্তু তার কর্মজীবন ও সামাজিক জীবন সফল হলো না আর। একসময় সে চাকরিচ্যুত হলো। সে এরপর একে একে চারটা বিয়ে করল। কিন্তু একটাতেও সফল হলো না। আর আমি আমার বাবার বাড়িতে থেকে যাই। আমার কোলে তখন দুটো ফুটফুটে ফুল। তখন আমি অনুভব করি যে, আমিই আসল অপরাধী। আমিই আমার অহংকারের মাধ্যমে আমার স্বামীর মানবিকতাকে খুন করি! আর এসবই হয়েছিল কেবল আমার "দুঃখিত" শব্দটা না বলার কারণে।'[২২১]

২২১. মুনির বিন ফারহান আস-সালিহ কৃত কিবরিয়ায়ি দাম্মারা হায়াতি।

আমার স্বামী খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া করে... কোনো কথাই মানতে চায় না

- এ রকম স্বামীর সাথে ভিন্ন পদ্ধতিতে আগাতে হবে। তার সাথে নতুন নিয়মে চলতে হবে। যার মূলকথা হচ্ছে, বিতর্ক সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা, অযাচিত ফলাফল বয়ে আনে এমন বিতর্ক পরিহার করা।

- যখন সে ফুরফুরে মেজাজে থাকে, তখন তার সাথে বসে কিছু নিয়ম ঠিক করে নাও যে, তোমাদের মধ্যে কী কী পদ্ধতিতে আলোচনা হবে। এ সময় এমন কিছু দিক ঠিক করতে হবে, যার ওপর নির্ভর করে একটি সফল দাম্পত্য জীবনিক আলোচনা চলতে পারে।

- তোমার সাথে খাপ খায় এ রকম তার ব্যক্তিগত বিশেষ পদ্ধতিটা জেনে নাও। যারা নেতৃত্ব দিতে অভ্যস্ত, তারা কখনো 'আদেশসূচক' শব্দ শুনতে পছন্দ করে না। অপর পক্ষের কর্মে-কথায় দখলদারিত্বের সামান্য গন্ধ পেলে বা অভিমত চাপিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা দেখলেই সাথে সাথে তারা বিনা দ্বিধায় বিনা চিন্তায় আক্রমণ করে বসে।

- স্বামীকে বেশি বেশি বলো যে, তুমিই ঠিক, তুমি সত্য বলেছ, তোমার কথা ঠিক। এমন বাক্য তাকে এ অনুভূতি দেবে যে, সে-ই হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রয়োগকারী। যেকোনো প্রয়োজনে তার কাছেই যাওয়া হয়।

- তার মৌলিক দাবিতে তার সাথে বিতর্কে যেয়ো না। বরং তাকে অনুভব করতে দাও যে, তুমি তার কথা ভালোভাবে বুঝতে পারছ। এমনকি যদিও সেসবের কিছু তোমার কাছে নগণ্যও মনে হয় তবুও, কারণ সে এসব বিষয়কে নগণ্য মনে করে না।

- যখন তাকে চিন্তিত দেখবে, তখন তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করো। তার কাছে তখন কিছু চেয়ো না। যখন সে কোনো কারণে রাগান্বিত, তখন তার সাথে বিতর্কে বা আলোচনায় যেয়ো না।

- তার বৈশিষ্ট্য ও শক্তির জায়গাগুলো খুঁজে দেখো। তার ভালো গুণগুলো, সুন্দর কর্মগুলো স্মরণ রাখো এবং লিখে রাখো।

- বিতর্ক ও আলোচনার সময় তার ইতিবাচকতার কথা স্মরণে রেখো।

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

'আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না।'[২২২]

এটা অন্তরকে নরম রাখে এবং দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি নিকটবর্তী রাখে। আর পরস্পরের জন্য সবকিছুই সহজ করে দেয়।

- স্বামীর চিন্তাভাবনা নতুন করে বোঝার চেষ্টা করো। কোনো সমস্যা বা উদ্বিগ্নতায় তার সাথে কীভাবে কথা বলা যাবে, তার যথোচিত পদ্ধতি খুঁজে বের করো।

- ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে থাকতে হবে তোমায়। সুন্দর কথা ও সাজানো কথা বলতে হবে। তাহলে তুমি তোমার যেকোনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারবে বিইজনিল্লাহ।...

- যখন সে কাজ থেকে ফিরে আসে, তখন ঘরের মধ্যে আত্মিক প্রশান্তির একটা আবহাওয়া তৈরি করে দাও তাকে। যাতে সে শান্তিতে কিছু সময় কাটাতে পারে।

- যদি পারো তাহলে তার সাথে একই সঙ্গে কুরআনের একটা অংশ পড়ার চেষ্টা করো প্রতিদিন। প্রতিদিন দুজনে মিলে কুরআনের একটা রুটিনকৃত অংশ তিলাওয়াত করলে। সেটা হতে পারে সকালে বা ঘুমোতে যাওয়ার আগে।

- সময়কে উপকারী কিছু দিয়ে ভর্তি করে নাও। যেমন নিজের একটা রুটিন করলে কুরআন হিফজ করার জন্য। অথবা কোথাও ভর্তি হলে পড়ার জন্য। বা কোথাও দরসে বসলে। বা কম্পিউটার শিখলে। নিজের সময়টা খালি যেতে দিয়ো না।

- দুআর দিকটা ভুলে যেয়ো না। আল্লাহর কাছে কোনো কিছুই কঠিন নয়।

---

২২২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৭।

আমি খুব দ্রুতই রেগে যাই

- এক বোন বলেন, 'আমি খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাই। খুব দ্রুত রেগে যাই। যেকোনো কিছুর ওপর খুব দ্রুত মন্তব্য করে বসি। যেটা আমাকে যেমন বিব্রতিতে ফেলে, তেমনই আমার স্বামীকেও বিব্রত করে। আমার স্বামী আমার এমন আচরণের জন্য সব সময়ই আমাকে মাফ করে। কারণ সে আমাকে খুব ভালোবাসে। আমিও নিজেকে দোষারোপ করি, যখনই এ রকম কোনো কিছু করে বসি; কিন্তু আমার উপলব্ধিটা তৈরি হয় সময় চলে যাওয়ার পর।

  আমি নিজেকে বারবার বলি, এটা আর করব না; কিন্তু কিছু দিন পরই সেটা আবার করে বসি।

  আমার মনে হচ্ছে, জিনিসটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটা থেকে বেরিয়ে আসার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে আগ্রহী আমি। এটা যেমন আমার মর্যাদা কমিয়ে দিচ্ছে, তেমনই আমার ভয় হচ্ছে কোন দিন আমার স্বামীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় আর আমি স্বামীর ভালোবাসাকে ক্ষতিগ্রস্ত করি, নিজের জীবনকে নিজের এমন স্বভাবের কারণে নষ্ট করে ফেলি কি না!'

  এ ক্ষেত্রে করণীয় :

- তোমার এমন অভ্যাস তৈরি হওয়ার কারণ খুঁজে বের করো। হয়তো বাল্যকালে তোমার তারবিয়তে বা কৈশোরে কোনো কারণে এটা তোমার ভেতর এসেছে।
- ধীরে ধীরে তোমার ভেতরের রাগ, ক্ষোভ প্রভৃতি দিক ছাড়ার চেষ্টা করো। একটা একটা করে। সোডার বোতল খোলার সময় যেমন ফেনা বোতলের ওপরের দিকে নিমিষেই উঠে আসে, সেভাবে যেন তোমার ভেতরের আবেগ ও অনুভূতি এক নিমিষেই উঠে না বসে। কারণ এরপরই তো বিস্ফোরণ। এটা যেন না হয়। যখন তুমি বিরক্তিবোধ করো, তখন বলো যে, তুমি এ কারণে বিরক্তিবোধ করছ।

- মানুষের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের দুটো পদ্ধতি আছে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক। নেতিবাচক পদ্ধতিগুলো হচ্ছে : খুব রাগ, ঘরের জিনিসপত্র ভাঙা, কাউকে মারা। আর ইতিবাচক পদ্ধতিগুলো হচ্ছে : বিষয়টা নিয়ে অপর জনের সাথে সরাসরি কথা বলা, হাঁটাচলা-আঁকার মতো কিছু শখের দিক। আসলে যখন আমরা নিজেদের অবহেলা করা শুরু করি, তখন মূলত আমরা আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের নেতিবাচক পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করি। যার কারণে পরে আমাদের লজ্জা ও চিন্তায় পড়তে হয়।

- সব সময় নিজের মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখার চেষ্টা করে যাও। তোমার মেজাজ যেন তোমার মস্তিষ্কের ওপর সহজেই প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সে চেষ্টা করো। রাসুল ﷺ বলেন :

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ،

'ইলম অর্জন হয় শেখার মাধ্যমে। ধৈর্য অর্জন হয় ধৈর্য ধরতে ধরতে।'[২২৩]

- যখনই তোমার মাঝে ভাবের পরিবর্তন অনুভব করবে, তখনই অন্যের অগোচরে বড় বড় শ্বাস নিতে থাকবে। যত গভীর শ্বাস নেবে তত বেশি শান্ত হবে তুমি। যখন তুমি শান্ত হয়ে যাবে, তখন তুমি একেবারে পালটে যাবে।[২২৪]

- সব সময় কর্মের পরিণামের বিষয়টা খেয়াল রাখবে। যাতে তোমার রাগ তোমার ওপর প্রভাবকারী না হতে পারে। যখন তুমি চিন্তায় রাখবে যে, এর আগে একবার বা দুবার বা দশ বার, বারংবার তোমাকে ক্ষমা করেছে, এখন তুমি যদি এভাবে রাগ করতেই থাকো, তাহলে তা তো ঠিক হবে না। তোমাকে তো আর সে সারা জীবনের জন্য এভাবে সহ্য করবে না।

- রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিস মনে রাখবে :

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ

'যে কুস্তিতে বিজয়ী হয় সে আসল বীর নয়, রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, সে-ই আসল বীর।'[২২৫]

---

২২৩. আল-মুজামুল আওসাত : ২৬৬৩, আবু খাইসামা কৃত আল-ইলম : ১১৪।

২২৪. ড. লাইলা আহদাব।

২২৫. সহিহুল বুখারি : ৬১১৪।

- রাসুল ﷺ-এর আরেকটি নির্দেশ মনে রাখবে :

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ

'যখন তোমাদের কারও রাগ উঠে, তখন সে দাঁড়ানো থাকলে বসে যাবে। যদি এতে তার রাগ যায়, তাহলে তো গেলই; আর যদি না যায়, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে।'[২২৬]

রাসুল ﷺ বলেন :

فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ

'তোমদের কারও রাগ উঠলে সে যেন অজু করে নেয়।'[২২৭]

একইভাবে এসব কথা যেসব স্বামী দ্রুত গতিতে প্রতিক্রিয়াশীল এবং মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ যাদের নেই, তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

২২৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৮২।
২২৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৮৪, আল-জামিউস সগির : ২০৮০; হাদিস হাসান।

যখন স্বামী রাগান্বিত হয়

- যখন তোমার স্বামী রাগান্বিত হয়, আর তুমিও তোমার মনে যা কিছু আছে সব উগরে দিতে চাও, তখন দুটো পথ আছে। হয় তুমি তার মতো সমানে সমানে প্রত্যুত্তর করবে, রাগের প্রতিশোধ নেবে আর নিজের মনকে এভাবে সন্তুষ্ট করবে। অথবা তুমি তাকে মনের গভীর থেকে মাফ করে দেবে।

  দুর্ভাগ্যবশত ক্ষমা শব্দটার অর্থ অনেক স্বামীই জানে না।...

- তাই সব সময় তোমার স্বামী সব মিটমাট করতে এগিয়ে আসবে, এমনটা ভেবো না; বরং তুমিই এগিয়ে এসে সম্পর্ক ঠিক করে নাও।

- তোমাদের মধ্যে যেন বিরোধ আরও চরম না হয়, সে জন্য তোমার স্বামীকে ক্ষমা করে দাও।

- একপক্ষ অপর পক্ষকে যেন অহংকার ও রাগ নিয়ে এসে আচরণ না করে। এটা হলে দুটো আগুন পুরো ঘরকে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পুড়ে ছাই করে দেবে।

এভাবে বহু ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে! রাগের সময়ে বলা একটি শব্দ একটা ঘরকে পুরো ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত তছনছ করে দিয়েছে।

- সে সময় কোনো ক্ষমা চাওয়া বা কোনো ধরনের আফসোস কাজে আসেনি। অপর পক্ষ তার রাগের প্রচণ্ডতার কারণে সে সময়ে এটাকে তুচ্ছ করে দেখে।

- রাগের সময় কথা বোলো না। যদিও তুমিই ঠিক হও আর তোমার কথা ঠিক হয়, তবুও রাগের ভেতর কথা বোলো না। অন্যথা অপরজনের ওপর তোমার রাগ আঘাত করবে।

  কেবল চুপ থাকো। যখন বজ্রপাত বন্ধ হবে, রাগের শয়তান চলে যাবে, তখন দ্বিতীয় পক্ষ তার ভালোবাসার অন্তর নিয়ে কথা বলবে এবং নিচু স্বরে কথা বলবে।

পরিপূর্ণ আফসোসের সাথে বলবে, 'আমি তোমাকে এমনটা বলেছি।... আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি রেগে যাও সেটা চাইনি আমি।'[২২৮]

- হাদিস শরিফে স্ত্রীকে বলা হয়েছে তার রাগ দমিয়ে স্বামীর কাছে যাওয়ার জন্য। রাসুল ﷺ বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ إِذَا غَضِبَتْ أَوْ أُسِيءَ إِلَيْهَا قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى

'আমি কি তোমাদের জান্নাতি নারীদের সম্পর্কে বলব না?' সাহাবিগণ বলেন, 'আমরা বললাম, "অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল।"' তিনি বললেন. 'প্রত্যেক প্রেমময়ী, অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী—যখন সে রাগ করে অথবা তার প্রতি অন্যায় হয়, তখন সে বলে, "এ নাও তোমার হাতে আমার হাত। তুমি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমার চোখে ঘুম আসবে না।"'[২২৯]

সাইকোলজিস্টগণ স্বামী-স্ত্রীর প্রতি উপদেশ দেন যে, স্বামী-স্ত্রীর কেউ যেন রাগ অবস্থায় ঘুমোতে না যায়। ঘুমানোর আগেই দুজন দুজনার মধ্যে সবকিছু মীমাংসা করে নেবে। কারণ একজনের ঘুমানো এবং অপরজনের তার ওপর রেগে থাকলে, দেখা গেল তাকে ঘুমাতে দেখে স্বামী তাকে অপছন্দ করতে শুরু করবে। অথবা একই কথা স্বামীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। স্ত্রীকে রাগান্বিত রেখে স্বামী ঘুমালে স্বামীর প্রতি স্ত্রী বিরক্ত হবে।

এক সমাজবিজ্ঞানী লেখেন, 'অভিজ্ঞতা আমাকে বলেছে যে, দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদ দূরীভূত হবে যদি স্বামী-স্ত্রী একটি প্রবাদকে আপন করে নেয়। সেটা হচ্ছে, এক কাপ পানিতে যখন আগুন দেওয়া হয়, সে আগুন নিভিয়ে দিতে অসুবিধা থাকে না।'

এমনটা কখনোই ঠিক নয় যে, স্বামী-স্ত্রীর একজন শান্তিতে ঘুমাবে আর আরেকজন তার ওপর রেগে থাকবে। এমন কিছু আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন না। তাই তুমি প্রথমে ভালোবাসা ও প্রেমের সওগাত নিয়ে স্বামীকে সেটা উপহার দাও।

---

২২৮. আল-কাওয়ায়িদুজ জাহবিয়্যাহ ফিস সাআদাতিজ জাওজিয়্যাহ।

২২৯. আল-মুজামুল আওসাত : ১৭৪৩, সহিহুত তারগিব : ১৯৪১।

উমামা বিনতুল হারিস তার মেয়ে উম্মু ইয়াসকে যে উপদেশ দিয়েছেন, সেটা মনে রাখবে। উমামা বলেছিলেন, 'তুমি তার জন্য দাসী হয়ে যাও, সেও তোমার দাস হয়ে যাবে।' আর সবচেয়ে উত্তম উপদেশ হচ্ছে, আল্লাহ বলেন :

تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'তোমরা স্ব স্ব জীবনের জন্য যে সৎকাজ অগ্রে প্রেরণ করেছ, তা আল্লাহর নিকট পাবে; তোমরা যা করছ, নিশ্চয় আল্লাহ তার পরিদর্শক।'[২৩০]

যদি তুমি নিজের জন্য একটা নেকের কাজ আখিরাতের জন্য পাঠাও, তাহলে সেটা তোমারই উপকারে আসবে। তুমি সেটার উত্তম প্রতিদান পাবে। যদি ভালোবাসা দাও, তবে ভালোবাসা পাবে। কুরআনে এসেছে :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

'উত্তম কাজের প্রতিফল উত্তম পুরস্কার ছাড়া কী হতে পারে?'[২৩১]

২৩০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ১১০।
২৩১. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৬০।

বদরাগী স্বামী

এক বোন বলেন, 'আমি সব সময় আমার স্বামী থেকে আলাদা হওয়ার চিন্তা করি। কারণ তিনি বদরাগী। মতভেদের সময় আমার কণ্ঠ উচ্চ হলে বা তার কথার প্রত্যুত্তর করলে আমাকে মাঝে মাঝে চড় মেরে বসে। কিন্তু এখন আমি দ্বিধাগ্রস্ত আছি যে, তার থেকে আলাদা হয়ে যাব কি না; কারণ আমি তাকে ভালোবাসি, তিনিও আমাকে ভালোবাসেন, আর আমাদের কয়েক সন্তান আছে।

আমার স্বামী আমার জন্য খরচ করে, আমার প্রতি প্রেমময়। আমার ওপর রাগ দেখালে বা আমাকে প্রহার করলে সাথে সাথে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়। আমার জন্য উপহার কিনে আনে। কিন্তু তার এ বদ রাগের ওপর অনেক ধৈর্য ধরেছি। এখন আমার পরিবার আমাকে চাপ দিচ্ছে তার থেকে আলাদা হওয়ার জন্য; কিন্তু আমি দ্বিধাগ্রস্ত।'

করণীয় :

- প্রথমত মনে রাখবে, পৃথিবীতে কোনো নিখুঁত স্বামী নেই—যেমনই নেই নিখুঁত স্ত্রীও। তাই তোমার স্বামীর ভেতর থাকা ছোট ত্রুটিকে তার মধ্যে থাকা গুণের সাগরে নিক্ষেপ করো।

- যে যে কাজে তোমার স্বামীর রাগ চড়ে, সে সে কাজ থেকে দূরে থাকো।

- যখন সে রেগে যায়, তখন চুপ হয়ে যাও, চুপ থাকো। তার রাগের তোড়ের সামনে দাঁড়াবে না। বা তার কথার প্রত্যুত্তর দেবে না। বরং যেভাবে যাচ্ছে, সেভাবে বাতাস বয়ে যেতে দাও। কিছু সময় পর সব এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে।

- যখন সে রেগে যায়, তখন কিছু শব্দ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকো। যেমন : শান্ত হও, বিষয়টা এত বড় নয়, তোমার স্বাস্থ্যের দিকটা খেয়াল করো। এখন রাগের সময় সে কোনো রকম নির্দেশনা শুনতে চাইবে না।

- তার সামনে অক্ষমতা নিয়ে দাঁড়াবে না। বরং কিছু সুন্দর কথা ব্যবহার করো : 'আল্লাহ চাহে তো সব ঠিক হয়ে যাবে', 'তুমি যেমন চাও', 'এ জিনিসটা তোমার রাগেরই উপযুক্ত না', 'তুমিই সঠিক', 'আমি ওয়াদা করছি, আমি ঠিকমতো কাজ করব—তুমি যেমন চাও তেমন করব।'

- তাকে বোলো না যে, 'শান্ত হও', 'আমি মনে করি না, এ ছোট্ট বিষয়টা নিয়ে এত রাগারাগি করা ঠিক', 'এটাতে রাগ করা তোমার ভুল'। এসব তো সেও জানে; কিন্তু এসব ঠিক কথাই দেখা গেল তার রাগ আরও বাড়িয়ে দেবে।

- যদি কোনো কিছু ঘটার আগেই তুমি তাকে শান্ত করতে শুরু করো, তাহলে কী হবে বলে মনে করো?! যখন কথাবার্তা একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় চলে যায়, তখন চেষ্টা করো কথার মোড়কে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে। তুমি তাকে 'আপনি কি আমাকে বোঝেন না?', 'কত বার আপনাকে বললাম!' এগুলো বলার পরিবর্তে বলো যে, 'আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে দ্বিমত করব না', 'আপনার সাথে এ বিষয়ে আমি পুরোপুরি একমত', 'আপনি কি মনে করেন, যদি আমরা এমন এমন করি তাহলে ভালো হবে?' আর এ ক্ষেত্রে নবুওয়তি নিয়ম হচ্ছে, রাসুল ﷺ বলেন :

مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ

'যে জিনিসে কোমলতা থাকে, এ কোমলতা সেটাকে সুশোভিত করে।'[২৩২]

- তার চেহারার ভাষা বোঝার চেষ্টা করো, সেটা ভালো করে বুঝো। যখন দেখবে, তার চেহারায় রাগের বা কাঠিন্যের ভাব অথবা সে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাচ্ছে, তাহলে বুঝে নাও যে, সে এখন ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে—তখন তার রাগ আরও বাড়াতে যেয়ো না।

- বুদ্ধিমতী হও। তাকে সম্মান করো। কোনো বিষয়েই তাকে বারবার জোর করে উত্তেজিত করে দেবে না অথবা তীব্র বিরোধিতা করবে না বা তাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে না; বরং তার সাথে বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলো, সম্মানের সাথে তার মতামত জানার চেষ্টা করো, তার দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাবে না।

---

২৩২. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৫৫১।

- যখন সে শান্ত হবে, তখন তার সাথে যেকোনো বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলো। তাকে বলো সে যেন তোমাকে তার অপছন্দনীয় দিকগুলো বলে দেয় অথবা কোন কারণে তার রাগ চড়ে যায়, সেটা বলে।

- যদি ভালো মনে করো, তাহলে তোমার স্বামীকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করতে থাকো। তবে সেটা অবশ্যই পরোক্ষভাবে হতে হবে। পরিবারবিষয়ক বই আছে, অডিও আছে, ভিডিও আছে—তাকে উৎসাহ দিয়ে দুজনে মিলে এসব দেখা ও পড়ার চেষ্টা করো।

খুব দ্রুত রাগ, খুব দ্রুত রাগ ঠান্ডা

- কিছু মানুষ আছে, যারা খুব দ্রুত রেগে যায়, আবার খুব দ্রুত তাদের রাগ ঠান্ডাও হয়ে যায়। কিছু স্বামীও এমন হয়। এ প্রকারের লোকেরা সাধারণত নিজেদের তেমন ঠিক করে গুছিয়ে নিতে পারে না। দেখা গেল, একটা কথা তাকে উসকে দিয়ে রাগিয়ে দিল—এরপর আরেকটা কথা তাকে শান্ত করে দিল।

  এমন মানুষ তার কথা ও কাজের মাধ্যমে অপর পক্ষকে কষ্ট দেয়। সে জানে না যে, মানুষের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে এমন সময়গুলোতে। তার মেজাজ পালটাতে থাকে। কখনো একটা শব্দ শুনে রাগ ওঠে। আবার একই শব্দ সপ্তাহখানেক পরে বললে দেখা যায়, সে আর রাগছে না। সে তার মানসিক অবস্থা অনুযায়ী রাগে আবার মানসিক অবস্থা অনুযায়ী না রেগে শান্ত থাকে।

- কেউ যেন মনে না করে যে, রাগের সময় তার করা যেকোনো কাজ ও কথা বললে দোষ হবে না। যেমন রাগের সময় এমন কাজ করল বা এমন কথা বলল, যা আসলে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

  এক স্ত্রী তার স্বামীর ওপর ভীষণ রেগে উঠল। স্বামীর প্রতি অযাচিত কথা বলে উঠল। এমনকি কখনো কখনো বিতর্কের সময় স্বামীর গালে নখও বসিয়ে দেয়। এরপর কয় মিনিট না যেতেই স্বামীর কাছে খুব করে মাফ চাইতে থাকে।

  এটা কেমন দাম্পত্য জীবন?! এ স্বামী কী করে তার স্ত্রীর এমন আচরণ সহ্য করে থাকবে? অথবা কী করে এ স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে?! এ স্ত্রী কি ভয় করে না যে, কোনো দিন স্বামী যদি তার মনে মনে তার প্রতি রাগান্বিত হয়, তাহলে ফেরেশতারা এ স্ত্রীকে লানত দিতে থাকবে, এমনকি তার নামাজও কবুল হবে না, সে কি এসব জানে না? রাসুল ﷺ বলেন :

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

'তিন ব্যক্তির নামাজ তাদের কানের ঊর্ধ্বে যায় না। এক. পালিয়ে যাওয়া গোলাম না ফেরা পর্যন্ত। দুই. এমন নারী, যার স্বামী তার প্রতি ক্রুদ্ধ অবস্থায় রাত পার করে। তিন. এমন ইমাম, যার প্রতি তার কওম সন্তুষ্ট নয়।'[২৩৩]

- রাগ না করে তোমার স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করো। আর কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করেই তার ওপর কোনো হুকুম দিয়ে বোসো না। কারণ আমরা না ভেবে কারও সম্পর্কে কিছু বলি বা তার সম্পর্কে একটা হুকুম দিয়ে বসি, যেটা আমাদের অজান্তেই আমাদের মস্তিষ্কের ভেতর গেঁথে যায়। এরপর আমরা তাকে তেমন ভাবতে থাকি; অথচ সে তেমন নয় আসলে। যতই সে চেষ্টা করে যায় আমাদের সামনে ভালো হওয়ার জন্য; কিন্তু তার সম্পর্কে আমাদের মনের ভেতর থাকা প্রতিচ্ছবি পালটায় না। তাই তোমার স্বামীর কথা বেশি বেশি শোনো, তার রাগ—তার ক্ষোভ বোঝার চেষ্টা করো, তাকে রাগার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।

- স্বামীকে তোমার ভালোবাসা, প্রেম দিয়ে আগলে নাও। কারণ সে তোমার মধ্যে ও তোমার কাছে সুখ পাওয়ার জন্যই তোমাকে বিয়ে করেছে। কুরআনে এসেছে :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

'আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদের; যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[২৩৪]

- রাগের পালা শেষ হয়ে গেলে উঠে গিয়ে তার সাথে শান্তভাবে কথা বলো। কিছু স্ত্রী আছে রাগ ঠান্ডা হওয়ার পরে আবার গিয়ে স্বামীকে তার রাগার কারণ বলতে শুরু করে। এমন কিছু করা থেকে অবশ্যই সাবধান থাকবে। তোমার রাগের কারণ বোঝাতে বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করো। অবুঝের মতো আচরণ কোরো না।

---

২৩৩. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬০।

২৩৪. সুরা আর-রুম, ৩০ : ২১।

- তার প্রতি তোমার আগ্রহ তাকে বুঝতে দাও। আর তুমি সব সময় এমন ভূমিকা পালন করো—যেন তোমাদের দুজনের জীবন যেকোনো রকমের বিদ্রুপ-বিপত্তি থেকে দূরে থাকে।

- স্বামীর রাগের কারণে তার থেকে আলাদা হওয়ার চিন্তা কোরো না। সে যখন রেগে উঠে, তখন আসলে ভুল কিছু করে ফেললেও মন থেকে সে তোমার অপমান হোক এমন কিছু চায় না বা তোমার মনে আঘাত লাগুক সেটাও সে চায় না।

- মনে রাখবে দাম্পত্য জীবন নির্বাহ করাই হচ্ছে এখানে মূল উদ্দেশ্য। তালাক এখানে সমাধান নয়।

উভয়ের সমস্যা কমাতে

- 'আমার সম্মান'... 'আমার অহংকার'... এসব কিছু তোমার ভেতরে শয়তান ফুঁকে দেয়। শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধানোর জন্য এসব কিছু তাদের মনের ভেতর দিয়ে দেয়। আর রাগের এমন একটা অধ্যায় খুলে দিতে চায়, যেটা আর বন্ধ হবে না। আর সমস্যাটা পাকাপোক্ত করতে চায়; যেন সেটাকে সমাধান করা না যায়।

  কেউ কি নিজেদের মধ্যে এমনটা করতে দেবে?!

- শেন ও স্লাইডার এর বইতে 'স্বামী-স্ত্রীর আচরণবিধি' শিরোনামে কিছু উপদেশ দেওয়া হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর উদ্দেশে। সেখানে বলা হয়েছে কীভাবে নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়ানো যায় এবং শান্তিতে দাম্পত্য জীবনযাপন করা যায়। সেখানে বলা হয়েছে :

- কখনো আলোচনার সময় মূল বিষয় ছেড়ে অন্য দিকে কথা নেবে না। যাতে দুজনের মধ্যে দোষ দেওয়া না হয়।

- তোমাদের বর্তমান সমস্যার সমাধানে দৃষ্টি দাও। আগের ঘটনা বা সমস্যা যেন এখানে ঢুকে না পড়ে। সেসবকে দূরে রেখে এখনকার সমাধানে মনোযোগ দাও। যাতে বর্তমান সমস্যাটা আবার তোমাদের দৃষ্টিতে বড় না হয়ে দেখা দেয় আর তোমাদের মনের ভেতর রাগ ও প্রতিশোধ না জ্বেলে দেয়।

- দুজনকেই মানতে হবে যে, দুজনের মধ্যে যেমন স্বভাবের বেমিল আছে, তেমনই দুজনের মধ্যে মতামতেরও অমিল থাকতে পারে।

- প্রত্যেক মতানৈক্যের ক্ষেত্রে পরস্পরকে দোষারোপ করা থেকে বিরত থাকো। কখনো দেখা যায় স্বামী তার স্বভাব অনুযায়ী ঠাট্টা করে; কিন্তু স্ত্রী সেটাকে বেশ গভীরভাবে নিয়ে নেয়। তখন দুজনের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়।

- যখন দুজনের একজন কোনো ভুল করে বসে, তখন অবশ্যই তাকে ভুল স্বীকার করা ও মাফ চাওয়ার মতো বীরত্বের অধিকারী হতে হবে। আর তা যখন হয়েছে, তখনই করতে হবে। আজ-কাল করতে করতে পরে বিষয়টা আরও জটিল হয়ে যাবে।

- যখন তোমার স্বামীর সাথে কোনো কিছুতে মতবিরোধ হয়, তখন উচ্চ আওয়াজে কথা বোলো না। দুজনে জোরে কথা বলা পরিহার করে চলবে। কারণ এমনটা একজনকে আরেকজনের কথা শোনা থেকে বিমুখ করে দেয়। আর দুজনের মধ্যে ঝগড়ার আগুন আরও বাড়িয়ে দেয় আর আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে দুজনে।

- একজন আরেকজনের পরিশ্রমের ক্লান্তি ও মাথায় চিন্তা থাকার কথা ভুলে যেয়ো না। এ জন্য এসব জিনিসের কদর করো।

- যেসব কথা চিন্তা দূর করে এবং টেনশন মুক্ত করে, তোমার সঙ্গী যখন এমন কথা বলে, তখন চুপ থেকে তার কথা শোনার চেষ্টা করো।

- শিশুদের সামনে কোনো রকম আলোচনা করতে নিষেধ নেই। তবে অবশ্যই তা আদব ও সম্মানের সাথে হতে হবে।... কারণ এতে শিশুরাও শিখবে যে, মতবিরোধ থাকতে পারে, নিজের মতামত উপস্থাপন করা যেতে পারে আদবের সাথে। আর সেটা আলোচনার মাধ্যমে একটা সুন্দর সমাধানে আসতে পারে। তবে উত্তম আচরণ ও পরস্পরকে সম্মান দেখানোর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন সম্ভব।

  তখন শিশুরা বলবে, 'আমাদের মধ্যে মতভেদ হবে; কিন্তু আমরা দেখেছি, মা-বাবা এসব মতভেদের সমাধান করেন শান্তভাবে।'

- স্বামীকে বোলো না যে, 'আমি তোমাকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে লজ্জিত', 'সে সময়ক্ষণকে লানত জানাই, যে সময়টাতে আমার বিয়ে হয়েছিল' অথবা, 'কেবল বাচ্চাদের কারণে এ সংসার করছি, নইলে কবেই চলে যেতাম এসব ছেড়ে!' তোমার স্বামী অন্যসব ভুলে যাবে; কিন্তু এসব কথা মনে থাকবে তার।

- যখন রুম থেকে বের হও, তখন দরজা আস্তে করে লাগাও। অন্যথা তার কাছে মনে হবে তুমি জোরে দরজা লাগিয়ে তাকে অসম্মান করছ।

- স্বামীর সাথে মনোমালিন্য করে শিশুদের ওপর চ্যাঁচামেচি করে সেটার ঝাল মেটাতে যাবে না। কারণ তাদের তো কোনো দোষ নেই। অন্যথা দেখবে তোমার স্বামীই তোমার থেকে তাদের বাঁচাতে এগিয়ে আসছে।

- সমস্যা যতই বড় হোক না কেন, স্বামীকে এক রুমে রেখে অন্য রুমে ঘুমাতে যাবে না। অন্যথা এভাবে একসময় আলাদা রুমে শোয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। পরে এটার মারাত্মক প্রভাব পড়বে সংসারের ওপর।

- কোনো কোনো স্ত্রী রাগারাগির সময় ঘরে রান্না বন্ধ করে দেয়। এমনটা করলে সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে।

- দুজনের যেসব সুন্দর অভ্যাস আছে, সেসব ছাড়বে না। সব সময় তাকে বিদায় জানানোর অভ্যাস তৈরি করো। তোমার এ ভালো দিকটা কখনো সে ভুলবে না।

স্বামীর সাথে আলোচনা

- একজন বলল, 'যখনই আমার স্বামীর সাথে আমার কোনো বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়, তখনই সেটা কয়েক মাস আগে বা কয়েক বছর আগে ঘটিত সেসব ঘটনার দিকে মোড় নেয়।'

  এ কথার অর্থ হচ্ছে কয়েক বছর বা কয়েক মাস আগে ঘটিত এসব সমস্যার সমাধান করা হয়নি সে সময়। উপেক্ষা করে যাওয়া হয়েছে। ফলে সেসব কিছু মস্তিষ্ক জমা করে রেখেছে যে, যখনই কথা কাটাকাটি হবে, তখনই স্মৃতিশক্তি সেসব নিয়ে সামনে হাজির হবে।

  এ জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেকোনো মনোমালিন্য হলে সেটা পরবর্তী দিন পর্যন্ত গড়াতে দেওয়া যাবে না; বরং সে দিনেই সেটার চূড়ান্ত সমাধান করে নিতে হবে।

- যখন দুজনের মধ্যে কোনো বিষয়ে তর্কবিতর্ক হয়, তখন তুমি নিজেকে বিজয়ী বানানোর জন্য চেষ্টা কোরো না; বরং বোঝার চেষ্টা করো যে, সে কী চায়। আর তুমি নিজের কথা ও তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরো। পরিশেষে তোমরা দুজন এমন একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করো, যেটা তোমাদের উভয়ের মতামতকে শামিল রাখবে।

- যখন তুমি তোমার স্বামীকে ভুলকারী হিসেবে ধরে নেবে আর প্রতিবার কথায় 'তুমি, তুমি...' বলবে, তাহলে তখন আর কোনো সমস্যার সমাধানে আলোচনায় নামবে না। তুমি তখন ভুলে বসবে যে, ভুল তোমারও হতে পারে। তোমার এমন আচরণ স্বামীকে তার নিজের মতের ওপরই অটল রাখবে—যদিও সে ভুলও হয়, তবুও সে তার কথার ওপর অটল থাকবে।

- কিছু নারী আছে, তাদের স্বামীর সাথে এমনভাবে বসবাস করে, যেন তারা যুদ্ধে আছে। এ জন্য তারা মনে করে যে, যা হওয়ার হোক; কিন্তু নিজের মতামত থেকে নড়া যাবে না। এ জন্য তার স্বামী কখনো তাকে তার কথা থেকে সরাতে পারে

না। বরং সেই উলটো স্বামীর ওপর তার কথা চাপিয়ে দেয়। আর স্বামী তখন সে সিদ্ধান্তকে বাধ্য হয়ে মেনে নেয়। এমন স্ত্রী আসলে তার স্বামীকে বাধ্য করে নতুন আরেকজন স্ত্রী খোঁজার জন্য, যে স্ত্রী তার কথা পরিপূর্ণ শুনবে এবং তাকে বুঝবে।

- দুজন সব সময় আঘাতমূলক কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আরেকজনকে আঘাত দেওয়া হয় এমন কিছু বলবে না। যেমন : 'আমি তোমাকে পছন্দ করি না', 'যদি তোমাকে বিয়ে না করতাম!', 'যদি তোমাকে বিয়ে না করে অমুককে করতাম!', 'তোমার সাথে থাকা সম্ভব হচ্ছে না আর', 'তোমার সাথে থাকছি কেবল সন্তানদের জন্য, না হলে কবেই তোমাকে ছেড়ে যেতাম', 'যদি সন্তানরা না থাকত, তাহলে তোমার সাথে আর একদিনও থাকতাম না।'

  এসব কথা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার শান্তি ও স্থিতি ধ্বংস করে দেয়। যদিও এমন কথা স্বাভাবিক সময়ে মুখে আসে না, তবুও রাগের সময়ে বলা এসব কথা মনের ভেতর মারাত্মক দাগ কেটে যায়, আর দুজনের মাঝে অনেক দূরত্ব তৈরি করে দেয়। এ জন্য রাগের সময় কিছু না বলে চুপ থাকাটাই সবচেয়ে শ্রেয়। আর যখন রাগ পড়ে যাবে, তখনই কিছু বলা যাবে। এ জন্য রাগ পড়ে গেলে এরপর শান্তভাবে আলোচনা করো।

- বিরোধের সময় জীবনসঙ্গীর কেবল নেতিবাচকতা না বলে তার গুণাবলি স্মরণে রাখো, তাহলে সেটা দ্রুত সমাধানে দুজনকে সাহায্য করবে।

  এ জন্য দুজন দুজনের দোষ না বলে চুপিচুপি এটা বলা যায় যে, তুমি সব সময় ধৈর্যশীল ও শান্ত। তুমি খুব ভালো প্রিয়।

  যদি দুজনে নিজের ভুল স্বীকারের মতো বীরত্ব রাখো, তাহলে খুবই চমৎকার হয়।

- সুন্দর করে কথা বলা শিখে নাও। এক স্ত্রী তার স্বামীর সিগারেট ছাড়ার জন্য বলবে। সে বলল, 'প্রিয় স্বামী। তুমি খুব ভালো। তোমার সাথে তো জীবন খুব ভালো কাটছে। তোমার চরিত্রও অতুলনীয়। তুমি যদি সিগারেটের জায়গায় মিসওয়াক তুলে নিতে, তাহলে আল্লাহর কসম আরও বেশি সুন্দর ও উত্তম হতে।'

  আরেকজন তার স্বামীকে বলল, 'আল্লাহ জানেন, আমি আপনাকে কতটা ভালোবাসি! আপনার সাথে থাকতে পেরে কতটা আনন্দিত, কীভাবে বুঝাব! যদি আপনি নামাজের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হতেন, গুরুত্ব দিতেন, তাহলে আপনাকে স্বামী হিসেবে পেয়ে আমি যেমন ধন্য হতাম, আপনিও হতেন মহা সৌভাগ্যবান।'

কেন কিছু লোক বউ মারে? (১)

- রাসুল ﷺ মানবজাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন স্বামীরা তাদের স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে। যাতে উভয়ের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক ও দয়া-বিনম্রতার সম্পর্ক থাকে। যেন উভয়ের মাঝে স্বেচ্ছাচারিতা ও জুলুমের সম্পর্ক না হয়ে যায়। ইসলাম আনুগত্যের যে অর্থ নির্ধারণ করেছে, একজন স্ত্রীর ওপর সেটার মর্মকথা এই যে, সেটা একজন নারীকে তার মানবিক পর্যায় থেকে নিচে নামিয়ে দেয় না। যেমনটা কথিত স্বাধীনতাপ্রেমীদের দাবি। তেমনিভাবে নারীরা পুরুষদের ওপরও কর্তৃত্বকারী, স্বেচ্ছাচারী ও জুলুমকারীও হতে পারবে না। বরং বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে একটি সম্পূরক সম্পর্ক, এখানে ভালোবাসা ও প্রেমের মাধ্যমে সম্পর্ক গঠিত হয়।

স্বামীর এ আনুগত্য করতে হবে, তবে তা ততটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ, যতটুকু আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ নির্ধারণ করেছেন। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

'স্রষ্টার অবাধ্যতায় গিয়ে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।'[২৩৫]

শরিয়ত নারীকে অপমান করা ও তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

'তোমরা কেউ নিজ স্ত্রীকে গোলামের মতো প্রহার কোরো না। কেননা, দিনের শেষে মিলিত হতে হবে।'[২৩৬]

---

২৩৫. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ৩৮১, সহিহুল জামি : ৭৫২০।
২৩৬. সহিহুল বুখারি : ৫২০৪।

ইসলাম নারীর জন্য সব অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু অনেক মুসলিমই এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এমনকি তারা ইসলামি শরিয়তের বিরুদ্ধে নিজেদের মনমতো স্ত্রীদের ওপর নিজেদের হিংস্রতা চরিতার্থ করে।

• স্ত্রীকে প্রহার করার কারণসমূহ

কিছু কারণ স্বামীর সাথে সংশ্লিষ্ট

- অনেক স্বামী এ ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকে যে, স্ত্রীকে মারধর করা শরিয়তে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তারা এ ব্যাপারে এ আয়াতকে সামনে রাখে—

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

'যদি নারীদের অবাধ্যতার আশঙ্কা হয়, তাহলে তাদের সদুপদেশ প্রদান করো, তাদেরকে শয্যা থেকে পৃথক করো এবং তাদের প্রহার করো; অনন্তর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন কোরো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমুন্নত, মহা মহীয়ান।'[২৩৭]

কিছু লোক এ আয়াত দিয়ে তাদের বউ-পেটানোর পক্ষে দলিল দেয়। অথচ তারা উপদেশ দেওয়া ও শয্যায় ত্যাগ করার দুটো স্তরই পালন করে না। আর আয়াতে তো শর্ত বলা হয়েছে যেন প্রহার মারাত্মক না হয়; বরং হালকা কিছু যেমন মিসওয়াক বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে হালকা প্রহারই এ আয়াতের উদ্দেশ্য।

তা ছাড়া কষ্টদায়ক প্রহার অবশ্যই বর্জনীয়। আর তা শরিয়তেও অগ্রহণযোগ্য। বরং সেটা হচ্ছে শরয়ি সীমার বাইরে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা।

- কখনো দেখা যায় স্বামীর ভুল তারবিয়তের কারণে এ সমস্যা হয়। স্বামীর পরিবারে সে যেমন তারবিয়ত পেয়েছে, তার কারণে সে এমন কিছুতে লিপ্ত হয়। তখন তার কাছে মনে হয় এসব বউ-পেটানো কারবার সব ঘরেই হয়ে থাকে। কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, সে এমন পরিবারে বড় হয়েছে, যে পরিবারে স্বামী স্ত্রীকে ও তার সন্তানদের মারধর করে।

---

২৩৭. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৪।

- অনেকে ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকে যে, স্ত্রীকে মারধর করা তার সংশোধনের উপায়। অথবা স্ত্রীকে প্রহার করা পুরুষত্ব টিকিয়ে রাখা ও ভয় বিরাজ থাকার মাধ্যম।

- অনেকে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কষ্টের কারণে উত্তেজিত হয়ে বউ পেটায়।

- কখনো দেখা গেছে কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, যে কারণে এমন কিছু করে। অথবা দেখা গেল বেকারত্ব, দারিদ্র্য, ঋণের বোঝার কারণে সে নিজেকে অক্ষম ভাবতে শুরু করে। ফলে এ নেতিবাচকতা তাকে এ দিকে ঠেলে দেয়।

- কিছু মানুষ মিডিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়। টিভিতে মারধর, হত্যা করা, গাল টিপে ধরা, ডাকাতি করার মতো যেসব হিংস্রতাকে মনোরম করে উপস্থাপন করা হয়, সেটা থেকে সে উৎসাহ পায়।

কেন কিছু লোক বউ মারে? (২)

- স্ত্রীর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কারণ

- স্ত্রী তার স্বামীর অধিকার ঠিকমতো আদায় করে না। যেমন : স্বামীর আনুগত্য, তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, তার সম্মানের সুরক্ষা, সন্তানদের দেখভাল করা। শরয়ি ওজর ছাড়া সময়মতো স্বামীর প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া। শরয়ি ওজর যেমন : হায়িজ, রোগ বা ক্লান্তি প্রভৃতি। আবার এমন কিছু মানসিক অবস্থা রয়েছে, যে ক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য স্বামীর ডাকে সাড়া দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে স্বামীকে এ দিকটা বিবেচনা করতে হবে।

- যদি কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে সম্মান না করে, তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে, তার চিন্তাভাবনাকে তুচ্ছ করে, তার চলাফেরার সমালোচনা করে—বিশেষ করে যদি কেউ এমনটা অন্য মানুষের সামনে করে—তাহলে স্বামী মনে করে তাকে ছোট করে দেখা হচ্ছে। এ জন্য সে প্রতিশোধস্বরূপ স্ত্রীর ওপর হামলে পড়ে এবং তার থেকে অপমানের প্রতিশোধ নিতে চায়।

- কিছু নারী মনে করে যে, স্বামীর প্রতি হঠকারিতা ও একগুঁয়েমি দেখানোর অর্থ নারী হিসেবে তার ব্যক্তিত্ব ও নারীস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা। কথিত স্বাধীনতার ধ্বজাধারীদের প্ররোচনায় উসকে গিয়ে সে এমনটা করে।

- বউ-পেটানোর পেছনে কারণ যেটাই হোক না কেন, কোনো কারণই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে মারধর করাকে বৈধ করে দেয় না। কেননা, বৈবাহিক সম্পর্ক প্রশান্তি ও ভালোবাসার ওপর আধারিত। এ সম্পর্ক মারধর ও হিংস্রতার ওপর আধারিত নয় কখনোই।

- কিছু নারী আছে স্বামীর এ রকম প্রচণ্ড মারধরের মধ্যেও চুপ থাকে :

- এটা কয়েক ধরনের ভয়ের কারণে হয়ে থাকে। যেমন : শিশুদের ওপর তাদের বাবার হিংস্রতা আসার ভয়। শিশুদের প্রহৃত হওয়ার চেয়ে নিজে প্রহৃত হয়ে তাদের বাঁচানোকে প্রাধান্য দেয় সে।

আবার দেখা যায় তালাকের ভয়। আর যেটার শুরুটা হয় স্বামী কর্তৃক তার প্রতি সন্দেহের দৃষ্টি থেকে।

দেখা যায় তালাকের চেয়ে যদি আবার সে প্রতিশোধপরায়ণতার শিকার হয় জালিম স্বামীর, এ জন্য তখন চুপ থাকে।

এরপর আছে অজ্ঞাত ভয়। কারণ স্বামী ছাড়া তার বস্তুগত প্রয়োজন মেটাবার আর কোনো উপায় থাকে না। যে কারণে তাকে স্বামীর হিংস্রতার ওপর ধৈর্য ধরে থাকতে হয়। সে ভাই-বোন ও পরিবারের জুলুমের চেয়ে স্বামীর জুলুমকে মন্দের ভালো ধরে নেয়। এ ক্ষেত্রে যে প্রবাদটি বলা হয় সেটা হচ্ছে :

ظل راجل ولا ظل حيطة

'কোনো পুরুষের ছায়া, কোনো কাপুরুষের নয়।'

- আবার দেখা যায় স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালোবাসা তাকে ধৈর্য ধরে সহ্য করতে এবং স্বামীকে সংশোধন করতে উৎসাহী করে তোলে। এ জন্য সে স্বামীর মারধর সত্ত্বেও সবর করে যায়।

- কিছু ক্ষেত্রে স্বামীর মারধরের পেছনে স্ত্রীকে দায়ী করা হয়। স্বামীর জন্য হরেক রকম অজুহাত খোঁজা হয়। যেমন বলা হয়, স্বামী তো চমৎকার। স্ত্রীর জন্য খুব খরচ করে; কিন্তু স্ত্রীই তাকে মারতে বাধ্য করে। এভাবে সমাজের অনেকে আবার পরিবারের অনেকে মারধরের জন্য হিংস্রতার শিকার প্রহৃত স্ত্রীকেই দায়ী করে।

• যখন স্ত্রী তার দাম্পত্য জীবনকে বাঁচাতে আগ্রহী হয়, তখন প্রথমত তাকে স্বামীর সাথে বসে এ ব্যাপারে কথা বলতে হবে স্পষ্ট করে। তাদের দাম্পত্য জীবনকে সফল করতে কী কী করণীয় তা নির্ধারণ করতে হবে। এ জন্য স্বামীকে অবশ্যই হিংস্রতা করার বিপরীতে আগ্রহী করে তুলতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে যে, এসব মারধর করা তার জন্য ও তার পরিবারের জন্য ক্ষতিকর। আর স্ত্রীরও এসব সমস্যার সমাধান খোঁজার প্রতি আগ্রহী থাকতে হবে।[২৩৮]

স্বামীর উচিত সব সময় এ কথা মনে রাখা যে, যে স্ত্রীর নিকট এসে সে প্রশান্তি খোঁজে, সে স্ত্রীকে কী করে সে মারতে পারে?! আর তার এমন কাজ রাসুল ﷺ প্রদর্শিত পথের বিপরীত। আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'রাসুল ﷺ কখনো কোনো সেবক বা নারীকে প্রহার করেননি।'[২৩৯]

২৩৮. ড. নুহা আদনান কাতরিজি কৃত দারবুজ জাওজাহ...।
২৩৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৮৬।

আমার স্বামী বদরাগী, সব সময় আমাকে মারে

- একজন নারীও মানুষ। তাকেও সম্মান করা দরকার। তাকে মারধর করা কোনো পুরুষোচিত আচরণ নয়। আমাদের রাসুল ﷺ বলেন :

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা, যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।'[২৪০]

রাসুল ﷺ সেসব পুরুষের ব্যাপারে আশ্চর্য প্রকাশ করেন, যারা স্ত্রীকে মারধর করে। এ জন্য তিনি পুরুষদের উপদেশ দিয়ে বলেন :

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ، فَيَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ

'তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে তার স্ত্রীকে গোলামের মতো মারে, এরপর দিনশেষে তার সাথে এক বিছানায় মিলিত হয়!'[২৪১]

- কোনো একটা নিভৃত সময়ে তার সাথে সমঝোতা করে নাও যে, সে যেন তোমাকে সন্তানদের সামনে না মারে।

- প্রথমে একটা লাল রেখা দিয়ে দাও। যেমন যা-ই হোক না কেন মারধর করা চলবে না।

- রাগের সময় তার সাথে বিতর্কে যাবে না। আর বিতর্কের সময় এমন কথাও বলবে না যে, যেটা তার বোধবুদ্ধি লোপ করে দেয়। এ জন্য তুমি যেটা বলতে চাও, সেটার জন্য শান্ত মুহূর্ত বেছে নাও। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ সময়টা আসে যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনে একান্তে থাকে।

---

২৪০. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৯৭৮।
২৪১. সহিহুল বুখারি : ৪৯৪২।

- যখন স্বামী মারধর করবে বলে হুমকি দিতে শুরু করে, তখন পরিবারের কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। যাতে তার পরিবারের সে সদস্য তাকে এ বার্তা দিয়ে দেয় যে, যদি সে তোমাকে প্রাপ্য সম্মান না দেয়, তাহলে এমন দাম্পত্য জীবন তোমার কাম্য নয়।

- মারধর করার কারণে সাবিত বিন কাইস ﵁ ও তার স্ত্রী হাবিবা বিনতে সাহল ﵂-এর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। আর এ বিচ্ছেদের প্রয়োজন দেখে স্বয়ং রাসুল ﷺ এটার আদেশ দেন। আয়িশা ﵂ বলেন, 'হাবিবা বিনতে সাহল ছিল সাবিত বিন কাইস বিন শাম্মাসের স্ত্রী। একবার সাবিত তাকে খুব প্রহার করেন। তার শরীরের যেকোনো একটা অঙ্গ ভেঙে যায়। সকাল হওয়ার পর হাবিবা এল রাসুল ﷺ-এর কাছে। তাঁর কাছে অভিযোগ করলে রাসুল ﷺ সাবিতকে ডেকে পাঠালেন। তিনি আসলে বললেন, "তুমি তার কিছু সম্পদ নাও আর তাকে তালাক দিয়ে যাও।" সাবিত বললেন, "এমনটা করা জায়িজ হে আল্লাহর রাসুল?" রাসুল ﷺ বললেন, "হ্যাঁ।" সাবিত বললেন, "তাহলে আমি তার মালিকানাধীন দুটো বাগান নেব আর সেগুলোকে তার মোহর হিসেবে তাকে দেবো।" রাসুল ﷺ বললেন, "তুমি সে দুটি নাও আর তাকে তালাক দাও।" সাবিত তা-ই করলেন।'[২৪২]

হাবিবা ﵂ ছিলেন খুবই সম্ভ্রান্ত নারী। অবস্থা যেন এমন, যেমন কবি বলেছে :

سهرت عيني ونامت ***عين من هنت عليه

'আমার চোখে ঘুম নেই, আর যার জন্য এমন হলো, তার চোখ ঘুমে বিভোর।'

- স্ত্রীকে গালি না দিয়ে সুন্দর করে উপদেশ দাও। কারণ একজন নারীর মনে গালি দেওয়া ও তাকে খারাপ বলা যতটা আঘাত, ততটা আঘাত অন্য কিছু দেয় না। হয়তো কখনো পরিস্থিতি এতটা মন্দ হবে যে, খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে।

বউ-পেটানোর স্বভাব কোনো ভদ্রোচিত স্বভাব নয়। যে সৃষ্টিকে স্বয়ং স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন, তাকে অপমান করা তোমার সাজে না। এমনকি যদিও সে ভুলও করে, তবুও নয়। আর তোমার সন্তানরা তাদের মাকে এমন অবস্থায় দেখাও সুখকর নয়। তাদের ওপর এটার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। স্মরণ করো, যদি তোমার কোনো মেয়েকে বিয়ে দিতে আর তার স্বামী তাকে তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ কারণে প্রহার করত, তাহলে তুমি তাতে সন্তুষ্ট হতে?।

২৪২. সুনানু আবি দাউদ : ২২২৮।

রাসুল ﷺ-এর যুগে কিছু পুরুষ সীমা অতিক্রম করে, তখন তাদের স্ত্রীরা রাসুল ﷺ-এর পরিবারের কাছে এসে এসব বলে। রাসুল ﷺ তখন সবার উদ্দেশে বললেন :

لَقَدْ أَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ اللَّيْلَةَ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ وَلَا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ

'মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে রাতে ৭০ জন নারী এসেছে, তাদের প্রত্যেকে তাদের স্বামীদের ব্যাপারে অভিযোগ করে বলেছে, তারা তোমাদের মাঝে নিজেদের স্বামীদের ভালো পায়নি।'[২৪৩]

এক লোক রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের ওপর স্ত্রীর অধিকার কী?' তিনি বললেন :

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

'তুমি খেলে তাকেও খাওয়াবে, তুমি পরলে তাকেও পরাবে, তার চেহারায় আঘাত করবে না, তাকে গালি দেবে না, তাকে পৃথক রাখতে হলে ঘরের মধ্যেই রাখবে।'[২৪৪]

---

২৪৩. আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকি : ১৪৭৮১, তাখরিজু মিশকাতিল মাসাবিহ : ৩১৯৭; আলবানি ﷺ বলেন, হাদিসের সনদ সহিহ।

২৪৪. সুনানু আবি দাউদ : ২১৪২।

স্ত্রী যখন স্বামীকে মারে

- এক লোক এল উমর ﵁-এর নিকট। উদ্দেশ্য, স্ত্রীর চারিত্রিক দোষের অভিযোগ করা। উমর ﵁-এর দরজায় গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। তাঁর অপেক্ষায় অপেক্ষমাণ। একটু পর উমরের স্ত্রীর আওয়াজ শুনল সে। স্ত্রী উমর ﵁-এর সাথে বিবাদে জড়িয়েছেন। আর উমর ﵁ চুপ করে তার কথা শুনছেন কোনো রকম প্রত্যুত্তর করছেন না।

লোকটা এ অবস্থা দেখে বিচার দেওয়া দূরের কথা উলটো ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। মনে মনে বলল, 'যদি উমরের মতো কঠোর মানুষের—স্বয়ং আমিরুল মুমিনিনের এ অবস্থা হয়, তাহলে তাঁর তুলনায় আমি কী?!'

এদিকে উমর ﵁-ও তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। লোকটাকে পেছনের দিক থেকে ডাকলেন। বললেন, 'কোন প্রয়োজনে এসেছিলে?'

লোকটা বলল, 'আমিরুল মুমিনিন, আমি এসেছিলাম আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ করব। সে আমার ওপর কথা বলে সেটা বলব। কিন্তু আমি শুনলাম, আপনার স্ত্রীও আপনাকে কথা শুনায় সেভাবে। তাই আমি ফিরতিপথ ধরলাম—মনে মনে বললাম, যদি আমিরুল মুমিনিনের এ অবস্থা হয় তাঁর স্ত্রীর সাথে, তাহলে তাঁর তুলনায় আমি কী?!'

উমর ﵁ বললেন, 'ভাই, শোনো, আমি তার কথায় ধৈর্য ধরি, কারণ তার অনেক অধিকার আছে আমার ওপর। সে আমার খাবার রান্না করে, আমার রুটি তৈরি করে, আমার কাপড় ধুয়ে দেয়, আমার সন্তানকে দুধ পান করায়; কিন্তু এসবের কিছুই করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। কিন্তু সে তবুও করে। আমি হারাম থেকে বাঁচার জন্য তার কাছে যাই শান্তির তালাশে। তাই আমি তার এসব কথা সহ্য করি।'

লোকটা বলল, 'আমিরুল মুমিনিন, আমার স্ত্রীও এমন।'

উমর ﵁ বললেন, 'তাহলে ভাই, সে যা-ই বলুক না কেন ধৈর্য ধরে থাকো। কারণ সেটা ক্ষণিকের ব্যাপার মাত্র।'[২৪৫]

- কখনো দেখা গেছে কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়ছে। স্ত্রীর অসুন্দর আচরণের শিকার হয়েছে। তেমনই আবার নারীও তার স্বামীর অসুন্দর আচরণের শিকার হয়।

প্রত্যেক ঘরেই সামান্য বিবাদ থাকেই। কোনো ঘরই এমন কিছু থেকে খালি থাকে না। কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে মারার মতো খারাপ পরিস্থিতিতে পৌঁছে গেলে সেটা অবশ্যই খুবই খারাপ পরিস্থিতি। কখনো দেখা যায় পরিস্থিতি সব রকম সীমা অতিক্রম করে ফেলে।

আসল কথা হচ্ছে, এ পরিস্থিতি পুরো বিশ্বব্যাপী এখন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্রিটেনে স্ত্রীর হাতে প্রহৃত স্বামীর সংখ্যা ১৭%, আমেরিকায় ২৩%, আরব বিশ্বে এ পরিসংখ্যান ২৩% থেকে ২৮%-এর ভেতরে!

স্ত্রীর হাতে স্বামীর মার খাওয়াটা তখন ঘটতে পারে, যখন রাগারাগির সময় চলে। তখন হঠাৎ এমন কিছু ঘটে যেতে পারে। তখন দেখা গেল আসলে স্ত্রী তার স্বামীর প্রচণ্ড চাপ থেকে নিজেকে বাঁচাতে এমন কিছু করে বসে। আবার দেখা যায় কোনো ক্ষেত্রে এটা দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে।[২৪৬]

একবার এক পুরুষের চিৎকারে এলাকার মানুষেরা জড়ো হয়ে গেল। তারা দেখার জন্য বের হলো যে, আসলে কী হয়েছে। দেখল, এক লোককে তার স্ত্রী মারার উদ্দেশ্যে হাতে লাঠি নিয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে এগিয়ে আসছে। আর স্বামী মানুষকে ডেকে সাহায্য চাইছে।

এখানে আসলে এ নারী নিজ হাতেই নিজের বিপদ ডেকে আনছে। আর নিজ হাতে স্বামীর ভালোবাসার গলা টিপে ধরছে! কী করে একজন নারী তার স্বামীকে প্রহার করার জন্য হাত তুলতে পারে? জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'সে নারীর হাত অবশ হয়ে যাক, যে তার স্বামীকে প্রহার করে। শানফারি তার স্ত্রীকে নিয়ে কৌতুক করে বলেন :

---

২৪৫. উশরাতুন নিসা : ১/২৮।
২৪৬. ড. বদর আব্দুল হামিদ হামিসাহ কৃত জাওজাতি তাদরিবুনি।

وَلَم أُنكِر عَلَيكِ فَطَلِّقيني** إِذا ما جِئتِ ما أَنهاكِ عَنهُ

بِسَوطِكِ لا أَبا لَكِ فَاِضرِبين ** فَأَنتِ البَعلُ يَومَئِذٍ فَقومي

'যেটা করতে তোমাকে নিষেধ করেছি, তুমি সেটা করলে আমি যদি প্রত্যাখ্যান না করি তোমার সে কাজটা, তাহলে আমাকে তুমি তালাক দিয়ো।

তাহলে তুমিই তখন স্বামীর চরিত্রে উঠে গিয়ে চাবুক নিয়ে আমাকে মারতে দ্বিধা কোরো না।'

- অন্যদিকে... একজন স্বামীর জন্যও উচিত হবে না তার স্ত্রীকে প্রহার করা; চাই সেটা যেমন পরিস্থিতিই হোক না কেন।

স্ত্রীকে দ্বিতীয় বিয়ের ভয় দেখাবে না

- কিছু পুরুষ তার স্ত্রীকে একবার তালাকের ভয় দেখায়, আবার দ্বিতীয় বিয়ে করার হুমকি দেয়।...

- এ দুটো কথাকে তোমার স্ত্রীর প্রতি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার কোরো না। এমন ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথা তার অন্তরে তোমার মর্যাদা কমিয়ে দেবে। বরং সে মনে করতে শুরু করবে যে, তোমার এ পাঁয়তারা হচ্ছে দুর্বল পুরুষদের কৌশল।

- এভাবে স্ত্রীর আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া থেকে দূরে থাকো। সময়ে সময়ে তাকে আরেকটা বিয়ে করার হুমকি দেওয়া বন্ধ করো। অথবা অন্য কোনো নারী তোমার পছন্দ হয়েছে, সে নারীর বর্ণনা রসিয়ে রসিয়ে তার কাছে বোলো না। কেননা, সেটা তার অন্তরে ভীষণ ক্ষত সৃষ্টি করবে। তার মনের ভেতর তোমার প্রতি ভালোবাসার জায়গায় দুশ্চিন্তা ও সন্দেহ ঘর করবে।

- এসব না করে তোমার স্ত্রীকে বুঝতে দাও যে, সে তোমার কাছে নিরাপদ। যেকোনো বিপদে সে তোমার কাছে এসে আশ্রয় নিতে পারে। আর তুমি কখনো তার প্রতি অবিচার করবে না। অথবা যেকোনো অবস্থাতেই তুমি তাকে ছেড়ে যাবে না, সব সময় তার পাশে থাকবে।

- তাকে বুঝতে দাও যে, তুমি তার প্রতি খুবই আগ্রহী, তোমার তার খুব প্রয়োজন। তাকে কাছে পাওয়ার জন্য তুমি সব সময় উন্মুখ হয়ে থাকো।

- স্ত্রীদের সাহায্য করতে কেবল একটা প্রশংসাসূচক বা কৃতজ্ঞতাসূচক কথাই যথেষ্ট। যারা তাদের স্ত্রীদের ভারী বোঝা বহনে সাহায্য করার পরিবর্তে স্ত্রীদের এভাবে হুমকি দেয়, তাদের ভয় দেখায়, আল্লাহর দেওয়া চার বিয়ের অনুমতিকে স্ত্রীর দিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে তাকে সন্ত্রস্ত করার জন্য—তারা স্ত্রীর মনে আঘাত দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল তো করতে পারবে; কিন্তু তারা তেমন সুখ পাবে না, স্ত্রীদের সাথে যেমন সুখ পায় এমন পাঁয়তারা ব্যবহার যারা করে না তারা।

- পরস্পরকে সম্মান করা ও পরস্পরকে সাহায্য করার সম্পর্কই কি উত্তম নয়? স্ত্রীদের এসব অস্ত্র দিয়ে ভয় না দেখিয়ে কাজের কাজ করাই তো ভালো। এ ভয় স্ত্রীর পিঠের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানবে তখন, যখন সে ঘরের বহু কাজের বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে ঘুরে এবং ধৈর্য ধরে আল্লাহর কাছে আজর চেয়ে।

- কেবল এতটুকুই নয়, এমন কথাগুলো তার মনের ভেতর দুশ্চিন্তা সৃষ্টি করে।... পরবর্তী সময়ে অনেকের শরীরে এটার খারাপ প্রভাব পড়ে। দেখা গেল কারও শরীরে এখানে-ওখানে ব্যথা। তখন স্বামী তার স্ত্রীকে এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তারের কাছে নিতে থাকে।

- একবার আমার সাক্ষাতে এক নারী তার স্বামীর সাথে আসলো। নারী বলল, তার বুকের ভেতর অজানা একটা ব্যথা। তার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে, ব্যথ্যা হার্টে আর বুকে। কিন্তু সে বারবার বলছে, ব্যথার আসল কারণ এটা নয়। আরেকটা কারণ আছে।

আমি বললাম, 'তার সাথে কি বাড়িতে ভালো আচরণ করা হয়?'

স্বামী বলল, 'অবশ্যই, তবে কখনো কখনো আমি তাকে কৌতুক করে বলি যে, আমি আরেকটা বিয়ে করব।'

আমি বললাম, 'শোনো, এমন কৌতুক করবে না। কেননা, পৃথিবীর কোনো মেয়েই এটা শুনে খুশি হয় না।

বরং তাকে বলবে যে, যদি পৃথিবীর সব নারীকে একত্র করে একজনকে বেছে নেওয়ার জন্য বলা হতো, তাহলে তুমি তাকেই বেছে নিতে। তাহলে দেখবে, তোমাদের হওয়া যেকোনো ঝগড়া মিটে যাবে এ কথায় আর সে সুস্থতা বোধও করতে শুরু করবে।'

কিছু কাল পর তারা আবার আসলো আমার কাছে। সে নারীর ব্যথাও চলে গেছে।

দেখলাম, তখন স্বামী বলছে, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আপনি যে নসিহত করেছেন, সেটা তার জন্য ওষুধের মতো কাজ করেছে।'

আমার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করবে বলে আমাকে হুমকি দেয়

- তিন সন্তান জন্ম দেওয়ার পর কিছু নারী তার সৌন্দর্যের প্রতি অবহেলা করতে শুরু করে। আগের মতো স্বামীর সামনে সেজেগুজে আসে না—যেমনটা সেজে আসত বিয়ের প্রথম দিনগুলোতে।

  স্বামী তাকে নিন্দা করল। সে বলল, 'কাজের চাপ বেশি, সময় পাই না তেমন।' এদিকে কম ঘুম ও কম বিশ্রামের কারণে তার স্বাস্থ্যও ভালো না। স্বামী তখন কঠোরভাবে বলল, 'আগের মতো হও... না হলে আমি নতুন বউ ঘরে তুলব... তখন আর আমাকে দোষ দিয়ো না; বরং নিজেকেই কেবল দোষ দেবে।'

  স্বামীর মুখে এমন কথা শুনে সে তো যেন আকাশ থেকে পড়ল। তার কল্পনায় সে কালো দিনের চিত্র ভাসতে থাকে, যেদিন তার স্বামী তাকে হুমকি দিয়েছিল। সে স্বামীর কথা মানার চেষ্টা করে। নিজের প্রতি আগের চেয়ে খেয়াল দিতে শুরু করে বেশি। কাজের চাপে শরীর নুয়ে গেলেও সেজেগুজে তৈরি হয়। স্বামীর অপেক্ষা করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে। এরপর সামান্য কয়েক মুহূর্তের ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে সারা দিনের কাজের ক্লান্তি ঘোচার জন্য। এতসব করে যেন তাকে সে দুর্যোগের সময়টা দেখতে না হয় তার স্বামী যেটার হুমকি তাকে দিয়েছে।

- এ চিত্র অনেক বাড়িতেই দেখা যায়। খুশি মনে অনেক নারী দায়িত্বের নিচে পিষ্ট হলেও যেসব দায়িত্ব পুরুষ নিলেও তাদের কাঁধ নুয়ে পড়বে, নারীরা সেসব কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু পুরুষদের কাছে তারা কেবলই অবহেলা ও অস্বীকৃতির শিকার হচ্ছে; বরং হুমকি-ধমকির শিকার হচ্ছে।

  এরপর তোমরা যখন আরেক বিয়ে করার হুমকির তরবারি তাদের ঘাড়ের ওপর রাখো, তাহলে কী করে সে নারী তার স্বামীকে সত্য চিত্রটা বুঝাবে?!

কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো স্ত্রী হুমকির মুখে পড়ে তার আগের সাজসজ্জায় ফিরে যায়; কিন্তু তার আত্মার ভেতর উত্তম দাম্পত্য আচরণ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় ছেদ পড়ে। আর সুন্দর গুণগুলো কেবল উত্তম মানুষেরাই অর্জন করতে পারে।[২৪৭]

- স্ত্রীর উদ্দেশে আমরা বলব, তোমার স্বামীর প্রতি থাকা কর্তব্য ও ঘরের দায়িত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য করো।

- যারা এভাবে স্ত্রীকে ভয় দেখাও, তারা আল্লাহকে ভয় করো। স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়বিচার করো। বাসস্থান, পোশাক, খাবারদাবার, ভরণপোষণ, রাত্রিযাপনের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করো। জুলুম ও পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে থাকো। কেননা, সেটার কারণে অনেক বেশি আজাব হবে। নবিজি ﷺ বলেন :

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ

'যদি কোনো পুরুষের দুজন স্ত্রী থাকে, আর সে যদি দুই স্ত্রীর মাঝে ঠিকমতো ইনসাফ না করে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার দেহের এক পাশ কাটা থাকবে।'[২৪৮]

- এক লোক বহু বছর ধরে সংসার করছে এক স্ত্রীকে নিয়ে। তাদের কোনো সন্তান হচ্ছে না। তখন স্ত্রী বলল, 'কেন আপনি এমন একজন স্ত্রীকে বিয়ে করছেন না, যে একজন সন্তান জন্ম দিয়ে সন্তানের সুখ দিতে পারে আপনাকে?'

  পরিশেষে লোকটা স্ত্রীর সাথে একমত হলো। বলল, 'এ শহরের নয় এমন ভিন্ন শহরের কোনো নারীকে বিয়ে করব।' এ বলে সে সফরে গেল।

  সফর শেষে সাথে করে নিয়ে এল পুরো গায়ে কাপড় জড়িয়ে রাখা এক নারীকে। প্রথম স্ত্রী থেকে আড়াল করে রাখল তাকে। তাকে আরেকটা রুমে ঢুকাল। এরপর প্রথম স্ত্রীকে দূর থেকে দেখতে দিল যখন দ্বিতীয় স্ত্রী ঘুমাচ্ছিল।

---

২৪৭. নুরুল হুদা সাদ কৃত আস-সাইফ।
২৪৮. সুনানুত তিরমিজি : ১১৪১।

এরপর স্বামী বেরিয়ে গেল কর্মস্থলের দিকে। কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে দেখল, তার প্রথম স্ত্রী কাঁদছে। জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' সে উত্তর দিল, 'যে মহিলাকে আপনি নিয়ে এসেছেন, সে আমাকে গালি দিয়েছে, আমাকে অপমান করেছে।'

লোকটা এবার একটা মোটা লাঠি নিয়ে এসে তার নতুন স্ত্রীকে দুটা মার দিল। লাঠির আঘাতে যেন তার কোমর বিচূর্ণ হয়ে যাবে। নতুন স্ত্রী কেঁদে উঠবে; কিন্তু সে তো হতবাক। এ কী, বাড়ি দেওয়ার পর তো মাটির পাত্র ভাঙার আওয়াজ উঠল! আসলে সেটা ছিল একটা বিশাল আকৃতির মাটির কলসি। তখন স্ত্রী লজ্জায় বলে উঠল, 'সতীনের সাথে ঘর করা সুখের নয়; যদিও সতীন মাটির কলসি হয়!'

পরিবার যখন দুজনের মাঝে

- অনেক নারী স্বামী-স্ত্রীর বিবাদের মধ্যে তার পরিবারকে নিয়ে আসে। প্রথমে মা-বাবাকে বলবে। এরপর হয়তো ভাই-বোনদের কাছে বকবক করবে। আবার দেখা গেল কেউ কেউ বান্ধবীদের ফোন করে বলতে থাকে। এখান সেখান থেকে বহু নসিহত শুনতে থাকে।

  এভাবে পরিবারকে দুজনের মাঝে এনে কখনো কোনো সমস্যার সমাধান হয় না; চাই তারা যতই সুন্দর করে মধ্যস্থতায় অবতীর্ণ হোক না কেন। সচেতন স্ত্রী তার ও স্বামীর মধ্যকার বিবাদে অন্য কাউকে ঢুকায় না। বিশেষ করে তার বাবা-মাকে তো নয়ই। আবার সচেতন স্বামী তার কোনো পরিবারের সদস্যকে নিজের ও স্ত্রীর মধ্যকার বিষয়ে প্রবেশ করায় না।

- নিঃসন্দেহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ঝগড়া মেটানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে দুজনের একজন খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে নেবে। এটা তখনই সম্ভব, যখন দুজনের মধ্যে এটা একরকম অলিখিত নিয়ম হয়ে যাবে। যেখানে তারা 'বোধবুদ্ধি'র কলমে 'ভালোবাসা-প্রেমের' পৃষ্ঠায় এটা লিখে রাখবে। সেখানে তারা এ চুক্তি লিখবে যে, দাম্পত্য জীবনের সুখের জন্য উভয়ে উভয়ের জন্য নিজের মতামতে আপস করবে।

  যখন এটা হবে তখন দুজনের কেউ আর স্মরণে রাখবে না যে, কার ভুল হয়েছে বা কে সঠিক ছিল। আর এ চিন্তাও করবে না যে, দুজনের মধ্যে কে প্রথমে ঝগড়ার পর সন্ধি করার জন্য এগিয়ে আসবে। কারণ এ অলিখিত চুক্তির কারণে দুজনেই তখন আগ্রহী থাকবে, দুজনেই এগিয়ে আসবে।

- যে স্ত্রী তার দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা ঠিকমতো রক্ষা করে, সে-ই আসলে শত ঝড়ঝাপটার মধ্যে তার পরিবারের সুখের নৌকা টিকিয়ে রাখার জন্য আগ্রহী। যেহেতু অধিক অভিযোগ, তর্কবিতর্ক ইত্যাদি করার দিক থেকে নারীরা এগিয়ে

থাকে, তাই নারীদের এ বিষয়টা দেখে রাখার জন্য বলা হয়। কারণ সে যদি তার এসব দিক ঠিক রাখে এবং দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখে, সে-ই আসলে দাম্পত্য জীবনের সুখের দিকে খেয়াল রাখে। অন্যদিকে অনেক স্বামীকে দেখা যায়, তারা দাম্পত্য জীবনের লুকিয়ে রাখার মতো অনেক খবর মানুষকে জানিয়ে দেয়, আর সেসব মানুষ এগুলোকে ষড়যন্ত্র করার কাজে লাগায়।

অন্যদিকে কিছু পুরুষ আছে, তার স্ত্রীর আচার-আচরণের ব্যাখ্যা নেয় তার মায়ের কাছ থেকে। আর তখন কিছু মা বোঝায় যে, তার স্ত্রী আসলে তাকে তার পরিবার থেকে দূরে রেখে সবটা নিজের অধীনে নিতে চাচ্ছে। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে একটা দেয়াল তৈরি হয়ে যায়।

অন্যদিকে যখন কোনো স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের সব গোপন কথা গিয়ে নিজের মায়ের কাছে বলে, ছোট থেকে ছোট বিবাদের কথাও তার মায়ের কানে তোলে, তখন তার মা অথবা মায়ের জায়গায় বোন থাকলে সে বিভিন্ন রকমের খারাপ ব্যাখ্যা করতে থাকে। যে কারণে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি বিরূপ করে তোলা হয়।

- যদি তোমরা দুজনে সুখী দাম্পত্য জীবন চাও, তাহলে তোমাদের মধ্যে কাউকে অনুপ্রবেশ করতে দেবে না। স্ত্রীর পরিবার কখনো কখনো তাদের মেয়ের কল্যাণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঢুকতে চায়। তেমনই স্বামীর পরিবারও চায়। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আরও বেশি সমস্যা সৃষ্টি করে দেয়। সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করে।

এ ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে, স্বামী-স্ত্রী দুজনে নিজেদের মধ্যে সমস্যার সমাধান করা। নিজেদের এসব গোপন কথা নিজেদের মধ্যেই রাখা। সমস্যা যতই ছোট হোক না কেন, যখন সেটা ঘরের বাইরে চলে যায়, সেটা বড় আকার ধারণ করে। আর যখন গোপন কথা বাইরে প্রকাশ হয়ে যায়, তখন তা জটিল হয়ে যায়।

কেন কিছু পরিবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে?

• নিরাপদ দূরত্ব

'একবার একদল সজারু বেশ ঠান্ডার প্রকোপের মধ্যে পড়ল। তারা একে অপরের সাথে গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়াল। কিন্তু গায়ের কাঁটার কারণে থাকতে পারল না। একজনের গায়ের কাঁটা আরেকজনের গায়ে লাগছিল। তাই এবার খুব দূরে চলে গেল। এবার তাদের কাছে ঠান্ডা লাগতে শুরু করল আবার।

এভাবে তারা একবার কাছে আসছিল, আবার পরক্ষণে কাঁটা বিঁধে গেলে দূরে যাচ্ছিল। একসময় তারা এমন একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারল যে, যে দূরত্বের কারণে একে অপরের গায়ের কাঁটাও বিদ্ধ হতে হলো না, আর ঠিকমতো গরম উত্তাপও পেল।'

এটা একটা প্রতীকী গল্প। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, আমরা একে অন্যের সাথে নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। যাতে আমাদের মধ্যকার ভালোবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে আমাদের ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখে। কারণ কখনো কখনো দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পরিবারের অন্যদের অনুপ্রবেশের কারণে বিষয়টা আরও জটিল হয়ে যায়।

• কেন পরিবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দখল দেয়?

এ ক্ষেত্রে অনেক কারণ থাকতে পারে। কিছু কারণ পরিবারের পক্ষ থেকে সৃষ্টি হয়। আবার কিছু কারণ স্বামী-স্ত্রীর ভুলের কারণে পরিবারকে নিরুপায় হয়ে দখল দিতে হয়।...

- কখনো দেখা গেছে, পিতামাতা বিয়ের পর ছেলেকে এক নিমিষে একতাবদ্ধ থেকে এভাবে পৃথক সংসার করতে দেখে তাদের মাঝে ভিন্ন অনুভূতি জাগে। তখন ছেলেকে সব সময় এটা সেটা জিজ্ঞেস করতে থাকেন।...

- কখনো দেখা গেছে, মাতাপিতা তাদের ছেলের ওপর বেশি নির্ভর করে অতি মাত্রায়। অথবা সন্তানের প্রতি তাদের অতিরিক্ত আবেগ ও উদ্বেগ তাদেরকে এদিকে ধাবিত করে।

- কখনো দেখা গেছে, স্বামীর আর্থিক পরিস্থিতি স্বতন্ত্র নয়। যে কারণে কখনো কখনো তার সম্পদ খরচের মধ্যে মা-বাবার দখল দিতে দেখা যায়।

- কিছু বাবা-মা মনে করেন নতুন বিয়ে করা দম্পতির স্বতন্ত্রতার প্রয়োজন নেই। তারা নিজেদের বক্তব্যকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেন। আর তারা মনে করেন, স্বামী-স্ত্রী যদিও মনে করেন এটা তাদের মধ্যে দখল দেওয়া; কিন্তু বাবা-মা এমনটা মনে করেন না।

- স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন যদি তাদের পরিবারকে তার ও তার জীবনসঙ্গীর মধ্যে হওয়া সব বিষয়গুলো জানাতে থাকে—এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গোপন বিষয়াদিও—এখানে কোনটা জানানো যায় আর কোনটা জানানো যায় না—সে দিকে তাদের খেয়াল থাকে না।

- যখন দুজনের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়, তখন দ্রুত গিয়ে পরিবারকে জানানোটা এক ধরনের দুর্বলতার কারণে হয়। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের সম্পৃক্ততা না থাকার দুর্বলতা। আর তারা যখন তৃতীয় পক্ষের প্রয়োজন মনে করে তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য।

- মা-বাবার ওপর অতিরিক্ত নির্ভর হওয়া। যেমন : সিদ্ধান্ত নিতে তাদের ওপর নির্ভর করা, সবকিছু তাদের জানিয়ে রাখা।[২৪৯]

---

২৪৯. আদালাত ওয়েবসাইট থেকে 'তাদখুলুল আহল বাহনাজ জাওজাইন : আল-আসবাব... আল-মুখাতির ওয়াল হুলুল'।

- পরিবারের প্রবল দখলদারিত্ব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ব্যক্তিগত সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। তাদের মধ্যকার উষ্ণ সম্পর্ক নষ্ট করে দেয়। তাদের ভেতর রুক্ষতা ঘর করে নেয়।

কখনো সমস্যা বড় আকার ধারণ করে এমন অনুপ্রবেশের কারণে। একজনকে আরেকজনের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করলে তাদের ভেতর গুপ্ত ক্ষোভ জন্মাতে থাকে। একসময় সে ক্ষোভ স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন পরিবারের ওপর উগরে দেয় বোমা ফাটার মতো।

আর দেখা যায়, অনুপ্রবেশের কারণে এটা তুচ্ছ সমস্যা থেকে বড় আকার ধারণ করে। তখন তাদের মধ্যকার সম্পর্ক নষ্ট হয়। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

অনুপ্রবেশ নয়... চাই সমাধান

- তোমার স্বামীর সাথে কথা বলে সব নির্ধারণ করে নাও যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবার অনুপ্রবেশ করতে পারবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবারের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। যে সীমানা পরিবারের জন্য নির্ধারিত থাকবে, তার মধ্যে থাকবে নসিহত চাওয়া, আর্থিক লেনদেন, তাদের দেখতে যাওয়া, মোবাইলে তাদের সাথে কথা বলা ইত্যাদি। এসব দিক পরিবারভেদে ভিন্ন হবে।

- দুজনের পরিবারের সাথে দেখা করে, তাদের সাথে কথা বলে, তাদের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে তাদেরকে মর্যাদা দিতে হবে, তাদের প্রতি গুরুত্ব দেখাতে হবে, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করতে হবে। যেসব জিনিস স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত নয় এবং যা বলার যোগ্য, তা নিয়ে পরিবারের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। যাতে তারা এ প্রশান্তি পায় যে, তাদের জীবনে এখনো ছেলের অবস্থান রয়েছে।

- তোমরা দুজন পরিবার থেকে আলাদা স্বতন্ত্র আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলো এবং সম্পদগত শক্তি অর্জনে চেষ্টা করো।

- যতটুকু পারো পরিবার থেকে আলাদা করে নিজেদের একটা জীবন গড়ে তোলো।

- দুজন দুজনার সাথে কিছু প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে নাও। যেসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করো না, সেসব প্রশ্নের উত্তরে কিছু কূটনৈতিক উত্তর ঠিক করে নাও। যেমন কখনো কথা বলার বিষয় পালটে নিলে বা কখনো সাধারণ একটা কথার আড়ালে আসল কথাকে চেপে গেলে।

- দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি জিনিস পরিবারকে বলতে যাবে না। কেননা, দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত দিক ও গোপনীয়তা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় দূরত্ব বজায় রাখা জরুরি।

- পিতামাতার কথা শুনবে সম্মানের সাথে। তবে অবশ্যই পিতামাতার সদাচরণের অর্থ এ নয় যে, পিতামাতাকে নিজেদের বৈবাহিক সম্পর্কের সবকিছু বলতে হবে।

- যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে নিজের পরিবারের কথা শুনবে, তখন দুজনেই তাদের বৈবাহিক জীবনের ব্যক্তিগত ও গোপনীয় দিকটার কথা খেয়াল রাখবে। পরিবার থেকে বড়রা যেসব পরামর্শ দেয়, সবটার ওপরই আমল করা আবশ্যক নয়। এখানে বুদ্ধি খাটানো আবশ্যক। যদি বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝা যায় যে, এ জিনিসটা দুজনের জন্য উপকার হবে, তখন সেটা গ্রহণ করা যায়, অন্যথা নয়।

  দুজনেই একে অপরকে সম্মান করবে তার উপস্থিতি-অনুপস্থিতি দুই সময়েই। আর একজন তার জীবনসঙ্গী সম্পর্কে পরিবারের কারও মুখের কথায় আঘাতপ্রাপ্ত হতে দেবে না বা তার ওপর অযাচিত কথা বলতে দেবে না।

- কখনো পরিস্থিতির কারণে উভয়কে উভয়ের পিতামাতার কাছে নিজেদের সম্পর্কে বলতে হয়। তখন শান্তভাবে বুদ্ধির সাথে এগোতে হবে। আর দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। আর পরিবারকে বোঝাতে হবে যে, তাদের ছাড়া তোমরা চলতে পারবে না, এ দিক থেকে তাদের প্রশান্তিতে রাখতে হবে।[২৫০]

- স্বামী-স্ত্রী দুজনকে মনে রাখতে হবে যে, তাদের মধ্যকার সমস্যা সমাধান করতে হবে কেবল তাদেরকেই, ভিন্ন কেউ এসে সমাধান করে দেবে না। এ জন্য তাদেরকে তাদের নিজেদের ভেতর পরিবার ও আত্মীয়দের ঢুকতে দেওয়া উচিত হবে না। তবে যখন প্রয়োজন দেখা দেবে, তখন পরিবার বা আত্মীয়দের কাউকে ঢুকতে দেওয়া যায়। পরিবার তখনই এখানে আসতে পারে, যখন স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে কোনো বিষয়ের সমাধান করা কঠিন হয়ে যায়, অথবা যখন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদের ভয় হয়, তখন আল্লাহর বাণী বাস্তবায়নে সেখানে পরিবারের বড়রা আসবেন, আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

---

২৫০. আদালাত ওয়েবসাইট থেকে 'তাদখুলুল আহল বাহনাজ জাওজাইন : আল-আসবাব... আল-মুখাতির ওয়াল হুলুল'।

'যদি তোমরা তাদের মধ্যে অনৈক্যের আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন এবং স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। যদি উভয়ে মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে করে, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু জানেন, সকল কিছুর খবর রাখেন।'[২৫১]

- দুজন বোধশক্তিসম্পন্ন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কখনো তাদের পরিবার অনুপ্রবেশ করবে না। কেননা, তাদের অনুপ্রবেশ হয়তো ওই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রবশে করে পরিবারের লোকদের উদ্দেশ্য হবে সমস্যার সমাধান করা, তাদের কারণে যেন নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়ে যায়।

- স্বামী-স্ত্রী দুজনের কারও পরিবারের কথা বা কাজের কারণে অন্যজন পরিবারের সে সদস্যকে নিন্দা করবে না। বিষয়টা যেমন আছে তেমনই থাকতে দিতে হবে। এটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা যাবে না। কেননা, প্রত্যেক মানুষই তার পরিবারকে ভালোবাসে। পরিবারের কেউ ভুল করেও যদি কিছু করে, তাহলেও তার প্রতি কোনো অযাচিত মন্তব্য শুনতে চাইবে না সে।

২৫১. সুরা আন-নিসা, ৪ : ৩৫।

বান্ধবীদের সাথে পরামর্শসভা

- কিছু নারী আছে এমন যে, যখন তার ও তার স্বামীর মাঝে কোনো মতানৈক্য হয়, তখন নিজের বান্ধবীদের কাছে ছুটে যায়। তাদের কাছে নিজের ও স্বামীর মধ্যকার যত কিছু আছে সব বলতে থাকে। এরপর তাদের অভিমত নিতে থাকে এ সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়। এখানে শুরু হয় বান্ধবীদের একে একে নিজের থলিতে থাকা কুমন্ত্রণা নিক্ষেপণপ্রক্রিয়া।

একজন বলে, 'তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা বাদ দাও। আমি এটা করে দেখেছি। এটা কাজ করে।'

আরেকজন বলে, 'তুমি যখন ঝগড়া বাধবে, তখন জোরে জোরে তার ওপর চিল্লাবে। তাকে সাইড দেবে না, যতক্ষণ না সে তোমার কথামতো কাজ করা শুরু করে। আমি এটা আমার স্বামীর ওপর প্রয়োগ করেছি।'

তৃতীয় আরেকজন বলবে, 'বাড়িতে যাও। সব গুছিয়ে নিজের বাবার বাড়ির দিকে যাও। তাদের বললে তারাই তোমার স্বামীকে তার সীমা দেখিয়ে ছাড়বে।'

চতুর্থ আরেকজন বলবে, 'আমার কাছে স্বামী বশীকরণ তাবিজ দেয় এ রকম একজনের ঠিকানা আছে। সে তোমার কাজ করে দেবে। তুমি কেবল তাবিজটা শোয়ার ঘরে রাখলেই হলো। এরপর থেকে তোমার স্বামী তোমার গোলামের মতো কাজ করবে।'

শেষের মতামতের মতো যারা বলে, তাদের কথা সবচেয়ে জঘন্য। কারণ আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তারা সেটার দিকে উৎসাহ দিচ্ছে। গণকের কাছে যাওয়া হারাম ও জঘন্য কাজ। হাদিসে রাসুলে এসেছে :

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যাবে এবং তার কথার সত্যায়ন করবে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা অস্বীকার করল।'[২৫২]

রাসুল ﷺ বলেন :

الْعِرَافَةُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَآخِرُهَا نَدَامَةٌ، وَالْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'গণকের কাছে যাওয়ার প্রথমটা নিন্দনীয়, শেষটা লজ্জাকর ও কিয়ামত দিবসের আজাবের।'[২৫৩]

- ওপরের সব অভিমতই নেতিবাচক। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা অনুসারে নিজের স্বামীর কথা বলছে। প্রতিটাই একেকটা আলাদা আলাদা কেস। যার ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল, তারা সে নারীর স্বামী সম্পর্কে পরামর্শ দিচ্ছে না কিছুই।

মনে রাখবে, যেটা কারও স্বামীর ক্ষেত্রে উপকারে এসেছে, দেখা গেল সেটা আরেকজনের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে কী করবে না করবে, সেটা তোমার স্বামীর পারিপার্শ্বকতা, সময় ও স্থান অনুযায়ী হবে, তার শিক্ষা ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা, তাকওয়া অনুসারে হবে।

তোমার স্বামী তোমার স্বামী, সে তো আর তাদের স্বামী নয়। কত নারীর সংসার এভাবে বান্ধবীদের কুমন্ত্রণার কারণে নষ্ট হয়েছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই!

কোনো নারী দশক ধরে তার স্বামীর খারাপ অভ্যাস পরিবর্তনের চেষ্টা করছে; কিন্তু এরপর অভিযোগ করে বলল, 'সে তো ওই লোক নেই আর, যাকে আমি বিয়ে করেছি। এখন সে পরিবর্তন হয়ে গেছে।' অথচ পরিবর্তনটা তো স্ত্রীর মাধ্যমেও হয়েছে। তাহলে এখন সে অভিযোগ করছে কেন!

---

২৫২. আল-ইবানাতুল কুবরা লি ইবনি বাত্তাহ : ৯৯৪, আস-সিলসিলাতুস সহিহাহ : ৩৩৮৭।
২৫৩. মুসনাদু আবি দাউদ আত-তয়ালিসি : ২৬৪৯, আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ২০২২৬, সহিহুল জামি : ৪১২৮।

তোমাদের সম্পর্ক টেকানোর জন্য অতিরঞ্জিত কিছু কোরো না। পরে হিতে বিপরীত হয়ে বিচ্ছেদের দিকে মোড় নিতে পারে। খুব কম লোকই এমন আছে, যাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যত দিন গড়াচ্ছে, তত বেশি তারা স্ত্রীকে ভালোবাসছে। তবে তাদের ক্ষেত্রে এটা দেখা গেছে, যারা স্নেহময়ী, প্রেমময়ী স্ত্রী পেয়েছে, যতই দিন গেছে ততই তারা স্ত্রীকে আর বেশি ভালোবেসেছে।

তাই স্বামীকে তোমার প্রেমে অভ্যস্ত করে ফেলো। যখনই সে কাজে বা ভ্রমণে দূরে কোথাও যাবে, তখনই সে তোমার প্রেমের অভাব অনুভব করবে। এ জন্য তোমাকে প্রথমে কিছু জিনিস অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। যেটা প্রতিদিন অভ্যাস মোতাবিক সে তোমার থেকে পাবে। এরপর তোমার ভালোবাসা তার রক্তে প্রবাহিত হবে।

তোমাদের ঝগড়া থেকে বাচ্চাদের দূরে রাখো

- 'নারী কণ্ঠের প্রচণ্ড চিৎকারে এক শিশু জেগে উঠল। চোখ কচলাতে কচলাতে এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগল, বুঝতে চেষ্টা করল আসলে কী হয়েছে! দেখল, তার মা ও বাবার পরস্পরের মধ্যে দোষারোপ চলছে। তারা একজন আরেকজনকে কটু কথা বলছে। শিশু তখন নিজের বিছানাকেই নিজের আশ্রয় বানিয়ে নিল। তার চোখের পানি গড়িয়ে গাল বেয়ে পড়তে থাকল।

  সকালবেলা বাবা-মা দুজনেই তার কাছে এল। বাবা চেষ্টা করল তাকে নিজের দলে ভিড়াতে। আর মা চেষ্টা করল নিজের দিকে টানতে। এটা করতে গিয়ে তারা একজন আরেকজনের কিছু বদনামও করল।

  যে কারণে শিশু অস্থির হয়ে গেল। তার কাছে তখন বাবা-মা দুজনের ছবিই বিকৃত হয়ে উঠল।'

  একই চিত্র বহু পরিবারে দেখা যায়। কোনো বাড়িই এ রকম ঝগড়া থেকে খালি নয়।

- ওপরের গল্পে অনেক ভুল দেখা যায়। বাবা-মা থেকে হওয়া এ ভুল সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে। দুজনেই শিশুর ঘুমের ব্যাঘাত করে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, যেন তাদের কিছুই এসে যায় না। ঝগড়ার কারণে শিশু হঠাৎ ভয় পেয়ে জেগে যায়।

  শিশুকে কঠিন পরিবেশ থেকে বাঁচানোর পরিবর্তে তাকে আরও বেশি হয়রানিতে ফেলে দেয়। বাবা-মা দুজনে তাকে নিজেদের ঝগড়ার ভেতর টেনে আনে। একজন আরেকজনের বদনাম করে তাকে নিজের দিকে টানতে চায়। যার কারণে দুজনেই শিশুর আস্থা হারিয়ে বসে।

  আশ্চর্য হচ্ছে, কিছু বাবা-মাকে দেখা যায় শিশুদের সামনে ছাড়া তারা তর্কবিতর্ক করে না। সমস্যার আলোচনা করতে করতে তারা চিৎকার জুড়ে দেয়। ঘরকে জাহান্নাম বানিয়ে দেয়।

- দাম্পত্য জীবনের সমস্যাদি সমাধান হবে, সবকিছু আগের মতো হয়ে যাবে; কিন্তু শিশুদের সামনে ঝগড়া করলে তাদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং তাদের মস্তিষ্কে যে ছবি ছেপে যাবে, সেটা বের করা কঠিন হয়ে যাবে। তখন শিশুরা নিজেদের অনিরাপদ মনে করে বসবে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চলতে থাকা দাম্পত্য মতানৈক্য অনেক ঘর বরবাদ করে দেয়। অনেক শিশুকে পরবর্তী সময়ে সেটার মূল্য চুকাতে হয়। যে শিশু এ রকম হিংস্রতাভরা পরিবেশে বেড়ে ওঠে, অবচেতনভাবেই সে শিশু ভবিষ্যতে নিজের শিশুদের একই তারবিয়ত দিয়ে দিতে পারে।

- শিশুদের সামনে একেবারেই ঝগড়া না করার বিষয়টি অযৌক্তিক। কারণ ঝগড়া তো না চাইলেও তাদের সামনে হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হবে যদি তাদের সামনে ঝগড়া বেধে যায়, তখন দুজনে তাদের সামনে একটা সমাধানে এসে যাবে। এ পদ্ধতি সন্তানদের শেখাবে যে, ঝগড়া হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু একই সাথে সমাধানেও আসা উচিত আর তা সম্ভবও বটে।

তবে সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে, যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধে, তখন যেকোনো একজন রাগের বশে নিজের বাবা-মার বাড়ির দিকে বেরিয়ে যায়। তখন শিশুরা জিজ্ঞেস করতে থাকে, 'আমার মা/বাবা কোথায়?' তখন যে শিশুর সামনে থাকে, সে অপরজনের বদনাম করতে থাকে। কখনো কখনো দেখা যায় এমন পরিস্থিতিতে শিশু যেকোনো একজনের দিকে ঝুঁকে যায়; ফলে অন্যজন এত দিন রাগারাগি করলেও তখন থেকে শত্রুতা শুরু করে দেয়।

- বাবা-মা দুজনকেই একমত হতে হবে যে, শিশুদের কল্যাণসাধনই সবার আগে প্রাধান্য পাবে। তাদের কল্যাণসাধনই সবার আগে আসবে। অন্যথা চলমান ঝগড়া ও মতানৈক্যের কুপ্রভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই নিজেদের সমস্যাগুলোতে শিশুদের ফেলো না; বরং তোমাদের পাথর ছোড়াছুড়ি থেকে তাদের দূরে রাখো। নিজেদের ঝগড়ায় তাদের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার কোরো না। দুজনের কেউই তাদের নিজের দলে টানার চেষ্টা করবে না।

অহংকার ধ্বংসের কারণ

- অভিজ্ঞদের কথা, অহংকার ধ্বংসের কারণ। কিছু নারী আছে, নিজের হাতে নিজের ঘর ধ্বংস করে। কারণ তারা নিজেদের চাকরি বা সৌন্দর্য কিংবা মর্যাদাপূর্ণ বংশের বলে অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনায় ভোগে।

- এক বোন তার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

'আমার যখন বিয়ে, তখন আমি ছোট সুন্দরী যুবতি। বয়স কম। আল্লাহ আমাকে কিছু ছেলেসন্তান দিলেন। যখনই আমার একটা ছেলে হতো, তখনই আমার ভেতর গর্ব ও অহংকারে ভরে যেত—যেন আমি এমন কিছু করে ফেলেছি, যা অতীতে কেউই করেনি!

ছেলেসন্তানের জন্ম হওয়া আমাকে অনেক দৃঢ়তা ও শক্তি দেয়। আমার ভেতর নিয়ন্ত্রণ করা ও দখল করার প্রবণতা আসতে থাকে। আমার আশপাশে অধিকাংশ নারী তখন বেশিরভাগ সময় মেয়েসন্তানের জন্ম দিচ্ছে।

আমার অহংকারের আগুনের প্রথম শিকার আমার নিজের স্বামী বেচারা। আমি তার সততা ও নির্মলতাকে কাজে লাগিয়েছি নিজের সৌন্দর্য ও ছেলেসন্তানদের ভরসায়। তার সাথে খারাপ আচরণ করেছি।

আমার অহংকারের এ আগুন আশপাশের সকলকে জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। নিকটাত্মীয় না দূরবর্তী আত্মীয়, আমার বান্ধবী না আমার প্রতিবেশী, কোনো দিকেই খেয়াল করতাম না। এভাবে একসময় সকলেই আমাকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। আমার থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে থাকে আমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য।

আমার ছেলেরা বড় হলো। আমি তাদের কাছে আমার দরিদ্র স্বামীর ঘটনা বলতাম। এমনভাবে বলতাম, যেন আমার স্বামী আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। এটা করতাম তাদেরকে আমার দিকে আকর্ষিত করার জন্য। যাতে তারা আমার চোখে দেখে, আমার কানে শোনে আমার মতো করে।

কিন্তু আসলে আমার স্বামীর সাথে আমার যা হয়েছিল, সেটা ছিল সামান্য পারিবারিক বিবাদ। কিন্তু আমার উচ্চাভিলাষ তার দারিদ্র্যের ওপর, আমার রাগ তার ধৈর্যের ওপর আঘাত করে, তার সাথে আছে আমার দুর্বল ইমান। এসবের পরিণামে আমি সব সময় মনে করতাম, আমার ওপর জুলুম হয়েছে। আমার যেমন বৈশিষ্ট্য, তদনুযায়ী আমি আরও ধনী স্বামী পাওয়ার উপযুক্ত। যার সাথে থাকলে আমার জীবন বিলাসিতায় কাটবে, আমি অনেক সম্পদ পাব খরচ করার জন্য।

আমার অধীনে বড় হওয়া ছেলেরা যুবক হলো একসময়। তারা তাদের পড়ালেখায় ব্যর্থ হতে থাকল। মানুষের প্রতি বিরূপ ছিল। তাদের বাবাকে অপছন্দ করত। এমনকি যখন দেখত, তাদের বাবার ওপর আমি রাগান্বিত হয়েছি, তখন তারা তাদের বাবাকে ধমকাত।...

এভাবে চলতে থাকল।... একসময় আল্লাহর ইচ্ছায় আমি একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হই। তখন আমার সকল দিক থেকে সাহায্যের প্রয়োজন পড়ল। সে সময় আমার সামনে কেবল সাহায্য করার জন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। আমার স্বামী। যে কখনো আমাকে কম দেয়নি। আমাকে অবজ্ঞা করেনি। যদিও তার সে সাহায্য একজন অসহায়ের প্রতি সাহায্য ছিল। যে কষ্ট সে আমার কাছ থেকে বছরের পর বছর পেয়ে এসেছে, তার পরে এমন সাহায্য আশা করা যায় না। কিন্তু তার সুচরিত্র তাকে আমার সাহায্য করতে বাধা দেয়নি।

অন্যদিকে আমার সেসব ছেলেসন্তান, যাদের ওপর আমার এত ভরসা, যাদের নিয়ে আমার এত অহংকার, তারা কেউই আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তারা নিজ নিজ পরিবার নিয়ে প্রত্যেকে নিজের অবস্থা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের কারও থেকে উপকার পাইনি আমি।

আমার এতদিনের কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হলাম আমি। আমি আমার কাজকর্মে এতটা ভুলে ছিলাম। আমার স্বামী ও সন্তানদের প্রতি আমার আচরণ ভুল ছিল। কিন্তু আমার এ অধঃপতনের জন্য আমি আমার স্বামীকে কিছুটা হলেও দায়ী করি। কেন সে আমাকে আমার সীমা দেখিয়ে দেয়নি?!

তার উচিত ছিল আমাকে আমার অহংকার ও আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বের করে নিয়ে আসা। আমাকে স্বেচ্ছাচারী না হতে দেওয়া। যদি সে আমাকে আমার ভুল থেকে থামাত, আমাকে বোকামি করতে না দিত, তাহলে এসব কিছুই হতো না—যা আজ হয়েছে।

- এ জন্য বলি, নারী, নিজের সৌন্দর্য ও নিজের সন্তানদের কারণে অহংকারের ধোঁকায় পোড়ো না। তোমার স্বামীকে তার অধিকার দাও। তার অধিকার সংরক্ষণ করো। নিজের জীবনে সুখ পাবে তুমি।

স্বামীর কিছু কথা

• বাড়ি না ময়লার ডাস্টবিন!

জনৈক স্বামী বলেন, 'দুঃখিত প্রিয়া, না চাইলেও তোমাকে এসব বলতে হচ্ছে। আমি তোমার সাথে এত দিন যেমন সুন্দর আচরণ করেছি, এখানে এসে হয়তো তার একটু ব্যত্যয় ঘটবে।

তোমার অবহেলায় আজ আমার ঘর মনে হচ্ছে ময়লার ডাস্টবিন। বিভিন্ন বাসনকোসন ওলটপালট হয়ে পড়ে আছে। কিছু জিনিস ভেঙে পড়ে আছে। ছেলেমেয়েদের খেলনা এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমি ঘরে হাঁটার সময় জামা তুলে হাঁটছি, কারণ মেঝেতে চকলেট প্রভৃতি পড়ে আছে। হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার উপক্রম হলাম। কারণ বালিশ কয়েকটা বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। আমি যখন কর্মস্থল থেকে ফিরে আসি, দেখি বিছানা যেমন অগোছালো ছিল, এখনো তেমন অগোছালো পড়ে আছে। আর রুমে যে গন্ধ, এর চাইতে ময়লার স্তূপেও গন্ধ কম।

বাচ্চাদের পোশাক দেখে মনে হলো, তাদেরও ঠিকমতো যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। খাওয়ার দাগ, কিছু পান করার দাগ স্পষ্ট তাদের জামায়। তাদের জামা এমন ময়লা হয়ে গেছে যে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

আমার প্রিয় স্ত্রী, কেন এ অবহেলা? কেন তুমি অনর্থক জিনিসের মধ্যে ডুবে আছ আর এসবের দিকে খেয়াল করছ না?! আমি তোমাকে বলতে চেয়েছি অনেক বার; কিন্তু আমার ভালোবাসা আমাকে বাধা দিয়ে রেখেছে। কিন্তু এখন দেখছি, ভালোবাসা বিলীন হওয়ার পথে!

• প্রতিবেশীও অতিষ্ঠ যেখানে

আরেক স্বামী বলেন, 'আমার এক প্রতিবেশীর কথায় লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। সে বলল, 'তোমার স্ত্রীর আওয়াজ আমাদের ঘর থেকেও শোনা যায়।'

আমি তখন তাকে আর কোনো জবাব দিতে না পেরে বললাম, 'বাচ্চারা না! খুব দুষ্টু। তারা কখনো কখনো এতটা বাড় বেড়ে যায় যে, পিতামাতাকে একটু জোরেই বলতে হয়।'

আমি তাকে বিদায় জানাচ্ছিলাম যখন, তখন আমার মন যেন আফসোসে ফেটে যাচ্ছে, কারণ তোমার জিহ্বার দৈর্ঘ্য, কণ্ঠের উচ্চ আওয়াজ। তুমি আমাকে চিৎকার করে ডাকো, অনুপযোগী কথা বলো, আঘাত দিয়ে কথা বলো। তুমি এমন আচরণ করো, যেন আমি ছোট শিশু।

আমার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কারণে তুমি হয়তো ধোঁকায় পড়েছ। এমনকি তুমি নিজের সীমাও অতিক্রম করে ফেলেছ। আমার প্রতি তোমার সম্মান কমে গেছে। আদবও কমে গেছে। এমনকি সন্তানদের সামনে এমন করছ তুমি। এখন সন্তানরা তাদের মায়ের অনুকরণ করতে শুরু করেছে। তারাও আদব ছেড়ে সম্মান ছেড়ে কথা বলছে আমার সাথে।

তোমার সাথে বসে একটু কথা বলা আমার কাছে এখন এতটা অপছন্দনীয় যে, আমি ঘর ছেড়ে একটু দুদণ্ড শান্তিতে কাটাতে পারলে ভালো লাগে আমার।'

• কুমার স্বামী

কেউ একই সাথে বিবাহিত আর কুমার হতে পারে?! একজন তার ঘটনা এভাবে বলল, 'আমি বিবাহিত হয়েও কুমার। এটাই আমার আসল অবস্থা। এখন এমন জীবনই যাপন করছি আমি। আমি স্ত্রীর সাথে আছি কেবল এতটুকুই। আমি যখন ঘুমাই, তখন সে জাগ্রত। যখন আমি জাগি, তখন দেখি সে ঘুমন্ত। যেদিন তাকদির আমাদের এক সময়ে একত্রিত করে, তখন শিশুরা আবার বিচ্ছেদ করে দেয়।

যখন সব ঠিক ঠিক হয়ে যায়, তখন স্ত্রী আমার কাছে তার চাহিদা, তার কী কী লাগবে সেসব বলে প্রফুল্ল মেজাজে ছেদ করে। ঝগড়া-বিবাদের মাঝে আমি আমার নিজের বিরুদ্ধেই চলে যাই, আমার নিজের ভাগ্যকেই দোষ দিই।

এসো আমার স্ত্রী, আমার দুর্বলতার ওপর একটু দয়া করো! আমি তো তোমাকে বিয়ে করেছি আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য, আমার দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য।'[২৫৪]

---

২৫৪. ড. মাজিন আল-ফারিহ কৃত 'জাওজাতি লাকাদ তফফাল কাইল'।

স্ত্রীদের কিছু কথা

• হৃদয়ের গভীর ব্যথা

দাম্পত্য জীবনের অসদাচরণের কারণে নারীদের হৃদয়ের ভেতর থাকা গভীর বেদনার কিছু চিত্র :

প্রথম চিত্র : আমার স্বামী নামাজ পড়ে না।

আরেকজন : তার স্বামী নেশা পান করে। নেশা গ্রহণ করে।

তৃতীয় জন : তার স্বামী তাকে পর্দা না করার, হিজাব না পরার আদেশ দেয়।

চতুর্থ জন : তার স্বামী রাতে তার সাথে এক খাটে শোয় না, কারণ তার রাত কাটে পাপ কাজে।

এসব বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হচ্ছে এ নারীর অলি বা অভিভাবক। যে অভিভাবক এ নারীর জন্য ভালো একজন পাত্র বাছাই না করে এমন খারাপ পাত্র বাছাই করেছে আর নিজের আমানতের খিয়ানত করেছে।

• প্রাণঘাতী ওয়াসওয়াসা

এক নারী বলেন, তার স্বামী যখনই কর্মস্থল থেকে ফিরে আসেন, তখন তার কুধারণার সিলসিলা জারি হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করতে থাকেন, 'কারও সাথে মোবাইলে কথা বলেছিলে? বাইরে গিয়েছিলে? বাড়িতে কাউকে আসতে দিয়েছিলে?' যেন তার পুরো অন্তরটা কুধারণায় ভর্তি।

'আমার তখন মনে হয়, যেন এসব প্রশ্ন আমার গলা টিপে ধরেছে। অন্যদিকে তার চেহারার দিকে তাকালে আমার জন্য মুচকি হাসি ও ভালোবাসা দেখতে পাই। আমার প্রিয় স্বামী, আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাই আপনার কুধারণা দিয়ে আমাকে এভাবে মেরে ফেলবেন না। আপনার সাথে আমি এখন নিরাপত্তা অনুভব করি না।'

• স্ত্রী শব্দের অর্থ না বোঝা স্বামী

আরেক স্ত্রী বলেন, 'কীভাবে চাও যে, তোমার ভালোবাসা আমার অন্তরে ঘর করে থাকুক? অথচ তুমি আমাকে পালিয়ে যাওয়া কৃতদাসের মতো মারো?!

যখনই সামান্য মতভেদ হয় কিংবা সামান্য ভুল হয়, তোমার হাত তৎক্ষণাৎ আমার গালের ওপর আঘাত করে। আমার সাথে দেখা করতে আসা নারীরা যখন আমার গালে এসব আঘাত দেখে, তখন তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, "সময়ে সময়ে ওসব কীসের দাগ দেখা যায় মুখে?" আমি তখন নানান বাহানা করে তাদের নানান কারণ বলি। কিন্তু আমার চোখের পানি সবার সামনে আমাকে লজ্জায় ফেলে দেয়!'

• আমাকে তাচ্ছিল্য কোরো না

তৃতীয় এক নারী তার কথা পাঠাল। স্বামীর উদ্দেশে তার কথা :

'আমি আর তোমার সে তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি নিতে পারছি না। তোমার তাচ্ছিল্যে ভরা চোখ আমার অন্তরকে ছুরি দিয়ে কাটার মতো কেটে দিয়েছে। যখন আমি তোমাকে দীর্ঘ নীরবতার পর একটা-দুটো কথা বলি, আমার মতামত বলি, তখন তুমি আমার কথাকে বোকামোর বিশেষণে বিশেষায়িত করো। তুমি আমার মতামত নিয়ে ঠাট্টা করো। এভাবে বারবার তুমি আমাকে বলেছ, 'তোমার এসব ফালতু কথা বন্ধ করো।'

যদি আমি তোমাকে প্রত্যুত্তর করি, তুমি পেছন ফিরে যাও আর আমাকে অবজ্ঞা করো।

তুমি কি এ হাদিস পড়োনি? রাসুল ﷺ বলেন, (بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ) 'একজন ব্যক্তির অনিষ্টতায় এতটুকু যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে?'[২৫৫]

তাহলে তুমি তোমার সন্তানদের মায়ের সাথে কীভাবে কথা বলবে, তা কি ঠিক করবে না?! তোমার মনের রানির সাথে কি এভাবেই আচরণ করবে?! তুমি তো দেখছি, তোমার এ আচরণ দিয়ে হৃদয়ের ভালোবাসার সব তার ছিঁড়ে ফেলবে!

---

২৫৫. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪।

হতভাগা নারীগণ

- কিছু নারী তার হতভাগ্যতার কথা বর্ণনা করে এভাবে যে, তাদের স্বামী-ভাগ্য খারাপ হয়েছে, এ জন্য তারা অসুখী। তাদের কেউ বলে, 'আমার স্বামীর চরিত্র ভালো না।' আরেকজন বলে, 'আমার স্বামী কখনো ঘন্টাখানেকের বেশি বাড়িতে থাকে না।' আরেকজন বলে, 'আমার স্বামী সিগারেট আর নেশায় মত্ত।'

• স্ত্রীর করণীয় কী?

এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কী? সে কি নিজের হতাশা আর অসুখী হওয়ার কথা এভাবে বলে বলে কপাল চাপড়াবে আর সামাজিক চাপের কারণে এ স্বামীর সাথে এভাবে ভালোবাসাহীন ও তিক্ততায় ভরা জীবন চালিয়ে যাবে? না সে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে তালাকের দিকে এগোবে?

এ ক্ষেত্রে স্ত্রী তালাকের চিন্তা করার আগে তার কিছু চেষ্টা করা উচিত। তার উচিত অসম্ভবকে সম্ভব করার মতো কিছু পদক্ষেপ নিয়ে স্বামীর চরিত্র সংশোধনে ব্রতী হওয়া।

আল্লাহ তো কুরআনুল কারিমে স্বামীর চরিত্র সুশোভিত করার এ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেন :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'আর যদি কোনো নারী স্বীয় স্বামী হতে রূঢ়তা কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা পরস্পর আপস করলে তাদের কোনো গুনাহ নেই। বস্তুত

আপস করাই উত্তম। এবং লোভের কারণে স্বভাবতই মানুষের হৃদয় কৃপণ; এবং যদি তোমরা সদাচরণ করো এবং সংযমী হও, তাহলে তোমরা যা করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন।'[২৫৬]

- মনে রাখবে, দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার কয়েকটি কৌশল হচ্ছে, ধৈর্য, সহনশীলতা, একে অপরকে মাফ করে দেওয়া, বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। তাই আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে প্রথমে, এরপর তোমার স্বামীর পরিবর্তনের সংকল্প করবে। তোমার স্বামীর পরিবর্তনের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার ইচ্ছুক হওয়া, সত্যিকার অর্থে ইচ্ছুক হওয়া।

- নিজেকে সংশোধন করো। আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

'আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।'[২৫৭]

গভীর চিন্তা করে দেখো, হয়তো তোমার মধ্যেও কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, সর্বপ্রথম সেগুলো ঠিক করো, তোমার কমতি দূর করো।

- কিছু বই পড়ো বা ইন্টারনেটে বিভিন্ন ইসলামি ফোরাম-গ্রুপে এ সংক্রান্ত পড়ালেখা করো। এ সংক্রান্ত অডিও-ভিডিও দেখো। তাহলে তোমার কাছে এ বিষয়ে নতুন দিগন্ত খুলবে। দাম্পত্য জীবনসংক্রান্ত বিবিধ তথ্য ও দক্ষতার দিক উন্মোচন হবে।

- স্বামীকে কিছু বই দাও, কিছু দ্বীনি অডিও-ভিডিও দাও। যেগুলোতে সহজ ও অনায়াস উপস্থাপনা থাকবে। যদি কোনো কিছু বুঝতে তার অসুবিধে হয়, তাহলে তার জন্য সেটা সহজ করে তুলে ধরো।

- স্বামীকে পরিবারসংক্রান্ত কিছু প্রোগ্রাম দেখার তাগিদ দাও। উপকারী কিছু লেকচার দেখার প্রতি তাগিদ দাও।

- স্বামীকে কেবল এ জন্য তাচ্ছিল্য কোরো না যে, তার চরিত্রে কিছু কালো দাগ আছে। কেননা গুনাহ নিয়ে তাচ্ছিল্য ও লজ্জায় ফেললে সে আরও হঠকারী হয়ে উঠবে, একগুঁয়ে হয়ে যাবে।

---

২৫৬. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১২৮।
২৫৭. সুরা আর-রাদ, ১৩ : ১১।

- স্বামীর সংশোধনের জন্য কোনো নিরাপদ উপদেশ প্রদানকারী খুঁজে নাও। তার পরামর্শ গ্রহণ করার মতো হলে সে অনুযায়ী কাজ করো।

সব সময় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। তার প্রতি খারাপ ব্যবহার কোরো না কখনো।

- অন্যদিকে, এক লোক বিয়ে করে দেখল, তার স্ত্রী তাকে একদিনও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেনি। বিয়ের কয়েক মাস পার হয়ে গেলেও তাদের মধ্যে এখনো সংকীর্ণতা কাজ করে। কিন্তু সে নারী তার স্বামীর কাছ থেকে শুধু ভালোই পেয়েছে এবং সব ধরনের ভালো দিক দেখেছে। যদিও এ নারী তার স্বামীর ভুল হলেই সেটা ধরে বসত; কিন্তু কখনো স্বামীর পক্ষ থেকে হীন আচরণ হয়নি তার প্রতি।

এভাবে কোনো কারণ ছাড়াই একদিন এ নারী দূর হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তার কাছে তালাক চাইল। যদিও স্বামী তাকে বহু চেষ্টা করেছে ফিরিয়ে আনার জন্য; কিন্তু তার সব চেষ্টাই বিফল হলো।

অবশেষে সব চেষ্টা বিফল হওয়ার পর সে তালাকের কাগজপত্র পাঠাল। লাল ফিতায় মোড়ানো ফুলে ভরা বাক্সের মধ্যে তালাকের কাগজপত্র। সাথে একটা চিঠি। তাতে লেখা :

'আল্লাহ বলেন :

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"তারপর (স্ত্রীকে) হয় নিয়মানুযায়ী রাখতে হবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বিদায় দিতে হবে।"[২৫৮]

আমার আশঙ্কা, আমি প্রথমটা পাইনি।

তবে আশা রাখি, আমি দ্বিতীয়টা সুন্দরমতো আদায় করব।'

সে আল্লাহ কত মহান, যিনি মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করাকে ইবাদত বানিয়ে দিয়েছেন!

---

২৫৮. সূরা আল-বাকারা, ২ : ২২৯।

তোমার নেতিবাচক অনুভূতির প্রকাশ কীভাবে করবে?

- যখন রেগে থাকো, তখন কিছুতেই স্বামীর কাছে কোনো কথা পাড়তে যাবে না। এমনকি যদি এ রাগ কয়েক দিন থাকে, তবুও কয়েক দিন অপেক্ষা করবে।

- সুন্দর করে বুদ্ধির সাথে সাজিয়েগুছিয়ে অল্প কথায় স্পষ্ট করে বলো।

- তোমার অনুভূতির প্রকাশ করো স্রেফ। কথার ভেতরে 'তুমি' শব্দ বলে তাকে কোনো কিছুর দোষ দেবে না। দোষ দেওয়া বা সমালোচনাজাতীয় কিছু বলা থেকে দূরে থাকবে। 'তুমি এমনটা করেছ' ধরনের বাক্যের 'তুমি' শব্দটা পুরুষের মনে আঘাত করে, তার ক্রোধে নাড়া দেয়, তখন সে মনে করে তাকে দোষারোপ করা হচ্ছে, তখন সে নিজের প্রতিরক্ষায় প্রতিপক্ষের বিরোধিতা করতে শুরু করে।

  বরং তুমি বলতে পারো, 'আপনার এত দেরি হয়েছে, আমি তো চিন্তায় অস্থির হয়ে যাচ্ছিলাম। ফের যখন দেরি হওয়ার সম্ভাবনা হবে, তখন আমাকে একটু কল করে জানিয়ে দেবেন।'

- স্বামীর ব্যক্তিত্বের ওপর ব্যাপক হুকুম প্রয়োগ করবে না। অর্থাৎ তাকে বলবে না যে, 'আপনি সব সময় আমাকে অবহেলা করেন', অথবা, 'আপনি অহংকারী। আপনি শুধু নিজের কাজ আর সফলতার পেছনে দৌড়ান'। এসব বাক্য পুরুষকে মনে করিয়ে দেয় যে, তার সমালোচনা করা হচ্ছে, যে কারণে সে নিজের পক্ষ হয়ে তোমার বিরোধিতা করা শুরু করবে।

- তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে নির্দিষ্ট করে চাও। এ কথা বলো না যে, তুমি অসুখী ও হতাশ... আর প্রাথমিক কোনো সমাধানও দিতে যাবে না। পুরুষ অধিকাংশ সময় কথার শেষে বলে, 'তুমি কী চাও?'

অনেক নারী তখন উত্তর দেয় না। কেননা, সে মনে করে তার স্বামী কখনো বুঝেওনি, আর বুঝবেও না।[২৫৯]

- মানুষের জীবন নিয়ে ও স্বামীকে সব সময় অভিযোগ করার প্রবণতা ছাড়ো।

- সব সময় নিজেকে মনে করিয়ে দেবে না যে, তুমি নির্যাতিতা, সবচেয়ে কম ভুলকারী মানুষ। বরং তুমি আশাময় জীবনযাপনের চেষ্টা করে যাও।

- নিজের সংসারের সমস্যাগুলোর কথা বান্ধবীদের বা পরিবারের অন্যদের বলতে যাবে না। যদি তোমার সামনে কোনো সমস্যা আসে, তাহলে সরাসরি তুমি তোমার জীবনসঙ্গীকে নিয়ে সেটার মোকাবিলা করো।

- অনেক নারী কষ্টে ও অসন্তোষে থেকেও চুপ থাকে। কোনো কিছু করার চেষ্টাও করে না। অথচ তার উচিত এমন কিছু করা, যার মাধ্যমে তাদের রুটিনমাফিক জীবনে একটু বদল আসবে।

- সব সময় মনে রাখবে, তোমার স্বামী যতই হোক একজন মানুষ, কোনো ফেরেশতা নয়; তাই তার কাছে অসম্ভব জিনিসটা চেয়ে বসবে না। তাকে বলবে না যে, তোমাকে পরিপূর্ণ সঠিক হতে হবে। কারণ এমনটা অসম্ভব।

- এক বোন যখনই তার স্বামীর সাথে বের হতো, তখন রাস্তায় তাদের পাশ দিয়ে কোনো যুবতি হেঁটে গেলে স্বামীকে সতর্ক করে দিত, সে যেন ওদিকে না তাকায়। যদিও সে জানত যে, স্বামী খুব দ্বীনদার ও খুব চরিত্রবান, তারপরও এ বোনের এত সতর্কীকরণ।

এমন গাইরত দাম্পত্য জীবনের কবর রচনা করে। এমন স্ত্রী আসলে ধীরে ধীরে ছোট ছোট গর্ত করে। পরে সে গর্তটা বড় হয়ে তাকে ডুবিয়ে দেয়।

বর্ণিত আছে, এক দুনিয়াবিমুখ সালাফ যখন ঘরে ফিরলেন, তখন স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন :

---

২৫৯. ড. দুআ আহমাদ রাজিহ কৃত জাওজি ইয়াহমিলুনি।

'রাস্তায় কত জন সুন্দরীর দিকে তাকিয়েছিলেন?'

তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি শুধু আমার পায়ের সামনে তাকিয়ে মাথা নিচু করে চলে এসেছি।'

যদিও তিনি একজন আল্লাহওয়ালা জাহিদ ছিলেন, তবুও তার স্ত্রী তাকে এমন প্রশ্ন করে বসল!

- এখানে স্বামী-স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম উপদেশ হচ্ছে, তোমরা সব সময় মনের ভেতর আল্লাহর ভয় রাখো, আল্লাহ তোমাদের দেখছেন—সেটা মনের ভেতর জাগরূক রাখো। নেককারগণ বলেন, 'যে আল্লাহকে তার মনের সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক বানায়, সে নিজের আমলকে ঠিক করে নিল।'

মিথ্যার আপদ

- নিঃসন্দেহে মিথ্যা খুবই জঘন্য চরিত্রের ও খুবই খারাপ অভ্যাস। মিথ্যাবাদী সবার কাছে নিন্দনীয়। আল্লাহ ও তাঁর জান্নাত থেকে দূরে। শয়তান ও জাহান্নামের নিকটবর্তী।

মিথ্যা হচ্ছে, বাস্তবতার বিপরীত, বাস্তবতাকে বিপরীতের আবরণ পরানো, কোনো কিছু লুকানোর চেষ্টা। কিছু বাস্তবতাকে লুকানো মিথ্যা। যে ব্যক্তি কোনো কিছু তার বাস্তবতার বিপরীত উল্লেখ করে অথবা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিছু লুকায়, তার এ মিথ্যা যেকোনো কিছু বুঝতে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

মিথ্যার আপদ হচ্ছে, মিথ্যা বললে এটা মানুষের অভ্যাস হয়ে যায়। একবার, দুবার মিথ্যা বলতে বলতে একসময় এটা যে কারও চরিত্রের অংশ হয়ে যায়। তখন সেটা থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

মিথ্যার সবচেয়ে ভয়াবহ পরিণতি হচ্ছে, মিথ্যাবাদীর প্রতি মানুষ আস্থা রাখতে পারে না। এমনকি যদি সে সত্যও বলে, তবুও মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। যে স্ত্রী মিথ্যা বলে তার স্বামীর কাছে, তার এ মিথ্যার কারণে স্বামী তাকে বিশ্বাস করতে পারে না।

কিন্তু সব মিথ্যাই কি হারাম?

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল ﷺ-কে কেবল তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার ছাড় দিতে শুনেছি। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا، الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ: الْقَوْلَ وَلَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: فِي الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا

"আমি তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে ধরি না, যে ব্যক্তি মানুষের মাঝে মীমাংসার জন্য কোনো কিছু বানিয়ে বলে এবং নিজের এ বানোয়াট কথা দ্বারা তার উদ্দেশ্য থাকে কেবল মীমাংসা; যে ব্যক্তি যুদ্ধে কৌশল হিসেবে বলে; যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে (খুশি করতে এমন কিছু) বলে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে (খুশি করতে এমন কিছু) বলে।'"[২৬০]

• স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার মিথ্যা জায়িজ দ্বারা কী উদ্দেশ্য?

স্বামী স্ত্রীকে যে মিথ্যা বলে বা স্ত্রী স্বামীকে যে মিথ্যা বলে, সেটা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সে মিথ্যা, যে মিথ্যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার ভালোবাসার বন্ধনকে শক্তিশালী করে। তাদের দুজনের জীবন থেকে দাম্পত্য সমস্যাগুলোকে বিদায় করে দেয়। যেমন স্বামী তার স্ত্রীর প্রশংসা করল, তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করল, তার নম্র স্বভাবের গুণগান গাইল, এভাবে নানাভাবে এটা প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসবের মাধ্যমে স্ত্রীর অন্তর অর্জন করতে পারে এবং তার কঠোর মন গলাতে পারে। উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ও বোঝাপড়া মজবুত হবে।

আমরা এক কথায় এটাকে 'সৌজন্য' বলতে পারি। আর এটাই প্রত্যেক স্বামীর থেকে তার স্ত্রী পাওয়ার কথা। আমরা অনেকেই আমাদের প্রিয়জন থেকে একটু প্রশংসা, একটু ভালো কথা শুনতে চাই। যখন সেটা পাই, তখন আমাদের মন খুশি থাকে, নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস থাকে আমাদের।

একইভাবে স্ত্রীরও উচিত কখনো কখনো তার স্বামীর প্রশংসা করা, তার স্বামীর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করা, বাড়ির উত্তম রক্ষণাবেক্ষণের প্রশংসা করা, এগুলো করলে স্ত্রী সহজেই তার স্বামীর হৃদয় জয় করতে পারবে, স্ত্রী তার স্বামীকে দাম্পত্য জীবনের সুখের অনুভব করাতে পারবে। তার স্বামীর অন্তরকে তার প্রতি ভালোবাসা, তার প্রতি সম্মানে ভরে দিতে পারবে। আর স্বামীর কাছে স্ত্রীর এমন অবস্থান অনেক সমস্যার প্রতিরোধক হয়ে যাবে।

অন্যদিকে স্বামীকে মিথ্যা বলে বাড়ি থেকে বেরোনো বা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের কিছু বের করা অথবা ঘরের বাইরে রাত কাটানোর জন্য স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলা—এ রকম কোনো মিথ্যা জায়িজ নেই।

২৬০. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯২১।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিথ্যা জায়িজ বলতে, যে কথা বা কাজে পরস্পরের সম্পর্ক মজবুত থাকে, সেটা জায়িজ। আর এমন মিথ্যা জায়িজ নয়, যে মিথ্যা দুজনের কারও কোনো অধিকারে কমতির কারণ হয়।

ইমাম নববি ﷺ বলেন, 'স্বামী স্ত্রীকে মিথ্যা বলা ও স্ত্রী স্বামীকে মিথ্যা বলা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ভালোবাসা প্রকাশ করা, প্রেমের খাতিরে এমন ওয়াদা করা, যা পালন করা আবশ্যক নয় প্রভৃতি মিথ্যা জায়িজ। অন্যদিকে স্বামী-স্ত্রী কেউ কারও অধিকারে ঘাটতি করে ধোঁকা দেওয়া বা যা তার নিজের নয় সেটা নেওয়ার মতো কিছু করা মুসলিমদের ঐকমত্যে হারাম।'

হাফিজ ইবনে হাজার ﷺ বলেন, 'স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিথ্যা জায়িজ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, কারও কোনো অধিকারে কমতি হতে পারবে না বা একজন অপরজনের কোনো অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না।'

কেন স্ত্রী মিথ্যার আশ্রয় নেয়?!

• স্ত্রীর মিথ্যা বলার কারণসমূহ

- দেখা গেল, স্ত্রী তার মা-বাবার ঘর থেকেই মিথ্যা বলার অভ্যাস করে ফেলেছে। হয়তো তার পরিবারের সবারই হয়তো মিথ্যা বলার একটু-আধটু অভ্যাস আছে।

- কখনো দেখা গেল স্ত্রী তার মায়ের আচরণ লক্ষ করে সেটা নিজের মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। দেখা গেল, তার মা তার বাবার সাথে যেমন মিথ্যার আশ্রয় নিতেন, সেটা এখন সে তার স্বামীর সাথে প্রয়োগ করছে। হতে পারে সেটা কোনো বস্তুগত অর্জনের জন্য, এটা স্বামীর কৃপণতার কারণে না হয়ে স্ত্রীর লোভের কারণে হতে পারে।

- কখনো স্বামীর কারণে স্ত্রী মিথ্যা বলে। যেমন, স্বামী স্ত্রীকে কোনো ওয়াদা করেছে; কিন্তু এরপর ওয়াদা পূরণ করেনি। অথবা স্বামী স্ত্রী থেকে মোটা অংকের টাকা করজ নিল, এরপর সে করজ পরিশোধ করেনি। অথবা স্ত্রী নিজের সম্পদ থেকে কিছু টাকা স্বামীকে দিল কিছু আবশ্যকীয় জিনিস কেনার জন্য; কিন্তু পরে স্বামী আর সে টাকা ফিরিয়ে দেয়নি।

- অথবা স্বামীর ভয়ে স্ত্রী মিথ্যা বলে। কারণ স্বামী খুব বদরাগী। স্বামী অবিবেচনাপ্রসূত কিছু করে ফেলতে পারে। পান থেকে চুন খসলেই যেখানে স্বামী এ রকম বদ রাগে পড়ে, সেখানে স্ত্রী দুয়েকটা মিথ্যা বলেই ফেলে।

- কিছু স্বামী তার স্ত্রীকে মিথ্যার দিকে ঠেলে দেয় কখনো কখনো। যেমন, স্ত্রী কিছু কিনে আনল; কিন্তু স্বামী বলল, 'এ জিনিসের দাম তো এত না। তোমাকে ঠকানো হয়েছে।' স্বামী যদি স্ত্রীর এমন কিছুতে ঠাট্টা করে, তাহলে স্ত্রী নিজের সম্মান বাঁচাতে মাঝে মাঝে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়। মিথ্যা বলে সে আসল অবস্থা গোপন করে। স্বামীর ঠাট্টা করার প্রবণতা স্ত্রীকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে। আবার দেখা

গেল কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে কোনো বিষয়ে এমন সব প্রশ্ন করল, যার উত্তর দেওয়া স্ত্রীর জন্য অসুবিধা মনে হয়, সে লজ্জায় পড়ে যায়, তখন স্ত্রী আসল অবস্থা গোপন করে।

- কখনো স্ত্রী মিথ্যা বলে এমন সব জায়গায়, যেগুলোকে সে আসলে মিথ্যা হিসেবে দেখে না। বরং সে মনে করে যেমন হিংসার প্রতিরোধ, সেখানে মিথ্যা বললে তার মতে মিথ্যা হবে না। যদিও তার আশপাশের সবাই বিষয়টা পুরোপুরি ধরতে পারে এবং জানে যে, সে মিথ্যা বলছে। বিশেষ করে সন্তান, তাদের খাবারদাবারের ব্যাপারে।

• মিথ্যার চিকিৎসা

- স্বামীর উচিত এ মিথ্যার চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার পরিবেশকে কাজে লাগানো। দুজনের মধ্যকার বিশ্বাসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা। দুজন দুজনাকে স্পষ্ট সব বলার মাধ্যমে চিকিৎসা করা।

- স্বামীর উচিত স্ত্রীর ছোটখাটো ভুলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা। কেননা, নারী এমনিতেই দুর্বল স্বভাবের হয়ে থাকে। কখনো কখনো সে যখন কোনো কিছু ঘটার ভয় করে, তখন সেটাকে প্রতিরোধ করতে স্বামীর সামনে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

- স্বামী তার স্ত্রীকে নম্রভাবে বুঝাবে। বলবে, 'এমন এমন মিথ্যা জায়িজ নয়। অন্যথা আমাদের মধ্যে অবিশ্বাসের জন্ম নেওয়ার আশঙ্কা আছে।' সবচেয়ে উত্তম হয় যেকোনো পরিস্থিতিতে যদি উভয়ে উভয়ের কাছে স্পষ্ট কথা বলে। ইনশাআল্লাহ স্বামী তখন সব বাধাবিপত্তি ডিঙাতে সক্ষম হবে। আর স্ত্রীর ওপরও সে কখনো রাগবে না। তাকে না রেগে ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সাথে এটার চিকিৎসা করতে হবে।

- অবশ্যই স্ত্রী তার প্রয়োজনের কথা স্পষ্ট বলবে। স্বামীর সাথে কৌশল করে নিজের যা ইচ্ছে হয় সেটা নিতে যাবে না। যা লাগবে স্বামীকে বলবে; যদিও তার এ ইচ্ছে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবুও স্বামীকে বলবে।

- স্ত্রীকে মানিয়ে নিয়ে সন্তুষ্ট করা ও ভালোবাসা দেওয়াই হলো আসল চিকিৎসার উপকরণ। তেমনই উত্তম আদর্শও কাজে আসবে। এ জন্য সত্য বলার উত্তম উদাহরণ পেশ করতে হবে। দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। আর এ দিকেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এ হাদিসে :

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

'তোমরা সর্বদা সত্য বলবে। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন লোক সর্বদা সত্য বলতে থাকে, এভাবে সে সত্যবাদী হয়ে যায়, এমনকি আল্লাহর কাছে তাকে সিদ্দিক (সত্যবাদী) হিসেবে লেখা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা বলতে থাকে, এমনকি মিথ্যাবাদী হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়, অবশেষে তাকে আল্লাহর নিকট কাজ্জাব (মিথ্যাবাদী) হিসেবে লেখা হয়।' [২৬১]

২৬১. সহিহ মুসলিম : ২৬০৭।

আমার স্বামী মিথ্যা বলে

- জনৈক স্ত্রী বলেন, 'আমার স্বামী সব বিষয়ে মিথ্যা বলে। দিনে শত মিথ্যা বলে। এমনকি ছোটখাটো বিষয়েও মিথ্যা বলে।'

- সাধারণত পুরুষ তার কর্মস্থলের কাজের ধরন নিয়ে মিথ্যা বলে। যেমন সে যদি কোথাও কোনো সহকারী পরিচালক হয়, তাহলে সে দাবি করে আমি সে অফিসের পরিচালক।

- কখনো দেখা যায়, স্বামী কোনো সম্ভাব্য পরিণামের আশঙ্কায় মিথ্যা বলে। কোনো কোনো পুরুষ ভয় করে যে, তার আচরণ তার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে অথবা সে আশঙ্কা করে যে, সত্যটা বললে স্ত্রী অনুচিত কিছু করে বসবে। যেমন কেউ তার মাসিক বেতন নিয়ে মিথ্যা বলল অথবা কোথাও যাওয়া নিয়ে মিথ্যা বলল। উদাহরণত সে বলল, সে একটা ব্যাবসায়িক মিটিংয়ে যাবে; কিন্তু সে গেল কোনো চায়ের দোকানে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে।

- পুরুষ মিথ্যা বলে এ জন্য যে, সে মনে করে, মিথ্যা হচ্ছে স্বাধীনতার চাবি। যেমন : পুরুষ ভান করে যে, সে কর্মস্থলে আছে; অথচ সে গাড়ি করে কোথাও ফূর্তি করতে যাচ্ছে।

- কিন্তু স্ত্রীর কি নিজেকে এ প্রশ্ন করা উচিত না যে, কেন তার স্বামী তাকে মিথ্যা বলছে?

- অনেক নারী তাদের স্বামীদের বেশি বেশি প্রশ্ন করে, বেশি বেশি জিজ্ঞাসাবাদ করে স্বামীকে ক্লান্ত করে তোলে। এ জন্য এত প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার চাইতে স্বামী মিথ্যা বলে। বন্ধুদের সাথে দেখা করার বিষয়টা লুকিয়ে রাখে। এমনকি নিজের পরিবারের সাথে দেখা করে আসার বিষয়টাও লুকিয়ে রাখে স্বামী।

- কোনো ক্ষেত্রে নারীই তাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে। তার স্বরূপ হচ্ছে, যদি স্ত্রী স্বামীর খবরাখবর জানা, তার গতিবিধির প্রতিবেদন চায় কঠিনভাবে, অথবা স্ত্রীর মধ্যে যদি মারাত্মক ঈর্ষা থাকে, অথবা তার মধ্যে যদি ক্রমবর্ধমান সন্দেহ থাকে। এমন অবস্থায় স্বামীকে মিথ্যা বলতে হয়, তাকে আসলটা লুকিয়ে নকল কিছু বলতে হয়।

- মিথ্যা কখনো কখনো ভয়ের কারণে বা ব্যক্তিত্বের দুর্বলতার কারণে হয়ে থাকে। অথবা এমন কোনো কর্ম থেকে পালানোর জন্য হয়ে যাকে, যেটা কেউ মানুষের সামনে প্রকাশ করতে চায় না।

- অন্য যেকোনো সমস্যা ও স্বভাবগত ত্রুটির মতো মিথ্যা নামক রোগের চিকিৎসায়ও লম্বা সময় লেগে যেতে পারে। তবে এর চিকিৎসা অসম্ভব নয়—যদি তুমি সত্য নিয়ত করো, সবগুলো মাধ্যম ঠিকভাবে গ্রহণ করো, তাহলে মিথ্যার সঠিক চিকিৎসা সম্ভব। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, ব্যক্তির নিজের মিথ্যা বলার ব্যাপারটি নিজের কাছে নিজে স্বীকার করা। আর তাকে ইসলাম অসমর্থিত এ কদর্য অভ্যাস ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

- তুমি তার সাথে পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে কথা বলো। যেমন : 'মিথ্যা সম্পর্কে তোমার অভিমত কী?', 'মিথ্যা আসলে কী?' তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, যেন তার অনুভূতিতে আঘাত না লাগে, আর সে যেন মনে না করে বসে যে, তুমি তার থেকে নিজেকে মহান মনে করছ।

- এরপর শান্ত পদ্ধতিতে তার সাথে কিছু ঘটনা আলোচনা করো। যেসব ঘটনায় আসলে তার কোনো চরিত্র থাকবে না। তবে ঘটনাগুলো মিথ্যাসংশ্লিষ্ট হবে। ঘটনা বলে তাকে জিজ্ঞেস করবে, এ বিষয়ে তোমার মতামত কী?

- স্বামীকে তিরস্কার বা নিন্দা করবে না। কেননা, এসব করলে সে আরও দূরে সরে যাবে, তার চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটবে। এ জন্য তোমাকে নম্র-ভদ্র হয়ে এগোতে হবে। আর তোমাকে বোঝাতে হবে যে, তার প্রতি ভালোবাসার কারণে তুমি তাকে নিয়ে এত আগ্রহী।

- তার জন্য দুআ করে যাবে। বিশেষ করে দুআ কবুলের সময়ে দুআ করে যাবে। তার অনুপস্থিতিতে দুআ করবে।

- চেষ্টা করো তার আশপাশে এমন একটা বই বা এমন একটা নিবন্ধ রাখতে, যার বিষয় হবে : মিথ্যার ভয়াবহ পরিণাম এবং মুমিনরা মিথ্যা বলতে পারে না।[২৬২]

- ইনভেস্টিগেটর যেভাবে প্রশ্ন করে আসামীকে, সেভাবে করতে যেয়ো না।

- তার মোবাইল ঘাঁটতে যেয়ো না, তার কোথায় কী ঘটছে, সে রকম সব খবর নিতে যেয়ো না। কেননা, পুরুষের এমন একটা স্পেস দরকার, যেখানে সে একটু প্রাণভরে শ্বাস নিতে পারে। (তবে সেটা অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতার কিছু হতে পারবে না।)

২৬২. মাহমুদ কালআবি কৃত মাসাতি মাআ জাওজি।

আমার স্বামী সব দিকে ভালো, তবে... (১)

- অনেকে বলে এভাবে, 'আমার স্বামী অশ্লীল চ্যাটে আসক্ত।' 'একদিন আমি তার কাছে এসে হঠাৎ এমন কিছু দেখি...।' 'আমার স্বামী আমার অগোচরে অশ্লীল ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে।'

এক বোন বললেন, 'অনেক নারীর অভিযোগ তার স্বামী সম্পর্কে যে, আমার স্বামী অনেক দিক থেকে ভালো; কিন্তু পর্নো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে। আমি কি তাকে বলব যে, আমি তার এ গোপনীয়তা জানি? এটা তাকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দেবে। এমনকি সে আমার দিকে চোখ তুলেও তাকাতে পারবে না। এমনকি আমিও তো তাকে এটা বলতে পারব না। তবে আমি তাকে এভাবে বিপথে ছেড়ে দিতে তো পারি না। এখন কী করণীয়?'

- **যখন আমি দরজা খুললাম হঠাৎ করে...**

এক বোন বলেন, 'আমি মনে করিনি যে, আমার স্বামী সব সময় দরজা আটকে এসব কিছু করে। কিন্তু দরজা আটকে সে কম্পিউটারের সামনে বসে। এরপর ইন্টারনেট খুলে অশ্লীল ছবি আর ফিল্ম দেখতে থাকে। যেদিন প্রথম এটা আবিষ্কার করি, তখন আমি মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হই। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিই।

আমি ভাবিনি যে, আমার স্বামীর এতটা দুঃসাহস আছে যে, আল্লাহ একজন মহা পর্যবেক্ষণের মাঝে সে এতটা দূর যাবে, শাহওয়াতের কাছে এতটা দুর্বল হয়ে যাবে যে, হারাম কিছুতে এভাবে চোখ ফেরাবে।

আমার স্বামী খুবই ধার্মিক। আমি চিন্তাও করতে পারিনি, সে কখনো এমন নোংরা কিছু করতে পারে। এত ন্যক্কারজনক কাজ কী করে সে তার ঘরের ভেতর

করতে পারে?! যদি সে স্ক্রিনে এসব খোলা অবস্থায় মারা যেত, তাহলে সে কেমন অসম্মানিত হতো!

সে এসব দেখছে কীভাবে, কীভাবে সে রবের লজ্জা করছে না?!'

• সে কেন এমন হলো?

তুমি কি নিজের যত্ন ঠিকমতো নিচ্ছ? ঠিকমতো সেজেগুজে তার জন্য নিজের অবয়বের সৌন্দর্য বজায় রাখছ? নাকি ঘরের অবস্থা সমস্যায় জর্জরিত, দাম্পত্য কলহে জরাজীর্ণ? যে কারণে হয়তো তোমার স্বামী এসব থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের শাহওয়াত মেটাতে ওই সব হারাম জিনিস দেখছে। তবে অবশ্যই এখানে আমি তার পক্ষে কোনো অজুহত দাঁড় করাতে চাইছি না। তবে আগে এসব ঠিক করে নেওয়া কর্তব্য।

নাকি তোমার স্বামী খারাপ বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে এমন হয়ে গেছে?

- প্রথমে তুমি শান্ত হও। তোমার ভয় দূর করে স্থির হও। বাস্তবে কী হয়েছে, সেটা ঠিক করো।

- মনে রাখবে, তোমার স্বামীও মানুষ। সে ভুল করবে, আবার ঠিকও করবে। তার গুনাহও হয়ে যাবে, আবার সে তাওবাও করবে। সে দুর্বলও হবে, আবার শক্তিশালীও হবে। তোমার স্বামী কোনো আকাশের ফেরেশতা নয়; বরং জমিনের মানুষ। আল্লাহর হারামকৃত কিছুতে তার নেশা হয়ে গেছে, সে গুনাহগার, এখন এমন একজনের প্রয়োজন, যে তার হাত ধরে তাকে সাহায্য করবে এটা থেকে উঠে আসতে।

- মনে রাখবে, এখন তোমার স্বামী তোমার প্রতি খুবই মুখাপেক্ষী। তোমার স্বামী এখন দুর্বল সময় পার করছে। আর তার এখন স্নেহ-ভালোবাসার প্রয়োজন। আর তাকে সবচেয়ে সুন্দর ভালোবাসা ও স্নেহ দিতে পারে তার স্ত্রী, অর্থাৎ তুমি।

- তোমার রাগ-ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে দাও। কারণ রাগ রাগকারীরই ক্ষতি করে।

- তোমার নিজের ওপর কঠোর জল্লাদের মতো হোয়ো না। জুলুমকারী বিচারকও হোয়ো না যে, জালিম বিচারক অভিযুক্তকে দেখামাত্র কোনো রকম দলিল-প্রমাণ না শুনে বলে দেয় যে, একে তো ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে।

আমার স্বামী সব দিকে ভালো, তবে... (২)

- একজন রোগীর যেভাবে শুশ্রূষা করতে হয়, তোমার স্বামীর সাথে সেভাবে আচরণ করো। রোগীর সুস্থতার জন্য যেমন চেষ্টা করা হয় তেমন চেষ্টা করো। তোমাকে এখানে সদয়া মায়ের মতো মমতাশীল ও স্নেহশীল হতে হবে। তোমাকে ভালোবাসায় পূর্ণ স্ত্রীর ভূমিকা আদায় করতে হবে। সে রুগ্‌ণ হলে যেমন তুমি সারা রাত জেগে তার সেবা করতে, তোমার সবটা উজাড় করে তাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করতে, এখনো সে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা করে যাও।

  জেনো রাখো, তোমার স্বামী এখন কঠিন সময় পার করছে। তোমাদের জীবনে আঘাত করা যেকোনো বিপদের মতো এটাও একটা গুরুতর বিপদ। তাই এ পরিস্থিতিতে তার পাশে থাকো। তাকে ছেড়ে যেয়ো না। কেননা, এটা তোমাদের দুজনেরই পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় আগে তোমাকে উত্তীর্ণ হতে হবে, এরপর তোমাকে তার পাশে থাকতে হবে; যেন সেও তোমার মতো উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে।

- নিজেকে বা অন্য কাউকে মাসুম মনে করবে না। কেননা, মানুষ ইমানে-আমলে যতই উন্নত হোক না কেন, কেউই সে পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে না। কেবল নবিগণই মাসুম। আমাদের মধ্যে কে ভুল করে না?! কে গুনাহ করে না?! যদি আমরা মাসুম হতাম অথবা আমাদের নফস কুমন্ত্রণাদাতা না হতো, তাহলে তাওবা ও ইসতিগফারের দরজা খোলা রাখার অর্থ কী হতো?!

- এখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে, তার মধ্যে নতুন করে ইমানের চেতনা জাগ্রত করা। তুমি তার ভেতর আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এগিয়ে আসার হিম্মত সঞ্চার করো। তাকে খারাপ কাজগুলো থেকে দূরে রাখো। এ জন্য তোমাকে একজন আদর্শবান নারী হতে হবে। তোমার কথায় যেমন আদর্শ থাকবে, তেমনই তোমার কর্মেও আদর্শবান হতে হবে।...

- স্বামী একাকী ইন্টারনেট খুলে এসব দেখতে পারে, সে সুযোগ তুমি তাকে দিয়ো না। চেষ্টা করো সব সময় একই রুমে তার পাশে থাকতে। তবে এটা বুঝতে দেবে না যে, তুমি তাকে চোখে চোখে রাখছ অথবা তুমি তাকে বিশ্বাস করছ না; বরং তার পাশে বসো, তাকে বুঝতে দাও যে, তুমি তার সঙ্গ পেতে ব্যাকুল।

তখন একই রুমে থেকে কুরআন পড়ো, অথবা সুন্দর একটা বই পড়ো কিংবা কোনো উপকারী ম্যাগাজিন পড়ো, অথবা সরাসরি ঘরের কোনো কাজ করো সে রুমে থেকেই। প্রত্যেক বার চেষ্টা করো তার মস্তিষ্ককে সূক্ষ্ম কোনো চিন্তায় লাগিয়ে রাখতে, লক্ষ্যনির্দেশক কোনো হিকমতযুক্ত কথা বলে, কিংবা নতুন কোনো খবর দিয়ে তার মস্তিষ্ক ব্যস্ত রাখো, অথবা তার সাথে তোমার প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে পরামর্শ করো।

তোমার মেধা খাটিয়ে তাকে তোমার সর্বদা উপস্থিতির ওপর অভ্যস্ত করে ফেলো। তোমার সুন্দর সঙ্গ যেন তার অভ্যাস হয়ে যায়। সময়ে সময়ে তাকে জিজ্ঞেস করো, 'আজ কি আপনার ফেভারিট কোনো ডিশ রান্না করে দেবো?' অথবা 'ঠান্ডা শরবত চলবে?' 'গরম চা?' তার সাথে সুন্দর সময় কাটানোর চেষ্টা করো। সে যেন কিছুতেই বিরক্তিবোধ না করে, সেটা খেয়াল রাখো।

- তোমার প্রতিযোগিতা সেসব নারীর সাথে, যাদের প্রতি তোমার স্বামীর চোখ পড়ে যায়। যদিও ইন্টারনেটে না হয়, তবুও রাস্তায়, টেলিভিশনের পর্দা, বিলবোর্ডে কত শত মেকাপ পরা নারীর উপস্থিতি! এখানে প্রতিযোগিতা খুবই কঠিন। সব সময় এসব কিছু তাকে উসকানি দিয়ে যায় পর্নোসাইটে বা খারাপ ওয়েবসাইটে বা অশ্লীল চ্যাট রুমে ঢুকার জন্য।

এ জন্য বাড়িতে সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকো। তুমি তেমন সাজো, যেমন সে পছন্দ করে। তোমার দিকে যতবারই সে তাকায়; সে যেন একজন সুদর্শনা নারী খুঁজে পায় আর তার মন খুশিতে নেচে ওঠে। তুমি তার প্রশান্তি হয়ে যাও; যেন সে অধির আগ্রহে বারবার তোমার কাছে ফিরে আসে। তখন তুমি তার আত্মাকে শান্ত করবে, তাকে জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেবে।

- যখন তোমার স্বামী গোপনে তেমন কিছু করে, তখন সে ভুল করে। কিন্তু স্ত্রী তো স্বামীর জন্য সে পোশাক, যা তাকে ঢেকে রাখে। এ জন্য তার পদস্খলন তোমার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখো। তাকে তার এ বাস্তবতার সম্মুখীন করে লাঞ্ছনায় ফেলো না। কেননা, একজন পুরুষ সর্বদা তার স্ত্রীর চোখে নিজেকে সর্বোত্তম পুরুষ হিসেবে দেখতে চায়, সে চায় সে-ই যেন ঘরের বাদশাহ, আদর্শ হয়। তাকেই যেন সর্বাগ্রে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়া হয়।

- নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও। নিজেকে শক্তিশালী করতে দুআ করতে থাকো। হতাশা-নিরাশা থেকে দূরে থাকো। আর সব সময় স্বামীর প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করে যাও।
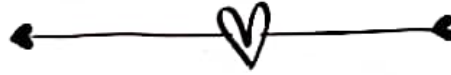
এ কি দুনিয়ার কোনো নারী, না কোনো হুর-পরি!

• এক পুরুষের ঘটনা। তার দু-পা পাপের সাগরের দিকে তখন। তার মনের ভেতর উঁকি দিল টেলিভিশনে দেখা খোলামেলা নারীর ছবি। তখন তার নফসও তাতে সাড়া দিল। তার ইমানের তেজ কমে এল। তার শাহওয়াত প্রবল হলো। এমনকি সে তার স্ত্রীর সৌন্দর্যের কথাও ভুলে গেল। সে দুঃসাহসের গর্তে পড়ল। একের পর এক ওয়েবসাইট ঘুরতে থাকল ইন্টারনেটে। হঠাৎ বিপর্যয়টা ঘটল!

তার স্ত্রী তখন রুমে এসেছে। কিন্তু স্বামী সেটা বুঝতে পারল না। সে তো নোংরা ওয়েবসাইটেই ব্যস্ত হয়ে আছে। তার চোখে তখন কেবল পর্নো খেলা করছে। কম্পিউটারের স্ক্রিনে। তার দুই হাত যেন কিবোর্ডে আর মাউসে আটকে গেছে। যে স্ক্রিনে স্পষ্ট এসব নোংরামি দেখে যাচ্ছে, সেটা তখনও খোলা। সেটাও সে বন্ধ করতে পারছে না, স্ত্রীর সামনে এ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে।

স্ত্রীকে একটা শব্দও বলতে পারল না। তার কাছে আত্মসমর্পিত সে। স্ত্রী তার দিকে তাকাল। এরপর স্ক্রিনের দিকে তাকাল। এরপর আবার তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিল। এরপর তাকে হাতে ইশারা দিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেল!

লোকটা বলে, 'আমার গায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। মুখে কোনো কথা ফুটছিল না। আমি সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়ি। আমার মনের ভেতর তখন হাজারো চিন্তার ভিড়। শত অজুহাত মাথায় ঘুরছে তখন। আমার মনে হচ্ছিল ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছি না। আমার চোখ থেকে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ এ অবস্থায় ছিলাম; কিন্তু সেটাও মনে হচ্ছিল কত বছর!

হঠাৎ শান্তভাবে দরজাটা খুলে গেল। আমি মাথা নিচু করে আছি। এরপর আমি শুনলাম দরজায় মৃদু করাঘাত হয়েছে অনুমতি চাওয়ার জন্য। আমি মাথা তুললাম। চোখ খুললাম। কিন্তু যা দেখলাম, সেটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার স্ত্রী! তার এমন সুন্দর চমৎকার রূপ আমাকে বিমোহিত করে দিল, আমার মনের সকল

চিন্তা উড়ে গেল। সে আমাদের বাসর রাতের সাদা পোশাকটা পরেছে।

আমি দেখলাম, তার চেহারা চাঁদের মতো উজ্জ্বল, রূপসী। আমি আমার জায়গাতেই যেন জমে আটকে গেছি। তার মুখে তখনও মুচকি হাসি। মিষ্টি হাসি। মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ আমার নাকে তার অপূর্ব আতরের ঘ্রাণ এল। সে আমাকে কয়েক বছর আগের আমাদের বাসর রাতে নিয়ে গেল।

আল্লাহ, আমি তাকে এখন কী বলব? কোন অজুহাত দেবো?

সে আমার লজ্জা দেখল, আমার চোখের অশ্রু দেখল। এরপর বলল, "এসো, আমার সাথে..."

এরপর সে তার হাত তুলে আমার চোখের পানি মুছে দিল—আমার দিকে মুচকি হেসে তাকাল। আমি তখন পাও তুলতে পারছিলাম না। কিন্তু সে আমার হাত ধরে মুচকি হেসে নিয়ে গেল আমাকে।...'

লোকটি এরপর বলে, 'তুমি কি জানো, আমি আল্লাহর পথে ফিরে আসার কারণ তার এ অবদান?! তুমি কি জানো, সে আর কখনো আমার সামনে এ বিষয়টা তোলেনি?! তুমি আমাকে বলো, আমি কীভাবে তাকে এর প্রতিদান দেবো? কোন বিনিময় এর উপযুক্ত হবে?'

• মোদ্দা কথা

- আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দুআ করো, যেন আল্লাহ তোমার স্বামীর অন্তরে হিদায়াত ঢেলে দেন। বেশি বেশি ইবাদত করে, বেশি বেশি তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হও। কারণ এগুলোর মধ্যেই রয়েছে সকল রোগের প্রতিষেধক।
- তার গোপনীয়তা কারও কাছে ভেঙো না, তার কর্ম গোপন রাখো, এসব কিছুই কারও কাছেই বলবে না।
- তাকে আঘাত দিয়ে একটা কথাও বলবে না।
- সাজো, সুগন্ধি মাখো, সুন্দর রূপে তার সামনে আসো। যত পারো বেশি বেশি সেজেগুজে তার সামনে থাকো।
- তার সময়কে উপকারী সময়ে বদলে দাও।
- কোনোভাবেই তাকে একাকী ইন্টারনেট খুলে বসতে দেওয়া চলবে না।

বিশ্বাসঘাতক স্বামী

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার অর্থ তাদের মধ্যে দ্বীন ও চরিত্রের দিক থেকে দুর্বলতা রয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, উভয়ের ভেতর এমন কিছু সমস্যা আছে, যা তাদের কাউকে এ দুর্গন্ধময় বিশ্বাসঘাতকতার ডোবায় এনে ফেলেছে। এর অর্থ, একজন অপরজনের অধিকারে ঘাটতি-কমতি করছে।

- তোমাদের দুজনের জীবনে আরেকবার চোখ ফিরিয়ে দেখো। জীবনের সাথে আরেকবার সময় দাও। নতুন করে জীবনকে সাজিয়ে নাও।
- স্বামীর মধ্যে সন্দেহ তৈরি করে এমন প্রত্যেক জিনিস থেকে বিরত থাকো।
- স্বামী কী করে, কোথায় যায়—সব সময় এমন পর্যবেক্ষণ করা থেকে বিরত থাকো।
- তার সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো, ভালোবাসায় জড়িয়ে নাও, এভাবে উত্তম দাম্পত্য আচরণে তাকে ঘিরে রাখো।
- তাকে পরোক্ষভাবে বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়ে বলো। যেমন তুমি কোনো একটা গল্পের ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করলে। যেটা তুমি ইন্টারনেটে খুঁজে পেয়েছ। গল্পে এক নারী তার স্বামীকে দেখল, তার স্বামী তাকে ধোঁকা দিচ্ছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গল্পটা বলে মন্তব্য জুড়ে দাও যে, এ লোকটা কি ভয় করেনি যে, তার স্ত্রী তার বিশ্বাসঘাতকতা ধরে ফেলতে পারে?! সে কি ভয় করেনি যে, আল্লাহ একই পরীক্ষায় ফেলবেন তাকে তার মেয়েদের ব্যাপারেও যে, তার মেয়েরা তাদের স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবে। এ ভয় তার ভেতরে ছিল না?
- স্বামীকে জিজ্ঞেস করো বিশ্বাসঘাতক স্বামী সম্পর্কে তার কী মতামত। তাকে জিজ্ঞেস করো যে, বিশ্বাসঘাতক স্বামীর প্রতি তার স্ত্রীর আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

- স্বামী তখন উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যেতে পারে। তাকে এড়িয়ে যেতে দাও। এড়িয়ে যাওয়ার পর আবার তাকে জিজ্ঞেস কোরো না। বরং তার কথা শোনো। কারণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো, তোমার মেসেজটা তার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

- তাকে মনে করিয়ে দাও যে, কিছু মানুষ আছে অন্য মুসলিম নারীদের প্রতি এমন কিছুতে সন্তুষ্ট থাকে, যেটা নিজের পরিবার বা নিজের আপন কারও সাথে ঘটলে সে ক্ষেত্রে সে সন্তুষ্ট থাকে না। ইজ্জত ও সম্মান রক্ষা করার মতো বস্তু।

- স্বামীর ভেতর ইমানি চেতনা জাগ্রত করতে চেষ্টা করো। তাকে আরও বেশি নামাজ ও কুরআন শিখায় গুরুত্ব দিতে সাহায্য করো।

- তার মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে ছোট ছোট ওয়াজের ক্লিপ পাঠাও। যেসব ওয়াজ আসলেই মনে প্রভাব ফেলবে। অনেক ক্লিপের সাথে সাথে অবৈধ সম্পর্ক ও তার থেকে সৃষ্ট রোগ নিয়ে কথা বলা হয়েছে, এমন কিছু ক্লিপও পাঠাও।

- তার জন্য বেশি বেশি দুআ-ইসতিগফার করতে থাকো।

- তোমাদের দুজনের সম্পর্কে ফাটল ধরায় এমন কিছু করার পরিবর্তে দুজনের সম্পর্ককে মজবুত করে এমন কিছুর তালাশ করো এবং সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করো। তার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক আরও বাড়াও; যাতে সে নিজের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করে এবং আত্মসমালোচনা করে নিজের ভুল ছেড়ে চলে আসতে পারে।

- তার সামনে উকিলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়ো না, কিংবা তদন্তকারীর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হোয়ো না। স্ত্রী যখন স্বামীর পদচারণার ওপর নজর রাখে আর স্বামী সেটা টের পায়, তখন স্বামী আরও বেশি একগুঁয়ে হয়ে যায়, ঘাড়ত্যাড়া হয়ে যায়, সে আগের চেয়ে আরও বেশি বেশি ঘর ছেড়ে ওসব হারামে লিপ্ত হয়।[২৬৩]

- একজন সফল স্ত্রী সে হতে পারে, যে তার স্বামীর গুপ্ত জীবন ফাঁস করার প্রবণতার পরিবর্তে স্বামীকে এটা বিশ্বাস করায় যে, সে স্বামীর ওপর অনেক আস্থা রাখে, তার প্রতি অনেক গুরুত্ব দেয়।

---

২৬৩. মুনির বিন ফারহান সালিহ কৃত জাওজি ইয়াখুনানি।

- তার সাথে শান্তভাবে কথা বলো। আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কথা বলো। তাকে আল্লাহর রহমতের আশা দাও, আর আল্লাহর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় দেখাও। কারণ হতে পারে, আল্লাহ তাআলা নিকট ভবিষ্যতে অথবা দূরবর্তী ভবিষ্যতে তাকে তার বোনদের বা মেয়েদের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা দ্বারা পরীক্ষা করবেন। আল্লাহর সাথে দুজনের সম্পর্ক ঠিক করার ব্যাপারে জোর দাও।

- যদি তুমি তোমার স্বামীর মাঝে ভালো কোনো পরিবর্তন না দেখতে পাও, তাহলে তোমাদের দুজনের মধ্যে মীমাংসার জন্য একজন বুদ্ধিমান প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিকে মীমাংসা করতে দাও। সে মীমাংসাকারী হয়তো তোমার পরিবার থেকে হতে পারে অথবা তার পরিবার থেকেও হতে পারে।

যাচাই করে দেখো

- ড. আব্দুর রহমান আরিফি বলেন, 'একবার জেল পরিদর্শনের সময় আমি দেখলাম, একটা সেলে এক সদ্য তরুণ। বয়স ২৩ বছরের মতো। শান্ত হয়ে তার সেলে বসে আছে। আমি তাকে সালাম জানিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমার সাথে থাকা কারাগারের লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ ছেলের কেস কী?"

সে বলল, "ছেলেটা বিয়ের ৩ মাস পর স্ত্রীকে হত্যা করে।"

আমি বললাম, "কেন? কী হয়েছিল?"

লোকটা বলল, "বিয়ের পর তাদের জীবন ভালোই কাটছিল। কিন্তু একদল মানুষ তার প্রতি হিংসায় জ্বলে যাচ্ছিল। হয়তো এ ছেলের মধ্যে ও তাদের মধ্যে আগে থেকেই সমস্যা ছিল। অথবা তারা এ মেয়ের প্রতি আসক্ত ছিল, মেয়েটাকে বিয়ে করতে চাইছিল।

একদিন ওই সব লোকের একজন বলল, "নতুন সবুজ রঙের গাড়ি কিনেছ কবে?" এ বলে একটা গাড়ির মডেল বলল।

যুবক বলল, "না। আমার গাড়ি তো কালো। তুমি আগেও দেখেছ।"

ওই লোক বলল, "গতকাল তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, গেইটের দিকে একটা সবুজ গাড়ি দাঁড়ানো। দেখলাম, এক নারী ঘর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়ে। এরপর দুই ঘণ্টা পরে গাড়িটি ফিরে আসে। হয়তো তোমার বাড়িতে তোমার স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ আছে।"

যুবক বলল, "না, আমার বাড়িতে তো কেবল আমার স্ত্রী। সেবিকা বা পরিচারিকাও নেই।"

যুবকের মনে সন্দেহ ঢুকে গেল। সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করতে শুরু করে। তাকে জিজ্ঞেস করতে থাকে, "কেউ কি আজ এসেছিল? কেউ কি মেহমান ছিল?"

দুদিন পর আরেক লোক এসে এ যুবককে জিজ্ঞেস করল, "তুমি গাড়ি পালটিয়েছ নাকি? নতুন সাদা গাড়িটা?"

যুবক বলল, "না। আমার গাড়ি তো কালো রঙের। আগেরটাই।"

ওই লোক বলল, "গত কাল একটা সাদা গাড়ি তোমার বাড়ির সামনে দেখলাম যে! দেখলাম, এক মহিলা ঘর থেকে বেরিয়ে সেটাতে চড়ে বসে।"

এর কদিন পর আরেক লোক আসে। তারা সবাই প্রায় একই রকম কথা বলতে থাকে। এদিকে লোকদের কথায় তার মাথা কাজ করা বন্ধ হয়ে যায় এক রকম, মাথা গরম হয়ে ওঠে, যেন সে পাগলপ্রায় হয়ে গেছে।

এবার স্ত্রীর সাথে ঝগড়া জুড়ে দেয়। তাকে তার ইজ্জত নিয়ে দোষারোপ করে। স্ত্রী তার বাড়িতে চলে যায়। এদিকে ওই লোকগুলো এসে যুবককে বলতে থাকে, "একই রঙের গাড়ি তো এবার তোমার স্ত্রীর বাবার বাড়ির সামনে থামছে। হয়তো কাল এসে তোমার বিবাহে থাকা এ নারীর সাথে কোনো সন্তান নিয়ে এসে বলবে, এ তোমার সন্তান। তোমার কি আত্মমর্যাদা একটুও নেই?"

এসব শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে জ্বালাতন করতে থাকে। এক রাতে যুবকের ওপর শয়তান এতটাই প্রভাবকর হয়ে ওঠে যে, সে তার শ্বশুরবাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীকে জবাই করে দেয়। এরপর পুলিশের কাছে এসে বলে, "আমি অমুক নারীকে হত্যা করেছি।" শান্ত কণ্ঠে এটা বলে বসে থাকে।

যুবকের ওপর কিসাস ধার্য হয়। প্রাণের বদলে প্রাণ।'[২৬৪]

- দেখো, কীভাবে দুষ্ট লোকদের অপবাদ আর সন্দেহপ্রবণ কথার কারণে কত ঘর ধ্বংস হয়ে যায়! তাই তাড়াহুড়ো না করে, ঠিকমতো যাচাই-বাছাই করে এগোও। ঠিকমতো তালাশ করো, শয়তানকে তোমার পথপ্রদর্শক বানিয়ো না যেন। আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন :

---

২৬৪. শাইখ আরিফির অডিও বয়ান কিসসাতু সাজিন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

'হে মুমিনগণ, কোনো পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে নাও, তা না হলে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে বসবে, অতঃপর তোমরা যা করেছ, সে জন্য তোমাদের অনুতপ্ত হতে হবে।'[২৬৫]

২৬৫. সুরা আল-হুজুরাত, ৪৯ : ৬।

মদ্যপ স্বামীর সাথে সংসার করা সম্ভব?!

- এক বেচারি। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারিয়েছে। বড় হয়েছে চাচার কাছে। পরবর্তী সময়ে চাচা এমন লোকের সাথে বিয়ে দিল যে কিনা একজন মদ্যপ। এরপর তার গর্ভে সে স্বামীর সন্তান এল। এ বেচারি পরামর্শ চেয়ে চিঠি দিল ড. লাইলা আহদাবের কাছে। তিনি লিখলেন :

- প্রথমত, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা কবুল করে নাও। মনে রাখবে, যা কিছু ঘটে, তা তাঁরই ইচ্ছায় ঘটে। রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ

'কোনো বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে ভালো-মন্দ তাকদিরের ওপর বিশ্বাস আনবে; এমনকি তার নিশ্চিত বিশ্বাস থাকতে হবে যে, যা কিছু ঘটেছে, তা কিছুতেই অঘটিত থাকত না এবং যা কিছু ঘটেনি, তা কখনো তাকে স্পর্শ করবে না।'[২৬৬]

- আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করো, তাঁকে অবলম্বন করে চলো। একজন মা তার সন্তানের প্রতি যতটা মমতাময়ী, তিনি আমাদের প্রতি এর চেয়ে বেশি দয়ালু। আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিটি তাকদিরের পেছনে গুপ্ত প্রজ্ঞা বিদ্যমান।

- তুমি তোমার স্বামীকে পরিবর্তন করতে পারো, তোমার এ সক্ষমতার ব্যাপারে সন্দিহান হবে না কখনো। তবে এর আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে, নিজের ঘাটতি দূর করতে হবে।

---

২৬৬. সুনানুত তিরমিজি : ২১৪৪।

- প্রথমে তাকে তার পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো না; যদিও তার এ পাপটা অনেক বড় কবিরা গুনাহ।

- আলাদা বিছানায় শোয়া প্রজ্ঞার কাজ হবে না। কেননা, তার সাথে তোমার উত্তম আচরণ তার হিদায়াতের মাধ্যমও হতে পারে। তবে অবশ্যই একজন স্ত্রীর জন্য মদের গন্ধে টেকা মুশকিল। স্বামী মদ্যপ হলে তার পাশে থাকাও কিছুটা অপমানের, লাঞ্ছনার। কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীর সাথে নিজেকে জোর করে ধরে রাখবে। এর ভালো ফলাফল আছে অবশ্যই।

- অনেক পুরুষ বিয়ের পরেও এসব ছাড়তে পারে না। কিন্তু যখন সে জানে যে, অচিরেই সে অন্যদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হতে যাচ্ছে, তখন অবস্থায় ভিন্নতা দেখা দেয়। একজন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সামনে কিছু করার সাহস করলেও যখন সে জানতে পারে যে, তার সন্তান আসছে, আর সে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়ে আল্লাহ তাকে জবাবদিহি করবেন, তখন সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

- যদি তোমার নরম কথা তার মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে, তাহলে চেষ্টা করো এমন কিছু করার, এক বোন থেকে শুনেছিলাম যে রকম, তার স্বামীও মদ্যপ ছিল। একদিন তার স্বামীর মদ নিয়ে বসার আগেই ক্যামেরা বসিয়ে দেয় জায়গামতো। নেশা করতে গেলে তার কেমন বাজে অবস্থা হয়, তেমন কিছু ছবি তুলে নেয়। এরপর যখন হুঁশ ফেরে, তখন তাকে সেগুলো দেখায়। তখন সে নিজের এ কাজে খুবই অনুতপ্ত হয় আর শপথ করে আর কখনো এমন নিকৃষ্ট জিনিসের নিকটবর্তী হবে না। সে তাওবা করে ভালো হয়ে যায়।

- তোমার শক্তি ও পরিশ্রম ব্যয় করে যাও; যদিও সে তোমার দিকে মনোযোগ না দেয়। তবে পরিবারের এমন কোনো পুরুষের দ্বারস্থ হও, যে বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান, সে তখন এ বিষয়টা সুরাহা করা নিয়ে কাজ করবে।

- এরপরও যদি এসব উপায় কাজে না আসে, তাহলে তাকে ধমক দিয়ে দাও যে, তুমি অচিরেই তাকে ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যাবে।

তবে অবশ্যই মনে রাখবে, সবশেষে এটা কাজে লাগাবে। ধমক বা কঠোর কিছু বলার আগে ভালোবাসা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই। চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে হবে। এরপর উপদেশ ও নসিহতের স্তর। এটাই অনেকের ক্ষেত্রে শেষ স্তরের মতো মনে হয়। কারণ কিছু

পুরুষ আছে, যারা নিজেদের 'পরিবারের কর্তা' হওয়ার অর্থ মনে করে যে, সে-ই হচ্ছে সবচেয়ে জ্ঞানী; এমনকি যদিও তারা গুনাহর সাগরেও ডুবে থাকে, তবুও তাদের এ অহংকার কমে না।

- ধৈর্য ধরো, সাওয়াবের আশায় সহ্য করো। ভয় কোরো না, উদ্বিগ্ন হোয়ো না। কখনো বিপদ আসে তোমার নিজেকে উন্নত করতে সাহায্য করতে, আরও বেশি আল্লাহর নৈকট্যভাজন করতে। বেশি বেশি নামাজ পড়ো, ইসতিগফার করো, শেষ রাতে রবের কাছে দুআ করো।...

- চিঠির জবাব দেওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেল। একদিন সে যুবতির আরেকটা চিঠি এল। চিঠি খুলে দেখা গেল, 'আমার স্বামী তাওবা করেছে। সে এখন আল্লাহর পথের পথিক।'[২৬৭]

২৬৭. ড. লাইলা আহদাব কৃত আ-হায়াতু মাআ জাওজিন সিক্কির।

নারী যেভাবে স্বামীকে বিবাহ-বিচ্ছেদের দিকে নিয়ে যায়

- কিছু নারী মনে করে, বিয়ে হচ্ছে সারা জীবনের বন্ধন। কখনো এটা ছুটে যায় না। স্বামী-স্ত্রীতে যতই ঝগড়া-বিবাদ হোক না কেন এ সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে না।

এ ভুল ধারণা কিছু নারীকে তাদের উদ্ভট অভ্যাস-আচরণের ওপর অটল রাখে। তাদের অবাধ্যতা ও একগুঁয়েমি-হঠকারিতায় অবিচল রাখে। তারা হয়তো জানে না যে, সাদা কাপড়ে একটা ফোঁটা দাগও সহজে দেখা যায়।

আর একজন বুদ্ধিমান স্বামী তার সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করে না; বরং ধীরস্থির হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। স্ত্রীর আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে কখনো তাকে নসিহত করে, কখনো তাকে তিরস্কার করে, কখনো রাগ করে। কিন্তু স্ত্রীর এসব আচরণই সে মনের ভেতর পুষে রাখে, মস্তিষ্কে জমা করে রাখে। এসবের জন্য সে অজুহাত খুঁজে ক্ষমার দিকে যায় যে, হয়তো সেগুলো ক্ষণিকের আচরণ ছিল, এ রকম আর হবে না। অথবা এটা তো প্রথম হয়েছে, সামনে থেকে গুছিয়ে চলবে সে।

এসব ওজর-অজুহাত স্ত্রীর কাছে চায় যে, সে যেন নিজেকে আরও বেশি দ্বীনের কাছে নিয়ে আসে, সে যেন আরও বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। যখন স্বামী দেখে তার স্ত্রীর মাঝে নসিহত বা উপদেশের কিছুটা প্রভাব পড়েছে, তখন সে মনে করে, তবে তো ঠিকই হলো। এরপর হাসিমুখে সুন্দর ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধে।...

কিন্তু যখন সে স্ত্রীকে দেখে যে, স্ত্রী তার সব আশা মাটি করে দিচ্ছে, তাকে সে বাস্তবতা মেনে নিতে বাধ্য করছে, যেটা থেকে সে ইচ্ছে করেই বিরত ছিল, দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর এসব স্বভাব তো তার মজ্জাগত। এখন এ পরিস্থিতিতে তার উচিত সামনের দিকে যাওয়া, অন্য কারও মাঝে ভবিষ্যতের আশা করা।

তখন সে স্বামী দেখে যে, তার সামনে বিবাহ-বিচ্ছেদ ছাড়া পথ নেই আর। আর এ নারী তার উপযুক্ত নয়। এরপর সে নিজের সব গুছিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে চিরবিদায় দেওয়ার প্রস্তুতি নেয়। জীবন এখনো বাকি।... আর মনে করে যে, তার উচিত এ স্ত্রীকে তার মতো শান্তিতে থাকতে দেওয়া। এ জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদ।[২৬৮]

- আমি এক লোককে চিনি, যে বিয়ের ২৫ বছর পর স্ত্রীকে তালাক দেয়। তখন তার ছেলেরা বিভিন্ন ভার্সিটিতে পড়ছে। যখন তাকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, সে বলল, 'তার একগুঁয়েমি... তার হঠকারিতা...।'

  আমি বললাম, 'বিয়ের প্রথম ক'বছরেই এটা আঁচ করোনি?'

  সে বলল, 'করেছি। কিন্তু প্রতিবারই নিজেকে বুঝিয়েছি যে, সে ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু যখন আর আশা রাখা যাচ্ছে না, তখন যা দরকার তা-ই তো করতে হবে।'

- স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া হলো। এবার তো মাত্রাই ছাড়িয়ে গেল। এবার স্ত্রী বলে উঠল, 'আমাকে তালাক দিয়ে দিন।'

  স্বামী তখন একটা কাগজে লিখে স্ত্রীর কাছে আবার এসে তাকে কাগজটা দিল। কাগজটা ছিল ভাঁজ করা। কাগজটা তার সামনে ধরল। স্ত্রী হাতে নিল।

  এদিকে স্বামী সাথে সাথে রাগান্বিত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। স্ত্রী যখন শান্ত হলো, তার রাগ পড়ল। তখন সে ভাবতে লাগল, 'হায়, এ কী করলাম আমি! কীভাবে আমি আমার ঘর ধ্বংস করে দিলাম! কীভাবে বাবার বাড়ি যাব! কী বলব তাদের!' এমন সব দিক চিন্তা করতে করতে পেরেশান হয়ে গেল।

  হঠাৎ দেখল তার স্বামী বাড়িতে ঢুকেছে। এরপর ঘরে এসে রুমে ঢুকে গেল সাথে সাথে। এদিকে স্ত্রীও তখন এসে ঢুকল রুমে। তার সামনে খুব কাকুতি-মিনতি করে মাফ চাইল। বলল, 'শুনুন, শুনুন, আমি আসলে মন থেকে বলিনি। যা হলো তার জন্য আমি লজ্জিত।'

---

২৬৮. আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-ইয়ামানি কৃত কাইফা তাজবুরিনা জাওজাকা আলার রহিল।

তখন স্বামী তাকে বলল, 'তুমি কি কাগজটা খুলে দেখেছ?'

স্ত্রী তখন তড়িঘড়ি করে হাতের কাগজটা খুলল। দেখল, তাতে লেখা, 'আমি অমুক... আমি আমার স্বজ্ঞানে বলছি, আমি আমার স্ত্রীকে রাখব, সে ছাড়া অন্য কাউকে স্ত্রী হিসেবে চাই না আমি।'

এ লেখা দেখে তো সে হতভম্ব। স্বামীর দিকে কাঁদো কাঁদো মুখে তাকিয়ে আছে। স্বামী বলল, 'আমাদের সব সমস্যার সমাধানই তালাকের মাধ্যমে হবে না; বরং সমস্যার সমাধান ভালোবাসা ও করুণার মাঝে রয়েছে।'

অসন্তুষ্ট নারী

- কিছু নারী আছে যেন তারা 'অসন্তোষ'-এর শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে। কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হবেই না। বরং আল্লাহর শুকরিয়ার সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই থাকবে না। কখনো অল্পে তুষ্ট তো হবেই না; বরং স্বামী যা কিছু আনে, তাতেই খুঁত দেখে। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারবে না, যেন সে এ পণ করেছে।

  যখন কেউ তাকে তার স্বামীর সাথে জীবন কেমন যাচ্ছে জিজ্ঞেস করে, তখন সে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করে, খুব নিন্দা করে। আর বলে, 'যা বললাম, তা বাস্তবতার তুলনায় খুবই কম বললাম।'

  অন্যদিকে যখন স্বামী তার কাছে কোনো খাবার বা নতুন ফার্নিচার বা নতুন পোশাক বা প্রয়োজনীয় কিছু আনে, তখন তার পছন্দই হতে চায় না। সে খুব করে নিন্দা করে, ভর্ৎসনা করতে থাকে। বরং কখনো কখনো নিজের বোন বা বান্ধবীর কাছে কেমন সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে, তার সাথে তুলনা দিতে থাকে।

- পাওলো কোয়েলহো বলেন, 'যখন তুমি থালাবাসন ধুয়ে নিচ্ছ, তখন প্রভুর কৃতজ্ঞতা আদায় করো। কারণ, তোমার কাছে ধোয়ার মতো থালাবাসন আছে। যার অর্থ, তুমি একজন বা কয়েক জন ব্যক্তিকে আগলে রাখার মতো সৌভাগ্য পাচ্ছ।

  তুমি কয়েক জনের জন্য খাবার রান্না করছ, পরিবেশন করছ। এমনও বহু মানুষ আছে, যারা জানে না কোথা থেকে তাদের খাবার আসবে, কোথায় তারা খাবে, কী তারা খাবে।'

  সুস্থ অবস্থায় তুমি ঘরের কাজ করতে পারছ, এটা তোমার জন্য নিয়ামত।

  পরিবারের খেয়াল রাখতে পারছ, এটা তোমার জন্য নিয়ামত।

  নিজের কাছে যা আছে তাতে চলছে, এটা তোমার জন্য নিয়ামত।

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে উপনীত হয়, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খোরাকি থাকে, তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।'[২৬৯]

মানুষের খুব বেশি অসন্তোষপ্রবণতা মানুষকে দুনিয়ার কিছুই উপভোগ করতে দেয় না এবং তাকে আখিরাতের অনেক নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে।

- রাসুল ﷺ বলেন :

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

'আল্লাহ সে নারীর দিকে তাকাবেন না, যে তার স্বামীর মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও তার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।'[২৭০]

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শব্দ অথবা (جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا) 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন' বললে নিয়ামত আরও বাড়ে। স্ত্রী যদি স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে, তখন স্বামী তাকে আরও বেশি সম্মান করে। আর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় না করা নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

মনে রেখো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শব্দগুলো সন্তানদের মধ্যেও প্রভাব ফেলে। তারাও ঘরে-বাইরে এটার চর্চা করে।

---

২৬৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৬।
২৭০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ২৭৭১।

তালাক দেওয়ার আগে চিন্তা করে দেখো

এক হাকিম একটা সত্য ঘটনা বলেন :

- 'একদিন আমার সামনে এক নারী এল। আমি অফিসে বসা। আমাকে সালাম দিল। বলল, "আমি চাই, আপনি আমার স্বামী থেকে আমাকে তালাক নিয়ে দেবেন।" আমি বললাম, "আমি কি তালাকের কারণ জানতে পারি?"

সে বলল, "কেন নয়?"

বললাম, "বেশ, এ কাগজটা নিন আর এই নিন কলম। আপনার স্বামীর সবগুলো নেতিবাচক দিক লিখুন।"

মিনিটকয়েক চিন্তা করে লিখল সে। এরপর আমাকে কাগজটা দিল। দেখলাম, কাগজে লেখা :

১. আমার স্বামী মাঝে মাঝে আমাকে মারে।

২. আমার স্বামী কৃপণ। আমার জন্য তেমন খরচা করে না।

আমি বললাম, "শুধু এ কারণে তালাক নিতে যাচ্ছেন?!"

সে বলল, "কোনো নারী কি এমন কারও সাথে ঘর করতে পারে, যে তাকে মারে এবং কৃপণতা করে?"

এরপর আমি তাকে আরেকটা সাদা কাগজ দিয়ে বললাম, "আপনার স্বামীর ইতিবাচক দিকগুলো লিখুন।" সে অনেকক্ষণ চিন্তা করে আমাকে খালি কাগজ দিয়ে বলল, "আমার স্বামীর মাঝে কোনো ইতিবাচক গুণ দেখছি না আমি।"

আমি বললাম, "কত বছর হলো আপনাদের বিয়ের?"

বলল, “১২ বছর। আমাদের ৪ সন্তান আছে।”

বললাম, “আপনার স্বামী কোথায় কাজ করে?”

উত্তর এল, “একটা কোম্পানিতে। তার বেতন এত।...”

বললাম, “ঘরে ফেরে কখন?” সে বলল, “বিকেল ৩টায়। কিন্তু সে খুবই বিরক্তিকর। ঘরে ফিরেই খুব জোরে চিৎকার দিয়ে ওঠে। সন্তানদের সাথে খেলায় মেতে ওঠে।”

আমি আবার সাদা কাগজটা দিয়ে বললাম, “লিখুন। প্রথম ইতিবাচক গুণ : আমার স্বামী আমার সন্তানদের সাথে খেলাধুলা করে।”

এরপর জানতে পারলাম, প্রত্যেক বছর ছুটিতে তারা সফরে যায়।

এরপর একে একে এভাবে তার দাম্পত্য জীবনের ইতিবাচক দিক লিখতে লিখতে ১২টায় গিয়ে ঠেকল!

- এরপর দুটো কাগজ দুই হাতে নিয়ে তাকে সামনে থেকে দেখালাম, বললাম, “এরপরও কি তাকে তালাক দিতে চান?”

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। এরপর বলল, “আল্লাহর কসম, আমি খুব ব্যতিব্যস্ত ছিলাম। আমি কী বলতে কী বলে ফেলেছি।”

এ বলে নিজের কথা ফিরিয়ে নিল আর বলল, “কিন্তু স্বামী আমাকে মারে এবং আর সে তো কৃপণও। এ জন্য তাকে চাই না আমি।”

আমি বললাম, “আমি বলছি না যে, কৃপণতা ভালো বা মারার বিষয়টা অস্বীকার করছি না। কিন্তু তার এত গুণ থাকলে তার সাথে সংসার করা যায়। আর কৃপণতা ও মারধরের চিকিৎসা আছে; কিন্তু তালাক তো তার চিকিৎসাও নয়, সমাধানও নয়।”

এরপর সে বলল, “আমাকে একটু সুযোগ দিন, আমি চিন্তা করে দেখি।”

এরপর সে নারী চলে গেল। আর কখনো ফিরে এল না।’

স্ত্রী তালাক চায়

- কিছু নারী দেখা যায়, যখনই সামান্য সমস্যা হয়, তখনই স্বামীকে বলে ওঠে, 'আমাকে তালাক দিয়ে দাও, আমাকে তালাক দিয়ে দাও।'

  এমনভাবে বলে, যেন এটা কোনো খাবার জিনিস। এভাবে কথায় কথায় তালাক চাওয়ার ক্ষতি কতটুকু সেটা জানো? তুমি কি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিস শোনোনি যে, (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) 'যে নারী তার স্বামীর কাছে কোনো কারণ ছাড়াই তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণও হারাম হয়ে যায়।'[২৭১]

- আমি এক লোককে চিনি, যে মানুষের সামনে বেশ শক্তিধর হয়ে থাকলেও স্ত্রীর সামনে ছিল খুবই দুর্বল। একদিন স্ত্রীর সাথে বেশ ঝগড়া হয়। তখন স্ত্রী বলে ওঠে, 'যদি তুমি পুরুষ হয়ে থাকো, যদি তোমার এতটুকু সম্মানও থাকে, তবে আমাকে এখনই তালাক দাও।'

  তখন সে সাথে সাথে বলল, 'তোমাকে তালাক... তোমাকে তালাক... তোমাকে তালাক।...'

  এটা ছিল তার জন্য ভীষণ এক আঘাত, যেটা আসার চিন্তাও করেনি এ নারী।

- অন্যদিকে আরেক স্ত্রীর সাথে তার স্বামীর ঝগড়া শুরু হলো। স্বামী তখন খুব রেগে যায়। আসলে স্ত্রীর খুব বড় ধরনের ভুল হয়েছিল। তখন স্বামী বলে উঠল, 'এখনই তোমার জামাকাপড় সব নিয়ে তোমার পরিবারের কাছে চলে যাও। আমি তোমার কাছে তালাকের কাগজ পাঠিয়ে দেবো সকালে।'

---

২৭১. সুনানুত তিরমিজি : ১১৮৭।

স্ত্রী সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি আমার পরিবারের বাড়িতে যাবই না। আপনি আমার পুরো পরিবারের চাইতেও বেশি ভালো। আর নারীর সম্মান তার স্বামীর বাড়িতেই।'

স্বামী তখন শান্ত হলো। চুপ করে থাকল। এরপর তার স্ত্রীর ভুলটা ধরিয়ে দিল শান্তভাবে। তাকে বলল ভুলটা শুধরে নিতে। স্ত্রীও একমত হলো। স্বামী তার রাগার কারণে ক্ষমা চাইল। সমস্যা সেখানেই মিটে গেল।

- এক বোন আফসোস করে বলল, 'আমার স্বামী খুবই শক্ত মানুষ। খুব রাগী। যখনই কোনো ঝগড়া হয়, তার এমন রাগ আমাকে বাধ্য করে তার কাছে তালাক চাইতে। কিন্তু পরে আমি এটার জন্য লজ্জিত হয়ে পড়ি।'

- স্বামীর জন্য নারীর কুরবানি করার মানসিকতা হচ্ছে দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়ার চাবিকাঠি। বিশেষ করে এ যুগে যখন যুবকরা বৈবাহিক দায়দায়িত্বগুলো বহন করা থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কুরবানি করার মানসিকতা না থাকে, তখনই আসলে তালাকের কথা আসে।

  আর যদি নারী বুঝে নেয় যে, সংসারের জন্য পুরুষ যেমন কষ্ট করছে, তেমনই তাকেও সংসারের জন্য কুরবানি করতে হবে। এটা যদি সে বিয়ের শুরুদিন থেকে বুঝতে পারে, তাহলে তাদের সম্পর্কের সফলতা ও পরিবারের সুখ নিশ্চিত হয়ে যায়।

- স্বামীর কাছে তালাক চাওয়ার আগে খুব করে চিন্তাভাবনা করো স্বামীর মন-মেজাজকে কী করে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। কিছু টিপস আছে, যেটা তোমাকে এ কাজে সহায়তা করবে :

- তুমি শান্ত থাকো আর তোমার প্রতিক্রিয়া ও কথাবার্তার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকো। স্ত্রী হিসেবে এটা তোমার পরীক্ষা, গৃহিণী হিসেবে ঘরকে গুছিয়ে রাখা ও নিরাপত্তায় রাখা তোমার পরীক্ষা।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীকে একটু ভালোবাসা দিলে, অথবা তার জন্য জায়গা একটু প্রশস্ত করে দিলে অথবা তাকে তার রাগ বা নিরাশা সামলে ওঠার মতো যথেষ্ট স্পেস দিলে সে ঠিক হয়ে যাবে। তার ওপর দিয়ে কোনো আর্থিক সমস্যা বা পেশাগত কোনো সমস্যা যেতে পারে। যখন তার এমন অবস্থা হবে, তখন সে সাধারণত কথা বলতে চাইবে না। তাই তুমি চুপ থাকো, তাকে একটু সময় দাও। সে ঠিকই সামলে উঠবে।

তালাকের পথে...

- যদি তুমি তালাকের পথেই চলতে চাও, তাহলে কিছু টিপস আছে তোমার জন্য। প্রথমটা হচ্ছে কঠোর সমালোচনা করা। কোনো বিশেষ কারণে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুতে সীমাবদ্ধ না থেকে বেশ বাড়িয়ে সমালোচনা করতে হবে।

যেমন, স্বামী বলেছে, এতটা বাজে ফিরে আসবে, একসাথে তারা রাতের খাবার খাবে। বেশ শক্ত ওয়াদা করেও স্বামী ঠিক সময়ে আসতে পারল না। তখন স্ত্রী তার জন্য অপেক্ষা করতে করতে তার বেশ খারাপ লাগতে শুরু করে। তার বেশ রাগ ওঠে।

অবশেষে স্বামী যখন আত্মপ্রকাশ করে। তখন সে বলে উঠল, 'এভাবে সব সময় তুমি স্বার্থপরের আচরণ করো। তুমি কেবল তোমাকে নিয়েই ভাবো। আর কারও প্রতি তোমার ভ্রুক্ষেপ নেই। তুমি পরোয়া করো না আর কোনো কিছুর। তোমাকে নিয়ে আর পারছি না। তোমার সাথে সংসার করতে করতে বেশ বিরক্তি ধরে গেছে।'

এ স্ত্রী আসলে তার স্বামীর এ নির্দিষ্ট সময়ে দেরি হওয়ার সমালোচনা করছে না; বরং স্বামীর ব্যক্তিত্বের ওপর আক্রমণ করেছে, স্বামীর ব্যক্তিত্বকে নিশানা বানিয়েছে।

যদি এসব কথার সাথে তাকে তুচ্ছ করে আরও বলা হয়, তাহলে সেটা আরও খারাপ হয়। এখানে স্ত্রী কেবল যে কথা বলছে, তা কিন্তু নয়; বরং সে রাগত স্বরে বেশ জোরেশোরে চিৎকার করছে। আবার কখনো কখনো গালিও দিচ্ছে।

যখন স্বামী-স্ত্রী দুজনের একজনের পাল্লা স্ফীত হয়ে যায়, তখন মনে করে তার জীবনসঙ্গী তাকে বেশ চাপে রাখছে। এমন কারও সাথে জীবনযাপন করে যাওয়া সম্ভব নয়। যখন এ চিন্তাটা বেশ সময় ধরে অব্যাহত থাকে, তখন যুদ্ধটা আরও বড় হয়ে যায়—তখন আরও বেশি আঘাত যুক্ত হয়ে যায়।

এরপর দুজনে আর কোনো সমস্যার মোকাবিলা করার মতো অবস্থা থাকে না। তখন তার পরবর্তী পদক্ষেপ হয়, তালাক।...

- এক নারী এল সুদূর গ্রাম থেকে এক আলিমের কাছে। এ আলিমকে সে একজন জাদুকর ভেবে এসেছিল। তাকে বলল, 'আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন, যার ফলে আমার স্বামী আমাকে এমন বেশি ভালোবাসবে, যেভাবে আর কোনো নারীকে পৃথিবীতে ভালোবাসা হয়নি।'

যেহেতু এ লোকটি একজন আলিম ও তারবিয়ত-দানকারী ছিলেন, তাই নিজ প্রজ্ঞা অনুসারে তাকে বললেন, 'তুমি খুব কঠিন জিনিস চাইছ। তুমি এর জন্য যা প্রয়োজন, তা করতে প্রস্তুত?'

সে বলল, 'জি।'

আলিম বললেন, 'এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তুমি সিংহের ঘাড় থেকে একটা পশম নিয়ে আসবে।'

মহিলা বলল, 'কীভাবে তা সম্ভব? সিংহ হচ্ছে হিংস্র প্রাণী। সে তো আমাকে মেরেই ফেলবে। এরচেয়ে সহজ রাস্তা নাই?'

আলিম বললেন, 'না নাই, তুমি যখন পশম আনবে, তখন আমি পরবর্তী পদক্ষেপ বলব তোমাকে।'

মহিলা বনে গেল। সিংহের উদ্দেশে এক টুকরো গোশত ছুড়ে দিয়ে দূরে সরে গেল। এভাবে প্রতিদিন একটা করে গোশতের টুকরো দিতে লাগল। অবশেষে একসময় সিংহ ও নারীর সাথে একরকম সম্পর্ক হয়ে গেল।...

প্রতিবার যখন সে গোশত ছুড়ে দিচ্ছিল, তখন একটু কাছে যাচ্ছিল। এভাবে একসময় এগোতে এগোতে সিংহের কাছাকাছি চলে এল। যখন সে নিঃসন্দেহ হলো যে, সিংহ তাকে কিছু করবে না, তখন সে তার হাতটা এগিয়ে দিয়ে সিংহের ঘাড়ের ওপর মুছে দিতে লাগল। সিংহও খুব আরাম পাচ্ছে। তখন সুযোগ বুঝে আস্তে করে মহিলা সিংহের একটা পশম নিয়ে নিল।

এরপর আলিমের কাছে এসে তাকে দেখাল। আলিম এটা দেখে তাকে বলল, 'তুমি কী করে এ পশমটা আনলে?' মহিলা সব কথা খুলে বলল যে, কীভাবে সে সিংহকে বশ করল। তখন আলিম বলল, 'আল্লাহর বান্দি, তোমার স্বামী সিংহের চাইতে হিংস্র ও বন্য নয়। এভাবে স্বামীর সাথে জীবন কাটাও, একসময় তুমি তার হৃদয়ের মালিক হয়ে যাবে।'

আমার স্বামী তালাক দিতে চাইল

• এক লোকের মুখে তার ঘটনা, 'আমি আমার স্ত্রীকে স্পষ্ট বললাম যে, "আমি আরেকজন নারীকে বিয়ের জন্য দেখেছি, তাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু আমি দুই স্ত্রী একত্রে রাখতে পারব না। এই জন্য আমি তোমাকে তালাক দিতে বাধ্য।"...

আমার এ কথার বিপরীতে তার উত্তর ছিল খুবই শান্ত। সেও আমার সাথে তালাকের ওপর একমত পোষণ করল। তবে দুটি শর্ত ছিল তার।

এক. তালাক এক মাস পেছাবে। তত দিনে আমাদের একমাত্র ছেলের পরীক্ষা শেষ হবে।

দুই. প্রতিদিন সকালে আমি তাকে আমার দুই হাতে তুলে বেড রুম থেকে প্রধান দরজা পর্যন্ত নিতে হবে।

যদিও তার শর্ত অদ্ভুত ছিল, তবুও আমি তার শর্তে রাজি হলাম। তখন আমি আমার নতুন বাগদত্তাকে বললাম, "এক মাস পর বিয়ে হবে আমাদের।"

আমার স্ত্রীর শর্ত মোতাবিক প্রতিদিন তাকে কোলে করে প্রধান দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতাম। আর সে আমার গলা ধরে রাখত, আর আমাকে চুমু খেয়ে মুচকি হাসত। আমাদের ছেলে যখন এ দৃশ্য দেখল, তখন সে লাফাতে লাগল। মনে করল, আমরা কোনো খেলা খেলছি। তখন সেও আমাদের সাথে যোগ দিত। যেন আমরা তিন জন কোনো খেলায় মেতেছি।

দিন যেতে যেতে একসময় আমি আমার স্ত্রীর প্রতি নতুন করে ভালোবাসা অনুভব করি। মাস শেষ হলো... সে আগের চেয়ে অনেক চিকন হয়ে গেছিল... আমি তখন গিয়ে আমার বাগদত্তাকে বললাম, "আমি আমার আগের স্ত্রীকে রাখতে চাইছি।" তখন সে আমাকে চড় মারে। আর রাগ করে অফিস থেকে বেরিয়ে যায়।

আমি সুসংবাদ নিয়ে আমার স্ত্রীর কাছে গেলাম। বেশ আগ্রহ নিয়ে গেলাম তাকে সুসংবাদ শুনাব বলে। কিন্তু তাকে দেখলাম বেশ দুর্বল। আমাকে তখন সে স্পষ্ট করে বলল, তার চিকন হওয়া ও তার এ দুর্বলতার পেছনের কারণ। বলল, গত এক মাস ধরে সে ক্যান্সারে আক্রান্ত। আমি যেন দুঃখ না পাই, সে জন্য সে বিষয়টা গোপন রাখল।...

আর তাকে এক মাস ধরে কোলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টা ছিল যেন আমাদের সন্তান মনে করে বাবা-মার মধ্যে ভালোবাসা ছিল জীবনের শেষ পর্যন্ত। অন্যথা ক্যান্সারে মৃত্যুর মাত্র এক মাস আগে তার মাকে ছেড়ে দেওয়া পরবর্তী সময়ে সন্তানের মধ্যে বড় হওয়ার পর বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে। মনে করবে, আমি তার মাকে তালাক দিয়ে জুলুম করেছি।...

এরপর একদিন আমার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করে।... তখন আমি খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি।... আমার অন্তরের গভীর থেকে অনুভব করলাম, আমার মণি-মুক্তোর চেয়ে বেশি মূল্যবান স্ত্রীকে হারালাম।'

- উমর ﵁-কে এক লোক বলল, 'আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই।'

  তিনি জানতে চাইলেন, 'কেন তাকে তালাক দেবে?'

  লোকটা বলল, 'আমি তাকে ভালোবাসি না।'

  উমর ﵁ বললেন, 'প্রত্যেক ঘরই কি ভালোবাসার ওপর টিকে আছে?! তাহলে কোথায় দায়িত্ব-বিবেচনা?!'

- তালাকের নিন্দায় সবচেয়ে সুন্দর কবিতা লিখেছে ফারাজদাক তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর। সে লিখেছে :

  'আমি কুসাইয়ের মতো লজ্জা পেলাম, আজ নাওয়ার তালাক হয়ে গেল।

  সে ছিল আমার জান্নাত, যে জান্নাত থেকে আমি বেরিয়ে এসেছি আদমের মতো, যখন তিনি জান্নাত থেকে শয়তানের ধোঁকার কারণে বেরোতে বাধ্য হলেন।

  মনের ধোঁকায় এমন ভুল করে বসলাম, এখন তো সব দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

নাওয়ারের মতো ভালোবাসা কারও জন্য নেই, তাকে না পাওয়ার বেদনা কেবলই দুনিয়া ত্যাগের মতো।

যদি তার প্রতি আমার মনঃপ্রাণ তখন ঠিক থাকত, তাহলে তাকে রেখে প্রশান্ত হতো, সেটাই হতো উত্তম তাকদির।

আমি তাকে মন থেকে তালাক দিইনি; কিন্তু যুগ মানুষের কাছ থেকে ধার দেওয়া জিনিসও নিয়ে যায়।'

সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ কাজ (১)

- যে শব্দ স্বামী-স্ত্রীদের কাঁদায়। যে শব্দ সন্তানদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। যে শব্দের কারণে অনেক বাড়িঘর-পরিবার তছনছ হয়ে যায়।

- যে শব্দ মানুষের সুখী জীবনকে কষ্টের জীবনে বদলে দেয়।

- যে শব্দ আনন্দকে দুঃখে বদল করে দেয়। হাসিমুখকে গোমড়া মুখে পরিবর্তন করে দেয়।

- এ শব্দ বিদায় ও বিচ্ছেদের শব্দ। ঝগড়া ও বিবাদের শব্দ। এ শব্দ এমন ভীষণ জীবন টেনে আনে, যার ভার বহন করা খুবই কষ্টের।

- এটা তালাকের শব্দ।

- এ শব্দের কারণে কত মুসলিমের ঘর যে ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কত আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন যে হয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কত আপন পর হয়েছে এ শব্দের কারণে। কত ছেলেমেয়ে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তাদের মা থেকে তার কোনো হিসেব নেই।

- সে ক্রোধের-রাগের সময়টা, হায়! যেদিন নারী তার তালাক শুনে, তার চোখ থেকে অশ্রু বেয়ে পড়ে, সন্তানদের বিদায় জানায়, স্বামীকে ছেড়ে ঘর ছেড়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়, শেষবারের মতো একবার পুরো ঘরে নজর ঘুরিয়ে যায়, যে ঘর তার স্মৃতিতে ভরা, যে ঘর আপন ছিল এতদিন!

- মুসলিম ঘরের আঙিনা থেকে সুখ যখন বিদায় নেয়, তা কত বড় মুসিবত! যখন ঝগড়া-বিবাদ বাড়তে থাকে, স্বামী তার ঘরে উদ্বিগ্ন ও ভগ্ন হৃদয়ে আসে। এদিকে স্ত্রী লাঞ্ছিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। যখন শত্রুরা খুশি হয়। যখন হিংসাকারীরা হাসতে থাকে।

- আজকাল তালাক অনেক বেশি বেড়ে গেছে। কারণ স্বামীরা ঠিকমতো তাদের দায়িত্ব আদায় করছে না।

- একজন যুবক তার স্ত্রীর বাড়ি থেকে তাকে নিয়ে আসে সম্মানিতা অবস্থায়, খুশি ও সুখী অবস্থায়; এর কিছু দিন পর বা কয়েক মাস পর সে মেয়েকে পাঠিয়ে দেয় উদ্বিগ্ন অবস্থায়, ক্রন্দনরত ও লাঞ্ছিত তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায়।

- আজকাল তালাক বেড়ে গেছে, কারণ স্বামীরা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য ঠিকমতো আদায় করছে না। তারা আমানত ও দায়িত্ব রক্ষা করছে না। অযথা দীর্ঘ রাত জাগা হচ্ছে। নষ্ট করা হচ্ছে স্ত্রীর অধিকার ও ছেলেমেয়েদের অধিকার।

- আজকাল তালাক বেড়ে গেছে, কারণ হিংসুক ও নিন্দুকদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এখন আমরা এমন স্বামী কম পাই, যে স্বামী তার স্ত্রীর পদস্খলন ক্ষমা করবে, দোষ গোপন করবে। এমন স্বামী কম পাই, যে স্বামী আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমানার প্রতি খেয়াল রাখবে। যে স্বামী অঙ্গীকার দৃঢ়ভাবে পালন করবে।

- আজকাল তালাক বেড়ে গেছে, কারণ এখন আর সেই সতী নারী কই, সেই বিনয়ী-নম্র মেয়ে কই? যেসব মেয়ে ওই সব দিকের হিফাজত করবে, যা আল্লাহ তাদের হিফাজত করতে বলেছেন, সেসব মেয়ে হারিয়ে গেছে! এখন নারীরা নিজেদের স্বাধীনতার নামে বেপরোয়া হয়ে গেছে, স্বামী ও সন্তানদের অধিকার নষ্ট করছে।

- এখন তালাক বেড়ে গেছে, কারণ মা-বাবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দখল দেয়। বাবা তার ছেলেকে প্রত্যেক ছোট-বড় ক্ষেত্রে অনুসরণ করে আর তাকে বলতে থাকে। মা তার মেয়ের প্রত্যেক তুচ্ছ-অতুচ্ছ বিষয়ে নাক গলায়। এমনকি পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত তালাক ও বিচ্ছেদে রূপ নেয়।

এসব অনুপ্রবেশ আজকের অনেক পরিবারের জন্য হুমকি। মা-বাবাদের কী হলো যে, তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করতে যায়?!

- বর্তমানে তালাক বেড়ে গেছে, কারণ এখন সম্পদ অনেক। এসব সম্পদশালী আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না। এ জন্য ধনীদের দেখা যায় আজ বিয়ে করে কাল তালাক দিয়ে দেয়। এটা মনে রাখে না যে, আল্লাহ তাআলার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে অবশ্যই।

- বর্তমানে তালাক বেড়ে গেছে, কারণ এখন জীবনতত্ত্বের ধারণা বদলে গেছে। মিডিয়া দাম্পত্য জীবনের রূপকে বদলে দিয়েছে। মিডিয়ার এসব অপপ্রচার থেকে তারাই বাঁচতে পেরেছে, যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন।

- বর্তমানে তালাক বেড়ে গেছে, কারণ এখন নেশা ও মদের ছড়াছড়ি চারদিকে।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট বৈধ কাজ (২)

- যে তালাক দিতে চাও, এখন ধৈর্য ধরো, কারণ ধৈর্য বড় সুন্দর।

  যদি আজ তোমার স্ত্রী তোমার প্রতি খারাপ আচরণ করে, তবে অনেক দিনই তো তার আচরণ তোমাকে খুশি করেছিল।

  যদি তোমার স্ত্রী এক বছর তোমাকে চিন্তায় রাখে, তবে অনেক বছরই তো তোমাকে সন্তুষ্ট করে আসছিল।

- যে তালাক দিতে চাও, আগে তালাকের কষ্টদায়ক পরিণামের দিকে খেয়াল করো, সন্তানদের ওপর তালাকের অশেষ ভোগান্তির দিকটা দেখো। তালাকের কারণে কত হাসতে-খেলতে থাকা পরিবার নিমিষে ধ্বংস হয়ে গেছে! কত পরিবারের হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে!

- যে তালাক দিতে চাও, যদি স্ত্রীকে ভালো না পাও, তবুও সবর করো। কারণ আশা করা যায়, আল্লাহ তোমাকে সে স্ত্রী থেকে এমন নেককার সন্তান দেবেন, যে সন্তান তোমার চক্ষুকে শীতল করবে।

  আল্লাহ তাআলা বলেন :

  فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

  'যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ দিয়ে রেখেছেন।'[২৭২]

  ইবনে আব্বাস ﷺ এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, 'সে কল্যাণ হচ্ছে নেক সন্তান।'

---

২৭২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৯।

কখনো কখনো দেখা যায় একজন ভালো স্বামী এমন স্ত্রী পেয়েছে, যে স্ত্রী তাকে কষ্ট দেয়, কটু কথা বলে, গালি দেয়, তাকে অপমান করে। সে স্বামী আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধরে থাকে, আল্লাহর কাছে সাওয়াবের আশা রাখে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই আল্লাহ তার চক্ষু শীতল করে দেন নেক সন্তানাদির মাধ্যমে।

তুমি তো আর জানো না যে, হয়তো এ নারী আজ যে তোমার কাছে এত অশান্তির, একদিন সে-ই তোমার জন্য শান্তিময় হবে। তুমি তো জানো না যে, হয়তো তোমার জীবনের শেষ দিকে সে-ই তোমার সুরক্ষায় কাজ করবে। এ জন্য ধৈর্য ধরো। কারণ ধৈর্যের ফল মিষ্টি হয়। নিশ্চয় দুঃখের পরে সুখ আছে।

- যদি তুমি তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করে থাকো, তাহলে প্রথমে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করে নাও, ইসতিখারা করো, আলিমদের সাথে পরামর্শ করো, প্রাজ্ঞদের সাথে কথা বলে দেখো, বিজ্ঞ ও নেককারদের সাথে কথা বলে নাও।

  মনে রাখবে, তালাকের দিকে যাওয়ার অর্থ নিজের শরীরের একটা অঙ্গ কাটার দিকে অগ্রসর হওয়া। যদি স্বামী-স্ত্রীর কোনো একজন, অথবা একসঙ্গে দুজনের সমস্যা ও ক্ষতি হয়, তবে সে ক্ষেত্রে সর্বশেষ সমাধান হচ্ছে তালাক।

- আল্লাহ তাআলা তালাককে তিন বারে করেছেন, এটার মধ্যে বিশেষ হিকমত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

'তালাক দুবার, অতঃপর হয় ভালোভাবে পুনঃগ্রহণ কিংবা সদ্ব্যবহার সহকারে বিদায় দান।'[২৭৩]

- বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে তালাক দেওয়া হারাম। এমন কিছু করলে স্বামী-স্ত্রীর ক্ষতি হয়। নবিজি ﷺ বলেছেন, (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) 'ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহাও যাবে না।'[২৭৪]

- কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আজকাল আমরা কিছু পুরুষকে দেখি, তারা এসবের তোয়াক্কা করে না, তারা নিজেদের হাতে তালাকের রশি ধরে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে

---

২৭৩. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২৯।
২৭৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২৩৪১।

তালাক দিয়ে বসে। তালাকের ফলে কী ঘটে না ঘটে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না, তালাকের ফলাফলের দিকে নজর দেয় না। স্ত্রী-সন্তানদের ওপর তালাকের কী বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা দেখে না তারা।

- আবার দেখা যায়, কেউ কিছু কিনছে বা বিক্রি করছে, তখন নিজের স্ত্রীকে তালাকের শপথ করে বসে, যদি কাউকে নিজের পছন্দের কিছু করতে বাধ্য করতে চায়, তখনও নিজের স্ত্রীকে তালাকের শপথ করে বসে, অথবা যদি স্ত্রীকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করতে চায়, তখনও সে তালাকের শপথ করে বসে। এমনকি কখনো কখনো কর্মস্থলে নিজের সহকর্মীদের সাথে ঠাট্টা করতে করতে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বসে। এরপর বাড়িতে ফিরে আসে। তার বেচারি স্ত্রী তার দিকে তাকায়, তার জন্য সাজে, তার জন্য খাবার প্রস্তুত করে আর সে তাকে হতভম্ব করে দিয়ে বলে, 'আমার থেকে পর্দা করো, তোমার বাবার বাড়িতে চলে যাও, কারণ আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি!'[২৭৫]

- কখনো মাথায় রাগ চড়ে গেলে তালাক দিয়ে দেয়। এরপর শান্ত হলে শিশুদের চিৎকার করতে দেখে, দেখে তারা কীভাবে ঘরের চারদিকে পায়চারী করছে। তখন তার হুঁশ হয়। তখন স্ত্রীর ভালো ভালো গুণের কথা স্মরণে আসে তার। যখন এসব স্মরণে আসে, তখন সে নিজের আঙুল নিজে কামড়ায়, আফসোস করতে থাকে। এরপর স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য ফতওয়ার তালাশে ছুটতে থাকে।

---

২৭৫. শাইখ নাসির বিন মুহাম্মাদ আল-আহমাদ কৃত আবগাদুল হালাল

যখন তুমি ভালোবাসার মানুষকে ছেড়ে দাও

- স্ত্রীর সাথে কাটানো ভালোবাসার সেসব মুহূর্তের জন্য লজ্জিত হোয়ো না। এমনকি যদিও তার সাথে তোমার কষ্টকর কিছু মুহূর্ত থাকেও, তবুও তার সাথে কাটানো সেসব মধুর মুহূর্তের কথা ভুলে যেয়ো না যেন।

  যখন ফুল শুকিয়ে যায়, ফুলের ঘ্রাণ শেষ হয়ে যায়, তখন ফুলে বাকি থাকে কিছু কাঁটা। তখন ভুলে যেয়ো না যে, এ ফুল তোমাকে কত সুন্দর সুঘ্রাণ উপহার দিয়েছিল তোমার জীবনের কয়েকটা বছরে।

- যদি কখনো তোমার জীবনসঙ্গীকে ছেড়ে দিতে হয়, তবুও তার জন্য মনের ভেতর কোনো খারাপ কিছু পুষে রেখো না। মনের ভেতর এমন কোনো ক্ষত তাজা রেখো না, যেটা মনকে কষ্ট দেবে। মনের ভেতর সেসব সুন্দর মুহূর্তের কথাই রাখো।

- তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হলে তোমার এ ভালোবাসার মানুষকে সত্য ও সুন্দর অনুভূতিতে স্মরণ করো। তার ব্যাপারে বললে সুন্দর ও চমৎকার কথা বলবে। কারণ স্বামী তার স্ত্রীকে হৃদয় দিয়েছে। আর স্ত্রী তার স্বামীকে নিজের আত্মা দিয়ে দিয়েছিল।

  আর অন্তর ও আত্মা থেকে মূল্যবান কিছু নেই, যা একজন মানুষ আরেকজনকে দিতে পারে।

- যদি কখনো কোনো দিন একলা বসে জীবন নিয়ে ভাবো, তখন চেষ্টা করো ভালোবাসার মানুষের সাথে কাটানো সুন্দর সুন্দর স্মৃতিগুলো একত্র করতে। যেসব কষ্ট তোমাদের আলাদা করেছে, সেসব কষ্টকে দূরে ঠেলে রাখো।

  হৃদয়ের পৃষ্ঠাগুলোতে সুন্দর সুন্দর কথাগুলো লিখে রাখো। যেসব কথা তোমার ভালোবাসার মানুষ থেকে শুনেছিলে, সেসব যতনে রাখো। সেসব কথাও লিখে রাখো, হৃদয়ের কাগজে যেসব কথা তুমি তোমার ভালোবাসার মানুষকে বলেছিলে।

তোমার আত্মার ভেতর সব সুন্দর স্মৃতি লুকিয়ে রাখো এ মানুষটির জন্য, যে একদিন তোমার অন্তরকে প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিল। স্মৃতি রোমন্থনের সে মুহূর্তে একটু মুচকি হাসি, একটু উদ্বিগ্নতা আসতে পারে। সাথে সে আশার কথাও মনে আসবে, যে আশা একদিন দুজনার মাঝে বড় হয়েছিল। যদিও কালের আবহে সে আশা মরে গিয়েছিল বা শুকিয়ে গিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছিল, তবুও অন্তরে সুন্দর কথাগুলো লিখা থাকুক ভালোবাসার হরফে।

- যখন মানুষ তোমাকে তোমার একসময়ের এ ভালোবাসার মানুষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তখন তার কোনো গোপনীয়তা ভঙ্গ কোরো না। মানুষের সামনে তার সাথে কাটানো সুন্দর জীবনকে বিকৃত করে উপস্থাপন কোরো না কখনো।

  তোমার অন্তরে একটা গোপন স্থানে তোমাদের দুজনের সব গোপন কথা, সব গোপন ঘটনা লুকিয়ে রাখো। কারণ ভালোবাসা হচ্ছে প্রথমে উত্তম চরিত্রের দ্বারা গঠিত তারপর অনুভূতির মাধ্যমে পরিপূর্ণ করা।

  কখনো চেষ্টা কোরো না যে, তোমার আগের সে ভালোবাসার মানুষের সাথে সব হিসেব মিটিয়ে নেওয়ার অথবা যাকে একসময় তোমার হৃদয় দিয়েছিলে, তার থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা কোরো না।

  কারণ মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের এ বাজারে হিসাব মিটিয়ে নেওয়া বড়ই সস্তা কাজ। আর এখানে প্রতিশোধ নেওয়া সম্মানিত মানুষের সাজে না। আর তোমার সব আবেগ-অনুভূতির কথা বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া বড়ই ভুল, তাহলে সেটা তোমাকে চরিত্রহীন ঘোড়ায় পরিণত করে দেবে।

- যখন বিচ্ছিন্ন হতেই হয়, তখন সম্পর্কটা এমনভাবে ছেড়ে আসো, যেন পরবর্তী সময়ে আবারও প্রয়োজনে তোমরা দুজন একত্র হতে পারো। ক্ষমা চাওয়া ও মাফ করার গুণ আমাদের বড়ই প্রয়োজন।

তালাকের পর?

- অনেক যুবক-যুবতি, বিশেষ করে নতুন বিবাহিত যুবক-যুবতি বুঝতে পারে না যে, তালাকের পর নারীর মাঝে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়। এ জন্য কোনো কোনো আরব রাষ্ট্রে দেখা যায়, অর্ধেক বিয়ে তালাকে রূপ নেয়।

- ড. খালিদ আল-মুনিফ 'তালাকের পর নারীর অবস্থা' সম্পর্কে লেখেন :

'সকাল গিয়ে বিকালে মিলে যায়। সময় বদলায়।...

বিয়ে ও তালাকের মাঝে কষ্ট ও বঞ্চনার এক পথ-পরিক্রমা থাকে।...

অতীত-বর্তমানের মাঝে হৃদয় জমে যায়, ভুলের পরত জমে।...

হাসি-কান্নার মাঝে আশার প্রদীপ নিভে যায়, আত্মায় পরিবর্তন হয়।...

নারী নিক্ষেপিত হয় নিষ্পেষণে, অবসাদপূর্ণ অতীত তার সামনে ভেসে ভেসে আসে।...

অবশিষ্ট আশা দংশন করে যাচ্ছে তাকে, যেন কোনো গাছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে।

তার পাশে দুঃখের শেষ নেই, সব দুঃখ যেন অশ্রু হয়ে ঝরছে চোখ থেকে।

কষ্টের এক সফর, যে সফরে নির্যাতনের কারণে পদে পদে চোখ থেকে পানি ঝরেছে!

তার পাশের সে মোমবাতি নিভে গেছে, আনন্দ ছিনতাই হয়ে গেছে।...

সে ফিরে এসেছে ভগ্ন হৃদয় ও ভগ্ন মানসে।... কত উদ্বিগ্নতা তার ভেতর, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।...

অশ্রুকে সে বাগে আনতে পারছে না, কষ্টদায়ক স্মৃতিগুলো কেবলই দংশন করে যাচ্ছে।...

সে অভিযোগ করছে, তার প্রতি অন্যায় হয়েছে। আর কান্নার ভেতর মাঝে মাঝে দুঃখের আতিশয্যে হেসে উঠছে।...

তার বুকের ভেতর কতটা যন্ত্রণা, তার প্রকাশ কেবল আফসোসের হাহাকারে মিশে আছে, যত হাহাকার দিনের পর দিন তার মধ্যে জমা হয়েছে।

দুঃখের সব ফিরিস্তি টেনে টেনে মনের ভেতর আওড়ে যাচ্ছে।...

দুঃখভারাক্রান্ত সেসব স্মৃতি, সেসব ভগ্ন হৃদয়ের কথা—যেন তার ভেতরের জীবনটা শুকিয়ে আসছে।

যেন তার অন্তরে কোনো ট্র্যাজেডির গল্প চিত্রায়িত হয়ে আছে।

কে চাঁদের স্পন্দন থামিয়ে দিয়েছে? কে সূর্যের বুকে আঘাত করেছে?

হায়, দুচোখে তার ঘুম নেই, নির্ঘুম রাত কাটে। মানুষ যত কষ্ট সহ্য করতে পারে তার চেয়ে বেশি কষ্ট সে পুষে রেখেছে।

তুমি কি গতকালের বেদনাতুর ঘটনার জন্য কাঁদবে, না তুমি অন্ধকার ভবিষ্যতের অভিযোগ করবে?

এটা তো তালাকের কাগজমাত্র! কিন্তু এটা তো তার গলায় ফাঁস হয়ে লেগে গেছে! তার শ্বাস আটকে দিচ্ছে, তার শত আশার গলা টিপে দিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে বেদনার সে তির মুচকি হাসি কেড়ে নিল!

একটা আগুন মুহূর্তের ভেতর আনন্দের বাগানকে পুড়ে ছাই করে দিল!

মুহূর্তে সমাজ বদলে গেল। মানুষের জিভ যেন কুঁচকে গেছে। সমাজে যেন দয়া বলতে কিছুই নেই। সবার অন্তর যেন পাথর হয়ে গেছে।

এ সমাজে তালাকপ্রাপ্তা অপরাধ না করলেও একজন অপরাধী! কোনো কিছু না করেও অভিযুক্ত!

সবাই তাকেই দুষে যায়, তালাকের পেছনে তাকে দোষী করে।

তার দোষ, সে দাম্পত্য অধিকার আদায় করে না, স্বামীর অধিকারের প্রতি খেয়াল করে না।

তালাকের পরের এ ট্র্যাজেডি নাটক যেন শেষ হবে না কখনো। এমন হয়ে যায় ব্যাপারটা।

কখনো তার পেছনে নানা অপবাদ জুড়ে দেওয়া হয়। কখনো নানা অপবাদের বাক্য তাকে তাড়া করে বেড়ায়।

পুরুষগুলো দাম্পত্য জীবনের হক ভুলে যায়; অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

'আর পারস্পরিক সহানুভূতির কথা বিস্মৃত হয়ো না।'[২৭৬]

ভুলগুলো মানুষের কাছে প্রসার পায়, দোষগুলো প্রসার হতে থাকে। তার ভরণপোষণ সংকীর্ণ হতে থাকে।

আদালত প্রাঙ্গণে যাওয়া-আসার মধ্যে তার নারীত্ব নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া চলে, তার সম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়।

কখনো কখনো হিংসা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে, আরও অনেক বেশি জুলুমের শিকার হয় সে।

দেখা যায়, তালাক দেওয়ার পরও ছোট লোকের মতো স্বামীর পরিবার তখনও হিসাব মিটিয়ে নিতে থাকে তার ওপর থেকে। হিংসা, নিন্দা ও প্রতিশোধের আগুন জ্বলতে থাকে।[২৭৭]

---

২৭৬. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৩৭।
২৭৭. ড. খালিদ বিন সালিহ আল-মুনিফ কৃত

পরিশেষে কিছু নসিহত (১)

নারী হলো উর্বর মাটির মতো। এ মাটিতে তার স্বামী ভালোবাসা ও দয়ার বীজ রোপণ করে সুন্দর কথার মাধ্যমে ও স্নেহময় অন্তর দিয়ে। যে ভালোবাসার বীজ বপন করে, সে স্নেহ ও ভালোবাসার ফসল তুলতে পারে সে জমিন থেকে; আর যে রাগ-গোস্বা বপন করে, সে শুধু ঝড়ো হাওয়াই পাবে।

- সবকিছুর আগে তোমার স্ত্রীর মন জয় করো। মানুষের মন পেলে তার সবকিছুই তোমার হয়ে যাবে।

- তোমার স্ত্রীর ওপর তোমার ব্যক্তিগত সংস্কৃতির গুরুত্বের দিক বা তোমার পেশাগত বিশেষ কিছু চাপিয়ে দিয়ো না। যেমন : যদি তুমি জ্যোর্তিবিদ্যার শিক্ষক হও, তাহলে তোমার স্ত্রীর কাছে আশা কোরো না যে, তোমার স্ত্রী তারকা-গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আগ্রহ দেখাবে।

- তোমার স্ত্রীকে তোমার পছন্দনীয় অন্যান্য আত্মীয়ার সাথে তুলনা করতে যেয়ো না, সেসব নারীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে বলবে না যে, তোমার স্ত্রী তাদের পেছনে লেজ ধরে চলতে থাকবে, তাদের পেছন পেছন হাঁপাতে হাঁপাতে যাবে।...

- তোমার স্ত্রীকে অধ্যবসায় ও জ্ঞানার্জনের পেছনে উৎসাহিত করো যতটুকু পারো। যেন তোমার উৎসাহে তার অনেক দূর এগোনো হয়ে যায়, তার সফলতায় তাকে বাহবা দাও।

- নারীকে বলব, তোমার স্বামীর মা-বাবার প্রতি তার যে ভালোবাসা রয়েছে, সেটাকে আক্রমণ করতে যাবে না। আমরা কীভাবে একজন মুসলিম নারী থেকে এমনটা আশা করব, যে তার দাম্পত্য জীবনের শুরুটা করে স্বামীকে আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে উৎসাহ দিয়ে? সে স্বামী বলে তার সন্তুষ্টির জন্য তার নিজের মা-বাবার অবাধ্য হতে!

- মোবাইলে বা হোয়াটসঅ্যাপে বান্ধবীদের সাথে কথা বলতে বলতে তোমার সময় নষ্ট করে ফেলো না। অথবা অনর্থক ম্যাগাজিন পড়তে পড়তেও সময় নষ্ট কোরো না। তোমার মস্তিষ্ক ও অন্তরের জন্য উপকারী হয়, এমন কিছু বাছাই করে নাও ইন্টারনেট থেকে, যেসব উপাদান তোমাকে আরও বেশি জ্ঞানে-গুণে সমৃদ্ধ করবে, সেগুলোতে সময় দাও।

- তোমার স্বামীর অনুভবে যেন সব সময় তোমারও অংশগ্রহণ থাকে। তাকে অনুভব করাও যে, সে একটা শান্ত বাগানে রয়েছে। যাতে সে এ পরিবেশ থেকে সহজে কাজে মনোযোগ দিতে পারে এবং যেন তার সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটে।

- যদিও পুরুষই দাম্পত্য বন্ধনে প্রথম কথা রাখে, তবুও তোমার দায়িত্ব হচ্ছে গৃহীত পরিকল্পনা সফল করা এবং তার সাথে সামঞ্জস্য রাখা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।

- পড়ালেখায় তুমি যতই এগিয়ে থাকো না কেন, তোমার যতই মর্যাদা ও মাহাত্ম্য থাকুক না কেন, তুমি তোমার স্বামীর ছায়াতলে আশ্রয় নেবে, তার অনুগতা হয়ে থাকবে। তার সাথে কোনো অভিমতে সংঘর্ষে জড়াবে না।

- বিয়ের আগের আগুনময় ভালোবাসার ধারণা, টিভি চ্যানেলের উপচে পড়া প্রেমের গল্প, দিবাস্বপ্ন যেন তোমাকে বাস্তবতা থেকে বিমুখ না করে। কেননা, এসব তো মাত্রাতিরিক্ত কৃত্রিমতায় ভরপুর। আসল জীবন এমন নয়। আর বিয়ের পর ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থবির হয়।

- দ্বীন পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকো। কখনো সামান্য মুহূর্তের জন্যও অন্য কেউ তোমার শরীরের সামান্য অংশও দেখবে—এমনটা হতে দেবে না। কেননা, তোমাকে নিয়ে তোমার স্বামী গাইরত করে।

- যখন কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করে, তখন পুরুষের মস্তিষ্কে সে নারীর একটা প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়ে যায়। পুরুষ চায় যেন তার স্ত্রীর ছবি এমনই থাকুক সারাটা জীবন। তাই স্বামীর মস্তিষ্কে তোমার যে প্রতিচ্ছবি আছে, তা কখনো বিকৃত করবে না। তোমার সৌন্দর্য ও কমনীয়তার সংরক্ষণ করো। তোমার চলাফেরার ধরন ঠিক রাখো। তোমার কথার মিষ্টতা ধরে রাখো। যখন তুমি এসব সুন্দর সুন্দর বৈশিষ্ট্য ছেড়ে দেবে, তবে তোমার এ সুন্দর প্রতিচ্ছবি ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তোমার স্বামীর দৃষ্টিতে। তেমনিভাবে নারীও চায় তার স্বামীও যেন তেমনই থাকুক, যেমন সুন্দর প্রতিচ্ছবি সে প্রথমবার এঁকেছিল।

- তোমার স্বামীকে তার সামর্থ্যের বাইরে কিছু করতে জোর করবে না। তোমার সব চাওয়া একসাথে স্তূপ আকারে বলবে না। অন্যথা তোমার স্বামী ক্লান্ত হয়ে তোমার থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইবে। আর যদি তুমি সেভাবেই বারবার জোর করতে থাকো, তাহলে সে সব চাওয়ার আবেদন নাকচ করে দেবে, তোমাকেও ত্যাগ করবে।[২৭৮]

২৭৮. হাসসান শামসি পাশা কৃত আসয়িদ নাফসাকা ওয়া আসয়িদিল আখারিন।

পরিশেষে কিছু নসিহত (২)

- সামর্থ্যের ভেতরে চাও। যদি তুমি চাও তোমার কথা ঠিক থাকুক, তবে ততটুকু চাও যতটুকু সামর্থ্যের ভেতরে আছে। উভয়ে উভয়ের অবস্থার দিকে লক্ষ রাখবে, সব সময় সবখানে একে অপরের প্রতি লক্ষ রাখবে।

- তুমি যা চাও, তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তোমার সঙ্গীকে উৎসাহিত করো। ভুলে যেয়ো না যে, আনুগত্য হচ্ছে পারস্পরিক বিষয়। একজন করলে অপরজনও করে। অনেক পুরুষ এটা ভুলে যায় বা অবহেলা করে ঠিকমতো স্ত্রীর অধিকার আদায় করে না এবং তার প্রতি দায়িত্ব ঠিকমতো আদায় করে না। যেমন : খরচ দেওয়া, বাসস্থান, সুন্দর দাম্পত্য আচরণ। এসব ক্ষেত্রে স্বামী যদি ঠিকমতো খেয়াল রাখে, তাহলে স্ত্রীও স্বামীর দিকে লক্ষ রাখে।

- জীবনের সব ময়দানে তুমি যেমন তোমার স্ত্রীকে চাও, তেমনই তুমিও তোমার স্ত্রীর জন্য তেমন হও। কারণ সেও তোমাকে তেমন দেখতে চায়, যেমন তুমি তাকে দেখতে চাও সুন্দর অবস্থায় ও উত্তম আচরণকারী হিসেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

  وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

  'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়ম অনুযায়ী।'[২৭৯]

- শারীরিক বা মানসিক বা আত্মিক অবহেলা করবে না কখনো। তার প্রতি তোমার যেকোনো ধরনের অবহেলা পুরো সম্পর্ককে নিঃশেষ করে দেবে। হয়তো বিপজ্জনক কোনো কিছু ঘটিয়ে দেবে।

---

২৭৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২২৮।

- দুজনে মিষ্টি কথা বলবে সব সময়। সব সময় মুখের ওপর মুচকি হাসি টেনে রাখবে। হাস্যরসে থাকবে। উপভোগ্য হাসি মুখে থাকবে। চিন্তা-উদ্বিগ্নতা থেকে দূরে থাকবে। ভ্রুকুটি, বিষণ্নতা, মুখ ভেংচি প্রভৃতি থেকে দূরে থাকবে।

- একজন যেন আরেকজনের ওপর নিজের বেশি ধনাঢ্যতা বা বেশি বংশমর্যাদা বা বেশি জ্ঞানের দিক থেকে বড়ত্ব না দেখায়, অহংকার না করে।

- নাটক-সিরিয়াল-ফিল্ম দেখে তোমাদের দুজনের সময় নষ্ট কোরো না; বরং নিজেদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা বৃদ্ধি করে এমন কিছু একত্রে দেখার চেষ্টা করো।

- একে অপরকে উৎসাহিত করো শারীরিক ব্যায়ামের ওপর। দুজনে একত্রে বাইরে হাঁটতে যেতে পারো। নির্মল বাতাস উপভোগ করতে পারো যখনই তোমাদের সুযোগ হয় তখন।

- কোনো কষ্টদায়ক ঘটনায় ঘটে যাওয়া কোনো দোষের কথা অপরজনের মুখের ওপর বলবে না কখনো।

- তোমার সঙ্গীর মধ্যে যে প্রশংসনীয় গুণ রয়েছে, তা তুমিও অর্জন করো। অনেক মানুষকে দেখা গেছে নিজের জীবনসঙ্গীর ভালো গুণ নিজের মধ্যেও এনেছে আর দ্বীনচর্চা করেছে।

- শান্ত থাকো দুজনে। রাগারাগির দরকার নেই। রাগ হচ্ছে হিংসা ও শত্রুতার মূল। যদি কখনো তোমাদের একজন অপরজনের ক্ষেত্রে কোনো ভুল করে, সে যেন সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নেয়। কখনো রাগ অবস্থায় দুজন যেন না ঘুমায়। কেননা স্বামী-স্ত্রীর অধিকাংশ রাগারাগি হয় তুচ্ছ বিষয় নিয়ে। এমন রাগারাগি দাম্পত্য জীবনের সৌন্দর্যে আঁচ কাটে।

- দুজনে চোখে 'সাদা চশমা' পরবে, যে চশমায় নিজেদের দেখবে এবং পরস্পরকে ক্ষমা করবে এবং নেতিবাচক কোনো কিছু ঘটলে সেটার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে চলে যাবে। একজন অপরজনের সাথে এমনভাবে আচরণ করবে, যেমন আচরণ সে অপরজনের কাছে আকাঙ্ক্ষা করে।

- জীবনে সরল ও সঠিক হও। সরলরেখার মতো হও, যাতে কোনো বাঁক না থাকে। হারাম কিছুতে যেন তোমার চোখ না পড়ে। সেটা হোক রাস্তায় চলার পথে অথবা টেলিভিশনের পর্দায়। এখন টেলিভিশনে তো নারীদের খুব নোংরা ছবি দেখায়।...

- দুজনের একত্রে 'আল্লাহর কাছে দুআ করি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে একত্রে রাখেন।' এমন কিছু বাক্যের আবৃত্তি দুজনের দাম্পত্য সম্পর্ক মজবুত করবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা শক্তিশালী করবে।

- মনে রাখবে, ভালোবাসা ও শান্তিতে পূর্ণ ঘর, পরস্পরের সম্মান করে এমন ঘরে যদিও এক টুকরো ভাঙা রুটি ও পানি খেয়ে থাকতে হয়, তবুও সে ঘর ওই ঘর থেকে উত্তম, যে ঘরে বাহারি খাবারের আয়োজন হয়; কিন্তু সব সময় ঝগড়া লেগেই থাকে।
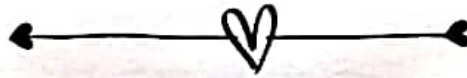
পুরুষ এমনই হয়

এক নারী বিয়ে করল আত্মীয়তার ভেতরে একজন চরিত্রবান ও দ্বীনদার দেখে। আত্মীয়রা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক খেয়াল করল। কিন্তু বছরতিনেক চলে গেল তাদের কোনো সন্তান হলো না। তখন স্ত্রী জোর করে স্বামীকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেল। পরীক্ষায় দেখা গেল, স্ত্রী বন্ধ্যা।

স্বামীর পরিবার তখন বিভিন্ন ইশারা-ইঙ্গিত করতে শুরু করে। এমনকি একসময় তার মা সরাসরি তাকে বলল বিষয়টা নিয়ে; আর তাকে বলল, দ্বিতীয় বিয়ে করে নিতে আর সে স্ত্রীকে তালাক দিতে অথবা এই স্ত্রীকে রেখে নতুন কাউকে বিয়ে করে একসাথে দুই স্ত্রী রাখতে।

একদিন সে তার পরিবারের সবার উদ্দেশে বলে উঠল, 'আপনারা মনে করেন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা? আসল বন্ধ্যাত্ব সন্তান দেওয়ার মধ্যে নয়, আসল বন্ধ্যাত্ব হচ্ছে সত্যিকারের ভালোবাসার। পবিত্র ভালোবাসারই আসলে অভাব। কিন্তু আমার স্ত্রী প্রতিদিন আমাকে এমন ভালোবাসা দিয়ে যায়, সে বন্ধ্যা নয় তো। আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট। সেও আমার প্রতি সন্তুষ্ট। তাই আর কখনো এ বিষয়টা আলোচনায় আনবেন না কেউ।'

সবাই ভেবেছিল বন্ধ্যাত্বের কারণে তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে; কিন্তু সেটাই তাদেরকে আরও বেশি কাছে আনে, তাদের সম্পর্ক আরও বেশি গভীর হয়।

বিয়ের ৯ বছর চলে গেল। দুজনে চমৎকার জীবন কাটাল। ভালোবাসা ও আদর-স্নেহে ভরা জীবন চলছিল তাদের। হঠাৎ স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ল। তার মধ্যে আশ্চর্য এক রোগ দেখা গেল। ডাক্তাররা স্পষ্ট বলল, 'এটা একটা দুরারোগ্য ব্যাধি। আর তার স্ত্রী আর মাত্র ৫ বছর বাঁচবে! আর তার অবস্থা ধীরে ধীরে আরও বেশি খারাপ হতে থাকবে। এ অবস্থায় সবচেয়ে ভালো হবে যদি তাকে হাসপাতালে রাখা হয়।'

কিন্তু স্বামী ডাক্তারের আগ্রহের সামনে নত হলো না। বরং নিজের ফ্ল্যাটকেই ডাক্তারি

ধাঁচে সাজিয়ে নিল; যেন স্ত্রী সব ধরনের প্রয়োজনীয় ডাক্তারি তত্ত্বাবধান পায়। এদিকে একজন নার্স রেখে দিল সে। সার্বক্ষণিকভাবে স্ত্রীর দেখাশুনা করবে এ নার্স।

স্বামীর কর্মস্থলের প্রধান তাকে মাত্র ২ ঘণ্টা সময় থাকতে বলল কাজে। আর দিনের বাকি সময়টা স্ত্রীর সাথে কাটানোর অনুমতি দিল। স্বামী তার স্ত্রীকে নিজ হাতে খাইয়ে দিত। তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রাখত।

এদিকে স্ত্রী নার্সকে একটা বক্স দিয়ে বলল, 'এটা তোমার কাছে হিফাজতে রাখবে। আমার স্বামীকে আমার মৃত্যুর পরে দেবে, তার আগে না।'

এক সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রীর অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে গেল। সে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। পরের দিন নার্স এল। তার দিকে ছোট্ট বাক্সটা এগিয়ে দিল। বাক্সে কী পেল সে? আতরের একটি খালি শিশি। বিয়ের পর এটাই প্রথম তার স্ত্রীকে দিয়েছিল সে। তার সামনে তাদের বাসর রাতের দৃশ্য ভেসে উঠল। এক টুকরো রুপোর ওপর খোদাই করে লেখা, 'আল্লাহর জন্য তোমায় ভালোবাসি।' আর সাথে একটা ছোট্ট চিঠি। চিঠিতে...

'প্রিয় স্বামী, আমি চলে গেছি বলে একদম চিন্তা করবেন না। আল্লাহর কসম, যদি আমার ভাগ্যে আরেকটা জীবন লেখা থাকত, তাহলে আমি সে জীবনও আপনার সাথেই কাটাতাম। কিন্তু আমি ও আপনি চাই একটা, আর আল্লাহ যা চান, তা-ই হয়।

আমার শেষ ইচ্ছা হচ্ছে, আমার মৃত্যুর পর আপনি আরেকটা বিয়ে করবেন। এ ক্ষেত্রে আপনার আর কোনো বাধা নেই। আমি চাই আপনার প্রথম মেয়েটার নাম আমার নামে রাখবেন। আর মনে রাখবেন, আপনার নতুন স্ত্রীর প্রতি আমার ঈর্ষা ঠিকই থাকবে; যদিও আমি কবরেও থাকি, তবুও।...'

প্রকৃত নারী যেমন হয় (১)

এক মুত্তাকি নেককার নারী। যার চেহারা থেকে ইবাদতের প্রভা ঝরে পড়ে। যখন রাত ঘন কালো হয়, তখন সে নামাজের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে যায়। তার সবটুকু সুখ যেন নামাজে আর রবের সাথে একাকী কথোপকথনে।

একদিন তার বিয়ের প্রস্তাব এল। মানুষ বলল, 'পাত্র বেশ ভালো, দ্বীনদার, নামাজ পড়ে নিয়মিত।' সেও তাই আর দ্বিমত করল না। তবে তার শর্ত ছিল, বিয়ের অনুষ্ঠান ১২টার আগেই শেষ করতে হবে আর তাকে ১২টার আগে স্বামীর বাসায় নিয়ে যেতে হবে।

তাদের বিয়ে হলো। যখন সময় ১২টার কাছাকাছি এল, তখনই স্বামী তার স্ত্রীর হাত ধরে বাসার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। সর্বদা মনের আকাশে যে ঘরের স্বপ্ন এঁকেছে, আজ সে ওই ঘরে এসেছে। এটা তার ও তার প্রিয়তমের বাসস্থান। এখানে তারা দুজন একসঙ্গে তাহাজ্জুদ আদায় করবে!

ঘরে এসেই তার চোখ এদিক-ওদিক ঘুরছিল। হঠাৎ একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল। এ কী! তার কক্ষে একটা কাঠের কিছু রাখা আছে বেশ আয়োজন করে। এটা একটা বাদ্যযন্ত্র। খুব কষ্ট পেল মনে। আফসোসের নিশ্বাস ফেলে এরপর বলল, 'আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল।... সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া।...'

ধৈর্যকে সে নিজের সঙ্গী বানিয়ে নিল। প্রজ্ঞাকে তার পাথেয় করে নিল। উত্তম দাম্পত্য আচরণ তার আচরণবিধি। সময় কেটে যায়। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসে। ঘড়ির কাঁটা যখন ৩টায় গিয়ে পৌঁছল, তখনই প্রিয় রবের ভালোবাসা তাকে আকর্ষণ করছিল। তখন আল্লাহ তাআলা তার স্বামীর চোখে ঘুম দিয়ে দিলেন। তন্দ্রায় ঝিমুতে ঝিমুতে শেষ পর্যন্ত স্বামী আর টিকতে না পেরে ঘুমের কোলে চলে গেল।

স্ত্রী আস্তে করে তার পাশ থেকে সরে এল। নিজের গতিতে মুসল্লায় এসে দাঁড়াল। তখন যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

স্বামী তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে নিজেই বলছে, 'আমি তখন গভীর ঘুমে। একটু পর আমার চোখ খুলে যায়। দেখি, আমার পাশে আমার সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী নেই! তাকে পুরো কক্ষে খুঁজলাম একবার চোখ দৌড়িয়ে। আমার মনে প্রশ্ন জাগল, কোথায় গিয়ে ঘুমোচ্ছে?!

তার ঘুম ভেঙে যাবে সে ভয়ে আমি আঙুলের আগায় ভর করে হাঁটছিলাম নিঃশব্দে। হঠাৎ দেখলাম, অন্ধকারে আবছা একটা নড়াচড়া। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। অন্ধকারে চোখ সয়ে এসে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে লাগল। দেখলাম, আমার স্ত্রী নামাজের মুসল্লায়। আশ্চর্য। বাসর রাতেও তাহাজ্জুদ ছাড়েনি সে! আমি তার একটু নিকটবর্তী হলাম। সে রুকু করছে, সিজদা করছে, রবের সামনে নিজের সবটুকু উজাড় করে দিচ্ছে। আমার রব, এ তো আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য!'

স্বামী বলতে থাকল, 'যদিও সে তখনও নব বিবাহিতা তরুণী, আজ তার বাসর রাত; কিন্তু সে যেন সব ভুলে আসল সান্নিধ্যে মনোযোগ দিয়েছে রবের সামনে কিয়ামুল লাইলে।

তখন আল্লাহ থেকে আমার অনেক দূরত্ব। আমি কত রাত যে গানবাজনা করে কাটিয়েছি তখন, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু আমার পুণ্যবতী স্ত্রী সব সময় আমার সেবায় ব্যস্ত থাকত, আমাকে সন্তুষ্ট রাখাই যেন তার সর্বোচ্চ ব্রত ছিল।

আমার এমন অসংলগ্ন জীবনযাপন নিয়ে সে কিছুই বলত না। সব সময় আমাকে সুন্দর কথায় বাড়িতে স্বাগত জানাত। তার সুন্দর কথা আমাকে খুশি করে দিত। তার সুন্দর চরিত্র ও অনুপম আচরণ আমার মনকে আনন্দিত করে দিত। আমি তাকে এতটা ভালোবেসে ফেলি যে, যেন সে আমার পুরো সত্তা ও হৃদয়ের অধিকারী হয়ে গেছে।...'

প্রকৃত নারী যেমন হয় (২)

স্বামী তার কথা চালিয়ে গেল, 'একদিনের কথা। আমি খুব রাত করে ঘরে ফিরে আসি। সে রাত আমার অনর্থক কাজে কেটেছিল, আড্ডায় পার হয়ে গিয়েছিল রাতের প্রায় সবটা। সে সময়টা ছিল ওই সময়, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন ডেকে ডেকে বলেন, (هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟) "আছ কি কোনো দুআকারী, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো?"[২৮০]

আমি আমার রুমে এলাম। এসে আমার স্ত্রীকে পেলাম না। রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। কোনো কিছুর সাথে হোঁচট খেয়ে পড়ি নাকি সে ভয়ে সাবধানে হাঁটছিলাম। হঠাৎ একটা মধুর কণ্ঠ আমার কানে বেজে ওঠে। কুরআনের তিলাওয়াত। এমন তিলাওয়াত তো এর আগে শুনিনি! আমি অন্ধকার স্থানটার দিকে চোখ ফিরালাম, যেদিক থেকে আওয়াজ আসছিল।

হঠাৎ আমার চোখ আটকে গেল একটা ছায়া অবয়বের ওপর। আসমানের দিকে হাত তোলা। আমি তার দুআ শুনতে থাকলাম। দুআ শুরু হয়েছে তার। তার দুআয়, আল্লাহ, তার দুআয় সে নিজের আগে আমার জন্য দুআ করল। তার নিজের প্রয়োজনের আগে আমার নিজের প্রয়োজন তুলে ধরল।

আমি প্রথমে মুচকি হেসে দিলাম; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখে কান্না চলে এল। আমার অনুভূতি তখন মিশ্র। আমি তার চোখের দীপ্তি দেখতে পেলাম। অশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে তার দুচোখ থেকে কপাল বেয়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার হিদায়াতের দুআ করছে আল্লাহর কাছে। রবকে বারবার আহ্বান করে দুআ করে যাচ্ছে আমার জন্য। এরপর আবার নতুন করে কান্না শুরু করছে। তার এমন আকুল কান্না আমার হৃদয়তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে ফেলল। আমার হৃদয় বেশ জোরে ধুকপুকানি

---

২৮০. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৯১২।

দিতে থাকল। আমার হাত কেঁপে কেঁপে উঠছে। আমার পা থমকে গেছে। আমার শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এসেছে। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।

এত দিন আমি কোথায় ছিলাম! বলা ভালো, এত মাস আমি কোথায় রয়েছি আমার প্রেমময় স্ত্রীকে ছেড়ে! আমার ধৈর্যশীলা স্ত্রী। যে সব সময় আমাকে দিয়ে যায়। আমাকে দিনের বেলা সবটুকু দেয়। রাতে যখন আমি বাড়ি ছেড়ে তাকে রেখে বের হই, তখন তার অন্তরে কষ্টেরা এসে ভিড় করে। এরপর রাতের আড্ডা ও পাপের আড্ডা ছেড়ে যখন ঘরে ফিরি, তখন দেখছি, সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমার জন্য দুআ করছে?!

যে অন্তর মন্দ কাজের কামনায় থাকে, সে অন্তর আর যে অন্তর প্রভুর ভালোবাসায় স্পন্দিত হয় ও প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে মজা পায় সে অন্তরের মধ্যে কতই না পার্থক্য!'

স্বামী বলতে থাকল, 'সে চরম মুহূর্তে আমি আর আমার অশ্রু ধরে রাখতে পারলাম না। আমি দুই হাঁটুর মাঝে আমার মাথা গুঁজে দিলাম। আমার তপ্ত অশ্রু মেঝেতে ঝরে পড়ছিল। যেন আমার সব গুনাহ ও অপরাধ বের হয়ে যাচ্ছিল। কত বছর রবের সামনে কাঁদিনি তার তো হিসেব নেই। কিন্তু এবার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে ঝরতে আমার চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি তখন বুঝতে পারছিলাম না আসলে কোন কারণে আমার অশ্রুর কোন ফোঁটাটি ঝরছিল, কি আমার এ পর্যুদস্ত অবস্থার কারণে, না আল্লাহ যে আমার স্ত্রীকে আমার মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলেছেন সে জন্য, না আল্লাহ থেকে আমার সম্পর্কে এত দূরত্ব সত্ত্বেও আল্লাহ আমাকে এ রকম ধৈর্যশীল স্ত্রী দিয়েছেন সে আনন্দে!

এ নারীকে দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হই! আমি যখনই ঘরে আসি, তখনই দেখি, সে আমার জন্য সুখ ও আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে আমার সেবা করে। আমার সুখের জন্য যা প্রয়োজন, তা করে। আমি যখন ঘর থেকে বের হই, তখন সে বিনয়-নম্রতার সাথে চিন্তিত মনে আল্লাহর কাছে দুআ করে।

অল্প কিছু মুহূর্ত। অল্প কয়েক মিনিট গেল মাত্র। তখন শুনি, আল্লাহর ঘর থেকে আহ্বান শুনা যাচ্ছে : 'এসো নামাজের দিকে। এসো সফলতার দিকে।'

খানিকটা ইতস্তত করার পর আমি পেছনে উঠে গেলাম। তখনও তার সে সুন্দর অবয়ব আমাকে পথ দেখিয়ে চলেছে। আমি এমনভাবে সেদিন ফজর পড়লাম, যেন আমি এ রকম নামাজ এর আগে জীবনে কখনো পড়িনি।

সূর্য উদিত হলো। তার সাথে নতুন জীবনেরও সূচনা হলো।”

এ মানুষটি আল্লাহর দিকে ফিরে এল তাওবা করে, আল্লাহর নৈকট্য তালাশের জন্য। প্রথমত আল্লাহর দেওয়া তাওফিকে। এরপর একজন নেককার স্ত্রীর প্রচেষ্টায়। যে স্ত্রী তাকে তাওবা ও আত্মশুদ্ধির দিকে আহ্বান করল। উত্তম দাম্পত্য আচরণ দিয়ে তাকে আমলি জীবনের দিকে নিয়ে এল। তার উত্তম চরিত্র ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে তার স্বামীর হৃদয় জয় করে নিল।

কয়েক বছর পর। স্ত্রীর অনবরত উৎসাহের পর। এ লোকটি মদিনা মুনাওয়ারার অনেক বড় একজন দায়িরূপে আবির্ভূত হন। তাকে যখনই জিজ্ঞেস করা হতো, ‘আপনার দ্বীনের পথে আসার কারণ কী?’ তখন তিনি বলতেন, ‘আমার বড় গর্ব যে, আমি দ্বীনের হিদায়াত পেয়েছি আমার স্ত্রীর হাতে।’[২৮১]

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
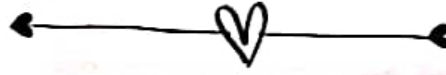
২৮১. জাওজাতুন লা কাজজাওজাত (কিসসাতুন ওয়াকিয়াহ), সাইদুল ফাওয়ায়িদ।

বিবাহিত প্রতিটি নারী-পুরুষই চায় একটি সুন্দর সুখময় দাম্পত্য জীবন। গড়তে চায় ভালোবাসাপূর্ণ অনাবিল প্রশান্তির আধার একটি প্রেমময় সংসার। অবশ্য এর জন্য স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে চলতে হয়। ভালোবাসার ঘর বাঁধতে দুজনকেই উত্তম গুণাবলিতে গুণান্বিত হতে হয়। পরিহার করতে হয় রাগ-ক্ষোভ, জিদ, অহমিকা, স্বার্থপরতা, দোষচর্চার মতো সম্পর্ক অবনতি ঘটানোর যাবতীয় মন্দ স্বভাব। তবেই দেখা মিলে দাম্পত্য জীবনের পরম সুখ আর প্রশান্তির।

প্রিয় পাঠক, দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা বৃদ্ধি ও প্রেমময় বন্ধন অটুট রাখার গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়েই উসতাজ হাসসান শামসি পাশা ভালোবাসার রং-তুলিতে আমাদের জন্য এঁকেছেন তার অনন্যসাধারণ উপহার (همسة في أذن زوجين) 'প্রেমময় দাম্পত্য জীবন' গ্রন্থটি। আসুন না, ভালোবাসার পাঠে ভরপুর অনুপম এ গ্রন্থটি থেকে সুন্দর সুখময় দাম্পত্য জীবন গঠনের চমৎকার কিছু নিয়ম, কৌশল ও পরামর্শ জেনে নিই...